মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ 'সহিহ বুখারি শরিফ'-এর অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ

نَصْرُ الْبَارِىْ شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ

# সহজ নসরুল বারী

## শরহে সহিহ বুখারী

## (১২তম খণ্ড)

## আরবি-বাংলা

[সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ]


মূল

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী রহ.

মুহাদ্দিস, মাদরাসা মাযাহেরুল উলূম, সাহারানপুর

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান



আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামি টাওয়ার ॥ পাঠক বন্ধু মার্কেট

১১, বাংলাবাজার ঢাকা ॥ ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।

মোবাইল ০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮, ০১৬১৬ ১৫২৫৩৫

www.alkawsar.org

## অনুবাদ সহযোগী যারা

- ❖ **মুফতি মুহাম্মদ রাশিদুল হক,** মুহাদ্দিস, নরাইবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা, ঢাকা।
- ❖ **মাওলানা আব্দুর রকিব,** উস্তাদ, জামিয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।
- ❖ **মাওলানা আবু সাঈদ,** উস্তাদ, জামিয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।
- ❖ **মাওলানা মুফতি মুয্যাম্মিল হুসাইন,** মুদাররিস, হাজি ইউনুছ কওমি মাদরাসা, জুরাইন, ঢাকা।
- ❖ **হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ,** বিশিষ্ট লেখক ও মুহাদ্দিস।
- ❖ **মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ,** ফাযেল, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- ❖ **মুফতী মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম** মুহাদ্দিস, আফতাব নগর মাদরাসা ঢাকা

**প্রকাশক :** মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স, বাসা নং ২১৭, ব্লক-ত, মিরপুর-১২, ঢাকা।

**প্রথম সংস্করণ :** শাবান ১৪৩৮ হিজরি, মে-২০১৭ ঈ.



**কম্পোজ :** আল কাউসার কম্পিউটার্স

**মূল্য :** সাতশত টাকা মাত্র

**মুদ্রণ :** আল কাউসার প্রিন্টিং
এণ্ড বাইণ্ডিং ঢাকা

# সম্পাদকের আরয

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ.

وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশ ও যাবতীয় উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন মাজিদ ও হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরিফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানি কিতাব। আর হাদিস সেই মহাগ্রন্থের বিশদ বিশ্লেষণ। অন্যদিকে সুন্নাহ্ হচ্ছে এ দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত মানবজাতির জন্য একটি সার্বজনীন ব্যবস্থাপত্র। কুরআন মাজিদে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

হাদিস শরিফে আছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চরিত্রমাধুরী কুরআনের বাস্তব নমুনা। কুরআন মাজিদ বুঝতে হলে হাদিসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লাখ লাখ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদিসের গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদিসগ্রন্থ সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদিসগ্রন্থ বলা হয়। এ ছয়টি কিতাবের মধ্যে দুটি কিতাব বিশুদ্ধতার বিচারে শীর্ষস্থানে রয়েছে। এ দুটিকে পরিভাষায় 'সহিহাইন' বলে। আর এ দুই কিতাবের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি রহ. রচিত 'সহিহ বুখারি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত মেহনতে বিশ্বনন্দিত এ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তাঁর ইখলাসের বরকতে কিতাবটি সংকলনের পর থেকে সর্বস্তরের উলামা-মাশায়েখের কাছে গ্রহণযোগ্য ও মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে।

গ্রহণযোগ্যতার কারণেই মুসলিম সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। সে ক্রমধারাায় বাংলা ভাষায়ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'সহিহ বুখারি'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বেশ আগেই। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এতে উম্মতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছে। এজন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে নিঃসন্দেহে একজন সাধারণ মুসলমান শুধু হাদিসের অনুবাদ পড়ে হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা কিছুতেই বুঝতে পারে না বরং অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অনুবাদের সাথে অপরিহার্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা বলাই বাহুল্য। উম্মতের সামনে হাদিসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ আলেমগণ আরবি ভাষায় সিহাহ সিত্তাহসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে আসছেন।

নিকট অতীতে উর্দু ভাষায়ও যথেষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'সহিহ বুখারি'র বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। এক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম নিজেদের দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট রয়েছেন। বাংলাভাষী হাদিসের ছাত্র-তালিবুল ইমলবৃন্দ আরবি-উর্দু ভাষায় রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকেই তাদের হাদিস গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করত। কিন্তু আজকাল এ দেশে উর্দু ভাষা চর্চায় চরম অধঃগতি লক্ষণীয়। এজন্যই অনেকের পক্ষে উর্দু ভাষায় রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া কষ্টসাধ্য বরং কারো কারো ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে লক্ষ করে

'আল-কাউসার প্রকাশনী' সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে 'আল-কাউসার প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত (১) নসরুল বারি শরহে বুখারি, (২) মুসলিম শরিফ, (৩) সুনানে আবু দাউদ, (৪) জামে তিরমিযি, (৫) নাসায়ি শরিফ, (৬) তহাবি শরিফ, (৭) সুনানে ইবনে মাজাহ, (৮) মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ., (৯) মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ রহ., (১০) শামায়েলে তিরমিযির বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাঠক মহলে সাদর সমাদৃত হয়েছে।

'সহিহ বুখারি'র প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ সে ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। বলা বাহুল্য, আমাদের 'সহিহ বুখারি'র বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য উর্দু ভাষায় রচিত বুখারি শরিফের নন্দিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নসরুল বারি'কে অনুবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ অনূদিত গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের অসামান্য উপকার করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা ভাষায় সিহাহ সিত্তার অনুবাদকর্ম একটা প্রমিত অনুবাদের মর্যাদা লাভ করেছে। বিধায় হাদিসের মূল ভাষ্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ সামনে রাখা হয়েছে।

ভুল মানুষের স্বভাবগত একটি বিষয়। কাজেই মুদ্রণপ্রমাদ ও অন্য যে-কোনো অসঙ্গতি নজরে পড়লে বোদ্ধা পাঠকমহল আমাদের অবগত করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি। কিতাবটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাদিস গবেষণায় সামান্যতম সহায়ক প্রমাণিত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন এবং লেখক-পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান ও আমলের তৌফিক দান করুন। আমীন!

বিনীত

২০ রমজানুল মুবারক, ১৪৩৭ হিজরী,

সম্পাদক

# সূচিপত্র


বিষয় | পৃষ্ঠা

সম্পাদকের আরয------------------------------------------------------------------ ৩

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

## অধ্যায় : শপথ ও মান্নত

শব্দ বিশ্লেষণ ------------------------------------------------------------------৪১

يَمِيْنٌ-এর শরয়ি অর্থ------------------------------------------------------------৪১

نَذْرٌ-এর শরয়ি অর্থ : ------------------------------------------------------------৪১

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ ...

**৩৫০৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের নিরর্থক...৪১---**

يَمِيْنٌ -এর প্রকারভেদ ও তার বিধান ------------------------------------------৪২

১। يَمِيْنِ لَغْو (অনর্থক)-এর পরিচয় :------------------------------------------৪২

২। يَمِيْنِ غَمُوْس -এর পরিচয় : ------------------------------------------------৪২

৩। يَمِيْنِ مُنْعَقِدَة -এর পরিচয় : ------------------------------------------------৪২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৩

ব্যাখ্যা -------------------------------------------------------------------------৪৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৪

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَايْمُ اللهِ

**৩৫০৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ -এর বাণী– 'আল্লাহর কসম' প্রসঙ্গে** ------------------৪৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৫

بَابٌ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ

**৩৫০৯. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ -এর কসম কেমন ছিল?** --------------------------৪৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৮

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ----------------------------------------------------------------৪৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৪৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫০

---------------------------------------------------------------------------৫০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি ও জ্ঞাতব্য : ---------------৫২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৩

بَابُ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
৩৫১০. অনুচ্ছেদ : তোমরা পূর্বপুরুষের নামে কসম করবে না ----------------------৫৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৫

بَابُ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ
৩৫১১. অনুচ্ছেদ : লাত, উজ্জা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যাবে না --------------৫৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৬

بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ
৩৫১২. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি কোনো বস্তুর কসম করে অথচ তাঁকে কসম দেওয়া হয়নি ------৫৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৭

بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ
৩৫১৩. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের কসম করে ----------৫৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৭

بَابُ لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟
৩৫১৪. অনুচ্ছেদ : যা আল্লাহ চান এবং তুমি চাও কেউ বলবে না ----------------------৫৮
'আমি আল্লাহর সাহায্যে, এরপর তোমার সাহায্যে' বলা যাবে কি-না? ------------------৫৮

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
৩৫১৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে ...' --------৫৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৫৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৬০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৬০
শব্দ বিশ্লেষণ----------------------------------------------------------------৬০

بَابُ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ
৩৫১৬. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি বলে আল্লাহ তায়ালাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা আল্লাহ তায়ালাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি' ------------------------------------------------------৬০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------৬১

بَابُ عَهْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫১৭. **অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার নামে অঙ্গীকার করা**-------------------------------------------৬১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬১

بَابُ الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

৩৫১৮. **অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার ইয্যত, গুণাবলি ও কালেমাসমূহের কসম করা**-------------------৬২
আল্লাহ তায়ালার ইজ্জতের কসম খাওয়া : -------------------------------------------৬২
وَصِفَاتِهِ আল্লাহ তায়ালার সিফাতের কসম খাওয়া : -------------------------------------------৬২
وَكَلِمَاتِهِ আল্লাহ তায়ালার কালেমার কসম : -------------------------------------------৬২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :হাদিসের পুনরাবৃত্তি : -------------------------------------------৬৩

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَعَمْرُكَ: لَعَيْشُكَ.

৩৫১৯. **অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তির لَعَمْرُ اللهِ বলা প্রসঙ্গে**-------------------------------------------৬৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৩

بَابُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

৩৫২০. **অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বড় ক্ষমাপরায়ণ ধৈর্যশীল। (সূরা বাকারা-২২৫)**-------------------------------------------৬৪
يَمِيْنٌ তথা কসম তিন প্রকার-------------------------------------------৬৪
يَمِيْنِ لَغْو (অর্থহীন কসম) : -------------------------------------------৬৪
يَمِيْنِ غَمُوْس (মিথ্যা কসম) : -------------------------------------------৬৪
يَمِيْنِ مُنْعَقِدَة (কার্যকরি কসম) :-------------------------------------------৬৪

بَابُ: إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ

৩৫২১. **অনুচ্ছেদ : কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে**-------------------------------------------৬৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৫
ব্যাখ্যা ও উল্লেখ্য -------------------------------------------৬৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল -------------------------------------------৬৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৮
মাসয়ালা -------------------------------------------৬৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৬৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল -------------------------------------------৭০
একটি প্রশ্নের জবাব -------------------------------------------৭০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------------------৭১

بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

**৩৫২২. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা কসম**------------------------------------------------------------৭১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৭১

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً

**৩৫২৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– যারা আল্লাহর নামে কৃত ওয়াদা ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ...** ---------------------------------------------------------------৭১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৭২

بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ

**৩৫২৪. অনুচ্ছেদ : এমন কিছুতে কসম করা যার উপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের ও রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা** -----------------------------------------৭৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৭৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৭৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৭৪

بَابُ إِذَا قَالَ : وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ

**৩৫২৫. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আজ আমি কথা বলব না** -------------------৭৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, ব্যাখ্যা ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি ------------------------------৭৫
ব্যাখ্যা ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি ---------------------------------------------------------৭৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৭৬

بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا. وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

**৩৫২৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর (বা অন্য কারো) নিকট এক মাস যাবে না শপথ করে, আর মাস হয় উনত্রিশ দিনে**-------------------------------------------------------------৭[illegible]
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৭[illegible]

بَابُ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هٰذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

**৩৫২৭. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ নাবিয পান করবে না বলে কসম করে, এরপর [illegible] রস বা আসির পান করে ফেলে, তবে কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা তাদের নিকট এগুলো নাবিয নয়। (সেসব পান করা হারাম।)** ------------------------------------৭০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------৭৭
ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য -------------------------------------------------------৭৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------৭৮

بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأُدْمِ

**৩৫২৮. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তরকারি খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর খায়? আর কোন্ জিনিস তরকারির অন্তর্ভুক্ত** ------------------------------------------------৭৯
ব্যাখ্যা -----------------------------------------------------------------------৭৯
ব্যাখ্যা, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও উদ্দেশ্য------------------------------------------৭৯
হাদিসের পুনরাবৃত্তি -------------------------------------------------------------৭৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------৮০

بَابُ النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ

**৩৫২৯. অনুচ্ছেদ : কসমের মধ্যে নিয়ত করা**------------------------------------------৮১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮১

بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

**৩৫৩০. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তওবার লক্ষ্যে দান করে** ------------------৮১

মানত মানার বিধান কি? ------------------------------------------৮১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮২

بَابُ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

**৩৫৩১. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্যকে হারাম করে নেয়**------------------------------৮৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮৩

بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ

**৩৫৩২. অনুচ্ছেদ : মানত পূর্ণ করা এবং আল্লাহর বাণী– তারা তাদের মানত পূর্ণ করে** ------------------৮৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮৪

ব্যাখ্যা ------------------------------------------৮৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮৫

بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

**৩৫৩৩. অনুচ্ছেদ : মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহের কাজ** ------------------------------৮৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮৫

بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

**৩৫৩৪. অনুচ্ছেদ : ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা**------------------------------------------৮৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------৮৬

بَابُ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ [illegible]

**[illegible]. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ জাহিলি যুগে 'মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না' বলে মানত করল বা কসম করল, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে** ------------------------------৮৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------৮৬

بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

**৩৫৩৬. অনুচ্ছেদ : মানত আদায় না করে কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায়** ------------------------------৮৭

জবাব ও শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল------------------------------------------৮৭

হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------------------ ৮৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------ ৮৮

بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

**৩৫৩৭. অনুচ্ছেদ : গুনাহের কাজের এবং ওই বস্তুর মানত করা, যার উপর অধিকার নেই**------------------ ৮৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------৮৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------৮৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------৯০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------------৯০

بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الفِطْرَ

**৩৫৩৮. অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোযা পালনের মানত করে আর তার মধ্যে কুরবানির দিনসমূহ বা ঈদুল ফিতরের দিন পড়ে যায়**--------------------------------------৯১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------------৯১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং হুকুম--------------------------------------৯১

بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

**৩৫৩৯. অনুচ্ছেদ : কসম ও মানতের মধ্যে কি ভূমি, বকরি, কৃষি ও আসবাবপত্র শামিল হয়?**-----------------৯২
ব্যাখ্যা, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এবং হাদিসের পুরাবৃত্তি ------------------------------------৯২

## كِتَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ

## অধ্যায় : শপথের কাফফারা

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة ৮৯]

**৩৫৪০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– 'সুতরাং এর কাফফারা হল, দশজন দরিদ্রকে আহার্য দেওয়া'** -----------৯৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------৯৪

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ [التحريم: ২]

**৩৫৪১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায় আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাহরিম-২)** ----------------৯৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------৯৫

بَابٌ: مَنْ أَعَانَ المُعْسِرَ فِي الكَفَّارَةِ

**৩৫৪২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাফফারা আদায়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে**--------------------------------৯৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------৯৫

بَابٌ يُعْطِي فِي الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

**৩৫৪৩. অনুচ্ছেদ : দশজন মিসকিনকে কাফফারা প্রদান করবে তারা নিকটাত্মীয় হোক চাই দূরের আত্মীয়**------------৯৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------৯৬

بَابُ صَاعِ المَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

**৩৫৪৪. অনুচ্ছেদ : মদিনা শরিফের সা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুদ্দ এবং এর বরকত আর মদিনাবাসীগণ এর থেকে যুগ-যুগান্তর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছেন**------------------------------------৯৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------৯৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি, ব্যাখ্যা এবং শব্দবিশ্লেষণ ---------------------৯৭

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

**৩৫৪৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'অথবা গোলাম আযাদ করা' (সূরা মায়িদা-৮৯) এবং কোন্ প্রকারের গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম**------------------------------------------------৯৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------------------------৯৮
শিরোনামের উদ্দেশ্য : -----------------------------------------------------------------------------------৯৮
بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
**৩৫৪৬. অনুচ্ছেদ : কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব ও জারজ সন্তান আযাদ করা প্রসঙ্গে** ---------------------------------------------------------------------------৯৮
মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও মুকাতাব কাকে বলে? ---------------------------------------------------------৯৯
মুদাব্বার :----------------------------------------------------------------------------------------------৯৯
উম্মে ওয়ালাদ : -----------------------------------------------------------------------------------------৯৯
মুকাতাব :-----------------------------------------------------------------------------------------------৯৯
একটি প্রশ্নের জবাব ----------------------------------------------------------------------------------৯৯
জবাব : ইমামগণের অভিমত--------------------------------------------------------------------------৯৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------------------------৯৯
بَابٌ: إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ
**৩৫৪৭. অনুচ্ছেদ : কেউ কাফফারায় দাস মুক্ত করলে, তার ওয়ালা কে পাবে?** ------------------------- ১০০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------------ ১০০
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ
**৩৫৪৮. অনুচ্ছেদ : কসমের ক্ষেত্রে ইস্তিছনা করা প্রসঙ্গে** ------------------------------------------------- ১০১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------------------------------------------------------- ১০১
ব্যাখ্যা ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ১০২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------------ ১০২
بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ
**৩৫৪৯. অনুচ্ছেদ : কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফফারা আদায় করা** ------------------------------ ১০২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------------ ১০৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------------ ৪০৪

## كِتَابُ الْفَرَائِضِ

## অধ্যায় : উত্তরাধিকার

শব্দ বিশ্লেষণ------------------------------------------------------------------------------------------- ১০৫
ইলমে ফারায়েয-এর আলোচ্য বিষয় ও ইলমে ফারায়েয-এর উদ্দেশ্য : ------------------------------------- ১০৫
بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...
**৩৫৫০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ প্রসঙ্গে** -------------- ১০৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------------ ১০৬
بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
**৩৫৫১. অনুচ্ছেদ : উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া** ---------------------------------------------- ১০৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------------------ ১০৭

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

**৩৫৫২. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী হবে না; আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সদকাস্বরূপ'** ---------- ১০৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১০৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১০৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১১০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১১০

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------- ১১০

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ

**৩৫৫৩. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারের [ওয়ারিশদের]** ---------- ১১০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------১১১

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

**৩৫৫৪. অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের উত্তরাধিকার** ----------১১১

ব্যাখ্যা :----------১১১

মাসয়ালা ৬ : ----------১১১

মাসয়ালা ৬ : ----------১১১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ----------১১২

بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

**৩৫৫৫. অনুচ্ছেদ : কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার** ----------১১২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১১৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১১৩

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

**৩৫৫৬. অনুচ্ছেদ : পুত্রের অবর্তমানে নাতির উত্তরাধিকার**---------- ১১৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১১৪

بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ

**৩৫৫৭. অনুচ্ছেদ : কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাতনীর উত্তরাধিকার** ---------- ১১৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১১৫

بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

**৩৫৫৮. অনুচ্ছেদ : পিতা ও ভাইদের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার** ---------- ১১৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------১১৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১১৭

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

**৩৫৫৯. অনুচ্ছেদ : সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার**---------- ১১৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১১৭

মিরাস বন্টনের ক্রমবিন্যাস ---------- ১১৭

بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

**৩৫৬০. অনুচ্ছেদ : সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার** ---------------------------------------- ১১৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------- ১১৭

بَابٌ: مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

**৩৫৬১. অনুচ্ছেদ : কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিণী হয়** ---------------------------------------- ১১৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------- ১১৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------------------------- ১১৮

بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

**৩৫৬২. অনুচ্ছেদ : ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার**---------------------------------------- ১১৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------------------১১৯

بَابٌ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...

**৩৫৬৩. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : লোকেরা আপনার নিকট كَلَالَة এর বিধান জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ كَلَالَة এর বিধান জানাচ্ছেন ...** ----------১১৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------------------১১৯

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ----------------------------------------১১৯

بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

**৩৫৬৪. অনুচ্ছেদ : (কোনো নারী) দুজন চাচাতো ভাই (রেখে গেল), তন্মধ্যে একজন মা শরিক ভাই; অপরজন স্বামী** ---------------------------------------- ১২০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : ---------------------------------------- ১২০

একটি প্রশ্নের জবাব ---------------------------------------- ১২০

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ----------------------------------------১২১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি----------------------------------------১২১

আসহাবে ফারায়েয ----------------------------------------১২১

بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

**৩৫৬৫. অনুচ্ছেদ : যাবিল আরহাম**----------------------------------------১২১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------- ১২২

بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

**৩৫৬৬. অনুচ্ছেদ : লিয়ানকারীদের উত্তরাধিকার** ---------------------------------------- ১২২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------------------------- ১২২

بَابٌ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

**৩৫৬৭. অনুচ্ছেদ : শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির**---------------------------------------- ১২৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------- ১২৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------------------------------------- ১২৩

উল্লেখ্য---------------------------------------- ১২৩

بَابٌ: اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

**৩৫৬৮. অনুচ্ছেদ : অভিভাবকত্ব ওই ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করবে এবং লাকিতের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে** -- ১২৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৫

بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

**৩৫৬৯. অনুচ্ছেদ : সায়িবার উত্তরাধিকার** ---------- ১২৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৫

بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

**৩৫৭০. অনুচ্ছেদ : যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ**---------- ১২৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৭
শব্দ বিশ্লেষণ---------- ১২৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৭
হাদিসের ব্যাখ্যা : ---------- ১২৭

بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

**৩৫৭১. অনুচ্ছেদ : কাফির যদি কোনো মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে**---------- ১২৭
ব্যাখ্যা :---------- ১২৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৮

بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

**৩৫৭২. অনুচ্ছেদ : নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে** ---------- ১২৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১২৯

بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

**৩৫৭৩. অনুচ্ছেদ : কোনো গোত্রের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত আর বোনের পুত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত**---------- ১৩০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৩০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৩০

بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ

**৩৫৭৪. অনুচ্ছেদ : বন্দির উত্তরাধিকার** ---------- ১৩০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৩০

بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

**৩৫৭৫. অনুচ্ছেদ : মুসলমান কাফিরের এবং কাফির মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না** ------- ১৩১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৩১

بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ
**৩৫৭৬৫. অনুচ্ছেদ : নাসারা গোলাম ও নাসারা মুকাতাবের মিরাস প্রসঙ্গে**------------------------- ১৩১
উল্লেখ্য,------------------------------------------------------------------------- ১৩১

بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ
**৩৫৭৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করে**------------------------- ১৩২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩২

بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
**৩৫৭৮. অনুচ্ছেদ : প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা**------------------------- ১৩২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৩

بَابُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا
**৩৫৭৯. অনুচ্ছেদ : কোনো নারী কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান**------------------------- ১৩৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৩

بَابُ الْقَائِفِ
**৩৫৮০. অনুচ্ছেদ : চিহ্ন দেখে সনাক্তকারীর বর্ণনা**------------------------------------------- ১৩৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :------------------------------------------------------------- ১৩৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৪

## كِتَابُ الْحُدُودِ

## অধ্যায় : শরিয়তের শাস্তি

حُدُود -এর পরিচয়------------------------------------------------------------------- ১৩৫

بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ
**৩৫৮১. অনুচ্ছেদ : হুদুদ (শরিয়তের শাস্তি) থেকে ভীতি প্রদর্শন**------------------------------------- ১৩৫

بَابُ لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ
**৩৫৮২. অনুচ্ছেদ : শরাব পান না করার বর্ণনা**------------------------------------------------- ১৩৫
জ্ঞাতব্য :----------------------------------------------------------------------------- ১৩৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৬

بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ
**৩৫৮৩. অনুচ্ছেদ : মদ্যপায়ীকে প্রহার করা**------------------------------------------------- ১৩৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা------------------------------- ১৩৬

بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ
**৩৫৮৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘরে শরিয়তের শাস্তি প্রদানের হুকুম করে**------------------------- ১৩৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা------------------------------- ১৩৭

بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
**৩৫৮৫. অনুচ্ছেদ : বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা**------------------------------------------- ১৩৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৩৮

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

**৩৫৮৬. অনুচ্ছেদ : মদ্যপায়ীকে লানত করা মাকরূহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়**------------------ ১৩৯
ব্যাখ্যা :-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ১৩৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------------------- ১৩৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৪০

بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

**৩৫৮৭. অনুচ্ছেদ : চোর যখন চুরি করে** ------------------------------------------------------------------- ১৪০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৪০

بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

**৩৫৮৮. অনুচ্ছেদ : চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা প্রসঙ্গে** ---------------------------------- ১৪০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ------------------------------------------- ১৪১
কতটুকু পরিমাণ চুরি করলে হাত কর্তন করা হবে--------------------------------------------------- ১৪১

بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

**৩৫৮৯. অনুচ্ছেদ : হুদুদ (শরিয়তের শাস্তি) (গুনাহের) কাফফারা হয়ে যায়** ------------------------------ ১৪১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ---------------------------------------------------------------- ১৪১
হাদিসের পুরাবৃত্তি ----------------------------------------------------------------------------------- ১৪২

بَابٌ: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

**৩৫৯০. অনুচ্ছেদ : শরিয়তের কোনো হদ্দ (শাস্তি) বা হক ব্যতীত মুমিনের পিঠ সংরক্ষিত**-------------- ১৪২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------------------- ১৪২

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

**৩৫৯১. অনুচ্ছেদ : শরিয়তের হদসমূহ কার্যকর করা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ গ্রহণ**---------- ১৪৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৪৩

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

**৩৫৯২. অনুচ্ছেদ : উঁচু-নিচ সকল মানুষের ক্ষেত্রে শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করা প্রসঙ্গে**-------------- ১৪৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৪৩

بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

**৩৫৯৩. অনুচ্ছেদ : বাদশাহর কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয়, তখন শরিয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচিন**------------------------------------------------------------------------------------- ১৪৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৪৪

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ٣٨] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟

**৩৫৯৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا প্রসঙ্গে এবং কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে?**------------------------------------------------------------------------------------- ১৪৪

কতটুকু পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে? ---------- ১৪৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪[illegible]
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১[illegible]৬
শব্দ বিশ্লেষণ---------- ১৪৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৪৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৮

بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

**৩৫৯৫. অনুচ্ছেদ : চোরের তওবা**---------- ১৪৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৪৯

## كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

## অধ্যায় : যুদ্ধবাদী কাফির ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ

আয়াতের ব্যাখ্যা :---------- ১৫০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৫১

بَابُ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

**৩৫৯৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি; অবশেষে তারা মারা গেল** ---------- ১৫১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৫১

بَابُ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

**৩৫৯৭. অনুচ্ছেদ : ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয় নি; অবশেষে তারা (পিপাসায়) মারা গেল** ---------- ১৫১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৫২

بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

**৩৫৯৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন** ---------- ১৫২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ১৫৩

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

**৩৫৯৯. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফযিলত** ---------- ১৫৩

ব্যাখ্যা :------------------------------------------------ ১৫৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৫৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------- ১৫৪

بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ

**৩৬০০. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীদের পাপ**------------------------------------ ১৫৪
ব্যাখ্যা : ------------------------------------------------ ১৫৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৫৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৫৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৫৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৫৬

بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ

**৩৬০১. অনুচ্ছেদ : বিবাহিতকে রজম করা** ------------------------------------ ১৫৬
শব্দ বিশ্লেষণ------------------------------------------------ ১৫৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৫৬
অবিবাহিতদের শাস্তি বেত্রাঘাত আর বিবাহিতদের প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা------------------ ১৫৬
একটি প্রশ্নের জবাব ------------------------------------------------ ১৫৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------- ১৫৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৫৯

بَابٌ: لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

**৩৬০২. অনুচ্ছেদ : পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না**------------------------- ১৫৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৬০

بَابٌ: لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

**৩৬০৩. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীর জন্য পাথর** ------------------------------------ ১৬০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৬০

بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

**৩৬০৪. অনুচ্ছেদ : সমতল স্থানে রজম করা**------------------------------------১৬১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------১৬১

بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

**৩৬০৫. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহ ও জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করা** ---------------------- ১৬২
ব্যাখ্যা :------------------------------------------------ ১৬২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------- ১৬২
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ------------------------------------------------ ১৬২
মাসয়ালা : ------------------------------------------------ ১৬৩

بَابٌ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ

**৩৬০৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এমন কোনো অপরাধ করল, যা হদের আওতাভুক্ত নয়** ---------- ১৬৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------ ১৬৪

بَابٌ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ
**৩৬০৭. অনুচ্ছেদ : যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?** ---------- ১৬৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৬৪
بَابٌ: هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ
**৩৬০৮. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোক্তিকারীকে কি ইমাম 'সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ' বলতে পারেন?** ---------- ১৬৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং শব্দবিশ্লেষণ ---------- ১৬৫
بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ
**৩৬০৯. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন 'তুমি কি বিবাহিত'?** ---------- ১৬৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৬৬
بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا
**৩৬১০. অনুচ্ছেদ : যিনার স্বীকারোক্তি** ---------- ১৬৭
ব্যাখ্যা : ---------- ১৬৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৬৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৬৮
গর্ভবতীর উপর রজম : ---------- ১৬৮
بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ
**৩৬১১. অনুচ্ছেদ : যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী নারীকে রজম করা** ---------- ১৬৮
ব্যাখ্যা : ---------- ১৬৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৭৩
بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ
**৩৬১২. অনুচ্ছেদ : অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কষাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে** ---------- ১৭৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৭৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৭৪
بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِيْ وَالْمُخَنَّثِيْنَ
**৩৬১৩. অনুচ্ছেদ : গুনাহগার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা** ---------- ১৭৪
ব্যাখ্যা : ---------- ১৭৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৭৫
بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ
**৩৬১৪. অনুচ্ছেদ : আসামির অনুপস্থিতে ইমাম কাউকে হদ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা প্রসঙ্গে** ---------- ১৭৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৭৬
بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا...
**৩৬১৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী- (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا...الخ (النِّسَاءِ: ) প্রসঙ্গে** ---------- ১৭৬
আয়াতের মর্মার্থ ---------- ১৭৬

بَابٌ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

**৩৬১৬. অনুচ্ছেদ : দাসী যখন যিনা করে**------------------------------------------- ১৭৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৭৭

بَابٌ لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

**৩৬১৭. অনুচ্ছেদ : দাসী যিনা করলে তাকে তিরস্কার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না** ------------------------- ১৭৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৭৭

بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ. إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

**৩৬১৮. অনুচ্ছেদ : যিম্মিদের বিধান এবং যিম্মিরা যখন যিনা করল আর সমকালীন ইমামের নিকট তাদের মামলা গেল, তখন তাদের মুহসান (বিবাহিত) হওয়ার হুকুম সম্পর্কে**------------------------ ১৭৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৭৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৭৯

بَابٌ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا. عِنْدَ الحَاكِمِ وَالنَّاسِ

**৩৬১৯. অনুচ্ছেদ : বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী কিংবা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয়**------------------------------------------- ১৭৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৮০

بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

**৩৬২০. অনুচ্ছেদ : প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে** ---------- ১৮০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৮১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং জ্ঞাতব্য ------------------------------- ১৮১

بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

**৩৬২১. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে**------------ ১৮১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------- ১৮২

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

**৩৬২২. অনুচ্ছেদ : কোনো বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা**------------------------------------------- ১৮২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৮৩

بَابٌ: كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

**৩৬২৩. অনুচ্ছেদ : শাস্তি ও শাসন কতটুকু**------------------------------------------- ১৮৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৮৪
حَدّ ও تَعْزِير-এর মধ্যে পার্থক্য ------------------------------------------- ১৮৪
উল্লেখ্য------------------------------------------- ১৮৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------- ১৮৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------- ১৮৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------------------- ১৮৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৮৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৮৭

بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

**৩৬২৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা, অন্যের কলঙ্ক ও অপবাদ প্রকাশ করে** ---------- ১৮৭

ব্যাখ্যা : ---------- ১৮৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৮৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৮৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৮৭

بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

**৩৬২৫. অনুচ্ছেদ : সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা** ---------- ১৮৯

ব্যাখ্যা : ---------- ১৮৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৮৯

بَابُ قَذْفِ الْعَبِيدِ

**৩৬২৬. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসের উপর অপবাদ আরোপ প্রসঙ্গে** ---------- ১৯০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯০

بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

**৩৬২৭. অনুচ্ছেদ : ইমাম কি কাউকে কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর জারির জন্য আদেশ করতে পারেন? হযরত উমর রাযি. এরূপ করেছেন।** ---------- ১৯০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯১

## كِتَابُ الدِّيَاتِ

## অধ্যায় : রক্তপণ

দিয়ত কী? ---------- ১৯২

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. [النساء]

**৩৬২৮. অনুচ্ছেদ : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম** ---------- ১৯২

ব্যাখ্যা : ---------- ১৯২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ১৯৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ---------- ১৯৩

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------- ১৯৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯৪

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَحْيَاهَا [المائدة: ]

**৩৬২৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– আর যে ব্যক্তি কারো প্রাণ রক্ষা করল** ---------- ১৯৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ১৯৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৯৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ----------------------------------- ১৯৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৯৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৯৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ১৯৯

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

৩৬৩০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى প্রসঙ্গে ------------------------ ২০০
ব্যাখ্যা :------------------------------------------------------------------------------------ ২০০

بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

৩৬৩১. অনুচ্ছেদ : ঘাতককে সমকালীন শাসকের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবৎ না সে স্বীকারোক্তি করে এবং শরিয়তের দণ্ডবিধিতে স্বীকারোক্তির বর্ণনা-------------------------------------------------- ২০০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ২০০

بَابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

৩৬৩২. অনুচ্ছেদ : পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা প্রসঙ্গে ----------------------------------------- ২০১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ২০১

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

৩৬৩৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ প্রসঙ্গে------------------------------- ২০২
আয়াতের অনুবাদ : ------------------------------------------------------------------------ ২০২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ----------------------------------- ২০২

بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

৩৬৩৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল------------------------------------------------ ২০৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ২০৩

بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

৩৬৩৫. অনুচ্ছেদ : কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোনো একটি প্রয়োগের ইখতিয়ার লাভ করে ------------------------------------------------------------ ২০৩
ব্যাখ্যা : ----------------------------------------------------------------------------------- ২০৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ২০৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ----------------------------------- ২০৫

بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

৩৬৩৬. অনুচ্ছেদ : যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবিকারীর বিধান ----------------------------------- ২০৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------------- ২০৬

بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

৩৬৩৭. অনুচ্ছেদ : ভুলমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা ------------------------------- ২০৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ----------------------------------- ২০৬

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ..

**৩৬৩৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً প্রসঙ্গে**

আয়াতের অর্থ ও দিয়ত ---------- ২০৭

إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

**৩৬৩৯. অনুচ্ছেদ : একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে** ---------- ২০৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২০৭

ইমামগণের মাযহাব ---------- ২০৮

بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

**৩৬৪০. অনুচ্ছেদ : নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা** ---------- ২০৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২০৮

بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

**৩৬৪১. অনুচ্ছেদ : নর-নারীর মধ্যে আহত হওয়ার ক্ষেত্রে কিসাস** ---------- ২০৮

ব্যাখ্যা : ---------- ২০৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২১০

بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

**৩৬৪২. অনুচ্ছেদ : হাকিমের কাছে মামলা দায়ের করা ব্যতীত**

নিজের অধিকার আদায় বা কিসাস গ্রহণ করা প্রসঙ্গে ---------- ২১০

ব্যাখ্যা : ---------- ২১০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২১০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২১১

بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

**৩৬৪৩. অনুচ্ছেদ : (জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে** ---------- ২১১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২১১

ইমামগণের অভিমত ---------- ২১১

بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

**৩৬৪৪. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোনো রক্তপণ নেই** ---------- ২১২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২১২

بَابُ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

**৩৬৪৫. অনুচ্ছেদ : কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে** ---------- ২১৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২১৩

শরঈ বিধান ---------- ২১৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২১৩

بَابُ السِّنِّ بِالسِّنِّ

**৩৬৪৬. অনুচ্ছেদ : দাঁতের বদলে দাঁত** ---------- ২১৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২১৪

بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

৩৬৪৭. অনুচ্ছেদ : আঙুলের রক্তপণ ---------- ২১৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২১৪

بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

৩৬৪৮. অনুচ্ছেদ : যখন একটি দল কোনো এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন কি তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান কিংবা সকলের কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে? ---------- ২১৫
জবাব : ---------- ২১৫
ঘটনাটি সানা শহরের ---------- ২১৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২১৭

بَابُ الْقَسَامَةِ

৩৬৪৯. অনুচ্ছেদ : কাসামাহ (শপথ) ---------- ২১৭
قَسَامَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ ---------- ২১৭
قَسَامَةٌ-এর শরয়ি অর্থ ---------- ২১৭
قَسَامَةٌ (কাসামা)-এর পদ্ধতি ---------- ২১৭
কাসামার মধ্যে কিসাস আসবে না-কি দিয়ত? ---------- ২১৭
কাসামার মধ্যে কারা কসম করবে? ---------- ২১৮
জবাব : ---------- ২১৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২১৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২২২
ইমাম বুখারি রহ.-এর মাযহাব ---------- ২২৩
জ্ঞাতব্য : ---------- ২২৩

بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

৩৬৫০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল আর তারা তার চক্ষু ফুঁড়ে দিল, এতে ওই ব্যক্তির জন্য দিয়াত নেই ---------- ২২৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২২৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২২৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২২৪

بَابُ الْعَاقِلَةِ

৩৬৫১. অনুচ্ছেদ : আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে ---------- ২২৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২২৪

بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

৩৬৫২. অনুচ্ছেদ : নারীর ভ্রূণ ---------- ২২৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২২৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২২৫
শব্দবিশেষণ ---------- ২২৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২২৬

بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ، لَا عَلَى الْوَلَدِ

**৩৬৫৩. অনুচ্ছেদ : নারীর গর্ভপাতের বর্ণনা আর দিয়ত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের উপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়**------ ২২৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ------ ২২৬

হাদিসের পুরাবৃত্তি ------ ২২৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি ও ব্যাখ্যা ------ ২২৭

بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

**৩৬৫৪. অনুচ্ছেদ : যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়**------ ২২৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২২৮

بَابٌ: اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

**৩৬৫৫. অনুচ্ছেদ : খনি দণ্ডমুক্ত এবং কূপ দণ্ডমুক্ত**------ ২২৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২২৯

بَابٌ: اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

**৩৬৫৬. অনুচ্ছেদ : পশু আহত করলে তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই**------ ২২৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২২৯

بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

**৩৬৫৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যিম্মীকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ**------ ২৩০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩০

بَابٌ: لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

**৩৬৫৮. অনুচ্ছেদ : কাফিরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না**------ ২৩০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩০

بَابُ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

**৩৬৫৯. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো মুসলমান কোনো ইহুদিকে ক্রোধের সময় থাপ্পড় লাগাল**------ ২৩১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩২

## كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ

## অধ্যায় : আল্লাহদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ

ব্যাখ্যা ও শিরোনামের উদ্দেশ্য :------ ২৩২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩৪

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------ ২৩৪

بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ

**৩৬৬০. অনুচ্ছেদ : ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হুকুম এবং তাদের থেকে তাওবা কামনা করা প্রসঙ্গে**------ ২৩৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৩৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৩৮

بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ، وَمَا نُسِبُوْا إِلَى الرِّدَّةِ

**৩৬৬১. অনুচ্ছেদ : যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গে** ---------- ২৩৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৩৮

بَابُ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلِهِ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ

**৩৬৬২. অনুচ্ছেদ : যদি কোনো যিম্মী বা অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চাতুর্যের সাথে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না, যেমন তার কথা আস্‌সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)**---------- ২৩৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২৩৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৪০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৪০

بَابٌ **৩৬৬৩. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন** ---------- ২৪০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ---------- ২৪০
হাদিসের পুনরাবৃত্তি ও জ্ঞাতব্য ---------- ২৪১

بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

**৩৬৬৪. অনুচ্ছেদ : প্রামাণ্য দলিল প্রতিষ্ঠার পর খারিজি ও মুলহিদদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গে** ---------- ২৪১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং শব্দ বিশ্লেষণ ---------- ২৪৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৪৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৪৪

بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ، وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

**৩৬৬৫. অনুচ্ছেদ : যারা যুদ্ধ ত্যাগ করে খারিজিদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং যাতে মানুষ তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ না হয়** ---------- ২৪৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ---------- ২৪৫
হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২৪৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৪৬

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

**৩৬৬৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবৎ না দুটি দল পরস্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন'** ---------- ২৪৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ---------- ২৪৬

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِيْنَ

**৩৬৬৭. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে**---------- ২৪৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ---------- ২৪৭
হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ২৪৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৪৮
সংশ্লিষ্ট ঘটনা ---------- ২৪৮

আয়াতে قُلُوْ শব্দের তান্‌বিনটি تَنْوِيْنِ تَعْظِيْم হওয়ার প্রমাণ ---------- ২৪৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ---------- ২৪৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৫১

## كِتَابُ الإِكْرَاهِ

## অধ্যায় : বল প্রয়োগে বাধ্য করা

بَابُ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ...
৩৬৬৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– কিন্তু জোরপর্বক যাকে বাধ্য করা হয় আর তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে ... ---------- ২৫২
পূর্ণ আয়াতের অর্থ : ---------- ২৫২
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ---------- ২৫৩
ব্যাখ্যা : ---------- ২৫৪
ব্যাখ্যা : ---------- ২৫৪
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ---------- ২৫৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৫৫

بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالقَتْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفْرِ
৩৬৬৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুফরি গ্রহণের পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয় ---------- ২৫৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৫৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, ব্যাখ্যা এবং হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ---------- ২৫৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৫৬

بَابُ فِي بَيْعِ المُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الحَقِّ وَغَيْرِهِ
৩৬৭০. অনুচ্ছেদ : জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো ---------- ২৫৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৫৭

بَابُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَهِ
৩৬৭১. অনুচ্ছেদ : বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না ---------- ২৫৭
আয়াতের অর্থ : ---------- ২৫৮
আয়াতের শানে নুযূল ---------- ২৫৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৫৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৫৮

بَابُ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ
৩৬৭২. অনুচ্ছেদ : কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, ফলে সে গোলাম দান অথবা বিক্রি করে দিল, তা কার্যকর হবে না ---------- ২৫৯
ত্রুটির বিশ্লেষণ ও তার জবাব ---------- ২৫৯
জবাব : ---------- ২৫৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৬০

بَابٌ مِنَ الإِكْرَاهِ. كُرْهًا وَكَرْهًا وَاحِدٌ

**৩৬৭৩. অনুচ্ছেদ : ইকরাহ (বাধ্যকরণ)-এর বর্ণনা**------------------------------------------- ২৬০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৬১

بَابٌ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

**৩৬৭৪. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো নারীকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয় তখন তার উপর কোনো হদ নেই**------- ২৬১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৬২

بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ. إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

**৩৬৭৫. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি তার সঙ্গী সম্পর্কে নিহত হওয়া বা অনুরূপ কিছুর আশঙ্কা করে, তখন (তার কল্যাণে) কসম করা যে, সে তার ভাই** ---------------------------------------- ২৬৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৬৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৬৫

উদ্দেশ্য-------------------------------------------------------------------------- ২৬৫

## كِتَابُ الْحِيَلِ

## অধ্যায় : কূটকৌশল

হিলার পরিচয়------------------------------------------------------------------- ২৬৬

(কৌশল)-এর শ্রেণিভেদ ও তার বিধান ------------------------------------------------ ২৬৬

بَابٌ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ

**৩৬৭৬. অনুচ্ছেদ : কূটকৌশল পরিত্যাগ করা** ------------------------------------------- ২৬৬

হিলা সম্পর্কে ইমামদের মাযহাব ---------------------------------------------------- ২৬৬

হিলা প্রসঙ্গে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ------------------------------------------------------ ২৬৭

শরিয়তে হিলাহিলার বৈধতায় হাদিসজ্জাতব্য : ------------------------------------------ ২৬৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৬৯

بَابٌ فِي الصَّلَاةِ

**৩৬৭৭. অনুচ্ছেদ : নামায** ----------------------------------------------------------- ২৬৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৬৯

মুসল্লি নামায থেকে কিভাবে বের হবে?----------------------------------------------- ২৬৯

হাদিসের উদ্দেশ্য কী?------------------------------------------------------------ ২৬৯

জবাব----------------------------------------------------------------------------- ২৭০

بَابٌ فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

**৩৬৭৮. অনুচ্ছেদ : যাকাত ও সদকা প্রদানের ভয়ে যেন একত্র পুঁজিকে বিভক্ত আর বিভক্ত পুঁজিকে যেন একত্র করা না হয়** ---------------------------------------------------------------- ২৭০

ব্যাখ্যা :-------------------------------------------------------------------------- ২৭০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৭১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------------------------ ২৭১

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ----------------------------------------------------------- ২৭১

قَالَ بَعْضُ النَّاسِ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য কী : ----------------------------------------- ২৭২

প্রয়োজনে হিলা করা ------------------------------------------------------------ ২৭২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৭৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৭৪
জবাব : ----------------------------------------------------------------------- ২৭৪

بَ **৩৬৭৯. অনুচ্ছেদ :** --------------------------------------------------------- ২৭৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৭৫
শব্দ বিশ্লেষণ------------------------------------------------------------------ ২৭৫
শিগারের আভিধানিক অর্থ ---------------------------------------------------------- ২৭৫
শিগার এর সজ্ঞা : -------------------------------------------------------------- ২৭৫
শরঈ বিধান :------------------------------------------------------------------- ২৭৫
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------------------------------------------------------- ২৭৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৭৭

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبَيْ

**৬৮০. অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে যে কূটকৌশল অপছন্দনীয়**--------------------------------- ২৭৭

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُ

**৬৮১. অনুচ্ছেদ : দালালী করা অশোভনীয় হওয়া প্রসঙ্গে** ------------------------------ ২৭৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৭৮

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي الْبَيْ

**৬৮২. অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে** ---------------------------- ২৭৮
শিরোনামের উদ্দেশ্য : ----------------------------------------------------------- ২৭৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৭৯
শিরোনামের উদ্দেশ্য :------------------------------------------------------------ ২৭৯

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ لَهَا صَدَا

**৬৮৩. অনুচ্ছেদ : অভিভাবকের পক্ষে বাঞ্ছিতা ইয়াতীম বালিকার পুরা মহর না দেওয়ার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে** -------------------------------------- ২৭৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৮০

بَابٌ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَا

**৬৮৪. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ কোনো বাঁদী অপহরণ করার পর সে মরে গেছে মনে করে ...**-------------- ২৮০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৮১

بَ **৩৬৮৫. অনুচ্ছেদ :** --------------------------------------------------------- ২৮১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------- ২৮১

بَابٌ فِي النِّ

**৬৮৬. অনুচ্ছেদ : বিয়ে**---------------------------------------------------------- ২৮২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি-------------------------------- ২৮২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------------------- ২৮৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৮৪
মাসয়ালার স্বরূপ ---------- ২৮৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৮৪

بَابٌ فِي النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ

৩৬৮৭. অনুচ্ছেদ : কোনো নারীর জন্য স্বামী ও সতীনের বিরুদ্ধে কূটকৌশল করা নিষেধ ---------- ২৮৫
আয়াতের শানে নুযূল :---------- ২৮৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৮৭
শব্দবিশ্লেষণ---------- ২৮৭

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

৩৬৮৮. অনুচ্ছেদ : প্লেগ-মহামারী থেকে পলায়নের জন্য কৌশল অবলম্বন করা নিষিদ্ধ ---------- ২৮৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২৮৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৮৮

بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

৩৬৮৯. অনুচ্ছেদ : হিবা ও শুফয়ায় কূটকৌশল করা প্রসঙ্গে ---------- ২৮৮
দান প্রত্যাহারের অন্তরায় কি কি?---------- ২৮৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২৯০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৯০
ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য :---------- ২৯০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৯১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৯২

بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

৩৬৯০. অনুচ্ছেদ : বখশিশ পাওয়ার নিমিত্ত কর্মচারীর কৌশল অবলম্বন---------- ২৯৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৯৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৯৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ২৯৫

## كِتَابُ التَّعْبِيرِ

## অধ্যায় : স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

بَابُ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

৩৬৯১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওহীর সূচনা হয় ভালো স্বপ্নে মাধ্যমে---------- ২৯৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২৯৮

بَابُ رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

৩৬৯২. অনুচ্ছেদ : নেককার লোকদের স্বপ্ন ---------- ২৯৮
ব্যাখ্যা :---------- ২৯৮
সামঞ্জস্য :---------- ২৯৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ২৯৯

বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান ---------- ২৯৯
জবাব ---------- ২৯৯

بَابُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

**৩৬৯৩. অনুচ্ছেদ : (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী) ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়**
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩০০

بَابٌ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

**৩৬৯৪. অনুচ্ছেদ : ভালো স্বপ্ন নবুওয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ** ---------- ৩০১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০২

بَابُ الْمُبَشِّرَاتِ

**৩৬৯৫. অনুচ্ছেদ : সুসংবাদবাহী বিষয়াদি** ---------- ৩০২
শব্দ বিশ্লেষণ ---------- ৩০২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০৩

بَابُ رُؤْيَا يُوسُفَ

**৩৬৯৬. অনুচ্ছেদ : ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন** ---------- ৩০৩

بَابُ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

**৩৬৯৭. অনুচ্ছেদ : ইবরাহিম আ.-এর স্বপ্ন** ---------- ৩০৪
একটি প্রশ্নের জবাব ---------- ৩০৪

بَابُ التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

**৩৬৯৮. অনুচ্ছেদ : একাধিক লোকের অভিন্ন স্বপ্ন দেখা** ---------- ৩০৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩০৫

بَابُ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

**৩৬৯৯. অনুচ্ছেদ : বন্দি, বিশৃঙ্খলাকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন** ---------- ৩০৫
শব্দ বিশ্লেষণ ও উল্লেখ্য ---------- ৩০৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০৭

بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

**৩৭০০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বপ্নে দেখে** ---------- ৩০৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩০৭
জবাব : ---------- ৩০৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩০৯
একটি প্রশ্নের জবাব ---------- ৩০৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩১০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১১
بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ رَوَاهُ سَمُرَةُ
৩৭০১. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালীন স্বপ্ন প্রসঙ্গে---------- ৩১১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১১
শব্দ বিশ্লেষণ---------- ৩১১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১২
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------- ৩১২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১৩
بَابُ الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ
৩৭০২. অনুচ্ছেদ : দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখার বিধান ---------- ৩১৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১৪
بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ
৩৭০৩. অনুচ্ছেদ : নারীদের স্বপ্ন ---------- ৩১৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১৬
একটি প্রশ্নের জবাব ---------- ৩১৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩১৭
بَابٌ : اَلْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ
৩৭০৪. অনুচ্ছেদ : খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন যেন তার বামদিকে থু থু নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর আশ্রয় চায় ---------- ৩১৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :---------- ৩১৮
بَابُ اللَّبَنِ
৩৭০৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে দুধ দেখা---------- ৩১৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১৮
দুধ ও ইলম-জ্ঞানের মধ্যে মিল---------- ৩১৮
শব্দ বিশ্লেষণ---------- ৩১৮
জ্ঞাতব্য ---------- ৩১৮
بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ
৩৭০৬. অনুচ্ছেদ : যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নখে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়---------- ৩১৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩১৯
بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
৩৭০৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা দেখার ব্যাখ্যা---------- ৩১৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২০
بَابُ جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
৩৭০৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা হিঁচড়িয়ে চলা---------- ৩২০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২০
দীনের সাথে পোশাকের সামঞ্জস্য---------- ৩২০

بَابُ الخُضْرِ فِي المَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الخَضْرَاءِ

**৩৭০৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা** ---------- ৩২১
শব্দবিশ্লেষণ ---------- ৩২১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২১

بَابُ كَشْفِ المَرْأَةِ فِي المَنَامِ

**৩৭১০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নারীর নিকাব উন্মোচন করা**---------- ৩২২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২২

بَابُ ثِيَابِ الحَرِيرِ فِي المَنَامِ

**৩৭১১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা**---------- ৩২২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২২

بَابُ المَفَاتِيحِ فِي اليَدِ

**৩৭১২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা**---------- ৩২৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৩

بَابُ التَّعْلِيقِ بِالعُرْوَةِ وَالحَلْقَةِ

**৩৭১৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে হাতল বা আংটায় ঝুলার ব্যাখ্যা** ---------- ৩২৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৪

بَابُ عَمُودِ الفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

**৩৭১৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজ বালিশের নিজে তাঁবুর খুঁটি দেখার ব্যাখ্যা**---------- ৩২৪

بَابُ الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ فِي المَنَامِ

**৩৭১৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখার ব্যাখ্যা** ---------- ৩২৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৫
একটি সন্দেহ নিরসন ---------- ৩২৫

بَابُ القَيْدِ فِي المَنَامِ

**৩৭১৬. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে বেড়ি/ বন্ধন দেখার ব্যাখ্যা**---------- ৩২৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং জ্ঞাতব্য---------- ৩২৬

بَابُ العَيْنِ الجَارِيَةِ فِي المَنَامِ

**৩৭১৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখার ব্যাখ্যা**---------- ৩২৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৭

بَابُ نَزْعِ المَاءِ مِنَ البِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ

**৩৭১৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নযোগে কূপ থেকে পানি উত্তোলন, যাতে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়**---------- ৩২৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৭

بَابُ نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ البِئْرِ بِضَعْفٍ

**৩৭১৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কূপ থেকে এক-দুই বালতি পানি তুলতে দেখার ব্যাখ্যা**---------- ৩২৮

শব্দ বিশ্লেষণ : ---------- ৩২৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৮

بَابُ الاِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

**৩৭২০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা**---------- ৩২৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩২৯
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------- ৩২৯

بَابُ الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

**৩৭২১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা** ---------- ৩৩০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩০

بَابُ الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

**৩৭২২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে অজু করতে দেখা**---------- ৩৩১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩১

بَابُ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

**৩৭২৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কাবাগৃহ তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে**---------- ৩৩১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৩২

بَابُ إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

**৩৭২৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় অন্যকে দেওয়া** ---------- ৩৩২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩৩

بَابُ الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

**৩৭২৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা**---------- ৩৩৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩৪

بَابُ الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

**৩৭২৬. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ডানদিক গ্রহণ করতে দেখা প্রসঙ্গে**---------- ৩৩৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩৫

بَابُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

**৩৭২৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে পেয়ালা দেখা** ---------- ৩৩৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩৫

بَابُ إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

**৩৭২৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কোনো কিছু উড়তে দেখা**---------- ৩৩৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৩৬

بَابُ إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

**৩৭২৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে গুরু জবাই হতে দেখা**---------- ৩৩৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ---------- ৩৩৭

একটি প্রশ্নের জবাব ---------- ৩৩৭

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ---------- ৩৩৭

بَابُ النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

**৬৭৩০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ফুঁক দেওয়া প্রসঙ্গে** ---------- ৩৩৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৩৮

بَابُ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ، فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

**৬৭৩১. অনুচ্ছেদ : কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একস্থান থেকে কোনো কিছু বের করে অন্যত্র রেখেছে** ---------- ৩৩৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং জ্ঞাতব্য ---------- ৩৩৯

بَابُ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

**৬৭৩২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কালো নারী দেখা** ---------- ৩৩৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৩৯

بَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

**৬৭৩৩ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে এলোকেশী নারী দেখা** ---------- ৩৪০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৪০

بَابُ إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

**৬৭৩৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজেকে তরবারি নাড়াচাড়া করতে দেখা** ---------- ৩৪০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৪০

بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ

**৬৭৩৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল** ---------- ৩৪১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৪১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৪১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৪১

শব্দ বিশেষণ ---------- ৩৪১

بَابُ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

**৬৭৩৬. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা ও আলোচনা না করা** ---------- ৩৪১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৪১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি ---------- ৩৪২

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

**৬৭৩৭. অনুচ্ছেদ : ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা, যখন যে সঠিক ব্যাখ্যা না বলবে** ---------- ৩৪৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং স্বপ্ন ---------- ৩৪৪

بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

**৬৭৩৮. অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া** ---------- ৩৪৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৪৯
স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারের বৈশিষ্ট্য ও স্বপ্নদ্রষ্টার আদব ---------- ৩৪৯
স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারের বৈশিষ্ট্য ---------- ৩৪৯
স্বপ্নদ্রষ্টার কয়েকটি আদব---------- ৩৪৯

## كِتَابُ الْفِتَنِ

## অধ্যায় : ফিতনা

শব্দ বিশ্লেষণ---------- ৩৫০

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الأنفال : ٢٥]

**৩৭৩৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– তোমরা সেই ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক হও। যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই আপতিত হবে না** ---------- ৩৫০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫১

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا

**৩৭৪০. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না।** ---------- ৩৫২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৫৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৫৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫৪

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ

**৩৭৪১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে** ---------- ৩৫৪
শব্দ বিশ্লেষণ---------- ৩৫৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫৫

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

**৩৭৪২. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে আরব ধ্বংস অনিবার্য**---------- ৩৫৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৫৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৫৬

بَابُ ظُهُورِ الْفِتَنِ

**৩৭৪৩. অনুচ্ছেদ : ফিতনার বহিঃপ্রকাশ** ---------- ৩৫৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৫৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুনরাবৃত্তি---------- ৩৫৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৫৮
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------- ৩৫৮

بَابٌ: لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

**৩৭৪৪. অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক পরবর্তী যুগ পূর্বের যুগ থেকে নিকৃষ্টতর হবে**---------- ৩৫৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৫৯
একটি প্রশ্নের জবাব---------- ৩৫৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬০

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

**৩৭৪৫. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'**---------- ৩৬০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৬১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৬১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬২
শব্দ বিশ্লেষণ ---------- ৩৬২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬২

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا. يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

**৩৭৪৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফরির দিকে ফিরে যেও না** ---------- ৩৬২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬৪
জ্ঞাতব্য :---------- ৩৬৪
ব্যাখ্যা : ---------- ৩৬৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬৪

بَابٌ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

**৩৭৪৭. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– এমন ফিতনা হবে, যাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে** ---------- ৩৬৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৬৫

بَابٌ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

**৩৭৪৮. অনুচ্ছেদ : দুজন মুসলিম তরবারি নিয়ে পরস্পরে মারমুখী হলে** ---------- ৩৬৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :---------- ৩৬৬
হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ---------- ৩৬৬

بَابٌ: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

**৩৭৪৯. অনুচ্ছেদ : যখন জমাত থাকবে না (বিভেদ-বিশৃঙ্খলা থাকবে) তখন করণীয় কী?** ------------------ ৩৬৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৬৮

بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الفِتَنِ وَالظُّلْمِ

**৩৭৫০. অনুচ্ছেদ : যে ফিতনাবাজ ও জালেমদের দল ভারি করাকে অপছন্দ করে** ------------------ ৩৬৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------ ৩৬৯

بَابٌ إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

**৩৭৫১. অনুচ্ছেদ : যখন মানুষের আবর্জনায় কেউ অবশিষ্ট থাকবে** ------------------ ৩৬৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭০

بَابُ التَّعَرُّبِ فِي الفِتْنَةِ

**৩৭৫২. অনুচ্ছেদ : ফিতনার যুগে যাযাবরের জীবন যাপন করা** ------------------ ৩৭০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------ ৩৭০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭১

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ

**৩৭৫৩. অনুচ্ছেদ : ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা** ------------------ ৩৭১

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭২

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ

**৩৭৫৪. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– ফিতনা পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে**------------------ ৩৭২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭২

قَرْنُ الشَّيْطَانِ-এর ব্যাখ্যা ------------------ ৩৭৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭৩

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------ ৩৭৪

بَابُ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ

**৩৭৫৫. অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের তরঙ্গের মতো তরঙ্গায়িত ফিতনা প্রসঙ্গে** ------------------ ৩৭৫

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭৬

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭৭

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭৮

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

**৩৭৫৬. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন** ------------------ ৩৭৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৭৮

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------ ৩৭৯

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৮০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ------------------ ৩৮০

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি------------------ ৩৮১

بَابُ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

৩৭৫৭. অনুচ্ছেদ : যখন আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব নাযিল করেন---------- ৩৮১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৮১

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: إِنَّ ابْنِي هٰذَا لَسَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৩৭৫৮. অনুচ্ছেদ : হাসান ইবনে আলী রাযি. সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– অবশ্যই আমার এ দৌহিত্র নেতা। আর সম্ভবত আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলমানদের (বিবাদমান) দু'দলের মধ্যে আপস করবেন---------- ৩৮২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৮২
ব্যাখ্যা---------- ৩৮৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি ও ব্যাখ্যা---------- ৩৮৩

بَابُ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

৩৭৫৯. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে---------- ৩৮৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৮৪
ব্যাখ্যা---------- ৩৮৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৮৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৮৬
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৮৭

بَابٌ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

৩৭৬০. অনুচ্ছেদ : কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না---------- ৩৮৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৮৭

بَابُ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ

৩৭৬১. অনুচ্ছেদ : যুগের বিবর্তন এবং মূর্তিপূজা চলা প্রসঙ্গে---------- ৩৮৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৮৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৮৮

بَابُ خُرُوجِ النَّارِ

৩৭৬২. অনুচ্ছেদ : আগুন বের হওয়া প্রসঙ্গে---------- ৩৮৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৮৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৮৯

بَابٌ ৩৭৬৩. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন---------- ৩৯০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯০
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৯১

بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

৩৭৬৪. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা---------- ৩৯১
মাসিহ দাজ্জাল---------- ৩৯১
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর---------- ৩৯১
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা---------- ৩৯২

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯২
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৯৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯৩
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৯৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯৪
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯৫
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯৫
হাদিসের পুনরাবৃত্তি ও ব্যাখ্যা ---------- ৩৯৬

بَابٌ: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

**৩৭৬৫. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করবে না**---------- ৩৯৬
হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ---------- ৩৯৭
শব্দ বিশ্লেষণ---------- ৩৯৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯৭
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৯৭

بَابُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

**৩৭৬৬. অনুচ্ছেদ : ইয়াজুজ ও মা'জুজ** ---------- ৩৯৮
শব্দ বিশ্লেষণ---------- ৩৯৮
ইয়াজুজ ও মাজুজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়---------- ৩৯৮
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ও হাদিসের পুরাবৃত্তি---------- ৩৯৯
শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল, হাদিসের পুরাবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা ---------- ৩৯৯

**সূচীসমাপ্ত**

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

# অধ্যায় : শপথ ও মান্নত

**শব্দ বিশ্লেষণ**

✪ اَلْاَيْمَان : শব্দটির হামযায় যবর দিয়ে। এটি يَمِيْنٌ-এর বহুবচন। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা,

১। মূলত يَمِيْنٌ-এর আভিধানিক অর্থ, ডান হাত। আল্লাহ তায়ালার বাণী– لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ [আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম]। (সূরা হাক্কাহ-৪৫)

২। يَمِيْنٌ অর্থ, কসম/ শপথ। কেননা মানুষের অভ্যাস ছিল, তারা পরস্পরে কসম বা শপথ করতে একে অপরের ডান হাত ধরত। এজন্য কসমকে يَمِيْنٌ বলা হয়। (ফাতহুল বারি)

অবশ্য কেউ কেউ বলেন : যেহেতু শপথ বা কসমটি مَحْلُوْفٌ عَلَيْهِ তথা যার জন্য শপথ করা হয়েছে, তাকে রক্ষা করে- যেমনি ডান হাত কোনো বস্তুকে রক্ষা করে- এজন্য কসমকে يَمِيْنٌ বলা হয়। (কাস্তালানি)

৩। يَمِيْنٌ-এর আরেক অর্থ, قُوَّةٌ বা শক্তি। আল্লামা আইনি রহ. বলেন : يَمِيْنٌ শব্দটি قُوَّةٌ শক্তি-সামর্থ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ (আমি অবশ্যই তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করব)।

**يَمِيْنٌ-এর শরয়ি অর্থ :**

শরিয়তে يَمِيْنٌ বলা হয়, আল্লাহ তায়ালার নাম বা তাঁর সিফাতের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে গুরুত্বারোপ ও শক্তিশালী করা।

✪ اَلنُّذُوْر : শব্দটি نَذْرٌ-এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ— ভয়, ডর।

**نَذْرٌ-এর শরয়ি অর্থ :**

শরিয়তের পরিভাষায় نُذُوْرٌ বলা হয় اِيْجَابُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوْثِ الْاَمْرِ অর্থাৎ কোনো কিছু প্রাপ্তির শর্তে কেউ নিজের উপর এমন কোনো জিনিস ওয়াজিব সাব্যস্ত করা, যা তার উপর ওয়াজিব ছিল না। যেমন : কোনো ছাত্র বলল, আমি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলে আমি চার রাকাত নামায পড়ব। স্পষ্টত এ নামায তার উপর ওয়াজিব ছিল না বরং পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর তার উপর চার রাকাত নামায ওয়াজিব হবে।

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ .... فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ ۚ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْۤا اَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

**৩৫০৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের নিরর্থক** শপথের জন্য; কিন্তু পাকড়াও করবেন ওই শপথের জন্য যা তোমরা শক্তভাবে বাঁধ। সুতরাং এর কাফ্ফারা হল, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে, মধ্যম শ্রেণির খাদ্য, যা তোমরা নিজ পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোযা রাখবে। এটা কাফ্ফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা নিজের শপথগুলো রক্ষা করো! এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আপন নির্দেশ বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (সূরা মায়িদাহ-৮৯)

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**يَمِيْنٌ-এর প্রকারভেদ ও তার বিধান**

يَمِيْنٌ তথা শপথ/ কসম তিন প্রকার। যথা : (১) يَمِيْنِ لَغْو (২) يَمِيْنِ غَمُوْس (৩) يَمِيْنِ مُنْعَقِدَة। প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় ও বিধান নিচে প্রদত্ত হল।

১। **يَمِيْنِ لَغْو (অনর্থক)-এর পরিচয় :** কোনো ব্যাপারকে নিজের জানামতে সত্য ভেবে শপথ করা; অথচ বাস্তবে তা মিথ্যা অর্থাৎ সংবাদটা তার বিশ্বাস মাফিক হয়েছে কিন্তু সেটা অবাস্তব। যেমন : কেউ জানে, যায়েদ আসে নি। সে ব্যক্তি তার জানামতে শপথ করে বলল, যায়েদ আসেনি; অথচ বাস্তবে যায়েদ এসেছে। সুতরাং তার এ কসম বা শপথটি لَغْوٌ (অনর্থক) বলে গণ্য হবে।

**বিধান :** এ কসমে কোনো কাফ্ফারা নেই এবং কোনো গুনাহও নেই। এমনিভাবে যদি অনিচ্ছাকৃত মুখ থেকে শপথ শব্দ বেরিয়ে যায়, তাহলে এটাও يَمِيْنِ لَغْو (অনর্থক শপথ)। এতেও কোনো কাফ্ফারা বা গুনাহ নেই।

২। **يَمِيْنِ غَمُوْس-এর পরিচয় :** অতীত কোনো বিষয়ে জেনে-শুনে মিথ্যা কসম খাওয়া। যেমন : এক ব্যক্তি একটি কাজ করে ফেলেছে। সে জানে, আমি অমুক কাজটি করেছি। কিন্তু এরপর সে জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করল, অমুক কাজটি আমি করি নি। তাহলে এটা يَمِيْنِ غَمُوْس হবে।

**বিধান :** এরূপ মিথ্যা কসম খাওয়া কবিরা গুনাহ। তবে এর জন্য কোনো কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

৩। **يَمِيْنِ مُنْعَقِدَة-এর পরিচয় :** এটা কসমের তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে কসম খাওয়া। এটাকে يَمِيْنِ مُنْعَقِدَة বলা হয়।

**বিধান :** এ কসমের বিধান হল, কসম ভাঙলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। অধিকন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর জন্য কসমকারীর গুনাহ হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুনাহ হয় না।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহের কিতাবাদি দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ : لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

## সহজ তরজমা

৬১৯৫. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল আবুল হাসান রহ. ..... আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। আবু বকর রাযি. কখনো কসম ভঙ্গ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালা কসমের কাফ্ফারা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলতেন, আমি যে-কোনো ব্যাপারে কসম করি, এরপর যদি এর চেয়ে উত্তমটি দেখতে পাই, তবে উত্তমটিই করি এবং আমার কসম ভঙের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে দিই।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের আয়াতের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮০ ও পূর্বে তাফসিরে ৬৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

## সহজ তরজমা

৬১৯৬. আবু নু'মান মুহাম্মাদ ইব্‌নে ফায্‌ল রহ. ... আব্দুর রহমান ইব্‌নে সামুরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আব্দুর রহমান ইব্‌নে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও, তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেওয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও, তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। কোনো কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে তার চেয়ে উত্তমটি অবলম্বন করবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮০, সামনে ৯৯৫ ও ১০৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া তিরমিযি, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ি كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ-এ এবং ইবনে মাজাহ كِتَابُ الْأَيْمَانِ-এ উল্লেখ করেছেন।

**ব্যাখ্যা :**

قَوْلُهُ : وَإِذَا حَلَفْتَ : এ হুকুমটি يَمِينِ مُنْعَقِدَةٌ-এর। যার সম্পর্ক ভবিষ্যতকালের সাথে অর্থাৎ কেউ শপথ করল, আমি অমুক কাজটি করব। এরপর সে বুঝতে পারল, সে কাজটি না করাই উত্তম। তাহলে এ কসম ভঙ্গ করা জায়েয। এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। তবে কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ الخ অর্থাৎ তুমি নিজের কসমের কাফ্‌ফারা দাও এবং যেটা উত্তম, তা-ই করো।

এর দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, কসম ভাঙার পূর্বেই কাফ্‌ফারা দেওয়া জায়েয; অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। কসম ভাঙার পূর্বে যে কাফ্‌ফারা দিবে, সেটা নফল গণ্য হবে; কাফ্‌ফারা আদায় হবে না। কসম ভাঙার পর আবার কাফ্‌ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা ,و, হরফটি সাধারণভাবে একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়; ক্রমবিন্যাস বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না যে, এর দ্বারা প্রথমে উল্লেখ করার কারণে প্রথমে হওয়ার উপরই দলিল পেশ করা হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: "وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ". قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا، أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ "مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي".

## সহজ তরজমা

৬১৯৭. আবু নু'মান রহ. ... আবু বুরদা রাযি.-এর পিতা আবু মূসা আশয়ারি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আশয়ারি সম্প্রদায়ের একদল লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম একটি বাহন সংগ্রহ করতে। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর আমার কাছে এমন কোনো জন্তু নেই, যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাবো। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন, ততক্ষণ আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অতীব সুন্দর তিনটি উষ্ট্রী আনা হল। তিনি সেগুলোর উপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। এরপর আমরা যখন চলতে লাগলাম, তখন বললাম অথবা আমদের মাঝে কেউ বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে বরকত প্রদান করবেন না। কেননা আমরা

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বাহন চাইতে এলাম তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করলেন। এরপর আমদেরকে আরোহণ করালেন। চলো! আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাই এবং তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিই। এরপর আমরা তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ্ তায়ালা আরোহণ করিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক কোনো কসম করি আর তা ব্যতীত অন্যটির মাঝে যদি মঙ্গল দেখি, তখন কসমের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে দিই। আর যেটা মঙ্গলকর সেটাই করে ফেলি এবং নিজ কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিই।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮০, পূর্বে ৪৪২, ৬২৯, ৬৩৩ ও ৮২৯ এবং সামনে ৯৮৩, ৯৮৮, ৯৯৪, ৯৯৫ ও ১১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِيْ أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِيْ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ".

## সহজ তরজমা

৬১৯৮. ইসহাক ইব্নে ইবরাহিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী আর কিয়ামতের দিন হবো অগ্রগামী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহর নিকট সে গুনাহ্গার হবে ওই ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফ্ফারা আদায় করে দেয়, যা আল্লাহ্ তায়ালা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ...الخ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এখানে অবশ্যই নাসরুল বারি-২/১৮০-১৮১ দেখে নিবেন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اسْتَلَجَّ فِيْ أَهْلِهِ بِيَمِيْنٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا. لِيَبَرَّ" يَعْنِي الْكَفَّارَةَ.

## সহজ তরজমা

৬১৯৯. ইসহাক ইব্নে ইবরাহীম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের ব্যাপারে কসম করে তাতে অনড় থাকে, সে সবচেয়ে বড় গুনাহগার, সে যেন তার থেকে মুক্ত হয় অর্থাৎ কাফফারা দিয়ে দেয়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : مَنِ اسْتَلَجَّ فِيْ أَهْلِهِ بِيَمِيْنٍ** : অর্থাৎ কেউ যদি রাগের মুহূর্তে এমন কোনো কসম করে বসে, যাতে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন বা মুসলমান শুভাকাঙ্ক্ষীদের কষ্ট ও ক্ষতি হয়, তাহলে এমন কসম ভেঙে ফেলাই উত্তম। এতে ততটুকু পাপ হবে না, যতটুকু পাপ হবে ওই কসমের উপর গোয়ার্তুমির ফলে। কেননা কাফ্ফারা

আদায়ের দ্বারা কসম ভঙের পাপ মোচন হয়ে যায়। কিন্তু কসমের উপর অনড় থাকার দ্বারা পরিবার-পরিজন ও মুসলমান ভাইকে কষ্ট-যাতনা দেওয়া হবে। [আর এটা কবিরা গুনাহ।]

قَوْلُهُ : فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا : আমাদের ভারতীয় সংস্করণে এখানে فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ বাক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে অনুবাদ হবে 'এ কসমের উপর অনড় থাকা কঠিন গুনাহ, যা কাফ্ফারা দূর করে না যদিও কাফ্ফারা ওয়াজিব'।

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : وَايْمُ اللهِ

## ৩৫০৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– 'আল্লাহর কসম' প্রসঙ্গে

(وَايْمُ اللهِ কসমের শব্দ। যেমনিভাবে عَهْدُ اللهِ ও لَعَمْرُ اللهِ কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এটা মুবতাদা হিসেবে মারফূ। এর খবর উহ্য। অর্থাৎ اَيْمُ اللهِ قَسَمِيْ او يَمِيْنِيْ। কাস্-তালানি)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : "إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ، فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ".

### সহজ তরজমা

৬২০০. কুতাইবা ইব্নে সাঈদ রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন আর তাদের আমির নিযুক্ত করলেন উসামা ইব্নে যায়িদকে। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনামুখর হচ্ছ। ইতোপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তো তোমরা সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। আর মানুষের মাঝে সে আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি ছিল। তার পরে নিশ্চয় এ উসামা অন্য সকল মানুষের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের وَايْمُ اللهِ বাক্যে মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮০, পূর্বে ৫২৮, ৬১০, ৬৪১ এবং সামনে ১০৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩১০-৩১১ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

## بَابٌ : كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ

## ৩৫০৯. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কসম কেমন ছিল?

وَقَالَ سَعْدٌ رضي الله عنه : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ، عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ : «لَاهَا اللهِ إِذًا» يُقَالُ : وَاللهِ وَبِاللهِ وَتَاللهِ.

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কসম ওই মহান সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! আবু কাতাদা বলেন, আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট لَا هَا اللهِ إِذًا বলেছেন। এখানে وَاللهِ، بِاللهِ، تَاللهِ বলা হয় [অর্থাৎ هَا، و، بَا، تَا সব ক'টি হরফই কসমের জন্য ব্যবহৃত]।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৮৬-৩৮৭ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ".

### সহজ তরজমা

৬২০১. মুহাম্মদ ইব্নে ইউসুফ রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কসম ছিল কেবল لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ না, অন্তরের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহর) কসম!

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮১ ও পূর্বে ৯৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

### সহজ তরজমা

৬২০২. মূসা রহ. ... জাবির ইবনে সামুরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কায়সার [রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস] ধ্বংস হবে, এরপর আর কোনো কায়সার হবে না এবং যখন কিসরা [পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁ ইবনে হরমুজ] ধ্বংস হবে, এরপর আর কোনো কিসরা হবে না। কসম ওই মহান সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই এদের ধনভাণ্ডার তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিস এখানে ৯৮১ এবং পূর্বে ৪৪০ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا :** অর্থাৎ রোম-পারস্য তথা কিসরা-কায়সারের সাম্রাজ্য তোমরা জয় করবে। আর এ দু দেশের ধনভাণ্ডার ইসলামের মুজাহিদগণের কল্যাণে ব্যয় করবে। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযা। পরে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ".

### সহজ তরজমা

৬২০৩. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিসরা যখন ধ্বংস হবে তারপর আর কোনো কিসরা হবে না। আর কায়সার যখন ধ্বংস হবে তখন আর কোনো কায়সার হবে না। কসম ওই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাণ! এদের ধন-সম্পদ অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮১, পূর্বে ৪২৫, ৪৪০ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا".

### সহজ তরজমা

৬২০৪. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হে উম্মতে মুহাম্মদি! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে অবশ্যই তোমরা কাঁদতে বেশি আর হাসতে কম।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮১ পৃষ্ঠায় আর পূর্বে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে اَلرِّقَاق অধ্যায়ে ৯৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ، قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو عَقِيلٍ، زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ". فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اَلْآنَ يَا عُمَرُ".

### সহজ তরজমা

৬২০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সুলাইমান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে হিশাম রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইব্নে খাত্তাব রাযি.-এর হাত ধরেছিলেন। উমর রাযি. তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমনকি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে। তখন উমর রাযি. তাঁকে বললেন, এখন আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮১, পূর্বে ৫২২ ও সংক্ষেপে ৯২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِيْ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ "تَكَلَّمْ" قَالَ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِيْ. ثُمَّ إِنِّيْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ مَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ". وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا. وَأُمِرَ أُنَيْسٌ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا. فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

## সহজ তরজমা

৬২০৬. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা ও যায়িদ ইব্‌নে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, একদা দু'ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলো। তন্মধ্যে একজন বলল, আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। দুজনের মাঝে (অপেক্ষাকৃত) বুদ্ধিমান দ্বিতীয় লোকটি বলল, হাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন : বল! লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির নিকট চাকর হিসেবে ছিল। (মালিক রহ. বলেন, اَلْعَسِيْفُ অর্থ, চাকর) আমার পুত্র এর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা বলেছে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। সুতরাং আমি একশ বকরি ও একটি বাঁদী দিয়ে তার ফিদইয়া প্রদান করেছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে জানালেন, আমার পুত্রের একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর হবে। আর রজম হবে এর স্ত্রীর। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কসম ওই মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মাঝে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক মীমাংসা করে দিব। তোমার বকরি ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করলেন। আর উনায়স আসলামিকে অপর লোকটির স্ত্রীর কাছে যেতে হুকুম করা হল। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে, তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল। সুতরাং তিনি তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে أَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮১, পূর্বে ৩১১, ৩৬১, ৩৭১ ও ৩৭৬ এবং সামনে ১০০৮, ১০১০, ১০১১, ১০১৩, ১০৬৮, ১০৭৮ ও ১০৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا وَهْبٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ يَعْقُوبَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرَةَ. رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ. عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ. خَابُوا وَخَسِرُوا". قَالُوا نَعَمْ. فَقَالَ "وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ".

## সহজ তরজমা

৬২০৭. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু বাকরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসলাম, গিফার, মুযাইনা ও জুহাইনা বংশ যদি তামীম, আমির ইব্‌নে সা'সায়া, গাতফান ও আসাদ বংশ থেকে উত্তম হয় তাহলে তোমাদের কেমন মনে হয়? তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হাঁ! তখন তিনি বললেন : কসম ওই মহান সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তারা এদের চেয়ে উত্তম!

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :** আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنَّهُمْ বাক্যে هُمْ দ্বারা আসলাম, গিফার, মুযাইনা ও জুহাইনা গোত্র উদ্দেশ্য। আর خَيْرٌ مِنْهُمْ বাক্যে هُمْ দ্বারা তামিম ও এদের পরবর্তী বংশধর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হল, সমষ্টির উপর সমষ্টির উত্তমতা। যদিও উত্তমদের মধ্যে একে অপর থেকেও উত্তম হতে পারে। (কাস্তালানি)

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنَّهُمْ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮১ ও পূর্বে ৪৯৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম اَلْفَضَائِلُ অধ্যায়ে আর তিরমিযিতে اَلْمَنَاقِبُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

❍ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৫৭৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ. أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا لَكُمْ. وَهٰذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَالَ لَهُ "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدٰى لَكَ أَمْ لَا". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنٰى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ. فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ. وَهٰذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدٰى لَهُ أَمْ لَا. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا. إِلَّا جَاءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى عُنُقِهٖ. إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهٖ لَهُ رُغَاءٌ. وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ. فَقَدْ بَلَّغْتُ". فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ حَتّٰى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلٰى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلُوهُ.

## সহজ তরজমা

৬২০৮. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুমাইদ সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। সে কাজ শেষ করে তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনার জন্য আর এ জিনিসটি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে রইলে না কেন? তাহলে তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাত কি-না দেখতে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার ওয়াক্তের নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাশাহুদ পাঠ করলেন ও আল্লাহ্ তায়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, রাজস্ব আদায়কারীর অবস্থা কি হল? আমি তাকে নিযুক্ত করে পাঠালাম আর সে আমাদের কাছে এসে বলছে, এটা সরকারি রাজস্ব আর এ জিনিস আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে তার বাবা-মার ঘরে বসে রইল না কেন? তাহলে দেখত তার জন্য হাদিয়া দেওয়া হয় কি-না? ওই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাণ! তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোনো বস্তুতে সামান্যতম খিয়ানত করে, তবে কিয়ামতের দিন সে ওই বস্তুটিকে তার কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসবে। সে বস্তুটি যদি উট হয়, তবে সে উট নিয়ে আসবে। তার শব্দ বের হতে থাকবে। যদি গরু হয়, তবে সে হাম্বা হাম্বা শব্দকারী গরু নিয়ে আসবে। আর যদি বকরি হয়, তাহলে বকরি ম্যাঁ ম্যাঁ শব্দ করতে থাকবে। সে তা নিয়ে আসবে। সুতরাং শোনো! আমি পৌঁছিয়ে দিলাম। রাবী আবু হুমাইদ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্ত মুবারক এতটুকু উত্তোলন করলেন, আমরা তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আবু হুমাইদ বলেন, এ কথাগুলো যায়িদ ইব্‌নে সাবিতও আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮১-৯৮২, পূর্বে ১২৬, ২০৩ ও ৩৫৩ এবং সামনে ১০৩৩, ১০৬৪ ও ১০৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ. عَنْ هَمَّامٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا".

## সহজ তরজমা

৬২০৯. ইবরাহিম ইব্‌নে মূসা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : ওই মহান সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাণ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই অধিক ক্রন্দন করতে আর অল্প হাসতে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮২ ও পূর্বে ৯৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ "هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" قُلْتُ مَا شَأْنِي أَيُرَى فِيَّ شَىْءٌ مَا شَأْنِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا".

## সহজ তরজমা

৬২১০. উমর ইব্‌নে হাফ্‌স রহ. ... আবু যর গিফারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে বলছিলেন : কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার কি অবস্থা? আমার মাঝে কি কিছু (ত্রুটি) পরিলক্ষিত হয়েছে? তিনি বলছিলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে থামাতে পারলাম না। যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইলেন আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম। এরপর আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। ওই সমস্ত লোক কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ? তিনি বললেন : এরা হল ওইসব লোক, যারা অধিক সম্পদের অধিকারী। অবশ্য সেসব লোক স্বতন্ত্র, যারা এরূপ, এরূপ ও এরূপ (ক্ষেত্রে খরচ করে)।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَرَبِّ الْكَعْبَةِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮২, পূর্বে যাকাত অধ্যায়ে ১৯৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ".

## সহজ তরজমা

৬২১১. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একদা সুলাইমান আ. বললেন : আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব, যারা প্রত্যেকেই একটি করে সন্তানের জন্ম দিবে, যারা হবে অশ্বারোহী; জিহাদ করবে আল্লাহর রাস্তায়। তাঁর সঙ্গী বলল, ইন্‌শা আল্লাহ্ (বলুন)! তিনি ইন্‌শা আল্লাহ্ বললেন না। এরপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু কেবল একজন স্ত্রীই গর্ভবতী হল। তাও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাণ! তিনি যদি ইন্‌শা আল্লাহ্ বলতেন, তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَايْمُ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮২, পূর্বে ৩৯৫, ৪৮৭, ৯৯৪ ও ১১১৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৩৬-৩৭ ও যাকারিয়া বুক ডিপু দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত নাসরুল মুনঈম : ২৯৪-৩০১ পৃষ্ঠা দেখুন!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ، قَالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ، وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا". قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا". لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ".

## সহজ তরজমা

৬২১২. মুহাম্মদ ইব্‌নে সালাম রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য একদা রেশমের এক টুকরা বস্ত্র হাদিয়া পাঠানো হল। লোকেরা তার সৌন্দর্য ও মসৃণতা দেখে অবাক হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতে নিয়ে দেখছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছ? তাঁরা উত্তর দিলেন, হাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : ওই মহান সত্তার কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ! নিশ্চয় জান্নাতে সা'দের রুমাল এর চেয়েও উত্তম হবে। আবু আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারি) রহ. বলেন, শুবা ও ইসরাঈল আবু ইসহাক সূত্রে وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ কথাটি বলেন নি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮২ এবং পূর্বে ৪৬০, ৫৩৬ ও ৮৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ. شَكَّ يَحْيَى ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ". قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ قَالَ "لاَ، إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ".

## সহজ তরজমা

৬২১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আয়েশা ছিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দা বিনতে উতবা ইব্‌নে রবিয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! একসময় ভূ-পৃষ্ঠে আপনার তাঁবুবাসীর [তথা আপনার আনুসারীদের] লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আর কোনো তাঁবুবাসীর লাঞ্ছিত হওয়া আমার নিকট প্রিয় ছিল না। (রাবী ইয়াহ্ইয়া সন্দেহ করেছেন, তিনি أَهْلِ أَخْبَائِكَ বলেছেন না-কি أَهْلِ خِبَائِكَ বলেছেন।) কিন্তু আজ আমার অবস্থা হচ্ছে—ভূ-পৃষ্ঠে আপনার তাঁবুবাসীর [তথা আপনার আনুসারীদের] সম্মান অপেক্ষা কোনো তাঁবুবাসীর সম্মান আমার নিকট প্রিয় নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাণ! এ সম্মান আরো বৃদ্ধি পাবে। হিন্দা বললেন, আবু সুফিয়ান নিশ্চয় একজন কৃপণ লোক। তার মাল থেকে (তার পরিজনকে) কিছু খাওয়ালে তাতে কি আমার কোনো অন্যায় হবে? তিনি বললেন, না! তবে তা (শরিয়তসম্মত) পন্থায় হতে হবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮২-৯৮৩, পূর্বে ২৯৪, ৩৩২-৩৩৩, ৫৩৯, ৮০৭, ৮০৮ ও ৮০৯ এবং সামনে ১০৬০ ও ১০৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৭৭৬ দেখুন!

حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَمَانٍ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ". قَالُوْا بَلَى. قَالَ "أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ تَكُونُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ". قَالُوْا بَلَى. قَالَ "فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ، إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

## সহজ তরজমা

৬২১৪. আহমদ ইব্‌নে উসমান রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা ইয়ামানী চামড়ার কোনো এক তাঁবুতে তাঁর পৃষ্ঠ মুবারক হেলান দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবিদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা জান্নাতিদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এতে কি তোমরা খুশি আছ? তাঁরা বললেন, হাঁ! তিনি বললেন, তোমরা জান্নাতিদের এক-তৃতীয়াংশ হওয়াতে কি তোমরা খুশি নও! তাঁরা বললেন, হাঁ! তিনি বললেন : কসম ওই মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাণ! নিশ্চয় আমি কামনা করি তোমরা জান্নাতিদের অর্ধেক হবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩ ও পূর্বে ৯৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا، سَمِعَ رَجُلًا، يَقْرَأُ: 'قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ'، يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ".

## সহজ তরজমা

৬২১৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। কোনো এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ পাঠ করতে শুনলেন। তিনি তা বারংবার পাঠ করছিলেন। প্রভাত হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খেদমতে হাজির হলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। আর সে ব্যক্তি যেন উক্ত সূরা পাঠে কম গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কসম ওই মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় এ সূরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩, পূর্বে ৭৫০ এবং সামনে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**জ্ঞাতব্য :** আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন– কুরআন মাজিদে মূলত কিসাস, বিধান ও আল্লাহ তায়ালার সিফাতের বর্ণনা রয়েছে। আর সূরা ইখলাছে রয়েছে বিশেষত আল্লাহ তায়ালার সিফাতের বর্ণনা। সেমতে এ সূরা কুরআন মাজিদের এক-তৃতীয়াংশ হল। কাজেই এ সূরা পাঠকারী এক-তৃতীয়াংশ কুরআন মাজিদ পাঠের ছওয়াব পাবে।

✪ এ সম্পর্কে জানতে নাসরুল বারি-১০/২৯ পৃষ্ঠার দুটি হাদিস পড়ে নেওয়া বিরাট উপকারী হবে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ".

## সহজ তরজমা

৬২১৬. ইসহাক ইব্‌নে মানসুর রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তোমরা রুকু' ও সাজ্‌দা পূর্ণভাবে আদায় করো। ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যখন রুকু ও সাজ্‌দা কর, তখন আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থকে দেখতে পাই।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩ এবং পূর্বে ৫৯, ১০২ ও ১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৪৪২ দেখুন!

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَهَا أَوْلاَدٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ". قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ.

## সহজ তরজমা

৬২১৭. ইসহাক রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে হাজির হল। সঙ্গে ছিল তার সন্তান-সন্ততি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মানুষের মাঝে তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩ এবং পূর্বে ৫৩৪ ও ৭৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

## ৩৫১০. অনুচ্ছেদ : তোমরা পূর্বপুরুষের নামে কসম করবে না

[এখানে بَابٌ শব্দটি তান্‌বিনসহ। অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ প্রসঙ্গে।]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: "أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ".

## সহজ তরজমা

৬২১৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি.-কে কোনো বাহনের উপর আরোহণ অবস্থায় পেলেন। তিনি তখন তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ বললেন : সাবধান! আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে; নতুবা চুপ থাকে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩, পূর্বে ৩৬৮ ও ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ". قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. قَالَ مُجَاهِدٌ: 'أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ' يَأْثُرُ عِلْمًا. تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ.

### সহজ তরজমা

৬২১৯. সাঈদ ইব্নে উফাইর রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের পূর্বপুরুষের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাদের নামে কসম করি নি। মুজাহিদ রহ. বলেন, أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ দ্বারা 'জ্ঞানগত বিষয় নকল করা' উদ্দেশ্য। অনুরূপ উকাইল, যুবাইদি ও ইসহাক কাল্বি রহ. যুহ্রি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্নে উয়াইনাহ ও মা'মার রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর রাযি.-কে গাইরুল্লাহর নামে কসম করতে শুনেছেন।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩, পূর্বে ৩৬৮, ৫৪১, ৯০২ এবং সামনে ১১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ. قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".

### সহজ তরজমা

৬২২০. মূসা ইব্নে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩ এবং পূর্বে ৩৬৮, ৫৪১ ও ৯০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ. قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ. فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي. فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ. فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ. فَقَالَ قُمْ فَلَأُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ. إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ

"وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ" فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا. فَقَالَ "أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ". فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا. تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ. وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا. وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا. فَقَالَ "إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ. وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ. وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا. إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا".

## সহজ তরজমা

৬২২১. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... যাহদাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের গোত্র জারাম এবং আশয়ারি গোত্রের মাঝে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমরা (একদা) আবু মূসা আশয়ারির সঙ্গে ছিলাম। তার কাছে খাবার পেশ করা হল, যার মাঝে ছিল মুরগির গোশত। তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক লাল রঙের ব্যক্তি তাঁর কাছে ছিল। সে দেখতে গোলামদের মতো। তিনি তাকে খাবারে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করলেন। তখন সে লোকটি বলল, আমি এ মুরগিকে এমন কিছু খেতে দেখেছি যার কারণে আমি একে ঘৃণা করছি। তাই আমি কসম করেছি, মুরগি আর খাব না। তিনি বললেন, ওঠো! আমি এ সম্পর্কে অবশ্যই তোমাকে একখানা হাদিস বলব। একদা আমি কতিপয় আশয়ারির সঙ্গে বাহন সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এলাম। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর বাহনযোগ্য এমন কিছুই আমার কাছে নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গনিমতের কিছু উষ্ট্রী আসল। তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, আশয়ারি লোকগুলো কোথায়? এরপর আমাদের জন্য পাঁচটি উৎকৃষ্ট মানের সুদর্শন উট দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। আমরা যখন চলে গেলাম, তখন চিন্তা করলাম আমরা এ কি করলাম? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো কসম করেছিলেন, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। আর তাঁর কাছে কোনো বাহন ছিলও না। কিন্তু এরপর তিনি আমাদের আরোহণের জন্য বাহন দিলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কসমের কথা ভুলে গিয়েছি। আল্লাহর কসম! এ বাহন আমাদের কোনো কল্যাণে আসবে না। সুতরাং আমরা তাঁর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাকে বললাম, আমাদেরকে আপনি আরোহণ করাবেন এ উদ্দেশ্যে আমরা তো আপনার কাছে এসেছিলাম। এরপর আপনি কসম করেছিলেন, আপনি আমাদেরকে কোনো বাহন দিবেন না। আপনার কাছে এমন কোনো কিছু ছিলও না, যাতে আমাদেরকে আরোহণ করাতে পারেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং তোমাদের আরোহণ করিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা। আল্লাহর কসম! আমি যখন কোনো কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে যদি অধিক মঙ্গল দেখতে পাই, তাহলে যা মঙ্গল তাই বাস্তবায়িত করি এবং আমি কসম ভঙ্গ করি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা কিরমানি রহ. শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিল প্রসঙ্গে বলেন, এ হাদিসের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইবার কসম খেয়েছেন। প্রথমবার রাগের সময়; দ্বিতীয়বার খুশির সময়। তবে তিনি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম খাননি। এটাই প্রমাণ করে, রাগ-খুশি অবস্থায় কসম একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নামেই করেছেন। এ হাদিস সম্পর্কে বাকি আলোচনা ইনশাআল্লাহ কসমের কাফ্‌ফারায় আসবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩-৯৮৪, পূর্বে ৪৪২, মাগাযিতে ৬২৯-৬৩০, ৬৩৩, ৯৮০ এবং সামনে ৯৮৮, ৯৯৪, ৯৯৪-৯৯৫ ও ১০২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

### ৩৫১১. অনুচ্ছেদ : লাত, উজ্জা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যাবে না

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى. فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ".

### সহজ তরজমা

৬২২২. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কসম করে এবং বলে, 'লাত ও উজ্জার কসম', তখন যেন সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে' আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে—'এসো জুয়া খেলি', তখন এর জন্য তার সদকা করা উচিত।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল** : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি** : হাদিসটি এখানে ৯৮৪ এবং পূর্বে ৭২১, তাফসিরে ৯০২ ও ৯৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারি জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৬৩১ দেখুন!

بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

### ৩৫১২. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি কোনো বস্তুর কসম করে অথচ তাঁকে কসম দেওয়া হয়নি

[অর্থাৎ যে ব্যক্তি কসম না দেওয়া সত্ত্বেও কোনো কাজ করা বা না করার কসম খায়। তার কি বিধান?]

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

যদি জায়েয উদ্দেশ্য হয়, তবে কসম চাওয়া ব্যতীতই কসম খাওয়া জায়েয আছে। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা জানা গেছে। বাকি কোনো কোনো শাফিয়ী আলেম হতে যে কসম চাওয়া ব্যতীত কসম খাওয়া মাকরূহ বলে বর্ণিত রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল— যদি কসম খাওয়ায় কোনো কল্যাণ নিহিত না থাকে, তাহলে বিনা প্রয়োজনে শুধু শুধু কসম খাওয়া মাকরূহ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ. فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ". فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ "وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا". فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

### সহজ তরজমা

৬২২৩. কুতাইবা রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈরি করালেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন। পরিধানকালে তার পাথরটি হাতের ভিতরের দিকে রাখলেন। তখন লোকজনও [তাই] করল। এরপর তিনি মিম্বরের উপর বসে তা খুলে ফেললেন। বললেন : আমি এ আংটি পরিধান করেছিলাম আর তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রেখেছিলাম। এরপর তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন : আল্লাহর কসম! আমি এ আংটি আর কোনো দিন পরিধান করব না! তখন লোকজনও নিজ নিজ আংটিগুলো খুলে ফেলল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি পরিধান না করার কসম খেয়েছেন। অথচ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ সম্পর্কে কসম খেতে বলেনি। সুতরাং এতে কসম চাওয়া ব্যতীত কসম খাওয়া প্রমাণিত হল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৪, পূর্বে ৮৭১, ৮৭২ এবং সামনে ১০৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوٰى مِلَّةِ الإِسْلَامِ

### ৩৫১৩. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের কসম করে

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزّٰى. فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الكُفْرِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি লাত ও উজ্জার নামে কসম করে, তাহলে সে যেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুফরির দিকে সম্পৃক্ত করেন নি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

যেমন : কেউ বলল, আমি যদি অমুক কাজটি করি, তবে আমি ইহুদি বা খ্রিষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক। এরপর সে ওই কাজটি করে ফেলল। তাহলে তার বিধান কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে অন্তরে যদি সেসব ধর্মের বড়ত্ব ও সত্যতার বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সে কাফির হবে না। অবশ্য তার উপর কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمٰى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ".

## সহজ তরজমা

৬২২৪. মুয়াল্লা ইব্‌নে আসাদ রহ. ... সাবিত ইব্‌নে যাহ্‌হাক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের কসম করলে সেটা ওই রকমই হবে, যে রকম সে বলল। তিনি (আরো বলেন,) কোনো ব্যক্তি যে কোনো জিনিসের দ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে ওই জিনিস দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। কোনো মুমিনকে লা'নত করা তাকে হত্যা তুল্য [হারাম হওয়া ও শাস্তির ক্ষেত্রে]। তদ্রূপ কোনো মুমিনকে কুফরির অপবাদ দেওয়াও তাকে হত্যা তুল্য [পরকালীন শাস্তির ক্ষেত্রে]।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৪, পূর্বে ১৮২, ৮৯৩, ৯০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا قَالَ : এর দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু উপরে বলে এসেছি, অন্তরে সেসব ধর্মের বড়ত্ব ও সত্যতার বিশ্বাস থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সে কাফির হয়ে যাবে; অন্যথায় কাফির হবে না। বাকি এখানে ধমকি ও হুঁশিয়ারি উদ্দেশ্য হবে। তবে জমহূরের মতে কসমের কাফ্‌ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ : যেমন : অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করলে তাকে অস্ত্র দ্বারা, বিষ পানে আত্মহত্যা করলে তাকে বিষ প্রয়োগের দ্বারা বা পাহাড় ইত্যাদি থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলে তাকে জাহান্নামে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ তথা কর্ম অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।

بَابٌ لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟

### ৩৫১৪. অনুচ্ছেদ : যা আল্লাহ চান এবং তুমি চাও কেউ বলবে না

**'আমি আল্লাহর সাহায্যে, এরপর তোমার সাহায্যে' বলা যাবে কি-না?**

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ. حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ. فَبَعَثَ مَلَكًا. فَأَتَى الأَبْرَصَ. فَقَالَ: تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ. فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

আমর ইবনে আসিম (শাইখে ইমাম বুখারি) রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং একজন ফিরিশতা পাঠালেন। ফিরিশতা কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন। লোকটি বলল, আমার সমস্ত উপকরণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার জন্য আল্লাহ ছাড়া, এরপর তুমি ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এরপর পুরো হাদিস বর্ণনা করলেন।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

বলা বাহুল্য, শিরোনামে উল্লেখিত দুটি সুরতের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রথম সুরতে কথাটি وا, যোগে বলা হয়েছে। আর ওয়াও দুটি বিষয়ের অংশীদারিত্ব ও একত্রিকরণ চায়। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর শরিক হওয়া বেয়াদবি। তাই এটা নিষিদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় সুরতটি এর ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে বাক্যটি ثُمَّ যোগে বলা হয়েছে। আর এটা تَعْقِيبٌ مَعَ التَّرَاخِيْ তথা বিলম্বের সাথে পরে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। বিধায় এরূপ বলা জায়েয। কাজেই আল্লাহর ইচ্ছা অন্যের ইচ্ছার উপর অগ্রগণ্য।

✪ অনুবাদসহ পূর্ণ হাদিসটি জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৫৪২-৫৪৩ দেখুন! সেখানে বনি ইসলাঈলের ওই তিন ব্যক্তির ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

### ৩৫১৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে ...'

(সূরা আনয়াম-১০৯, সূরা নাহ্‌ল-৩৮, সূরা নূর-৫৩, সূরা ফাতির-৪২)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا. قَالَ: لَا تُقْسِمْ.

ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, আবু বকর রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহর কসম! আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যে ভুল করেছি, তা আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন, তুমি কসম করো না!

✪ এ হাদিসটি মুত্তাছিল সনদে বুখারি শরিফের ১০৪৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আসবে ইনশা আল্লাহ।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ. عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَشْعَثَ. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ. عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

### সহজ তরজমা

৬২২৫. কাবিসা ও মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কসম পূর্ণ করতে হুকুম করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে কসম রক্ষার উল্লেখ রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৪ এবং পূর্বে ১৬৬, ৩৩১, ৭৭৭, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৭১, ৯০৯ ও ৯২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ. سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ. يُحَدِّثُ : عَنْ أُسَامَةَ ﷺ: أَنَّ بِنْتًا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ. وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. وَسَعْدٌ. وَأُبَيٌّ أَنَّ ابْنِيْ قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : «إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى. فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ» فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ. فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ. فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ. فَأَقْعَدَهُ فِيْ حَجْرِهِ. وَنَفْسُ الصَّبِيِّ جُئِّثُ. فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ سَعْدٌ : مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : « هٰذِهٖ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

## সহজ তরজমা

৬২২৬. হাফ্‌স ইব্‌নে উমর রহ. ... উসামা রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা উসামা ইব্‌নে যায়িদ, সা'দ ও উবাই রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জনৈক কন্যা তাঁর কাছে খবর পাঠালেন যে, আমার পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। সুতরাং তিনি যেন আমাদের কাছে তাশরিফ আনেন। তিনি উত্তরে সালামের সাথে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা যা দান করেন আর যা নিয়ে নেন সবকিছুই তো আল্লাহর জন্য। আর সবকিছুই নির্ধারিত আছে। এরপর তোমার জন্য ধৈর্য ধারণ করা এবং পুণ্য মনে করা উচিত। এরপর তাঁর কন্যা কসম দিয়ে আবার খবর পাঠালেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। [সেখানে পৌছে] তিনি যখন বসলেন, সন্তানটি তাঁর সামনে আনা হল। তিনি তাকে নিজের কোলে নিয়ে বসালেন। আর শিশুটির শ্বাস নিঃশেষ হয়ে আসছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তখন সা'দ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কি ব্যপার? তিনি বললেন : এটা রহমত, যা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তার মনের ভিতরে দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা তো কেবল তাঁর দয়ার্দ্র বান্দাদের উপরই দয়া করে থাকেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে تُقْسِمُ عَلَيْهِ বাক্যে। এ ছাড়া পূর্বের হাদিসের সাথেও মিল রয়েছে অর্থাৎ উভয় হাদিসে কসম রক্ষা করার উল্লেখ রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৪-৯৮৫, পূর্বে ১৭১, ৮৪৪ ও ৯৭৬ এবং সামনে ১০৯৭ ও ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : قَالَ سَعْدٌ مَا هٰذَا : হযরত সা'দ রাযি.-এর এ প্রশ্নটি ছিল ব্যাখ্যা প্রার্থনামূলক অর্থাৎ এ প্রশ্নটি ক্রন্দনের রহস্য বুঝার জন্য ছিল; অস্বীকার করার জন্য নয়।

✪ বাকি ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১০/৫৩৪-৫৩৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ. تَمَسُّهُ النَّارُ. إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ".

### সহজ তরজমা

৬২২৭. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে (সে যদি ধৈর্য ধারণ করে) তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, হাঁ! কসম পূর্ণ করার জন্য (জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত) অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৫ ও পূর্বে ১৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই নাসরুল বারির-4/443-444 দেখুন!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ. كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ. لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ. وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ".

### সহজ তরজমা

৬২২৮. মুহাম্মদ ইব্নে মুছান্না রহ. ... হারিসা ইব্নে ওয়াহাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতি লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হবে দুনিয়ায় দুর্বল, মজলুম। তারা যদি কোনো কথায় আল্লাহর উপর কসম করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তা পূর্ণ করে দেন। আর যারা জাহান্নামে যাবে তারা হবে অবাধ্য, ঝগড়াটে ও অহংকারী।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৫ এবং পূর্বে ৭৩১ ও ৮৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

جَوَّاظٍ : শব্দটির জিমে যবর, ওয়াও বর্ণে যবর ও তাশ্দিদ, এরপর الف ও ظاء। অর্থ, স্থূলকায়। মেদবহুল শরীর।

عُتُلٍّ : শব্দটির عين ও تاء বর্ণে পেশ, لام বর্ণে তাশ্দিদ। অর্থ, ঝগড়াটে। অতি ঝগড়ালু।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৯/৭০৫ দেখুন!

بَابُ إِذَا قَالَ : أَشْهَدُ بِاللهِ. أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ

### ৩৫১৬. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি বলে—'আল্লাহ তায়ালাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা আল্লাহ তায়ালাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি'

অর্থাৎ কেউ বলল, আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখছি অথবা বলল, আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখলাম যে, আমি অমুক কাজটি করব। এটা কসম হবে কি-না?

হানাফি ও হাম্বলিদের মতে এতে কসম হয়ে যাবে। তবে শাফিয়িগণ ভিন্নমত পোষণ করেন।

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ : "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

## সহজ তরজমা

৬২২৯. সা'দ ইব্‌নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, আমার সময়ের মানুষ। এরপর তাদের পরবর্তীগণ। এরপর তাদের পরবর্তীগণ। এরপর এমন লোক (পৃথিবীতে) আসবে যে, তাদের সাক্ষ্য কসমের উপর অগ্রগামী হবে আর কসম সাক্ষ্যের উপর অগ্রগামী হবে। রাবী ইবরাহিম বলেন : আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের সাথিরা (উস্তাদগণ) সাক্ষ্য ও অঙ্গীকারের সাথে কসম করতে নিষেধ করতেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া যায় কেবল ইবরাহিম রহ.-এর উক্তি وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا الخ-এর মাধ্যমে। কেননা তাঁর উক্তি أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ অর্থ أَشْهَدُ بِاللهِ আর الْعَهْدِ অর্থ عَلَى عَهْدِ اللهِ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৫, পূর্বে ৩৬২, ৫১৫, ৯৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ عَهْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

## ৩৫১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার নামে অঙ্গীকার করা

অর্থাৎ যদি কেউ বলে, عَلَى عَهْدِ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا অর্থাৎ আমার উপর আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে যে, আমি অমুক কাজটি করব। তাহলে এর কী বিধান?

আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, উপরিউক্ত অবস্থায় জমহূর আলেমগণ তথা কুফাবাসী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে কসম গণ্য হবে। এটা ভাঙার কারণে তার উপর কাফ্‌ফার ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, নিয়ত ব্যতীত এটা কসম হিসেবে গণ্য হবে না। আর ইবনে মুনযিরও তাই লিখেছেন। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهُ : "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ".قَالَ سُلَيْمَانُ فِيْ حَدِيثِهِ فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ؟ قَالُوْا لَهُ، فَقَالَ الأَشْعَثُ نَزَلَتْ فِيَّ، وَفِيْ صَاحِبٍ لِيْ، فِيْ بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا.

## সহজ তরজমা

৬২৩০. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোনো মুসলমান ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করার জন্য অথবা বলেছেন : তার ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে তার সাক্ষাৎ হবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এ কথার সত্যায়নে আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন : 'যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে (পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই)। [সূরা আলে ইমরান-৭৭]

বারী সুলাইমান তাঁর বর্ণিত হাদিসে বলেন, আশ্‌য়াছ ইব্‌নে কায়স্ রাযি. যখন পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করেন, আব্দুল্লাহ্ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? উত্তরে লোকেরা তাঁকে কিছু বলল। তখন আশ্‌য়াছ রাযি. বললেন, এ আয়াত তো আমার এবং আমর এক সঙ্গীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমাদের দুজনের মাঝে একটি কূপের ব্যাপারে ঝগড়া ছিল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে بِعَهْدِ اللهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৫, পূর্বে ৩১৭, ৩২৬, ৩৪২, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮ ও ৬৫২ এবং সামনে ৯৮৭, ১০৬৫ ও ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

## ৩৫১৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার ইয্যত, গুণাবলি ও কালেমাসমূহের কসম করা

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. فَيَقُولُ : يَا رَبِّ اِصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ. لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : قَالَ اللهُ : لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. وَقَالَ أَيُّوبُ : وَعِزَّتِكَ لَا غِنٰى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : (আল্লাহ) আমি তোমার ইয্যতের আশ্রয় চাই। আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি স্থানে থাকবে। সে তখন আরয করবে, হে প্রতিপালক! আমার চেহারাটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। তোমার ইয্যতের কসম। এ ছাড়া আর কিছুই আমি তোমার কাছে চাইব না। আবু সাঈদ খুদরি রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এ পুরস্কার তোমার আর এরূপ দশ গুণ। হযরত আইয়ূব আ. বলেছেন, তোমার ইয্যতের কসম! তোমার বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী নই।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কসম খাওয়ার বিধান আর আল্লাহ তায়ালার নামে কসম খাওয়ার বিধান একই। কেননা আল্লাহর সিফাত আল্লাহর যাত ও সত্তা থেকে পৃথক নয়।

১। **আল্লাহ তায়ালার ইজ্জতের কসম খাওয়া :** যেমন, কেউ وَعِزَّةِ اللهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا অথবা وَعِزَّةِ اللهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا বলল। এটিও কসম হিসেবে গণ্য হবে। এটা ভাঙলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। (উমদাতুল কারি)

২। وَصِفَاتِهِ **আল্লাহ তায়ালার সিফাতের কসম খাওয়া :** যেমন, কেউ خَالِقٌ. سَمِيعٌ. بَصِيرٌ. عَلِيمٌ. خَبِيرٌ ইত্যাদির কসম করল। এতেও কসম সাব্যস্ত হবে। আর কসম ভাঙলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

৩। وَكَلِمَاتِهِ **আল্লাহ তায়ালার কালেমার কসম :** যেমন, কুরআন মাজিদের কসম খাওয়া। এতেও কসম হবে। এটা ভঙ্গের কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الخ : ইমাম বুখারি রহ. এ তা'লিকটি كِتَابُ التَّوْحِيدِ-এ উল্লেখ করেছেন। (বুখারি-২/১০৯৮ দেখুন)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الخ : হাদিসটি সনদের সাথে বুখারি শরিফের ৯৭৩ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে।

وَقَالَ أَيُّوبُ : এ হাদিসটি বুখারির ৪৮ পৃষ্ঠায় كِتَابُ الطَّهَارَاتِ-এ গত হয়েছে। (নাসরুল বারি-২/২৩৭-২৩৮ দেখুন!)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوٰى بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ". رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ.

### সহজ তরজমা

৬২৩১. আদম রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম অব্যাহত বলতে থাকবে, আরো কি আছে? অবশেষে মহামহিম আল্লাহ তাতে (কুদরতী) পা রাখবেন। এরপর সে বলবে, ব্যাস! ব্যাস! [আমি ভরে গিয়েছি]। তোমার ইয্যতের কসম! অমনি তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত [অর্থাৎ সে সংকীর্ণ] হয়ে যাবে। শু'বা, কাতাদা রহ. থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَعِزَّتِكَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৫, পূর্বে ৭১৮, সামনে ১১১০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম صِفَةُ النَّارِ অধ্যায়ে, তিরমিযি التَّفْسِيْرِ অধ্যায়ে ও নাসায়িতে النعُوْت অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : لَعَمْرُ اللهِ.

### ৩৫১৯. অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তির لَعَمْرُ اللهِ বলা প্রসঙ্গে

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَعَمْرُكَ : لَعَيْشُكَ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, لَعَمْرُكَ অর্থ لَعَيْشُكَ (তোমার জীবনের কসম)।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

অর্থাৎ কেউ আল্লাহর অস্তিত্বের কসম খেলে তাতে কসম হবে কি-না? হানাফি ও মালিকিদের নিকট কসম কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহর অস্তিত্ব তাঁর একটি সিফাত। আর শাফিয়িদের নিকট এতে শর্ত রয়েছে। (বিস্তারিত ফিক্হের কিতাবে দেখুন!) এমনিভাবে কেউ لَعَمْرُكَ বললেও কসম কার্যকর হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ حَدِيثِ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ.

## সহজ তরজমা

৬২৩৩. উয়াইসী ও হাজ্জাজ রহ. ... ইব্‌নে শিহাব যুহ্‌রি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া ইব্‌নে যুবাইর, সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়াব, আলকামা ইব্‌নে ওয়াক্কাস ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি.-এর অপবাদ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। অপবাদ রটনাকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই অপবাদ করল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে পূতঃপবিত্র বলে প্রকাশ করলেন। রাবী বলেন, উপরিউক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই হাদিসের এক একটি অংশ আমার কাছে বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দণ্ডায়মান হলেন এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর উসায়দ ইব্‌নে হুযাইর রহ. দাঁড়ালেন এবং সা'দ ইব্‌নে উবাদা সম্পর্কে বললেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা তাকে হত্যা করব।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৫ ও পূর্বে সবিস্তারে ৩৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জাতে নাসরুল বারি-৮/২০২-২১২ দেখুন!

بَابٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ. وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

**৩৫২০. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বড় ক্ষমাপরায়ণ ধৈর্যশীল। (সূরা বাকারা-২২৫)**

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 'لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ' قَالَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِيْ قَوْلِهِ لَا وَاللهِ. بَلٰى وَاللهِ.

## সহজ তরজমা

৬২৩৩. মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ. ... উরওয়া ইব্‌নে যুবাইর রহ. হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ আয়াতটি (আরবদের উক্তি) لَا وَاللهِ بَلٰى وَاللهِ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

অর্থাৎ উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় 'অনর্থক কসম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কথার উপাদান হিসেবে আরবদের মুখ থেকে এমনিতেই لَا وَاللهِ. بَلٰى وَاللهِ ইত্যাদি শপথের যেসব শব্দ বেরিয়ে যায়।

**يَمِيْنٌ তথা কসম তিন প্রকার**

১। يَمِيْنِ لَغْو **(অর্থহীন কসম)** : এ কসমের ব্যাখ্যায় ইমামদের মতভেদ রয়েছ। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে يَمِيْنِ لَغْو হল, যে কসম মানুষের মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বেরিয়ে যায়। যেমন, আরবে لَا وَاللهِ ও بَلٰى وَاللهِ ইত্যাদি কথার উপাধান হিসেবে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের কসমে কোনো গুনাহ বা কাফ্‌ফারা কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর মতে يَمِيْنِ لَغْو হল— অতীতের কোনো বিষয়কে সত্য মনে করে কসম খাওয়া। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। কিন্তু সে নিজের ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করে কসম খেয়েছে। এ ধরনের কসমে কোনো গুনাহ বা কাফ্‌ফারা নেই।

২। يَمِيْنِ غَمُوْس **(মিথ্যা কসম)** : অর্থাৎ অতীতের কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম খাওয়া। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এ ধরনের কসমের কারণে গুনাহ হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেছেন, وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ। এ কসমের প্রতিকার হল, তওবা-ইস্তিগফার। দুনিয়ায় এর কোনো কাফ্‌ফারা নেই। কেননা অতীতের কোনো বিষয়ে জেনে শুনে কসম খাওয়া মিথ্যাচার। আর মিথ্যা বললে গুনাহ হয়; কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না।

অবশ্য ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, يَمِيْنِ غَمُوْس এর মধ্যেও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

৩। يَمِيْنِ مُنْعَقِدَة **(কার্যকরি কসম)** : অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোনো কাজ সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত এ কসম খাওয়া যে, আমি অমুক কাজটি করব কিংবা করব না। এ ধরনের কসম ভঙের কারণে সর্বসম্মতিক্রমে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

✪ আরো বিস্তারিত জানতে ফিক্‌হের কিতাবাদি দেখুন!

بَابٌ : إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ

### ৩৫২১. অনুচ্ছেদ : কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَقَالَ : لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ

আল্লাহ তায়ায়ার বাণী– 'এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই'। (সূরা আহযাব-৭৩) এবং 'মূসা আ. বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না'। (সূরা কাহ্ফ-৭৩)

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. يَرْفَعُهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ. أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا. مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ

### সহজ তরজমা

৬২৩৪. খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া রাহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। আর আবু হুরাইরা রাযি. অত্র হাদিস মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের সে সমস্ত ওয়াসওয়াসা মাফ করে দিয়েছেন, যা তাদের মনে উদয় হয় কিংবা যেসব কথা মনে মনে বলে থাকে; যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করে বা সে সম্পর্কে কারো কাছে কিছু বলে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা অন্তরের কর্ম। যেমনি ভুলে যাওয়া অন্তরের কর্ম।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৬, পূর্বে ৩৪৩ ও সামনে ৭৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** আল্লামা কিরমানি ও আইনি রহ. বলেন, মস্তিষ্কে উদিত বিষয়াবলির কোনো প্রভাব নেই। কথায় প্রকাশ ও কার্যে পরিণত করা পর্যন্ত এসবের কোনো ধর্তব্য নেই। (কাস্তালানি)

এ হাদিসে উম্মতে মুহাম্মদির শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তারা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। আর সেই নবী ﷺ-ই ইরশাদ করেছেন : تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي (আমার উম্মতের সেসব ওয়াসওয়াসা মাফ করে দিয়েছেন ...)।

**উল্লেখ্য,** বুখারি শরিফের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় لِأُمَّتِي-এর স্থলে عَنْ أُمَّتِي রয়েছে। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এটাই উত্তম।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ. أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ. يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ. حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ "لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

### সহজ তরজমা

৬২৩৫. উসমান ইবনে হাইছাম রহ. ... আদুল্লাহ্ ইব্নে আমর ইব্নে আস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানির দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমি ধারণা করলাম, অমুক অমুক রুক্ন অমুক অমুক রুক্নের পূর্বে হবে। এরপর অপর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মনে করতাম, অমুক অমুক আমল অমুক অমুক আমলের পূর্বে হবে। (তারা) এ তিনটি (জবাই, হলক ও তাওয়াফ) সম্পর্কে জানতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : করতে পার, কোনো দোষ নেই। সেদিন যে সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন : করতে পার কোনো দোষ নেই।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, ইমাম বুখারি রহ. نِسْيَانْ কে-حِسْبَانْ এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। কেননা উভয়টি অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত কর্ম।

كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا : তারা উভয়ে জবাই, হলক্ ও তওয়াফ তিনটি কাজ সম্পর্কে জানতে চায়। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : করতে পার, কোনো দোষ নেই।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪২৬-৪২৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ "لَا حَرَجَ". قَالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ "لَا حَرَجَ". قَالَ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ "لَا حَرَجَ".

## সহজ তরজমা

৬২৩৬. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করল, আমি প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোনো দোষ নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, আমি তো জবাই করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোনো দোষ নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে জবাই করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোনো দোষ নেই।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসে কসমের উল্লেখ নেই বটে; তথাপি হাদিসটি বিস্মৃত ও ভুলকারী ব্যক্তি থেকে কলম তুলে নেওয়া এবং বিস্মৃতি ও ভুলের জন্য কোনো অপরাধ ও পাকড়াও না হওয়ার বিবরণ সম্বলিত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৬ এবং পূর্বে ১৮, ২৩২, ২৩৩ ও ২৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ رَجُلًا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ "وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي. قَالَ "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا".

## সহজ তরজমা

৬২৩৭. ইসহাক ইব্‌নে মানসূর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি বললেন, ফিরে যাও এবং নামায আদায় করে নাও! কেননা তুমি নামায আদায় করনি। তখন সে ফিরে গেল এবং নামায আদায় করল। পুনরায় এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেন, তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করে নাও। কেননা তুমি নামায আদায় করনি। লোকটি তৃতীয়বারে বলল, দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন : যখন তুমি

নামাযে দণ্ডায়মান হবে তখন খুব ভালোভাবে অজু করে নিবে। এরপর কিবলামুখী হবে। এরপর তাক্‌বিরে তাহ্‌রিমা বলবে। এরপর কুরআন মাজিদ থেকে যা তোমার জন্য সহজ হয়, তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। এরপর মাথা উঠাবে। এমনকি সোজাভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সাজ্‌দা করবে ধীরস্থিরভাবে। এরপর মাথা উঠাবে (সাজ্‌দা থেকে)। এমনকি সোজা হয়ে ও ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় সাজ্‌দা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর সাজ্‌দা থেকে মাথা উঠাবে। এমনকি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আর তোমার সমস্ত নামাযেই এরূপ করবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** কেউ কেউ বলেন, এ হাদিস ও শিরোনামের মাঝে কোনো মিল নেই। কেননা এ হাদিসে يَمِيْنٌ-এর উল্লেখ নেই। জবাবে আমি বলব, এ হাদিসটি كِتَابُ الصَّلٰوةِ-এর بَابُ وُجُوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে গত হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে وَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ..الخ অর্থাৎ তিনি আযর করেছেন : শপথ সেই পালনকর্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন! আমি তো এর চেয়ে আর ভালোভাবে নামায পড়তে পারি না। বস্তুত ইমাম বুখারি রহ. এখানে উক্ত হাদিসের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৬ এবং পূর্বে ১০৪, ১০৯ ও ৯২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৪৭৮ দেখুন!

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَأُخْرَاهُمْ. فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَبِي أَبِي. قَالَتْ فَوَاللهِ مَا انْحَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَقِىَ اللهَ.

## সহজ তরজমা

৬২৩৮. ফারওয়া ইবনে আবুল মাগরা রহ. .. আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা প্রকাশ্যভাবে পরাজয় বরণ করে। ইবলিস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পিছনের দিকে ফির। এতে সামনের লোকগুলো পিছনের দিকে ফিরল। তারপর পিছনের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. অকস্মাৎ তাঁর পিতাকে দেখে মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, এ তো আমার পিতা, আমার পিতা। আল্লাহর কসম! তারা ফিরল না। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করল। হুযায়ফা রাযি. বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া রাযি. বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! মৃত্যু পর্যন্ত হুযায়ফা রাযি. এর নিকট তাঁর পিতার মৃত্যুটি কল্যাণ হিসেবে বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ, তার পিতাকে হত্যাকারী মুসলমানদের জন্য তিনি সর্বদা মাগফিরাতের দোআ করতেন।)

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হযরত হুযাইফা রাযি.-এর পিতাকে অজ্ঞতাবশত হত্যাকারীদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিরস্কার করেননি। তিনি তাদের এ অজ্ঞতাকে ভুলের পর্যায়ে ধরেছেন। এজন্য হাদিসটি এ অনুচ্ছেদের অধীনে আনা হয়েছে। তা ছাড়া এতে কসমেরও উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ فَوَاللهِ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৬, পূর্বে ৪৬৪, ৫৩৯, ৫৮১ এবং সামনে ১০১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِيْ عَوْفٌ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ".

## সহজ তরজমা

৬২৩৯. ইউসুফ ইব্‌নে মূসা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে রোযাদার ভুলে কিছু আহার করে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে نَاسِيًا বাক্যে। কেননা শব্দটি কসম ইত্যাদির কোনো শর্ত সংযুক্তি ছাড়া উল্লেখ রয়েছে। (উমদা) সুতরাং ভুলবশত পানাহার করলে যেমনি রোযা ভাঙে না, তেমনি ভুলবশত কসমের বিপরীত করার দ্বারা কসমও ভাঙবে না।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৬ ও পূর্বে ২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**মাসয়ালা :** মাসয়ালাও এটাই অর্থাৎ যদি কেউ ভুলবশত পানাহার করে ফেলে, তবে তার রোযা হয়ে যাবে। তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؓ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. فَمَضٰى فِيْ صَلَاتِهِ. فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ اِنْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ.

## সহজ তরজমা

৬২৪০. আদম ইব্‌নে আবু ইয়াস রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে বুহায়না রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। প্রথম দু'রাকাতের পর না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবেই নামায আদায় করতে থাকলেন। নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিল। তিনি আল্লাহু আকবার বলে সালামের পূর্বে সাজ্‌দা করলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। আবার আল্লাহু আকবার বলে সাজ্‌দা করলেন। এরপর আমার মাথা উত্তোলন করলেন এবং সালাম ফিরালেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসে ভুলবশত প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেওয়ার কথা রয়েছে। এ হিসাবেই হাদিসটি এ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৬-৯৮৭, পূর্বে ১১৪, ১১৫, ১৬৩ ও ১৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৩০ পৃষ্ঠায় শিরোনামের উদ্দেশ্য, ইমামগণের মাযহাব ও ব্যাখ্যা দেখুন!

حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لَا أَدْرِيْ إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِيْ زَادَ فِيْ صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ. فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ. فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ".

## সহজ তরজমা

৬২৪১. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁদের নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। তিনি নামাযে কিছু অধিক করলেন অথবা কিছু কম করলেন। মানসূর বলেন, এ বেশির ব্যাপারে সন্দেহ ইবরাহিমের নাকি আলকামার, তা আমার জানা নেই। রাবী বলেন, আরয করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! নামাযের মাঝে কি কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাকি আপনি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বললেন : কি হয়েছে? সাহাবাগণ বললেন, আপনি এভাবে নামায আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দুটি সাজ্‌দা করলেন। এরপর বললেন, এ দুটি সাজ্‌দা ওই ব্যক্তির জন্য যার স্মরণে নেই যে, নামাযে সে বেশি কিছু করেছে, নাকি কম করেছে। এমন অবস্থায় সে চিন্তা করবে (প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে)। আর যা বাকি থাকবে তা পুরা করে নিবে! এরপর দুটি সাজ্‌দা আদায় করবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে أَمْ نَسِيتَ বাক্যে। তবে তা কষ্টসাধ্য। তাই উত্তম হল, এ হাদিসটি اَلْاِسْتِطْرَادْ[১]-এর পদ্ধতিতে তথা পূর্বের হাদিসের প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৭, পূর্বে ৫৭ এবং সামনে ১০৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৪২৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ "لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسْرًا" قَالَ: كَانَتِ الْأُوْلَى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا.

## সহজ তরজমা

৬২৪২. আল-হুমাইদি রহ. ... উবাই ইব্‌নে কা'ব রাযি. বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়াতে কারিমা لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسْرًا (মূসা আ.) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : মূসা আ.-এর প্রথম প্রশ্নটি ছিল ভুলবশত।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসে শর্তহীনভাবে কেবল نِسْيَانًا শব্দ উল্লেখ রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৭, পূর্বে ১৭, ২৩, ৩০২, ৩৭৭, ৪৬৩, ৪৮২-৪৮৩, ৬৮৭-৬৮৮, ৬৯০, সামনে ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫১৪-৫১৮ দেখুন!

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ. قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﷺ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوْا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِيْ عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيثِ. وَيَقِفُ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ وَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا رَوَاهُ أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

১. اَلْاِسْتِطْرَادْ : অর্থাৎ কথাকে এমনভাবে বর্ণনা করা, যাতে আরেকটি কথা বা বিষয় আবশ্যিক হয়ে যায়।

## সহজ তরজমা

৬২৪৩. আবু আব্দুল্লাহ্ ইমাম বুখারি রহ. বলেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশ্‌শার ... শা'বী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, বারা ইব্‌নে আযিব রাযি.-এর নিকট কয়েকজন অতিথি ছিল। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে তাঁদের জন্য নামায থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে কিছু জবাই করতে হুকুম করলেন। যাতে ফিরে এসেই তাঁরা আহার করতে পারেন। তাই পরিবারের লোকেরা নামায থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই (কুরবানির পশু) জবাই করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে লোকেরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করল। তিনি পুনরায় জবাই করার জন্য হুকুম করলেন। বারা' ইব্‌নে আযিব রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে এমন একটি বকরির বাচ্চা আছে, যা দুটি বড় বকরির গোশতের চেয়ে উত্তম। ইব্‌নে আউন শাবীর সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে এ স্থানে থেমে যেতেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌নে সিরিন রহ. থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করতেন এবং এ স্থানে থেমে যেতেন। আর বলতেন, আমার জানা নেই তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য তদ্রূপ অনুমতি আছে কি-না? আইয়ূব রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল** : আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, প্রশ্ন হতে পারে, শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিলের কারণ কি? আমি বলব, কুরবানির সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ভুলকারীর মতোই। (আল-কাওয়াকিব)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত বারা রাযি.-কে অজ্ঞতার কারণে অপারগ মনে করেছেন। কেননা কুরবানির সঠিক সময় সম্পর্কে তার জানা ছিল না।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**প্রশ্ন** : অধিকাংশ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ ঘটনাটি হযরত বারা রাযি.-এর মামা হযরত আবু বুরদা রাযি.-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু এখানে হযরত বারা রাযি.-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ বিরোধের সমাধান কি?

**জবাব** : এ প্রশ্নের একাধিক সমাধান দেওয়া হয়। যথা,

(১) হতে পারে এটি দ্বিতীয় একটি ঘটনা।

(২) হতে পারে রাবীর ভুল হয়ে গেছে। তিনি আবু বুরদা রাযি.-এর পরিবর্তে হযরত বারা রাযি.-এর নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন।

(৩) আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, হযরত আবু বুরদা রাযি. হযরত বারা রাযি.-এর মামা। আর তাঁরা ছিলেন একই পরিবারের সদস্য। তাই কখনো তিনি নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন আবার কখনো আপন মামা আবু বুরদা রাযি.-এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। (আল-কাওয়াকিব)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا ﷺ، قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ".

## সহজ তরজমা

৬২৪৪. সুলাইমান ইব্‌নে হারব্ রহ. ... জুন্দুব রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলনে, আমি [এক ঈদের দিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (প্রথমে) নামায আদায় করলেন। এরপর খুতবা প্রদান করলেন। এরপর বললেন : যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বেই) জবাই করে ফেলেছে, সে যেন তার পরিবর্তে আরেকটি জবাই করে নেয়। আর যে এখনো জবাই করেনি, সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। আর আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, শিরোনামের সাথে হযরত বারা রাযি. ও হযরত জুন্দুব রাযি.-এর হাদিসের মিল হল, হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ ও কুরবানির সময়ে ভুলকারী ব্যক্তি উভয়েই বিধানগতভাবে এক ও অভিন্ন হওয়ার প্রতি হাদিদ্বয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৭, পূর্বে ১৩৪, ৮২৭, ৮৩৪ এবং সামনে ১১১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

### ৩৫২২. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা কসম

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "دَخَلًا : مَكْرًا وَخِيَانَةً"

(মহান আল্লাহর বাণী) : পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমারা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না। করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (সূরা নাহ্ল-৯৪) دَخَلًا দ্বারা প্রবঞ্চনা ও খিয়ানত উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ".

### সহজ তরজমা

৬২৪৫. মুহাম্মদ ইব্নে মুকাতিল রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেছেন : কবিরা গুনাহ্সমূহের (অন্যতম) হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে শরিক করা, পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা কসম করা।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৭ এবং সামনে ১০১৫ ও ১০২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...

... أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا . إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ . وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا.

### ৩৫২৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী— যারা আল্লাহর নামে কৃত ওয়াদা ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ...

পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি [করুণার] দৃষ্টিও দিবেন না এবং তাদরেকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

(সূরা আলে ইমরান-৭৭) এবং আল্লাহর বাণী– 'তোমরা নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে অজুহাত বানিও না মানুষের সাথে কোনো আচার-আচরণ থেকে, পরহেযগারি থেকে এবং মানুষের মীমাংসা করে দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন'। (সূরা বাকারা-২২৪) এবং আল্লাহর বাণী– তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না! নিশ্চয় আল্লাহর নিকট যা আছে তা তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (সূরা নাহ্ল-৯৫) আল্লাহর বাণী– আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর তা তোমরা পূর্ণ করো এবং তোমরা দৃঢ় শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না! অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। (সূরা নাহ্ল-৯১)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ. يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا. قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ. كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ "بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ". قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ. وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ. يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".

## সহজ তরজমা

৬২৪৬. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার মানসে মিথ্যা কসম করে, তবে আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ কথার সমর্থনে إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا আয়াত নাযিল করেন। এরপর আশয়াছ ইব্‌নে কায়স রাযি. প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু আব্দুর রহমান তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? লোকেরা বলল, এরূপ এরূপ। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের জমিতে আমার একটি কূপ ছিল। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাজির হলাম। তিনি বললেন : তুমি প্রমাণ উপস্থাপন কর, অথবা সে কসম করুক! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কথার উপরে সে তো কসম খেয়েই ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার মানসে কসম করে, অথচ সে তাতে মিথ্যাবাদী, তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের প্রথম আয়াতের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৭, পূর্বে ৩১৭, ৩২৬, ৩৪২, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৬৫২ ও ৯৮৫ এবং সামনে ১০৬৫ ও ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ

## ৩৫২৪. অনুচ্ছেদ : এমন কিছুতে কসম করা যার উপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের ও রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ أَرْسَلَنِيْ أَصْحَابِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ فَقَالَ "وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلٰى شَيْءٍ". وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ " انْطَلِقْ إِلٰى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللهَ أَوْ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ ".

### সহজ তরজমা

৬২৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌নে আলা রহ. ... আবু মূসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার সাথিগণ (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করল তাঁর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোনো কিছুই আরোহণের জন্য দিতে পারব না। তখন আমি তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। পরে যখন আমি তাঁর কাছে এলাম, তিনি বললেন : তুমি তোমার সঙ্গীদের কাছে চলে যাও! বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অথবা আল্লাহর রাসূল তোমাদের আরোহণের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের প্রথম অংশ اَلْيَمِيْنُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ-এর সাথে হাদিসের মিল রয়েছে। আর হুবহু এ হাদিসটি এ সনদেই غَزْوَةُ تَبُوْك অনুচ্ছেদের শুরুতে গত হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৮, পূর্বে ৪৪২-৪৪৩, ৬২৯-৬৩০, ৬৩৩, ৮২৯, ৯৮০ ও ৯৮৩ এবং সামনে ১১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ. الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى. الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلٰى وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا.

### সহজ তরজমা

৬২৪৮. আব্দুল আজিজ ও হাজ্জাজ রহ. ... যুহ্‌রি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া ইব্‌নে যুবাইর, সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়াব, আলকামা ইব্‌নে ওয়াক্কাস্ ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রহ. সম্পর্কে অপবাদ বর্ণনাকারীরা যা বলেছিল এবং আল্লাহ্ তায়ালা এ বিষয়ে তাঁর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। [উক্ত রাবীগণ] প্রত্যেকেই আমার নিকট উল্লিখিত ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাযি. বলেন, এরপর আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ [সূরা নূর-১০]; দশখানা আয়াত সবগুলোই আমার নিষ্কলুষতা সম্পর্কে। সে-সময় আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. বললেন-

আর তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে মিসতাহ্ ইব্‌নে আসাসার ভরণ-পোষণ করতেন—আল্লাহর কসম! আমি মিসতাহর জন্য কখনো কিছু খরচ করব না! সে আয়েশার ব্যাপারে অপবাদ রটানোর পর। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন : وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ...الخ। আবু বকর রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় পছন্দ করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিন। সুতরাং তিনি পুনরায় মিসতাহের ভরণ-পোষণের জন্য তেমনি খরচ দেওয়া শুরু করলেন, যা তিনি পূর্বে তাকে দিতেন। অধিকন্তু তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তার খরচ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দ্বিতীয়াংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا বাক্যে। আর এটা তথা গুনাহের বিষয়ে কসম ভেঙে ফেলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাযি. একটি সৎকর্ম তথা তাঁর এক প্রিয় আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার না করার কসম খেয়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং কসমটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৮ ও পূর্বে ৫৯৩, ৬৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الخ অংশটি ৩৫৩, ৩৫৯, ৬৭৯ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২০৬ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ. فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا. إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا".

## সহজ তরজমা

৬২৪৯. আবু মা'মার রহ. ... আবু মূসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতিপয় আশয়ারি লোকের সঙ্গে (বাহন চাওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম। যখন উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বললেন, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। এরপর বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কোনো কিছুর উপর আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক যখন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই, তাহলে যেটা মঙ্গলকর সেটাই করি আর কসমকে ভঙ্গ করে ফেলি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا বাক্যে। অর্থাৎ এর দ্বারা ক্রোধের ক্ষেত্রে কসম খাওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৮, পূর্বে ৪৪২ ও ৬২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ

فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ. وَالْحَمْدُ لِلهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ". قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ: تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. [آل عمران: ٦٤] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كَلِمَةَ التَّقْوَى. [الفتح: ٢٦]: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»

**৩৫২৫. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আজ আমি কথা বলব না।**

এরপর সে নামায আদায় করল বা কুরআন পাঠ করল বা সুবহানাল্লাহ বা আল্লাহু আকবার বা আল-হামদুলিল্লাহ অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, তবে তার কসম তার নিয়ত হিসেবেই আরোপিত হবে। রাসূলুল্লাহ

ﷺ বলেছেন :[১] সর্বোত্তম কথা চারটি : সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। আবু সুফিয়ান রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্রে লিখেছিলেন : হে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। মুজাহিদ রহ. বলেন : كَلِمَةُ التَّقْوٰى হল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : فَهُوَ عَلٰى نِيَّتِهٖ অর্থাৎ তার উক্ত কথার দ্বারা যদি সমাজে প্রচলিত বিষয় উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এসব যিকির, তিলাওয়াত ও নামায আদায়ের ফলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। অবশ্য এসবের দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে কসম ভেঙে যাবে। আল্লামা কিরমানি এরূপই বলেছেন। আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. বলেছেন : এখানে মানুষের কথোপকথন উদ্দেশ্য; তিলাওয়াত ও তাস্বিহ পাঠের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। এরপর আল্লামা আইনি রহ. বলেন : وَقَالَ أَصْحَابُنَا حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ صَلَاتِهٖ أَوْ سَبَّحَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ قَرَأَ فِيْ غَيْرِ الصَّلَاةِ يَحْنَثُ...الخ অর্থাৎ আমাদের ইমামগণ বলেন, যে ব্যক্তি কথা বলবে না বলে শপথ করল, এরপর নামাযের মধ্যে তিলাওয়াত বা তাস্বিহ পাঠ করল, সে হানিছ বা কসম ভঙ্গকারী হবে না। কিন্তু নামাযের বাইরে পাঠ করলে সে হানিছ হয়ে যাবে। ইমাম শাফিয়ি রহ. এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। (উমদা-২৩/১৯৮)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ইমাম বুখারি রহ. বলেন, এগুলো সবই কালামের শামিল। তাই কসমকারী হানিছ হয়ে যাবে।

كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ : এখানে কালেমা দ্বারা কালাম উদ্দেশ্য। যেমন, কালেমায়ে তাওহিদ।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : অর্থাৎ পূর্ণ কালাম হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য কালেমা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : "قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً. أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ".

## সহজ তরজমা

৬২৫০. আবুল ইয়ামান রহ. ... সাঈদ ইব্নে মুসাইয়াব রাযি.-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালিবের যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে তাশ্রিফ আনলেন এবং বলেন : আপনি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কালেমাটি বলুন! আমি এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আপনার ব্যাপারে কথা বলব তথা সুপারিশ করব।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, ইমাম বুখারি রহ. যিকির ও তাস্বিহ ইত্যাদি দ্বারা কালাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অবশ্য হাদিসে কালামের উপর কালেমা শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আর এ কালেমা দ্বারা কসম ভেঙে যাবে। (উমদাতুল কারি-২৩/১৯৮) এ প্রসঙ্গে আরো জানতে পূর্বের টীকাটি দেখুন!

**ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً অর্থাৎ এটি কালিমা। এখানে পূর্ণ বাক্যের উপর كَلِمَةً শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৮, পূর্বে ১৮১, ৫৪৮, ৬৭৫ ও ৭০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

---

১. مطابقته للترجمة من حيث إن غرض البخاري بيان أن الأذكار ونحوها كلام. وكلمة: فيحنث بها. قيل: هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر. وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ: أحب الكلام. ووجه أفضليته أن فيه إشارة إلى جميع صفات الله عز وجل عدمية ووجودية إجمالا. لأن التسبيح إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن النقائص والتحميد إلى وصفه بالكمال. فالأول: فيه النقصان والثاني: فيه إثبات الكمال والثالث: إلى تخصيص ما هو أصل الدين وأساس الإيمان. يعني التوحيد والرابع: إلى أنه أكبر مما عرفناه. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. (عمدة القاري: ٢٣/١٩٨)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ. ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ. حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

### সহজ তরজমা

৬২৫১. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি কালেমা এমন যা জিহ্বায় অতি হালকা অথচ মীযানে ভারি আর রহমানের নিকট অতি প্রিয়— 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**ব্যাখ্যা :** ইমাম বুখারি রহ. এর উদ্দেশ্য পূর্বের হাদিসের অনুরূপ অর্থাৎ كَلِمَةٌ বলে كلام উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৮, পূর্বে ৯৪৮ এবং সামনে ১১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى: "مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ". وَقُلْتُ أُخْرَى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ.

### সহজ তরজমা

৬২৫২. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কালেমা বললেন। আর আমি বললাম, অন্যটি। তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। আমি অপরটি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এখানেও পূর্বের মতো كَلِمَةٌ বলে كلام উদ্দেশ্য।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৮-৯৮৮, পূর্বে ১৬৫, ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৪/৪৩৩ দেখুন!

بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا. وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

### ৩৫২৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর (বা অন্য কারো) নিকট এক মাস যাবে না শপথ করে, আর মাস হয় উনত্রিশ দিনে

অর্থাৎ ঘটনাক্রমে মাস উনত্রিশ দিনে হলে তখন কী বিধান? সুতরাং কসমকারী উনত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পরে স্ত্রীর নিকট গমন করলে সর্বসম্মতিক্রমে হানিছ হবে না। তবে এটা প্রযোজ্য হবে মাসের প্রথম দিন কসম খেলে। কিন্তু মাসের মাঝে বা ক'দিন গত হওয়ার পর কসম খেলে জমহূরে মতে তাকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। (উমদা)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ. قَالَ آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ. وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ. فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

## সহজ তরজমা

৬২৫৩. আব্দুল আজিজ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের ব্যাপারে ঈলা (কসম) করলেন। আর তখন তাঁর কদম মুবারক মচকে গিয়েছিল। তিনি তখন উনত্রিশ দিন কুঠরীতে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি নেমে এলেন (স্ত্রীগণের কাছে ফিরে এলেন)। লোকেরা তখন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো এক মাসের ঈলা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন : মাস তো কখনো উনত্রিশ দিনেও হয়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا

لَمْ يَحْنَثْ فِيْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هٰذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

**৩৫২৭. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ নাবিয পান করবে না বলে কসম করে, এরপর তেলা বা কাঁচা খেজুরের রস বা আসির পান করে ফেলে, তবে কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা তাদের নিকট এগুলো নাবিয নয়। (সেসব পান করা হারাম।)**

حَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِيْ حَازِمٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؓ . أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ. صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِيْ تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ.

## সহজ তরজমা

৬২৫৪. আলী রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবি আবু উসাইদ রাযি. বিবাহ করলেন। তার (ওলিমায়/ বৌভাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। আর তখন তাঁর নববধূ তাঁদের খেদমত করছিলেন। সাহল রাযি. তার গোত্রের লোকদের বললেন, তোমরা কি জান সে নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কি পান করিয়েছিল? সে রাত্রিবেলা একটি পাত্রে তাঁর জন্য খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। এমনিভাবে সকাল হল। আর তা-ই সে তাঁকে পান করাল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, مُنَاسَبَةُ الْحَدِيْثِ لِلْبَابِ مَفْهُوْمُ نَبِيْذٍ. إِذِ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْهُ أَنَّ الْعَرُوْسَ الْمَذْكُوْرَةَ فِيْهِ سَقَتِ الْمُتَّخَذَ مِنَ التَّمْرِ অর্থাৎ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে নাবিযের মর্মার্থে। কেননা খেজুর ভিজানো পানিকেই নাবিয বলে। আর উক্ত নববধূ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খেজুর ভিজানো পানি ই পান করিয়েছেন। (উমদাতুল কারি-২৩/২০১)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৯ এবং পূর্বে ৭৭৮, ৭৭৯ ও ৮৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

نَبِيْذٌ : খেজুর-খুরমা ইত্যাদি ভিজিয়ে তৈরি পানীয়। অর্থাৎ খেজুর ইত্যাদি এতক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখা, যাতে এর স্বাদ ও মিষ্টতা পানিতে চলে আসে; কিন্তু নেশা সৃষ্টি হয় না, এ নাবিয সর্বসম্মতভাবে হালাল। খোদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তা পানের প্রমাণ রয়েছে। যেমনটি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট।

طِلَاءً : আঙ্গুরের গাঢ় শিরা বিশেষ। অর্থাৎ আঙ্গুরের রস যখন জ্বাল দেওয়া হয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ থেকে কম চলে যায়। اَللَّامِعُ গ্রন্থের টীকায় তাই রয়েছে। অবশ্য পূর্বে كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ-তে বলে এসেছি, 'এমনকি এক-তৃতীয়াংশ থেকে কম চলে যায়। অর্থাৎ আঙ্গুরের রস জ্বাল দিয়ে এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি পরিমাণ পুড়ে ফেলা শিরা। (নাসরুল বারি-৩/৩৬৮) আর এটাই বিশুদ্ধ। আর আল্লামা আইনি রহ. বলেন : আমাদের ইমামগণ বলেছেন, اَلطِّلَاءُ الَّذِيْ يَذْهَبُ ثُلُثُهُ —'তিলা ওই পানীয়, জ্বাল করার ফলে যার এক-তৃতীয়াংশ চলে গেছে।

(উমদাতুল কারি-২২/২০০ পাকিস্তানি; কাস্তালানি-১৪/১১১)

سَكَرًا : সিন ও কাফে যবর। অর্থ, কাঁচা খেজুরের রস। (উমদাহ) আল্লামা কিরমানি বলেন, খুরমা ভিজানো পানি।

**ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য**

قَوْلُهُ : لَمْ يَحْنَثْ فِيْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ الخ : এ বাক্যে بَعْضُ النَّاسِ (কতক লোক) দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য কি?

বিশুদ্ধ মতে এর দ্বারা হানাফিগণ উদ্দেশ্য। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, ইমাম বুখারি রহ. لَمْ يَحْنَثْ উক্তিটি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু এটা সঠিক হওয়ার জন্য দলিল প্রয়োজন। যদি তাঁর বক্তব্য মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এর দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হবে হানাফিদের সমর্থন ও সহায়তা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নাবিয পান না করার শপথ করল, সে طِلَاء. سَكَر. عَصِير পান করার দ্বারা হানিছ/ কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা এ তিনটি বস্তুর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। তা ছাড়া নাবিয তো মূলত খুরমা বা আঙ্গুরের শরবত। আর তা হালাল; পান করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করেছেন। কিন্তু عَصِير ও سَكَر - طِلَاء এরূপ নয়। এ তিনটি বস্তু হালাল নয়। এগুলোর তো জিনিসই ভিন্ন। এজন্যই বলেছেন, عَصِير ও سَكَر - طلاء পান করলে হানিছ হবে না।

ইমাম বুখারি রহ. لَمْ يَحْنَثْ فِيْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ বলে এ কথাই ব্যক্ত করেছেন। এর কারণ হিসেবে বলেছেন, কতক লোকের নিকট এ তিনটি জিনিস নাবিয নয়। কিন্তু ইবনে বাত্তাল রহ. প্রমুখ বলেন : ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হল, হানাফিদের রদ ও প্রত্যাখ্যান করা। বিস্তারিত জানতে উমদাতুল কারি দ্রষ্টব্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ. زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا.

## সহজ তরজমা

৬২৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী সাওদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমাদের একটি বকরি মরে গেল। আমরা এটার চামড়া পরিশোধন করে নিলাম। এরপর থেকে তাতে সর্বদা আমরা নাবিয প্রস্তুত করতাম। এমনকি তা পুরাতন হয়ে গেল।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর এ হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ.-এর একটি তাফার্‌রুদ। (কাস্তালানি)

**ব্যাখ্যা :**

এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, মৃতপ্রাণীর চামড়া পরিশোধনের দ্বারা পবিত্র হয়ে যায় এবং তা ব্যবহার করা জায়েয। পরিশোধনের জন্য জ্বাল দেওয়া শর্ত নয় বরং রৌদের তাপে পরিপূর্ণভাবে শুকিয়ে ফেলার দ্বারাও চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।

بَابٌ : إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ

## ৩৫২৮. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তরকারি খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর খায়? আর কোন্ জিনিস তরকারির অন্তর্ভুক্ত

**ব্যাখ্যা :**

এ মাসয়ালাটি মতবিরোধপূর্ণ হওয়ার কারণে ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত সুস্পষ্টভাবে কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। কিন্তু অনুচ্ছেদের অধীনে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, খেজুর তরকারি নয়। হাদিসের অনুবাদ দ্বারা তাই জানা যাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهٰذَا.

### সহজ তরজমা

৬২৫৬. মুহাম্মদ ইব্নে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তরকারি মিশ্রিত গমের রুটি একাধারে তিনদিন পর্যন্ত খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। এমনকি তিনি আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইব্নে কাছির রহ. ... আবিস রহ. হতে বর্ণিত। তিনি এ হাদিসটি আয়েশা রাযি.-কে বলেছেন।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**ব্যাখ্যা :**

قَوْلُهُ : وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ এ সনদ বর্ণনা করার দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হল, হযরত আয়েশা রাযি. থেকে আবিস ইবনে রবিয়া রহ.-এর শ্রবণ প্রমাণিত করা। কেননা বর্ণনাটি عَنْ عَنْ যোগে।

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন– শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, খেজুর তাদের ঘরে সর্বদা বিদ্যমান থাকত। এটা ছিল তাদের প্রচলিত খাদ্য। তারা এর দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, রুটির সাথে খেজুর তরকারি হিসাবে খাওয়া হয় না। (ফাতহুল বারি)

**উদ্দেশ্য :**

এর দ্বারা ইমাম বুখারি রহ. এর উদ্দেশ্য হল, খেজুর তরকারি নয়। কেননা খেজুর সর্বদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ঘরে বিদ্যমান থাকত। আর হযরত আয়েশা রাযি.-এর তরকারি না খাওয়ার কথাটা দ্বারা বুঝা যায়, খেজুর তরকারি নয়। চার ইমামের অভিমত এটাই অর্থাৎ খেজুর তারকারি নয়।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৯, পূর্বে ৮১৬ ও ৮১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ . قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ. رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ. فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا. فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ "قُومُوا". فَانْطَلَقُوا. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ

أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ". فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ. ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ "ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ". فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ "ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ". فَأَذِنَ لَهُمْ. فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

## সহজ তরজমা

৬২৫৭. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু তালহা রাযি. উম্মে সুলাইম রাযি.-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুর্বল আওয়াজ শুনতে পেলাম, যাতে আমি ক্ষুধার আভাস পেলাম। তোমার কাছে কি কিছু আছে? উম্মে সুলাইম রাযি. বললেন, হাঁ! তখন তিনি কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। এরপর তাঁর ওড়নাটি নিলেন ও এর কিছু অংশে রুটিগুলো পেঁচিয়ে নিলেন। আনাস রাযি. বলেন, এরপর তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মসজিদে পেলাম এবং কতিপয় লোক তাঁর সঙ্গে রয়েছে। আমি তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, উঠো! (আবু তালহার কাছে যাও)। তখন তাঁরা আবু তালহার নিকট চললেন। আমি তাদের আগে আগে যেতে লাগলাম। অবশেষে আবু তালহার কাছে এসে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন আবু তালহা রাযি. বলল, হে উম্মে সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আমাদের কাছে তাশরিফ এনেছেন অথচ আমাদের নিকট তো এমন কোনো খাদ্যই নেই, যা তাদের খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলাইম রাযি. বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। আবু তালহা রাযি. বেরিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবু তালহা রাযি. উভয়ই সামনাসামনি হলেন এবং উভয়ই একত্রে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে উম্মে সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এসো। তখন উম্মে সুলায়ম রাযি. ওই রুটিগুলি তাঁর সামনে পেশ করলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই রুটিগুলো ছিড়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হল। উম্মে সুলাইম রাযি. তার ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি নিংড়ে বের করলেন ও তাতে মিশিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু পাঠ করলেন। অতপর বললেন : দশজন লোককে অনুমতি দাও। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তারা সকলেই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর তিনি আবার বললেন : (আরো) দশজনকে অনুমতি দাও। তখন তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হল। এভাবে তারা সকলেই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। দলের লোকসংখ্যা ছিল সত্তর বা আশি জন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَأَدَمَتْهُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৯, পূর্বে ৬০, ৫০৫ ও ৮১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম الأطعمة অধ্যায়ে, তিরমিযি المناقب অধ্যায়ে, নাসায়ি الوليمة অধ্যায়ে উল্লেখ করছেন।

بَابُ النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

## ৩৫২৯. অনুচ্ছেদ : কসমের মধ্যে নিয়ত করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

### সহজ তরজমা

৬২৫৮. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি তা-ই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া হাসিলের জন্য হবে অথবা কোনো রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, يَمِيْن (কসম) ও একটি عمل (কাজ)।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৯-৯৯০, পূর্বে ০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৯২ দেখুন!

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৯৬ দেখুন!

بَابٌ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

## ৩৫৩০. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তওবার লক্ষ্যে দান করে

এখান থেকে نَذَرٌ (মানত) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বর্ণনা শুরু হয়েছে। আর এটি মানতের প্রথম অনুচ্ছেদ।

গ্রন্থকার ইতোপূর্বে মূল কিতাবের ৯৮০ পৃষ্ঠায় كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ নামে শিরোনাম স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং তিনি اَبْوَابُ الْيَمِيْنِ থেকে অবসর হয়ে এখান থেকে اَبْوَابُ النُّذُوْرِ (মানত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ) বর্ণনা শুরু করেছেন।

ইতোপূর্বে গত হয়েছে, نُذُوْرٌ শব্দটি نَذَرٌ শব্দের বহুবচন। আর نَذَرٌ অর্থ কোনো ইবাদত কিংবা সদকাকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া। অর্থাৎ যে জিনিস ওয়াজিব ছিল না, তা নিজেই নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া।

**মানত মানার বিধান কি?**

এ ব্যাপারে ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা, (১) হাম্বলিদের মতে মানত মাকরূহ। (২) হানাফি ও মালিকিদের মতে মানত মুস্তাহাব। তবে মানত ইবাদতের হওয়া শর্ত; গুনাহের কাজের নয়। মালিকিদের মাযহাব সাধারণত এটাই। অবশ্য ইবনে হাজার আসকালানি রহ. মালিকিদের মাযহাবও হাম্বলিদের মতো মাকরূহ বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয় বরং আল্লামা ইবনে রুশদ মালিকি রহ.-এর উক্তিটিই বিশুদ্ধ। তিনি লিখেছেন, যে ব্যক্তি 'আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ' মানত মানে, তা মুস্তাহাব। সুতরাং জানা গেল, জমহুর আলেমদের মাযহাব মতে মানত মাকরূহ নয়।

বাকি রইল মানত পূর্ণ করার বিধান? সুতরাং এ বিষয়ে পৃথক অনুচ্ছেদ আসছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ وَكَانَ، قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فِي حَدِيثِهِ: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".

## সহজ তরজমা

৬২৫৯. আহমদ ইব্‌নে সালিহ্ রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে কা'ব ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। কা'ব রাযি. যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর পুত্রদের মধ্য হতে তিনি তাঁকে ধরে নিয়ে চলতেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমি আল্লাহর বাণী– 'যে তিনজন তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েছে ... ।' সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে কা'ব ইব্‌নে মালিককে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনার শেষাংশে বলেন, আমার তওবা এটাই যে, আমার সমগ্র মাল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে দান করে দিয়ে আমি মুক্ত হবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখবে! এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা আইনি রহ. লিখেছেন,

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ جَعَلَ مِنْ تَوْبَتِهِ انْخِلَاعَهُ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْانْخِلَاعِ الْمَذْكُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّذْرِ مِنْهُ. وَالتَّرْجَمَةُ فِيهَا النَّذْرُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّ فِي الْانْخِلَاعِ مَعْنَى الْالْتِزَامِ. وَفِي الْالْتِزَامِ مَعْنَى النَّذْرِ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, কা'ব ইবনে মালিক রাযি. তাঁর তওবার জন্য নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য সদকা করে দেওয়াকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে ধার্য করলেন। কেউ কেউ বলেন, এতে আপত্তি আছে। কেননা হযরত কা'ব ইবেন মালিক রাযি. মুক্তি লাভের জন্য নিজের সমস্ত সম্পদ দান করে দেওয়া তাঁর মানত মানার প্রমাণ বহন করে না। অথচ শিরোনামে মানতের কথা রয়েছে। এর জবাবে বলা যায়, اَلْانْخِلَاع তথা মুক্তি লাভের মধ্যে আবশ্যিক করে নেওয়ার অর্থ রয়েছে। আর আবশ্যিক করে নেওয়ার মধ্যে মানতের অর্থ রয়েছে। (উমদাতুল কারি-২৩/২০৪)

অর্থাৎ হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাযি.-এর সে উক্তিটি মানত হিসাবেই ছিল। মূলত তিনি নিজের উপর সম্পদ সদকা করে দেওয়াকে আবশ্যিক করে নিয়েছিলেন। আর নিজের উপর আবশ্যিক নয় এমন কোনো জিনিস নিজের উপর আবশ্যিক করে নেওয়ার নামই মানত। সুতরাং এখান আর কোনো প্রশ্ন রইল না।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৭০ এবং পূর্বে ৩৮৬, ৪১৪, ৪৩৪, আর সংক্ষেপে ৫০২, ৫৫০, ৫৬৩-৫৬৪ ও ৬৩৪-৬৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ পরিপূর্ণ ও বিশদ ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫০২-৫০৯ দেখুন!

بَابٌ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

## ৩৫৩১. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্যকে হারাম করে নেয়

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ. تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ • قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ • وَقَوْلُهُ : لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ •

এবং আল্লাহর বাণী– হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য কেন তা হারাম করছেন ... ? (সূরা তাহরিম : ১-২) এবং আল্লাহর বাণী– তোমরা হারাম করো না সেসব পবিত্র বস্তু, যেগুলো আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন ... । (সূরা মায়িদা-৮৭)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ. فَنَزَلَتْ : "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ"، "إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ"، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، "وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا" لِقَوْلِهِ "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا". وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ، "وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذٰلِكَ أَحَدًا".

### সহজ তরজমা

৬২৬০. হাসান ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা ছিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একসময় যায়নব বিন্‌তে জাহাশ রাযি.-এর কাছে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করেছিলেন। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি ও হাফসা রাযি. পরস্পরে পরামর্শ করলাম—রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দুজনের যার কাছেই আগে আসবেন, আমরা তাঁকে বলব : 'আপনার মুখ থেকে যে মাগাফিরের গন্ধ পাচ্ছি! আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন'? এরপর তিনি কোনো একজনের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাঁকে ওই কথাটা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, না! আমি বরং যায়নব বিন্‌তে জাহাশের কাছে মধু পান করেছি। এর পরে আর কখনো এ কাজটি করব না। তখনই আয়াত নাযিল হল : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ...الخ । আর إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ (তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর!) এ সম্বোধন আয়েশা ও হাফসা রাযি.-এর প্রতি। وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (আর নবী যখন তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছে কথাকে গোপন করেন।) আয়াতখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا (বরং আমি মধু পান করেছি)-এর দিকে ইঙ্গিতস্বরূপ। ইবরাহিম ইব্‌নে মূসা রহ. হিশাম ইবনে ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কসম করে ফেলেছি, এ কাজটি আমি আর কখনো করব না। তুমি এ ব্যাপারটি কারো কাছে প্রকাশ করো না।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯০, পূর্বে ৭২৯, ৭৯২, ৭৯৩, ৮৩৮, ৮৪০ ও ৮৪৮ এবং সামনে ১০৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৬৯৫-৬৯৬ কিতাবুত তাফসির ও অন্যান্য তাফসির গ্রন্থসমূহ দেখুন!

بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ

## ৩৫৩২. অনুচ্ছেদ : মানত পূর্ণ করা এবং আল্লাহর বাণী– তারা তাদের মানত পূর্ণ করে

মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। তবে মানতটি গুনাহের না হওয়া শর্ত। আল্লামা আইন রহ. লিখেছেন, মানতটি কোনো ইবাদতের হলে সে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমায়ে উম্মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়িদার শুরুতে ইরশাদ করেছেন, أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ। (উমদাতুল কারি) এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (তারা মানত পূর্ণ করে)। (সূরা দাহর-৭)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ".

### সহজ তরজমা

৬২৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সালিহ্ রহ. ... সাঈদ ইব্নে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্নে উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদেরকে কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন : মানত কোনো কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে আনতে পারে না এবং পিছিয়েও দিতে পারে না। হাঁ! মানতের দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (কিছু মাল) বের করা হয়।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯০, পূর্বে ৯৭৮ ও সামনে ৯৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

মানত করা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন মুস্তাহাব, আবার কেউ বলেন মাকরূহ। (উমদাতুল কারি) বিস্তারিত আলোচনা অনতি পূর্বে গত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

### সহজ তরজমা

৬২৬২. খাল্লাদ ইব্নে ইয়াহ্ইয়া রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : এতে কিছুই রদ হয় না, কিন্তু কৃপণ থেকে মাল বের করা হয়।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯০, পূর্বে ৯৭৮ ও ৯৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ".

### সহজ তরজমা

৬২৬৩. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানত মানুষকে এমন বস্তু এনে দিতে পারে না, যা তাকদিরে নির্ধারিত করা হয় নি। বরং মানতটি তাকদিরের

মাঝেই ঢেলে দেওয়া হয়, যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাঝে আল্লাহ্ তায়ালা কৃপণের কাছ থেকে মাল বের করে নিয়ে আসেন। আর তাকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন, যা পূর্বে তাকে দেওয়া হয়নি।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯০ ও পূর্বে ৯৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِيْ بِالنَّذْرِ

### ৩৫৩৩. অনুচ্ছেদ : মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহের কাজ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَمْرَةَ حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِيْ ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ يَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ".

### সহজ তরজমা

৬২৬৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম, এরপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। ইমরান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগ বলার পর দুবার বলেছেন না-কি তিনবার, তা আমার স্মরণে নেই। এরপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মানত করবে অথচ তা পূর্ণ করবে না। তারা খেয়ানত করবে; তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে অথচ তাদেরকে সাক্ষ্য-দেওয়ার জন্য বলা হবে না। আর তাদের মাঝে হৃষ্টপুষ্টতা প্রকাশিত হবে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে يَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯০ এবং পূর্বে ৩৬২, ৫১৫ ও ৯৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

### ৩৫৩৪. অনুচ্ছেদ : ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ، فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

(এবং আল্লাহর বাণী) যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর ...। (সূরা বাকারা-২৭০)

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

পিছনে বলা হয়েছে, ইবাদত-আনুগত্যের জন্য মানত করলে তা পূর্ণ করা আবশ্যক। যেমন : কেউ মানত করল, আমার পুত্র হাফেয হয়ে গেলে আমি দশজন মিসকিনকে আহার করাব অথবা আমার পুত্র আলেম হয়ে গেলে আমি পাঁচটি রোযা রাখব। এ ধরনের মানত পূর্ণ করা আবশ্যক।

কোনো কোনো আলেম এখানে بَابٌ শব্দটি তান্‌বিন দিয়ে পড়েন। তখন النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ বাক্যে حَصْرُ الْمُبْتَدَإِ فِي الْخَبَرِ হবে। অর্থাৎ মানত কেবল ইবাদত-আনুগত্যেই হবে। কাজেই গুনাহের কাজের মানত শরিয়তে মানত বলেই গণ্য হবে না। সুতরাং গুনাহের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না বরং জায়েযই নয়। তবে মানতের ও কসমের কাফ্‌ফারা রয়েছে। এ আলোচনা পিছনে গত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ".

### সহজ তরজমা

৬২৬৫. আবু নুয়াঈম রহ. ... আয়েশা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করবে বলে মানত করে, তাহলে সে যেন তার আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানি করবে বলে মানত করে, তাহলে সে যেন তার নাফরমানি না করে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১, সামনে ৯৯১ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদে, তিরমিযিতে, নাসায়ি النَّذر অধ্যায়ে, আর ইবনে মাজাহ الكَفَّارَاتُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, শুধু ওই মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব যাতে গুনাহ হবে না। কেননা গুনাহের মানত পূর্ণ করা জায়েয নেই।

بَابُ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ: أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ

### ৩৫৩৫. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ জাহিলি যুগে 'মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না' বলে মানত করল বা কসম করল, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

### সহজ তরজমা

৬২৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল আবুল হাসান রহ. ... ইব্‌নে উমর রহ. হতে বর্ণিত। উমর রাযি. একদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমি জাহিলি যুগে মানত করেছিলাম, মসজিদে হারামে এক রাত ই'তিকাফ করব। তিনি বললেন, তুমি তোমার মানত পুরা করে নাও।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

হাদিসের মিল রয়েছে أَوْفِ بِنَذْرِكَ বাক্যে। কেননা এটা প্রমাণ করে, কাফিরের মানত শুদ্ধ। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার পর তা পূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে যাবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১ এবং পূর্বে ২৭২, ২৭৪, ৪৪৫ ও ৬১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

এ মাসয়ালায় মতবিরোধ রয়েছে। এজন্য ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। জমহূর ইমামগণের মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশটি মুস্তাহাবস্বরূপ ছিল। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতে কাফিরের মানত শুদ্ধ বিধায় সে মুসলমান হওয়ার পর সেই মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ أَوْفِ بِنَذْرِكَ-এর নির্দেশটি ওয়াজিবস্বরূপ ছিল।

## بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

## ৩৫৩৬. অনুচ্ছেদ : মানত আদায় না করে কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায়

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اِمْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: «صَلِّي عَنْهَا» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ

ইবনে উমর রাযি. জনৈক নারীকে—যার মাতা কুবার মসজিদে নামায পড়ার মানত করেছিল—বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে নামায আদায় করে নাও। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-ও তা-ই বলেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

قَوْلُهُ: وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً : আল্লামা আইনি রহ. লিখেছেন, رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ خِلَافُ ذَٰلِكَ. فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. كَانَ يَقُوْلُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. অর্থাৎ হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে এর বিপরীত বর্ণিত আছে। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায-রোযার মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। সুতরাং ইমাম মালিক রহ. মুআত্তায় বলেন, তার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন : কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো মৃতব্যক্তি বা কারো পক্ষ থেকে নামায-রোযার মানত পূর্ণ করতে পারবে না। [উমদাতুল কারি-২৩/২১০] সুতরাং এ দু'বর্ণনার মাঝে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

**জবাব :** এ বিরোধের একাধিক সমাধান দেওয়া হয়েছে। যথা,

১। প্রথমোক্ত বর্ণনায় صَلِّي عَنْهَا-এর অর্থ হল, صَلِّي عَنْهَا إِنْ شِئْتِ (তুমি চাইলে তার পক্ষ থেকে নামায আদায় কর)।

২। সবচেয়ে সহজ ও উত্তম জবাব হল, صَلِّي عَنْهَا এর অর্থ হলো صَلِّي عَلَيْهَا। বুঝা গেল, হরফে জারে স্থলাভিষিক্ততা জায়েয ও প্রচলিত। যেমন, قُلْتُ مِنْ زَيْدٍ অর্থ قُلْتُ لِزَيْدٍ—আমি যায়েদকে বললাম। সুতরাং এখানে হাদিসে عَنْ হরফে জারটি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তার জন্য দুয়া কর! সুতরাং কোনো প্রশ্ন ও বিরোধ নেই।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : নাসায়ি শরিফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, একজন অন্যজনের নামায-রোযা আদায় করতে পারবে না। সুতরাং বুঝা গেল, বর্ণনায় বিভিন্নতা আছে। সুতরাং এটা কারো জন্য দলিল হতে পারে না।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا. فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.

### সহজ তরজমা

৬২৬৭. আবুল ইয়ামান রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রাযি.-কে ইব্‌নে আব্বাস রাযি. খবর দিয়েছেন, সা'দ ইব্‌নে উবাদা আনসারি রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মাতার কোনো এক মানত সম্পর্কে, যা আদায় করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে মানত আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। আর পরবর্তীসময়ে এটাই সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হল।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১, পূর্বে ৩৮৭ এবং সামনে ১০২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাযি.-এর মা মারা গেলেন। তার জিম্মায় একটি মানত ছিল। সে মানতটি কি ধরনের ছিল? অনুচ্ছেদের বর্ণিত হাদিসে এর কোনো উল্লেখ নেই। সে মানত আর্থিক ছিল নাকি শারীরিক ছিল? অর্থাৎ সে মানতের সম্পর্ক কি আর্থিক ইবাদতের সাথে ছিল? যেমন : দান-সদকা করা। নাকি শারীরিক ইবাদতের সাথে ছিল? যেমন, নামায-রোযা।

সুতরাং মানতটি আর্থিক হলে দেখতে হবে, মৃতব্যক্তি সম্পদ রেখে গেছে কি-না? যদি মৃতব্যক্তি কোনো সম্পদ না রেখে যায়, তবে কারো মতেই তার সে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। আর যদি মৃতব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তাহলে ইমামুল হুমামাইন (ইমাম আযম রহ. ও ইমাম মালিক রহ.)-এর মতে অসিয়ত করে গেলে মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে মানতের সম্পর্ক যদি শারীরিক ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত হয়—যেমন, নামায-রোযা, তাহলে এ সম্পর্কে كِتَابُ الصَّوْمِ-এ বলা হয়েছে, ইমাম আযম রহ., ইমাম মালিক রহ. এবং ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর নতুন মতানুসারে لَا يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِ তথা মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা কাযা রাখা যাবে না বরং ফিদিয়া দিতে হবে। তবে জাহিরিদের মতে মানত চাই শারীরিক ইবাদত হোক কিংবা আর্থিক ইবাদত হোক, উভয় অবস্থায়ই মৃতব্যক্তির ওয়ারিশগণের উপর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে হানাফি ও মালিকিদের নিকট কাযার বিধান মুস্তাহাবস্বরূপ ছিল। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন নেই।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ".

## সহজ তরজমা

৬২৬৮. আদম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার বোন হজ করবে বলে মানত করেছিল। আর সে মারা গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাঁর উপর যদি কোনো ঋণ থাকত, তবে কি তুমি তা পূরণ করতে না? লোকটি বলল, হাঁ! তিনি বললেন, সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার হককে আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হক আদায় করাটা তো অধিক কর্তব্য।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১ ও সামনে ১০৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

### ৩৫৩৭. অনুচ্ছেদ : গুনাহের কাজের এবং ওই বস্তুর মানত করা, যার উপর অধিকার নেই

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ".

## সহজ তরজমা

৬২৬৯. আবু আসিম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানির মানত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১ ও পূর্বে ৯৯১ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ". وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ. وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## সহজ তরজমা

৬২৭০. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এই যে ব্যক্তিটি নিজের জানকে আজাবে ঠেলে দিয়েছে, নিশ্চয় এতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। আর তিনি লোকটিকে দেখলেন, সে তার দুটি পুত্রের মাঝে ভর করে হাঁটছে। ফাযারিও এ হাদিসটি ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে অর্থাৎ নিজের জানকে অনর্থক কষ্টে নিক্ষেপ করাও একধরনের গুনাহ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক বৃদ্ধ লোক (আবু ইসমাঈল) কে দেখলেন, অতি কষ্টে সে তার দুই কন্যার কাঁধে ভর করে পায়ে হেঁটে চলছে অথচ তাদের সাথে সাওয়ারিও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি সাওয়ারির উপর আরোহণ করছে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, এ বৃদ্ধ ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজ করার মানত করেছিল। আর বিধান হল, যে কাজে মানুষ আদিষ্ট নয়, তাকে ইবাদত মনে করা পাপ। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই ব্যক্তিকে সাওয়ারিতে আরোহণের নির্দেশ দিলেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১ ও পূর্বে ২৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ.

## সহজ তরজমা

৬২৭১. আবু আসিম রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, লোকটি একটি রশির বা অন্য কিছুর সাহায্যে কা'বা শরিফ তওয়াফ করছে। তিনি সে রশিটি কেটে ফেললেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১ এবং পূর্বে ২১৯ ও ২২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/২৬৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ

### সহজ তরজমা

৬২৭২. ইবরাহিম ইব্‌নে মূসা রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার তওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি অন্য একজনকে নাকে রশি লাগিয়ে টানছিল (আর সে তওয়াফ করছিল) এতৎদৃষ্টে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তার রশিটি কেটে ফেললেন এবং হুকুম করলেন, তাকে হাতে টেনে নিয়ে যাও [অর্থাৎ হাতে ধরে তওয়াফ করাও]।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১ এবং পূর্বে ২১৯, ২২০ ও ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### সহজ তরজমা

৬২৭৩. মূসা ইব্‌নে ইসমাইল রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা প্রদান করছিলেন। এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখে তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, এ লোকটির নাম আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়াতে যাবে না, কারো সঙ্গে কথা বলবে না এবং রোযা পালন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটিকে বলে দাও, সে যেন কথা বলে, ছায়াতে যায়, বসে এবং তার রোযা সমাপ্ত করে। আব্দুল ওয়াহ্‌হাব- আইয়ূব ও ইকরামার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে। কেননা লোকটির উপবিষ্ট না হওয়া, ছায়ায় না যাওয়া ও কথাবার্তা পরিত্যাগের মানত কোনো ইবাতদ নয়। সুতরাং তার মানতটা ইবাদত ছাড়া অন্য কিছুর ছিল বিধায় গুনাহের কাজ। কেননা ইবাদত বিরোধী হওয়াই গুনাহ। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ৯৯১ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ اَلْاَيْمَان অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহ اَلْكَفَّارَاتُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু ইসরাঈলের মানতসমূহের মধ্যে শুধু রোযা ব্যতীত বাকিগুলো অহেতুক সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি র. 'ফাত্‌হুল বারি'তে বলেছেন, অগ্রগণ্য মতে আবু ইসারঈল কুরাইশি ছিলেন। لَا يُشَارِكُهُ اَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيْ كُنْيَتِهِ। (কাস্তালানি)

بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الفِطْرَ

## ৩৫৩৮. অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোযা পালনের মানত করে আর তার মধ্যে কুরবানির দিনসমূহ বা ঈদুল ফিতরের দিন পড়ে যায়

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ. فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالفِطْرِ، وَلاَ يَرَى صِيَامَهُمَا.

### সহজ তরজমা

৬২৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকর মুকদ্দামি রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি মানত করেছিল—সে রোযা পালন থেকে কোনো দিনই বিরত থাকবে না আর তার মাঝে কুরবানি বা ঈদুল ফিতরের দিন এসে পড়ল। তিনি বললেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। তিনি ঈদুল ফিতর ও কুরবানির দিন রোযা পালন করতেন না। আর তিনি ওই দিনগুলোর রোযা পালন করা জায়েযও মনে করতেন না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১-৯৯২ ও পূর্বে ২৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হাদিস দ্বারা জানা গেল, ওই দিনে রোযা রাখবে না বরং অন্যান্য দিনে রোযা কাযা করবে।

এ মাসয়ালার ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবির বিভিন্ন উক্তি 'কিতাবুস সওম'-এ গত হয়েছে। বিস্তারিত সেখানে দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ.

### সহজ তরজমা

৬২৭৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... যিয়াদ ইব্‌নে জুবাইর রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ইব্‌নে উমর রাযি.-এর সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আমি মানত করেছিলাম যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার ও বুধবার রোযা পালন করব। কিন্তু এর মাঝে কুরবানির দিন পড়ে গেল। (এখন এর কি হুকুম হবে?) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা মানত পূর্ণ করার হুকুম করেছেন; এদিকে কুরবানির দিনে রোযা পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি এরূপই উত্তর দিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু বললেন না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯২ এবং পূর্বে ৩৬৭ ও ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**হুকুম :** এ মাসয়ালাটি كِتَابُ الصَّوْمِ-এও গত হয়েছে। সেদিন রোযা রাখবে না বরং পরবর্তীসময়ে কাযা করবে। কেননা কুরবানির দিনগুলো ও ঈদুল ফিতরের দিন সকলের ঐকমত্যে রোযা রাখা নাজায়েয। কিন্তু মানত সঠিক বিধায় পরে এর কাযা করা ওয়াজিব।

بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

**৩৫৩৯. অনুচ্ছেদ : কসম ও মানতের মধ্যে কি ভূমি, বকরি, কৃষি ও আসবাবপত্র শামিল হয়?**

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ.

## সহজ তরজমা

৬২৭৬. ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একবার উমর রাযি. করলেন : আমি এরূপ একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি, যার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো মাল কখনো আমি পাইনি। তিনি বললেন : তুমি চাইলে মূল মালটি রেখে [তা থেকে অর্জিত লভ্যাংশ] দান করে দিতে পার। আবু তালহা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, আমার নিকট আমার 'বায়রুহা' নামক বাগানটি সবচেয়ে প্রিয়, যার দেয়ালটি মসজিদে নববির সম্মুখে।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**ব্যাখ্যা :** এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, জমি-জমা ও অন্যান্য জিনিস মালের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, শুধু স্বর্ণ-রুপাকেই মাল (সম্পদ) বলা হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالمَتَاعَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي القُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي القُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

## সহজ তরজমা

৬২৭৭. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধের দিন বের হলাম। আমরা মাল, কাপড়-চোপড় ও দ্রব্যসামগ্রী ব্যতীত স্বর্ণ বা রৌপ্য গণিমত হিসাবে পাইনি। বনি যুবাইব গোত্রের রিফায়া ইব্‌নে যায়িদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একটি গোলাম হাদিয়া দিলেন। তার নাম ছিল মিদয়াম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াদিউল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌছলেন, তখন মিদয়াম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সওয়ারির হাওদা থেকে লাগেজপত্রগুলি নামাচ্ছিলেন। তখন অকস্মাৎ একটি তীর এসে তার গায়ে বিদ্ধ হল আর সে তাতে মারা গেল। লোকেরা বলল, এ লোকটির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কখনো না, কসম ওই মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! খয়বারের যুদ্ধের দিন গণিমতের মাল থেকে বণ্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে নিয়ে গিয়েছিল, তার গায়ে তা লেলিহান শিখা হয়ে জ্বলবে। এ কথাটি যখন লোকেরা শুনতে পেল, তখন এক ব্যক্তি একটি বা দুটি ফিতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে হাজির হল। তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে জাহান্নামের একটি ফিতা বা জাহান্নামের দুটি ফিতা।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالمَتَاعَ বাক্যে। এর দ্বারা বুঝা গেল, সোনা-রুপা ছাড়াও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি মাল বলে গণ্য।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৮৩ ও পূর্বে মাগাযিতে ৬০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

# كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ

# অধ্যায় : শপথের কাফফারা

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. [المائدة: ٨٩]

## ৩৫৪০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– 'সুতরাং এর কাফ্ফারা হল, দশজন দরিদ্রকে আহার্য দেওয়া'

অর্থাৎ এর কাফ্ফারা হল, দশজন ফকির-মিসকিনকে মধ্যম মানের আহার্য দেওয়া, যা তোমরা আপন পবিরারকে দিয়ে থাক অথবা দশজন মিসকিনকে বস্ত্র প্রদান করবে, যার দ্বারা অধিকাংশ শরীর ঢাকা যায়। যেমন, একটি জামা ও একটি লুঙ্গি। অথবা একটি দাস বা দাসী মুক্ত করবে।

وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ. أَوْ صَدَقَةٍ. أَوْ نُسُكٍ. [البقرة: ١٩٦] وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٍ. وَعِكْرِمَةَ: «مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ. فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ» وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.

আর আয়াতে কারিমা :البقرة] فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ...] নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হুকুম দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে : ফিদইয়ার মধ্যে রোযা, সদকা অথবা কুরবানি করা। ইবনে আব্বাস, আতা ও ইকরামা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, কুরআন মাজিদে যেখানে أَوْ أَوْ (অথবা অথবা) শব্দ আছে, সেখানে কুরআনের অনুসারীর জন্য ইখতিয়ার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'ব রাযি.-কে ফিদইয়া আদায়ের ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

يَمِيْنِ مُنْعَقِدَةْ ভাঙার কাফ্ফারা সূরা মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে। যথা,

(১) দশজন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের আহার করানো। চাই দশজন মিসকিনকে দশ দিনে এক বেলা আহার করাক বা একই মিসকিনকে দশদিন দুবেলা আহার করাক।

(২) কিংবা দশজন মিসকিনকে কাপড় দিবে।

(৩) অথবা একটি দাস মুক্ত করবে।

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ আর যে ব্যক্তি উক্ত তিনটির কোনোটির সামর্থ্য রাখে না, তবে তার কাফ্ফারা হল—সে একাধারে তিনদিন রোযা রাখবে। (সূরা মায়েদা-৮৯)

অর্থাৎ যদি কোনো কসমভঙ্গকারীর কাফ্ফারা দেওয়ার জন্য আর্থিক সামর্থ্য না থাকে, তাহলে একাধারে তিনদিন রোযা রাখবে। প্রথম তিনটি বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে। চাইলে আহার করাবে বা কাপড় দিবে কিংবা দাস মুক্ত করবে। কেননা আয়াতে কারিমায় এগুলোকে أَوْ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। আর أَوْ শব্দটি تَخْيِيْر তথা এখতিয়ার বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো লোক আর্থিক কাফ্ফারা আদায়ের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনটি রোযা রেখে নেয়। এটা চরম ভুল। অথচ চার ইমামের ঐকমত্যে আর্থিক কাফ্ফারা আদায়ের সামর্থ্য না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল রোযা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা যাবে।

এমনিভাবে কসম ভাঙার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কসম ভাঙার পূর্বেই কেউ কাফ্ফারা আদায় করে ফেলে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, কসম ভঙ্গ করা। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত কসম ভঙ্গ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যেমনি ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায শুদ্ধ হয় না, তেমনি কসম ভাঙার পূর্বে কাফ্ফারাও আদায় হয় না।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. قَالَ أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "اُدْنُ". فَدَنَوْتُ فَقَالَ "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ". وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَالنُّسُكُ شَاةٌ. وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ.

## সহজ তরজমা

৬২৭৮. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... কা'ব ইব্‌নে উজরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, কাছে এসো! আমি তাঁর নিকট গেলাম। তখন বললেন, তোমাকে কি তোমার উকুন যন্ত্রণা দিচ্ছে? আমি বললাম, হাঁ! তিনি বললেন : রোযা অথবা সদকা অথবা কুরবানি করে ফিদ্‌ইয়া আদায় কর। ইব্‌নে আউন আইয়ূব হতে আমার নিকট বর্ণনা করেন, রোযা হচ্ছে তিন দিন, কুরবানি হল একটি বকরি আর মিসকিনের সংখ্যা হল ছয়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এখানে কসমের কাফ্‌ফারার মতোই اَلتَّخْيِيْرُ-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯২, পূর্বে ২৪৪, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০২, ৬৪৮, ৮৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৪১১ দেখুন!

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. [التحريم : ٢]

مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

**৩৫৪১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী— আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায় আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাহ্‌রিম-২) আর ধনী ও দরিদ্র কখন কার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়?**

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ. فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ. قَالَ "مَا شَأْنُكَ". قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ "تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً". قَالَ لَا. قَالَ "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ لَا. قَالَ "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ لَا. قَالَ "اِجْلِسْ". فَجَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ "خُذْ هٰذَا. فَتَصَدَّقْ بِهِ". قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ "أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ".

## সহজ তরজমা

৬২৭৯. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এক ব্যক্তি এসল। বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তোমার কি অবস্থা? লোকটি বলল, রমাযানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে (দিনের বেলা) সহবাস করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি একাধারে দু'মাস রোযা পালন করতে পারবে? সে বলল : না! তিনি বললেন : তবে কি তুমি ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম হবে? সে বলল, না! তিনি বললেন, বস! লোকটি বসল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক 'আরক' আনা হল। যাতে ছিল

খেজুর। আর 'আরক' হচ্ছে বড় ধরনের পরিমাপ পাত্র। তিনি বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তা সদকা করে দাও। লোকটি বলল, এটি কি আমার চাইতে অধিকতর অভাবীকে প্রদান করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক পর্যন্ত দেখা গেল। তিনি বললেন, এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯২, পূর্বে ২৫৯-২৬০, ২৬০, ৩৫৪ এবং সামনে ৮০৮ ও ৯৯৩ পৃষ্ঠায়।

### بَابٌ : مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ

### ৩৫৪২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাফফারা আদায়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ. فَقَالَ "وَمَا ذَاكَ". قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ "تَجِدُ رَقَبَةً". قَالَ لَا. قَالَ "هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ لَا. قَالَ "فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ لَا. قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ "اذْهَبْ بِهٰذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ". قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. ثُمَّ قَالَ "اذْهَبْ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

## সহজ তরজমা

৬২৮০. মুহাম্মদ ইব্নে মাহবূব রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : কী ব্যাপার? লোকটি বলল, রমাযানে (দিনের বেলা) আমি আমার স্ত্রী সঙ্গে সহবাস করে ফেলেছি? তিনি বললেন, তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম? সে বলল, না! তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি দু'মাস একাধারে রোযা পালন করতে সক্ষম? সে বলল, না! তবে কি তুমি ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে? লোকটি বলল, না! রাবী বলেন, এমন সময় এক আনসার ব্যক্তি একটি 'আরক' নিয়ে উপস্থিত হল। আরক হল, পরিমাপ পাত্র; তার মাঝে খেজুর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তা সদকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে যে অভাবী তাকে কি দান করব? সে আরো বলল– কসম ওই মহান সত্তার, যিনি আপনাকে হকের (দীনের) সাথে প্রেরণ করেছেন! মদিনার দু' উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্থ আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাও এগুলি তোমার পরিজনকে নিয়ে আহার করাও।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটা হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ। এর জন্য পৃথকভাবে এ শিরোনাম চয়ন করা হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৩ এবং পূর্বে ৯৯২-৯৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য পূর্বের হাদিস দেখুন!

بَابٌ يُعْطِي فِي الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

**৩৫৪৩. অনুচ্ছেদ : দশজন মিসকিনকে কাফফারা প্রদান করবে তারা নিকটাত্মীয় হোক চাই দূরের আত্মীয়**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ. قَالَ "وَمَا شَأْنُكَ". قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً". قَالَ لاَ. قَالَ "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ لاَ. قَالَ "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ لاَ أَجِدُ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ". فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا. ثُمَّ قَالَ "خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

### সহজ তরজমা

৬২৮১. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি অবস্থা? লোকটি বলল, রমাযানে (দিনের বেলায়) আমি আমার স্ত্রী সঙ্গে সহবাস করেছি। তিনি বললেন : একটি গোলাম আযাদ করার মতো কি তোমার কাছে কিছু আছে? সে বলল, না! তিনি বললেন : তবে কি তুমি একাধারে দু'মাস রোযা পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তমি ষাটজন মিসকিনকে আহার করাতে পারবে? সে বলল, আমার কাছে এখন কিছু নেই। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি 'আরক' আনা হল যাতে খেজুর ছিল। তখন তিনি বললেন : এটা নিয়ে নাও এবং তা সদকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে যে অধিকতর অভাবী, তাকে কি দিব? সে আরো বলল, এখানকার দুটি উপত্যকার মধ্যে আমাদের চেয়ে অভাবী তো আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে আহার করাও।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল** : এটা আবু হুরাইরা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি** : হাদিসটি এখানে ৯৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য পূর্বের হাদিস দেখুন!

بَابُ صَاعِ الْمَدِينَةِ، وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ، وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

**৩৫৪৪. অনুচ্ছেদ : মদিনা শরিফের সা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুদ্দ এবং এর বরকত আর মদিনাবাসীগণ এর থেকে যুগ-যুগান্তর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছেন**

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁، قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

### সহজ তরজমা

৬২৮২. উসমান ইব্‌নে আবু শায়বা রহ. ... সায়িব ইব্‌নে ইয়াযিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সা' ছিল তোমাদের এখনকার মুদ্দ হিসাবে এক মুদ্দ ও এক মুদ্দের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ। এরপর উমর ইব্‌নে আব্দুল আজিজ রহ.-এর যুগে তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৩, সামনে ১০৯০ পৃষ্ঠায় ও নাসায়ি الزكاة অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

✪ সা' ও মুদ্দ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-২/১২২-১২৪ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدِّ الْأَوَّلِ وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.

## সহজ তরজমা

৬২৮৩. মুনযির ইব্‌নে ওয়ালিদ জারুদি রহ. ... নাফি' রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নে উমর রাযি. রমাযানের ফিতরা আদায় করতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুদ্দ তথা প্রথম মুদ্দের মাধ্যমে। আর কসমের কাফ্‌ফারায়ও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুদ্দ ব্যবহার করতেন। আবু কুতাইবা বলেন, মালিক রহ. আমাদের বলেছেন : আমাদের মুদ্দ তোমাদের মুদ্দ অপেক্ষা বড়। আর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুদ্দের মাঝেই আধিক্য দেখি। রাবী বলেন, আমাকে মালিক রহ. বলেছেন, তোমাদের কাছে কোনো বাদ্‌শা এসে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুদ্দ হতে তোমাদের মুদ্দকে ছোট করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তোমরা কিসের মাধ্যমে (ওজন করে) মানুষকে দিতে? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুদ্দ দিয়েই প্রদান করতাম। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখছ না যে, পরিমাপের ব্যাপারটা এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুদ্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৩ ও পূর্বে সংক্ষেপে ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ সা' ও মুদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-২/১২২ দেখুন!

**ব্যাখ্যা :** হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ নিজের শাসনামলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে প্রচলিত মুদের পরিমাণের চেয়ে কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মদিনা তাইয়িবায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের মুদ ও সা'-ই প্রচলিত ছিল। কাজেই মুদ ও সা'-এর পরিমাণে ভিন্নতা চলে আসায় এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সদকাতুল ফিতর ইত্যাদি কোন্ মুদ ও সা' দ্বারা আদায় করা হবে?

ইমাম বুখারি রহ. বলতে চান, সদকাতুল ফিতর ও কাফ্‌ফারা সবকিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সা' দ্বারা আদায় করবে। দলিলস্বরূপ ইবনে উমর রাযি.-এর আমল ও ইমাম মালিক রহ.-এর উক্তি পেশ করেছেন। বাকি অনুবাদ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ".

## সহজ তরজমা

৬২৮৪. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুয়া করেছেন : হে আল্লাহ্! তুমি তাদের (উম্মতের) কায়ল (মাপে), সা' ও মুদ্দের মাঝে বরকত দাও!

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শব্দবিশ্লেষণ :** مِكْيَال শব্দটির মিমে যের। অর্থ, যা দ্বারা মাপা হয় অর্থাৎ পরিমাপক/ মাপার পাত্র বিশেষ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

## ৩৫৪৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী– 'অথবা গোলাম আযাদ করা' (সূরা মায়িদা-৮৯) এবং কোন্ প্রকারের গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম

পিছনে বলে এসেছি, কসম খাওয়ার তিনটি পদ্ধতি। ১. লগ্ব কসম। ২. গমুস কসম। ৩. মুন্আকিদা কসম। এর মধ্যে প্রথম দু' ক্ষেত্রে কোনো কাফ্ফারা নেই। কেবল শেষ/ তৃতীয় পদ্ধতি তথা মুন্আকিদা কসমের ক্ষেত্রেই কাফ্ফারা আবশ্যক। (المائدة: ٨٩) فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ আয়াতে কারিমার অনুবাদ-ব্যাখ্যা ইত্যাদি পূর্বে গত হয়েছে।

অর্থাৎ উক্ত তিনটি কাজ [তথা দশজন অভাবীকে পেট ভরে এক বেলা আহার করানো, সতর ঢাকার পরিমাণ বস্ত্র দান বা একটি দাস মুক্ত করা]-এর মধ্যে কোনো একটি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী করে নিবে। এরপর ইরশাদ করা হয়েছে, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ অর্থাৎ কসম ভঙ্গকারী যদি উক্ত আর্থিক কাফ্ফারা আদায়ের সামর্থ্য না রাখে, তাহলে তার কাফ্ফারা হল—সে একাধারে তিনদিন রোযা রাখবে। বাকি ব্যাখ্যা পিছনে গিয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".

### সহজ তরজমা

৬২৮৫. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি মুসলমান দাস মুক্ত করবে, আল্লাহ্ তায়ালা সে দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার গুপ্তাঙ্গকেও দাসের গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে মুক্ত করবেন।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে رَقَبَةً শব্দে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৩-৯৯৪ ও পূর্বে ৩৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম الْعِتْقُ অধ্যায়ে ও তিরমিযি الْأَيْمَانُ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

**শিরোনামের উদ্দেশ্য :** عِتْقٌ [দাস মুক্ত করা]-এর এ বিপুল ফযিলত দ্বারা দাস মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া উদ্দেশ্য।

بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

## ৩৫৪৬. অনুচ্ছেদ : কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব ও জারজ সন্তান আযাদ করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ طَاوُسٌ: «يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ»

আর তাউস ইবনে কাইসান রহ. বলেন, উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার আযাদ করা যাবে [অর্থাৎ জায়েয ও যথেষ্ট]।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

ওয়াজিব কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে জারজ সন্তান আযাদ করা যথেষ্ট হবে কি-না? এ মাসয়ালায় মতবিরোধ আছে। বিধায় ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত শিরোনামে সুস্পষ্ট কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি।

**মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও**

**মুকাতাব কাকে বলে?**

**মুদাব্বার :** মুদাব্বার ওই দাস-দাসীকে বলা হয়, যাকে তার মালিক বলে দিয়েছে– 'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত'।

**উম্মে ওয়ালাদ :** উম্মে ওয়ালাদ ওই দাসীকে বলা হয়, যার মালিক (মনিব) তার সাথে সহবাস করেছে। ফলে তার গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সে উম্মে ওয়ালাদ তথা সন্তানের মা।

**মুকাতাব :** মুকাতাব-মুকাতাবা ওই দাস-দাসীকে বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, আমি আপনাকে এত টাকা দিলে আপনি আমাকে আযাদ করে দিবেন। আর মনিবও তা গ্রহণ করে নিল। এ চুক্তিকে مُكَاتَبَتْ [কিতাবত চুক্তি] বলা হয়।

উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে দাস-দাসী পূর্ণ দাসও নয়; আবার পূর্ণ আযাদও নয়।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**এখন প্রশ্ন হল, ওয়াজিব কাফ্ফারার ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও মুকাতাবকে মুক্ত করা শুদ্ধ হবে কি-না?**

**জবাব : ইমামগণের অভিমত**

১। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে ওয়াজিব কাফ্ফারার ক্ষেত্রে মুকাতাব, উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার গোলাম আযাদ করা জায়েয নয়।

২। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আওযায়ি রহ.-এর মতে মুকাতাব যদি চুক্তিকৃত নির্ধারিত বিনিময়ের কিছু অংশ আদায় করে দেয় আর কিছু বাকি থাকে ও বাকিটুকু আদায় করতে সক্ষম হয়, তবে এমন মুকাতাব দাস-দাসীকে ওয়াজিব কাফ্ফারার ক্ষেত্রে আযাদ করা জায়েয নেই।

অবশ্য কোনো দাস জারজ সন্তান হলে সে দাস আযাদ করার দ্বারাও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

## সহজ তরজমা

৬২৮৬. আবু নু'মান রহ. ... জাবির রাযি. হতে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাব্বার বানালো। ওই গোলাম ব্যতীত তার আর কোনো মাল ছিল না। খবরটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তিনি বললেন, গোলামটিকে আমার কাছ থেকে কে ক্রয় করবে? নুয়াইম ইব্‌নে নাহ্‌হাম রাযি. তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। রাবী আমর ইবনে দিনার রহ. বলেন, আমি জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রাযি.-কে বলতে শুনেছি : সে ছিল একজন কিবতি গোলাম। আর (আযাদ করার) প্রথম বছরেই সে মারা গিয়েছিল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, আল্লামা কিরমানি রহ. বলেছেন : মুদাব্বারকে বিক্রয় করা জায়েয বিধায় তাকে আযাদ করাও জায়েয। আর তিনি বাকিগুলোকে এর উপরই কিয়াস করেছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৪, পূর্বে ২৮৭, ২৯৭, ৩২৫ ও ৩৪৪ এবং সামনে ১০২৭ ও ১০৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ-এ উল্লেখ করেছেন।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৮৪ দেখুন!

## بَابٌ : إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

### ৩৫৪৭. অনুচ্ছেদ : কেউ কাফফারায় দাস মুক্ত করলে, তার ওয়ালা কে পাবে?

আমাদের ভারতীয় সংস্করণে রয়েছে, 'যখন কোনো যৌথ গোলাম আযাদ করবে'।[১] উভয় শিরোনামের জবাব হল, সে-ই হবে وَلَاءٌ [আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত সম্পদ]-এর অধিকারী, যে দাসকে আযাদ করবে। যেমনটি সামনের হাদিসে আসছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "اِشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

### সহজ তরজমা

৬২৮৭. সুলাইমান ইব্নে হারব্ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি দাসী বারিরাকে ক্রয় করতে চাইলেন। তার মালিকগণ তার উপর ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। আয়েশা রাযি. ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাকে তুমি ক্রয় করে নাও! কেননা ওয়ালা হল ওই ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করে দেয়।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৪, পূর্বে ৬৫, ২৮৮, ২৯০ ও ৩৪৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো ও ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৩৮-৩৯ দেখুন।

---

১ بابٌ إذا أعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وبَيْنَ آخرَ : أي: هٰذَا بَاب فِي بَيَان حكم شخص إِذا أعتق عبدا مُشْتَركا بَينه وَبَين آخر فِي الْكَفَّارَة. هَل يجوز أم لَا؟ وَلَكِن لم يذكر فِيهِ حَدِيثا قَالَ الْكرْمَانِي: قَالُوا: إِن البُخَارِيّ ترْجم الْأَبْوَاب بَين تَرْجَمَة وترجمة ليلحق الحَدِيث بهَا. فَلم يجد حَدِيثا بِشَرْطِهِ يُنَاسِبهَا. أَو لم يَفِ عمره بذلك. وَقيل: بل أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن مَا نقل فِيهِ من الْأَحَادِيث لَيست بِشَرْطِهِ. وَقَالَ بَعضهم ثبتَتْ هَذِه التَّرْجَمَة للمستملي وَحده بِغَيْر حَدِيث. فَكَأَن المُصَنّف أَرَادَ أَن يكْتب حَدِيث الْبَاب الَّذِي بعده من وَجه آخر فَلم يتَّفق لَهُ. أَو تردد فِي الترجمتين فاقتصر الْأَكْثَر على التَّرْجَمَة الَّتِي تلِي هَذِه. وَكتب الْمُسْتَمْلِي الترجمتين احْتِيَاطًا والْحَدِيث الَّذِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ صَالح لَهما بِضَرْب من التَّأْوِيل انْتهى

قلت: هَذَا الَّذِي ذكرَاهُ كُله تخمين وحسبان أما الْوَجْه الأول. مِمَّا قَالَه الْكرْمَانِي فَلَيْسَ بسديد لِأَن الظَّاهِر أَنه كَانَ لَا يكْتب تَرْجَمَة إِلَّا بعد وُقُوفه على حَدِيث يُنَاسِبهَا وَأما الْوَجْه الثَّانِي: فَكَذَلِك وَأما الْوَجْه الثَّالِث فأبعد من الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين لِأَن الْإِشَارَة تكون للحاضر فَكيف يُطلق النَّاظر فِيهَا على أَن هَهُنَا أَحَادِيث لَيست بِشَرْطِهِ؟ وَأما الَّذِي قَالَ بَعضهم. إِن الْمُسْتَمْلِي كتب الترجمتين احْتِيَاطًا فَأَي احْتِيَاط فِيهِ؟ وَمَا وَجه هَذَا الِاحْتِيَاط؟ يَعْنِي: لَو ترك التَّرْجَمَة الَّتِي هِيَ بِلَا حَدِيث لَكَانَ يرتكب إِثْمًا حَتَّى ذكره احْتِيَاطًا؟ وَأما قَوْله. والْحَدِيث الَّذِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ إِلَى آخِره. فَلَيْسَ بِوَجْه أصلا وَلَا صَالح لما ذكره. لِأَن الْوَلَاء لمن أعتق فَالْعَبْد الَّذِي أعْتقهُ لَهُ وَوَلَاؤُهُ أَيْضا لَهُ فَأَيْنَ الِاشْتِرَاك بَين الِاثْنَيْنِ فِي هَذَا غَايَة؟ مَا فِي الْبَاب إِذا أعتق عبدا بَينه وَبَين آخر عَن الْكَفَّارَة فَإِنَّهُ إِن كَانَ مُوسِرًا أجزأه وَيضمن لشَرِيكه حِصَّته وَإِن كَانَ مُعسرا لم يجزه. وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر وَعند أبي حنيفَة لَا يجْزِيه عَن الْكَفَّارَة مُطلقًا وَالصَّوَاب أَن يُقَال إِن هَذِه التَّرْجَمَة لَيْسَ لَهَا وضع من البُخَارِيّ. وَلِهَذَا لم تثبت عِنْد غير الْمُسْتَمْلِي من الروَاة. وَمَعَ هَذَا فِي ثُبُوتهَا عِنْده نظر وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

(عمدة القاري ٢٣/٢٢٢)

بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ

## ৩৫৪৮. অনুচ্ছেদ : কসমের ক্ষেত্রে ইস্তিছনা করা প্রসঙ্গে

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কসমের সাথে ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে এর কি হুকুম? যেমন : কোনো ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই অমুক কাজটি করব ইনশাআল্লাহ। এরূপ ক্ষেত্রে কসমের বিপরীত করলে কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে না। তবে ইনশাআল্লাহ জবানে উচ্চারণ করা জরুরি। শুধু মনে মনে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ "وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ. مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ". ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ. فَأُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا. أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ. إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا. إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي. وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ".

### সহজ তরজমা

৬২৮৮. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আবু মূসা আল-আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার কতিপয় আশয়ারি লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি বাহন চাইতে এলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। কারণ, আমার নিকট বাহন হিসাবে তোমাদেরকে দিতে পারি এমন কিছু নেই। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা যতক্ষণ চাইলেন আমরা অবস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু উট আনা হল। তখন তিনি আমাদেরকে তিনটি উট দেওয়ার হুকুম করলেন। আমরা যখন রওনা করলাম, তখন পরস্পরে বলতে লাগলাম, আল্লাহ্ তো আমাদের বরকত দিবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য যখন এলাম, তখন তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করলেন। এরপরও আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। আবু মূসা রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি তো তোমাদেরকে বাহন দেইনি বরং আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি যখন কোনো বিষয়ে কসম করি আর তার বিপরীতটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই, তখন কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দিই। আর যেটি কল্যাণকর সেটিই বাস্তবায়িত করি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৪, পূর্বে ৪৪২, ৬২৯-৬৩০, ৬৩৩, ৮২৯, ৯৮০, ৯৮৩ ও ৯৯৫ এবং সামনে ১১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. وَقَالَ "إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. وَكَفَّرْتُ".

### সহজ তরজমা

৬২৮৯. আবু নু'মান রহ. ... হাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিন্তু আমি আমার কৃত কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করি এবং যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়ন করি, বা বলেছেন : যেটি কল্যাণকর তা বাস্তবায়ন করি এবং এর কাফ্‌ফারা আদায় করে দিই।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**ব্যাখ্যা :** আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন : আবু নু'মান-এর সূত্রটি উল্লেখ করার উপকারিতা হল, কসম ভঙের পূর্বে কাফফারা আদায় ও কসম ভঙের পরে আদায় করার মাঝে স্বাধীনতা দেওয়া, কিংবা এখানে রাবীর সন্দেহ হয়েছে।

পূর্বে বলা হয়েছে, হানাফিদের মতে কাফ্ফারা কসম ভঙের পরে দিতে হবে। [অন্যথায় আদায় হবে না।]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً. كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَنَسِيَ. فَطَافَ بِهِنَّ. فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ. إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ. وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوِ اسْتَثْنَى. وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

## সহজ তরজমা

৬২৯০. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুলাইমান আ. একবার বলেছিলেন, আমি অবশ্যই আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। তারা প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তার সাথি (রাবী সুফিয়ান সাথি দ্বারা ফিরিশতা বুঝিয়েছেন) বলল, আপনি ইন্‌শাল্লাহ্ বলুন! কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। তবে একজন ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভ থেকেই কোনো সন্তান জন্ম হল না; তাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আবু হুরাইরা রাযি. এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিনি কসমের মাঝে যদি ইনশা আল্লাহ্ বলতেন, তবে তাঁর কসমও ভঙ্গ হত না; আবার উদ্দেশ্যও সাধিত হত। একবার আবু হুরাইরা রাযি. এরূপ বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনি যদি 'ইস্তিসনা' করতেন (অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ্ বলতেন)। আবু যিনাদ আ'রাজ সূত্রে আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَوِ اسْتَثْنَى বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৪, পূর্বে ৩৯৫, ৪৮৭, ৭৮৮, ৯৮২ এবং সামনে ১১১৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৩৬-৩৭ এবং নাসরুল মুনঈম : ২৯৪-৩০১ দেখুন!

بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

## ৩৫৪৯. অনুচ্ছেদ : কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফফারা আদায় করা

কসম ভঙের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা যাবে কি-না? এ মাসয়ালাটি মতবিরোধপূর্ণ হওয়ার কারণে ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবতই স্পষ্ট কোনো হুকুম বর্ণনা করেন নি।

কসম ভঙের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয কি-না? এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা,

(১) রবিয়াতুর রায়, ইমাম মালিক রহ. ইমাম ছাওরি, লাইস ও ইমাম আওযায়ি রহ.-এর মতে কসম ভঙের পূর্বে কাফ্ফারা দেওয়া জায়েয। অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আবু ছাওর রহ.। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

(২) ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন : কসম ভঙের পূর্বে গোলাম আযাদ, কাপড় দান ও আহার করানোর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয আছে। কিন্তু কসম ভঙের পূর্বে রোযা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় জায়েয নেই।

(৩) ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর অনুসারী সাথিগণ বলেন : কোনো অবস্থায়ই কসম ভঙের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয নেই। (উমদাতুল কারি)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامٌ قَالَ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ادْنُ . فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ . قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ . فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا . فَقَالَ ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذٰلِكَ . أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ . وَهُوَ يُقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ . وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ " . قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ . فَقِيلَ أَيْنَ هٰؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى . قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ . فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا . نَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ . وَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا . ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ . فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ . فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ . قَالَ "انْطَلِقُوا . فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ . إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ . فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا . إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا" . تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهٰذَا . حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . عَنِ الْقَاسِمِ . عَنْ زَهْدَمٍ . بِهٰذَا .

### সহজ তরজমা

৬২৯১. আলী ইব্‌নে হুজুর রহ. ... যাহ্‌দাম জারমি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার আবু মূসা আশয়ারি রাযি.-এর নিকট ছিলাম। আমাদের এবং জারম গোত্রের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাবী বলেন, তার জন্য খানা পেশ করা হল, তাতে ছিল মুরগির গোশ্‌ত। তাদের দলের মাঝে বনি তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। যার গায়ের রং ছিল লাল। যেন দেখতে গোলাম। রাবী বলেন, লোকটি খাবারের কাছেও গেল না। আবু মূসা আশয়ারি রাযি. তাকে বললেন, কাছে এসো [আহারে শরিক হও]! কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোশ্‌ত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি একে (মুরগি) কিছু খেতে দেখেছি। ফলে আমি এটিকে ঘৃণা করছি এবং সে থেকে কসম করেছি, কখনো আর এটি খাব না। আবু মূসা রাযি. বলেন, কাছে এসো! আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। একবার আমরা আশয়ারি সম্প্রদায়ের একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি বাহন চাওয়ার জন্য এলাম। তখন তিনি যাকাতের উট বণ্টন করছিলেন। আইয়ূব রহ. বলেন, আমার মনে হয় তিনি তখন রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের বাহন দিব না। আর আমার কাছে বাহনযোগ্য কোনো কিছুই নেই। রাবী বলেন, আমরা তখন প্রস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট গনিমতের কয়েকটি উট আনা হল। তিনি বললেন : ওই আশয়ারি লোকগুলো কোথায়? ওই আশয়ারি লোকগুলো কোথায়? তখন আমরা ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি আকর্ষণীয় উট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা উটগুলো নিয়ে রওনা হলাম। এমন সময় আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম। আর তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু এরপর আমাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

তাঁর কসম ভুলে গিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কসমকে ভুলিয়ে দিয়ে থাকি, তাহলে তো আমরা কখনো কৃতকার্য হতে পারব না। চলো! আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে যাই এবং তাঁর কসম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিই। এরপর আমরা ফিরে গিয়ে বললাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম, আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে আপনি কসম করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার বাহন দিয়েছিলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম, বা বুঝতে পারলাম, আপনি হয়তো কসম ভুলে গিয়েছেন। তখন তিনি বললেন : তোমরা চলে যাও! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে বাহন দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি যখন আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো বিষয়ে কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই, তখন যার মধ্যে মঙ্গল আছে তা বাস্তবায়ন করি এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিই। হাম্মাদ ইব্নে যায়িদ, আইয়ুব, আবু কিলাবা এবং কাসিম ইব্নে আসিম কুলায়বি রহ. থেকে উপর্যুক্ত হাদিসে ইসমাঈল ইব্নে ইবরাহিমের অনুসরণ করেছেন। মা'মার রহ. ... যাহ্দাম থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

এ হাদিসটি প্রমাণ বহন করে, কসম ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা দেওয়া জায়েয নেই। এ হিসাবে শিরোনামের সাথে হাদিসের কোনো মিল পাওয়া যায় না। তবে হাদিসাংশ وَبَعْدَهُ তথা وَبَعْدَ الْحِنْثِ বাক্যে মিল রয়েছে।

(উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৪-৯৯৫, পূর্বে ৪৪২, ৬২৯-৬৩০ ও ৮২৯-৮৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيعُ.

## সহজ তরজমা

৬২৯২. মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আব্দুর রহমান ইব্নে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি নেতৃত্ব চাইও না। কেননা চাওয়া ব্যতীত যদি তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে তোমাকে তাতে সাহায্য করা হবে। আর যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তা তোমার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ এর ভালো-মন্দের দায়িত্ব তোমারই থাকবে)। তুমি যখন কোনো কিছুতে কসম কর আর কল্যাণ তার অন্যটির মাঝে দেখতে পাও, তখন যেটার মাঝে কল্যাণ সেটাই বাস্তবায়ন কর! আর তোমার কৃত কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দাও। আশহাল ইব্নে হাতিম রহ.-ও এতে ইব্নে আউন থেকে উসমান ইব্নে আমর-এর অনুসরণ করেছেন এবং ইউনুস, সিমাক ইব্নে আতিয়্যা, সিমাক ইব্নে হারব্, হুমাইদ, কাতাদা, মানসুর, হিশাম ও রবি' উক্ত বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আউন-এর অনুসরণ করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা আইনি রহ. বলেন, শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ অর্থাৎ হাদিসাংশ اَوْ بَعْدَهُ তথা بَعْدَ الْحِنْثِ বাক্যে। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৫ এবং পূর্বে ৯৮০ ও সামনে ১০৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْفَرَائِضِ

# অধ্যায় : উত্তরাধিকার

**শব্দ বিশ্লেষণ**

فَرَائِض শব্দটি فَرِيْضَةٌ-এর বহুবচন। যেমন, حَدَائِقُ শব্দটি حَدِيْقَةٌ-এর বহুবচন। فَرِيْضَةٌ অর্থ مَفْرُوْضَةٌ তথা নির্ধারিত, বর্ণনাকৃত। অভিধানে এর অর্থ হল, শরিয়ত পরিপালনে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর যা ফরয করা হয়েছে, যেমনি ফরয করা হয়েছে নামায। (উমদাতুল কারি)

فَرِيْضَةٌ শব্দটি মূলত فَرْضٌ থেকে নির্গত। অর্থ—কাটা, ছেঁড়া, তাক্‌দির, বর্ণনা, নিয়ম-নীতি, পরিমাণ, নির্ধারণ, ধার্য করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا 'এটা একটা সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং দায়িত্বে অপরিহার্য করে দিয়েছি।' (সূরা নূর-১)

مَوَارِثُ-কে فَرَائِض বলার কারণ হল, প্রত্যেকের অংশ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তা থেকে কম-বেশি করার কোনো সুযোগ নেই। শরিয়তের পরিভাষায় فَرَائِض মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের নির্ধারিত অংশসমূহকে বলা হয়। আর কুরআন মাজিদে নির্ধারিত অংশ ছয়টি। যথা,

(১) অর্ধেক $\frac{১}{২}$। (২) এক-চতুর্থাংশ $\frac{১}{৪}$। (৩) এক-অষ্টমাংশ $\frac{১}{৮}$। (৪) দুই-তৃতীয়াংশ $\frac{২}{৩}$। (৫) এক-তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$। (৬) এক-ষষ্ঠাংশ $\frac{১}{৬}$। (কাস্তালানি)

**ইলমে ফারায়েয-এর আলোচ্য বিষয় :** মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ ও এর অধিকারীগণ।

**ইলমে ফারায়েয-এর উদ্দেশ্য :** হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য হক/ অধিকার পৌঁছে দেওয়া।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফিকাহ গ্রন্থাবলি ও ফারায়েয দেখুন!

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى : يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا. أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ. وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۞ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ١١- ١٢)

### ৩৫৫০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী— يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ ... وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তাহার

ভাই- বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যা ওসিয়াত করে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশ; ইহা যা ওসিয়াত করা হয় তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা নিসা : ১১-১২)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي، فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ.

## সহজ তরজমা

৬২৯৩. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাযি. আমার শুশ্রূষা করলেন। তাঁরা উভয়েই পায়ে হেঁটে আসলেন এবং আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তখন বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করলেন এবং আমার উপর অজুর পানি ঢেলে দিলেন। আমি হুঁশে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদের ব্যাপারে কী করব। আমার সম্পদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব? তখন তিনি আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে উল্লেখিত দুটি আয়াতে কারিমার সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা উভয় আয়াতে কারিমায় مواريث-এর আলোচনা রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৫, পূর্বে ৩২ তাফসির অধ্যায়-৬৫৮, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, সামনে ৯৯৮, ১০৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

### ৩৫৫১. অনুচ্ছেদ : উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : «تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ» يَعْنِي : الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ

হযরত উকবা ইবনে আমির রাযি. বলেন, তোমরা ধারণা পোষণকারীদের পূর্বে অর্থাৎ যারা ধারণাপ্রসূত কথা বলে তাদের এরূপ কথা বলার পূর্বেই ইলম অর্জন তথা উত্তরাধিকার বিদ্যা শিখে নাও। (উল্লেখ্য, হযরত উকবা রাযি.-এর ভাষ্যে যদিও স্পষ্ট ফারায়েযের কথা নেই, তথাপি এতে ফারায়েয শামিল রয়েছে।)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا".

## সহজ তরজমা

৬২৯৪. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ধারণা করা পরিহার করো! কেননা ধারণা করা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা। কারো দোষ তালাশ করো না, দোষ বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকো।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

উকবা ইবনে আমির রাযি.-এর আছার এর সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কেননা ইলম-জ্ঞান না থাকলে মানুষ মনগড়া সিদ্ধান্ত দিবে। আর নিঃশর্ত ইলম-জ্ঞানে ইলমে ফারায়েযও শামিল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৫, পূর্বে ৭৭২ ও ৮৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

### ৩৫৫২. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী হবে না; আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সদকাস্বরূপ'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ فَاطِمَةَ. وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ. وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ. قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ. فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ.

## সহজ তরজমা

৬২৯৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রেখে যাওয়া সম্পত্তির) উত্তরাধিকার স্বত্ব চাওয়ার জন্য একদা ফাতিমা ও আব্বাস রাযি. আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কাছে আসলেন। তাঁরা ওই সময় ফাদাক ভূখণ্ড ও খায়বারের অংশ দাবি করছিলেন। তখন আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. তাঁদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমার কোনো উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা রেখে যাব তা সবই হবে সদকা। এ মাল থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার ভোগ করবেন। আবু বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এতে যেভাবে করতে দেখেছি, তা সেভাবেই বাস্তবায়ন করব। রাবী বলেন, এরপর থেকে ফাতিমা রাযি. তাঁকে পরিহার করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৫-৯৯৬ এবং পূর্বে ৪৩৫, ৫২৬, ৫৭৬ ও ৯০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ শিয়াদের প্রশ্ন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে তার জবাব জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩০৪-৩০৬ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ. ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ ﷺ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا. قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ. فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ؟ قَالَا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ. إِنَّ اللهَ قَدْ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ. فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ... إِلَى قَوْلِهِ... قَدِيرٌ. فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ. وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ. لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَثَّهَا فِيكُمْ. حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ. فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هٰذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ بِذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالَا نَعَمْ. فَتَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ وَلِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ. وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ. جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. وَأَتَانِي هٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ. فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ. فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ. فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.

## সহজ তরজমা

৬২৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... মালিক ইব্‌নে আউস ইব্‌নে হাদাছান রাযি. থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইব্‌নে জুবাইর ইব্‌নে মুত্‌ঈম আমাকে (মালিক ইব্‌নে আউস ইব্‌নে হাদাছান)-এর পক্ষ থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্‌নে আউস রাযি.-এর কাছে চলে গেলাম এবং ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি উমর রাযি.-এর নিকট গিয়েছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রহরী ইয়ারফা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল : আপনি উসমান, আব্দুর রহমান, যুবাইর ও সা'দ রাযি.-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হাঁ! তিনি তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। এরপর সে উমর রাযি.-এর নিকট এসে বলল, আপনি আলী ও আব্বাস রাযি.-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হাঁ! আব্বাস রাযি. বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ও এর মাঝে মীমাংসা করে দিন। উমর রাযি. বললেন, আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলি, যার হুকুমে আকাশ ও জমিন প্রতিষ্ঠিত আছে! আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না, আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সদকাস্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দ্বারা নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। দলের লোকেরা বলল, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। এরপর তিনি আলী ও আব্বাস রাযি.-এর দিকে মুখ করে বলেন, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলেছিলেন? তাঁরা উভয়ে জবাব দিলেন, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। উমর রাযি. বললেন, এখন আমি এ ব্যাপারে আপনার কাছে বর্ণনা রাখছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা এ ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ)-এর ব্যাপারে তাঁর রাসূলকে বিশেষত্ব প্রদান করেছেন, যা আর অন্য কাউকে করেননি। তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা) বলেন : مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ..إِلٰى قَوْلِهِ..قَدِيرٌ তিলাওয়াত করে শোনালেন। বললেন, এটা তো ছিল বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। আল্লাহ্ তায়ালার কসম! তিনি আপনাদের ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ মাল সংরক্ষণ করেননি। আপনাদের ব্যতীত অন্য কাউকেও এতে প্রাধান্য দেননি। এ মাল তো আপনাদেরই তিনি দিয়ে গিয়েছেন এবং আপনাদের মাঝেই বন্টন করেছেন। পরিশেষে এ মালটুকু অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের বছরের ভরণ-পোষণের জন্য এ থেকে ব্যয় করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত, তা আল্লাহর মাল হিসেবে [তাঁর পথে] খরচ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গোটা জীবদ্দশায়ই এরূপ করে গিয়েছেন। আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ কথাগুলো কি আপনারা জানেন? তাঁরা বললেন, হাঁ! এরপর তিনি আলী রাযি. ও আব্বাস রাযি.-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের দুজনকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা এ কথাগুলো কি জানেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ! এরপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ -কে ওফাত দান করলেন। তখন আবু বকর রাযি. বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অভিবাবক। এরপর তিনি উক্ত মাল হস্তগত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে তা ব্যবহার করেছিলেন, তিনিও তা সেভাবে ব্যবহার করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা আবু বকর রাযি.-এর ওফাত দান করলেন। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধির প্রতিনিধি। আমি এ মাল হস্তগত করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাযি. এ মালের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, দু'বছর যাবত আমি এ মালের ব্যাপারে সেই নীতিই অবলম্বন করে আসছি। এরপর আপনারা আমার কাছে আসলেন আর আপনাদের উভয়ের বক্তব্যও এক এবং ব্যাপারটিও অনুরূপ। (হে আব্বাস রাযি.) আপনি তো আপনার ভাতিজার থেকে প্রাপ্য অংশ আমার কাছে চাইছেন। আর আলী রাযি. আমার কাছে তাঁর স্ত্রীর অংশ-যা তাঁর পিতা থেকে প্রাপ্য-আমার কাছে তলব করছেন। সুতরাং আমি বলছি, আপনারা যদি এটা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি। এরপর কি আপনারা অন্য কোনো ফায়সালা আমার কাছে চাইবেন? ওই আল্লাহর কসম! যাঁর হুকুমে আকাশ ও জমিন প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি যে ফায়সালা প্রদান করলাম, কিয়ামত পর্যন্ত এ ছাড়া আর অন্য কোনো ফায়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এ ধন সম্পদের শৃঙ্খলা বিধানে অক্ষম হন, তাহলে তা আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন, আমি তার শৃঙ্খলা বিধান করব।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৬, পূর্বে ৪০৭, ৪৩৫-৪৩৬, ৫৭৫, ৭২৫ ও ৮০৬ এবং সামনে ১০৮৫-১০৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩০২ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ".

## সহজ তরজমা

৬২৯৭. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দীনার বন্টনযোগ্য নয়। আমার সহধর্মিণীগণ ও আমার কর্মচারিদের খরচ ছাড়া যতটুকু থাকবে, তা হবে সদকাতুল্য।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১৯৬ এবং পূর্বে ৩৮৯ ও ৪৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".

## সহজ তরজমা

৬২৯৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণ আবু বকর ছিদ্দিক রাযি.-এর কাছে আপন আপন উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য উসমান রাযি.-কে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তখন আয়েশা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এরূপ বলেন নি, আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী নেই? আমরা যা রেখে যাব, সবই হবে সদকাতুল্য।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৬ এবং পূর্বে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**প্রশ্ন :** হাদিসটি কোনো বর্ণনায় نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ الخ[১] আর কোনো বর্ণনায় إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوَرِّثُونَ[২] রয়েছে। অর্থাৎ 'কেউ নবীদের ওয়ারিশ হয় না'। অথচ কুরআন মাজিদে রয়েছে, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (হযরত সুলাইমান আ. হযরত দাউদ আ.-এর ওয়ারিশ হয়েছে)। সুতরাং হাদিস ও কুরআন মাজিদের মধ্যে বিরোধ হয়ে গেল। এর সমাধান কি?

**জবাব :** আয়াতে কারিমায় ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য নয় বরং নবুওয়ত ও ইলম-হিকমত উদ্দেশ্য। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন রইল না।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ.

### ৩৫৫৩. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারের [ওয়ারিশদের]

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً. فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ. وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".

## সহজ তরজমা

৬২৯৯. আবদান রাযি. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা গেল; কিন্তু সে ঋণ পরিশোধের মতো কোনো সম্পদ রেখে গেল না, তবে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোনো মাল রেখে মারা গেল, তা হবে তার উত্তরাধিকারী ওয়ারিশদের।

---

১ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. (فتح البارى ١٢/٨)

২ وَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْأُصُولِ وَغَيْرِهِمْ بِلَفْظِ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ كَذٰلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِخُصُوصِ لَفْظِ نَحْنُ لَكِنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لا نورث الْحَدِيثَ. (فتح البارى ١٢/٨)

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে। কেননা ওয়ারিশগণ তারই পরিবার-পরিজন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৭, পূর্বে ৩০৮, ৩২৩ ও তাফসিরে ৭০৫ এবং সামনে الفرائض অধ্যায়ে ৯৯৮-৯৯৯ ও ১০০০-১০০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

### ৩৫৫৪. অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের উত্তরাধিকার

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত রাযি. বলেন, কোনো পুরুষ বা নারী যদি একটি কন্যা সন্তান রেখে যায়, তাহলে সে কন্যার জন্য হবে অর্ধাংশ। আর কন্যা যদি দুজন বা ততোধিক হয়, তাদের মিলবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি উক্ত কন্যাদের সঙ্গে কোনো পুত্র [তাদের ভাই] থাকে, তবে প্রথম মিরাসে তাদের অংশীদারদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়া হবে। এরপর অবশিষ্টাংশ দুই নারী সমান এক পুরুষ (এক পুত্র = দুই কন্যা) ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**ব্যাখ্যা :** মৃত ব্যক্তি যদি শুধু পুত্র-কন্যা রেখে যায়, চাই একজন হোক বা একাধিক, তবে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ নীতির আলোকে বণ্টন হবে অর্থাৎ পুত্র পাবে কন্যার দ্বিগুণ। আর যদি এক পুত্র ও কন্যার সাথে যাবিল ফুরুযের কেউ থাকে, তবে প্রথমে সেই যাবিল ফুরুযের অংশ দিয়ে দেওয়া হবে। এরপর যা বাকি থাকবে, তা لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ নীতিতে পুত্র-কন্যার মাঝে বণ্টন হবে। যেমন, ধরুন! কোনো মৃত ব্যক্তি তার এক মা, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছে। এখন মা যেহেতু যাবিল ফুরুয তাই প্রথমে মাকে ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ) দিয়ে দিতে হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা মোট তিন ভাগ করে দুই ভাগ পুত্রকে ও একভাগ কন্যাকে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মাসয়ালা ছয় দ্বারা হবে। যেমন :

**মাসয়ালা ৬ :**

মৃত যায়েদ

মা ১/৬ | পুত্র | কন্যা = বাকি ৫/৬

এখানে মাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়ার পর বাকি পাঁচ অংশের মধ্যে পুত্র পাবে দুই অংশ আর কন্যা এক অংশ। কিন্তু পাঁচ যেহেতু তিন ভাগে বিভাজ্য হয় না, তাই এক্ষেত্রে মাসয়ালা ১৮ দ্বারা হবে। অর্থাৎ পুরো পরিত্যক্ত সম্পত্তি ১৮ ভাগ হবে। তা থেকে মা এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) অর্থাৎ তিন ভাগ, পুত্র ১০ অংশ আর কন্যা ৫ অংশ পাবে।

**মাসয়ালা ৬ :**

মৃত যায়েদ

মা ১/৬ (৩) | পুত্র (১০) | কন্যা (৫)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

## সহজ তরজমা

৬৩০০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মিরাস তার হকদারদেরকে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এখানে পুত্রের মিরাসের কথা রয়েছে যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ৯৯৭, সামনে ৯৯৭, ৯৯৮ ও ৯৯৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে, আবু দাউদ ও তিরমিযিতে الفَرَائِض অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সর্বপ্রথম 'যাবিল ফুরুয' তথা আসহাবে ফুরুযদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দেওয়া হবে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদদেওয়া হবে মৃতব্যক্তির নিকত্মীয়দের, যাদের বলা হয় আসাবা। যেমন, যায়েদ মারা গেল। সে এক মা, এক কন্যা, এক চাচা, এক ফুফু ও এক চাচাতো ভাই রেখে গেল। তবে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মা' কে এক-ষষ্ঠাংশ ($\frac{১}{৬}$), কন্যাকে অর্ধেক $\frac{১}{২}$; এরপর অবশিষ্ট সম্পদ চাচা পাবে। আর ফুফি ও চাচাতো ভাই বঞ্চিত হবে।

মৃত যায়েদ (৬)

মা (১) | কন্যা (৩) | চাচা (২) | চাচাতো ভাই (বঞ্চিত) | ফুফু (বঞ্চিত)

### بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

### ৩৫৫৫. অনুচ্ছেদ : কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ "لَا". قَالَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ "لَا". قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ "الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آأُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ "لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ" قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ.

## সহজ তরজমা

৬৩০১. হুমাইদী রহ. ... সা'দ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কাতে একদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এতে আমি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেবা শুশ্রূষা করার জন্য আমার কাছে তশরিফ আনলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তো অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে। আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি দুই-তৃতীয়াংশ মাল দান করে দিব? তিনি বললেন, না! (রাবী বলেন,) আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক দান করে দিব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ কি দান করে দিব? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশই অনেক। তুমি তোমার সন্তানকে অভভাবগ্রস্থ অবস্থায় রেখে যাবে আর সে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে, এর চেয়ে তাকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই তো উত্তম। তুমি (পরিবার পবিজনের জন্য) যাই খরচ করবে, তার প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে। এমনকি ওই লোকমাটিরও প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার হিজরতকৃত স্থান থেকে পশ্চাতে থেকে যাব? তিনি বললেন : আমার পশ্চাতে থেকে গিয়ে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আমলই করবে, তাতে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সম্ভবত তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা বহু সম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং অন্যের ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কিন্তু বেচারা সা'দ ইব্‌নে খাওলা রাযি.-এর জন্য আফসোস। মক্কায়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। সুফিয়ান রহ. বলেন, সা'দ ইব্‌নে খাওলা রাযি. বনু আমির ইব্‌নে লুআই গোত্রের লোক ছিলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ্

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَتِيْ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৭, পূর্বে ১৩, ১৭৩ সংক্ষেপে, ৩৮২, ৩৮৩-৩৮৪, ৬৩২ মাগাযিতে, ৫৬০ মানাকিবে, ৮০৬, ৮৪৫, ৮৪৬ ও ৯৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ. شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ. عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ. قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيْرًا. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ. تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ. فَأَعْطَى الْاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ.

## সহজ তরজমা

৬৩০২. মাহমুদ ইব্‌নে গাইলান রহ. ... আস্‌ওয়াদ ইব্‌নে ইয়াযিদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়ায ইব্‌নে জাবাল রাযি. আমাদের নিকট মুয়াল্লিম অথবা আমির হিসাবে ইয়ামানে এলে আমরা তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে লোকটি এক কন্যা ও এক বোন রেখে মারা গিয়েছে। তখন তিনি কন্যাটিকে [তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির] অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক প্রদান করলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ্

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَأَعْطَى الْاِبْنَةَ النِّصْفَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৭, পূর্বে ৯৯৮ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ الفَرَائِض অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

ইতোপূর্বেই জানা গেছে, কন্যা একজন 'যাবিল ফুরুয'। কিন্তু যদি মৃতের কন্যার সাথে বোনও থাকে, তাহলে তার বোন আসাবা হয়ে যায়। এজন্য কন্যা 'যাবিল ফুরুয' হিসাবে অর্ধেক $\frac{১}{২}$ পাবে, আর বাকিটুকু বোনের। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, এর উপর আলেমদের ইজমা রয়েছে। কুরআন মাজিদেও তা স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

### ৩৫৫৬. অনুচ্ছেদ : পুত্রের অবর্তমানে নাতির উত্তরাধিকার

وَقَالَ زَيْدٌ : وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ ، وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.

হযরত যায়িদ রাযি. বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের মতোই যখন তাদের ছাড়া আর কোনো সন্তান না থাকে। নাতিগণ পুত্রদের মতো আর নাতনীগণ কন্যাদের মতো। পুত্র-কন্যাদের মতো নাতি-নাতনিরাও উত্তরাধিকারী হয়। অদ্রূপ তারা পুত্র-কন্যাদের মতো অন্যদের বঞ্চিতও করে। আর নাতিগণ পুত্রদের বর্তমানে উত্তরাধিকারী হবে না।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

### সহজ তরজমা

৬৩০৩. মুসলিম ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রাপ্যাংশ (মিরাস) তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এ হাদিসটি হুবহু পূর্বে بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে গত হয়েছে। এখানে হাদিসটি পুনরাবৃত্তির উপকারিতা দুটি। যথা, (১) সন্তানের সন্তান সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা। (২) হাদিসটি দুজন শাইখ থেকে বর্ণিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা। তাঁদের একজন হলেন مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ। যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। আর দ্বিতীয়জন হলেন مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وُهَيْبٍ.. الخ। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৭, পূর্বে ৯৯৭ এবং সামনে ৯৯৮ ও ৯৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এর দ্বারা জানা গেল, মৃতব্যক্তির কোনো পুত্র না থাকলে তার পৌত্র-পৌত্রী আসাবা হবে। আর তারা لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ নীতিতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাবে, যদিও মৃতব্যক্তির কন্যা বিদ্যমান থাকে। যেমন : কোনো মৃতব্যক্তি এক কন্যা, এক পৌত্র, এক পৌত্রী রেখে গেল। তাহলে পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক পাবে কন্যা আর বাকিটুকু لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ নীতিতে পৌত্র দুই অংশ আর পৌত্রী এক অংশ পাবে। অর্থাৎ পুরো সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে থেকে তিন ভাগ পাবে কন্যা। বাকি তিনভাগের দুই ভাগ পৌত্র; আর এক ভাগ পৌত্রী পাবে।

بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ الابْنِ مَعَ بِنْتٍ

### ৩৫৫৭. অনুচ্ছেদ : কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাতনীর উত্তরাধিকার

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ. وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى. فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ.. أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ : "لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ" فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحِبْرُ فِيكُمْ.

## সহজ তরজমা

৬৩০৪. আদম রহ. ... হুযাইল ইব্‌নে শুরাহ্‌বিল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবু মূসা রাযি.-কে কন্যা, পুত্র পক্ষের নাতনী ও বোনের উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর বোনের জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন,) তোমরা ইব্‌নে মাসউদ রাযি.-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তিনিও হয়তো আমার মতো উত্তর দিবেন। সুতরাং ইব্‌নে মাসউদ রাযি.-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবু মূসা রাযি. যা বলেছেন, সে সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হল। তিনি বললেন, আমি তো গোমরাহ হয়ে যাব; হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারব না। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের মাঝে ওই মীমাংসাই করব, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মীমাংসা প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর নাতনী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু'তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ থাকবে বোনের। এরপর আমরা আবু মূসা রাযি.-এর কাছে আসলাম এবং ইব্‌নে মাসউদ রাযি. যা বললেন, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন : যতদিন এ বিজ্ঞ আলিম তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৭, সামনে ৯৯৮ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি আর ইবনে মাজাহ الفَرَائِض অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে সঠিক মীমাংসা হবে, পূর্ণ সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে তিন ভাগ কন্যা, এক ভাগ পৌত্র আর দুই ভাগ বোনকে দিতে হবে।

### بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

### ৩৫৫৮. অনুচ্ছেদ : পিতা ও ভাইদের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا بَنِيْ آدَمَ. [الأعراف : ٢٦] وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. [يوسف: ٣٨]. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِيْ زَمَانِهِ. وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُوْنَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِيْ ابْنُ ابْنِيْ دُوْنَ إِخْوَتِيْ. وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِيْ؟ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ. وَعَلِيٍّ. وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَزَيْدٍ. أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. ইবনে আব্বাস রাযি. ও ইবনে যুবাইর রাযি. বলেন : দাদা পিতার মতোই। ইবনে আব্বাস রাযি.-এরূপ পড়েছেন : يَا بَنِيْ آدَمَ. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ। বস্তুত এরূপ কেউই বলেননি যে, আবু বকর রাযি.-এর যুগে কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অথচ সে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক সাহাবি বিদ্যমান ছিলেন। আর ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমার নাতি আমার উত্তরাধিকারী হবে; আমার ভাই নয়। তবে আমি আমার নাতির উত্তরাধিকারী হব না। অবশ্য উমর, আলী, ইবনে মাসউদ এবং যায়িদ রাযি. থেকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

যদি মৃতব্যক্তির পিতা না থাকে দাদা থাকে, তাহলে মিরাসের ক্ষেত্রে বাবার যে বিধান দাদারও সেই বিধান হবে। উল্লেখ্য, এখানে দাদা جَدٌّ صَحِيْحٌ তথা বাবার পিতা উদ্দেশ্য; মায়ের পিতা তথা নানা উদ্দেশ্য নয়।

وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. স্বপক্ষে দলিল হিসাবে এ আয়াত পাঠ করেন, يَا بَنِيْ آدَمَ [সূরা আ'রাফ-২৬] অর্থাৎ সকল মানুষকে হযরত আদম আ.-এর পুত্র বলা হয়েছে, অথচ হযরত আদম আ. ছিলেন দাদা।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ (আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করেছি। (সুরা ইউসুফ-৩৮) বলা বাহুল্য, এ আয়াতে কারিমায় হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত ইসহাক আ.-কে হযরত ইউসুফ আ.-এর পিতা বলা হয়েছে। অথচ তাঁরা ছিলেন হযরত ইউসুফ আ.-এর দাদা।

وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا الخ : এর দ্বারা জানা গেল, 'দাদা পিতার মতো তথা দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত' কথায় সাহাবিদের নীরব ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ কথা বলে কতক লোকের অভিমত খণ্ডন করেছেন। যারা বলেন, ভাই থাকাবস্থায় দাদা বঞ্চিত হবেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, বড় আশ্চর্যের কথা! পৌত্র আমার ওয়ারিশ হবে আর আমি পৌত্রের ওয়ারিশ হব না, এটা কিভাবে সম্ভব? অথচ পৌত্র পুত্রের স্থলাভিষিক্ত। এমনিভাবে পিতা বিদ্যমান না থাকাবস্থায় দাদাই পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর পিতা না থাকাবস্থায় যেমনি ভাই দ্বারা পৌত্র বঞ্চিত হয়ে যায়, তেমনিভাবে দাদাও ভাই দ্বারা বঞ্চিত হয়ে যাবে।

সারকথা, মৃতব্যক্তির দাদা ও ভাই বেঁচে থাকলে পুরো সম্পত্তি দাদা পাবে; আর ভাই বঞ্চিত হবে।

وَقَوْلُهُ: يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَزَيْدٍ، أَقَاوِيْلُ مُخْتَلِفَةٌ : অর্থাৎ এসব থেকে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারি অধ্যায়ন করুন। ইমাম বুখারি রহ. يُذْكَرُ মাজহুলের ছিগাহ এনে সেসব বিভিন্ন উক্তির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারি ইত্যাদি দেখুন!

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

## সহজ তরজমা

৬৩০৫. সুলাইমান ইব্‌নে হারব্ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রাপ্যাংশ তার হকদারকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, হাদিসটি এ অনুচ্ছেদের অধীনে আনার কারণ হল, এ হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে 'যাবিল ফুরুযদের' নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ মৃতব্যক্তির নিকটাত্মীদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। আর দাদা হল, অধিক নিকটাত্মীয়। তাই দাদা অগ্রাধিকার পাবে। (কাস্তালানি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮, পূর্বে ৯৯৭ ও সামনে ৯৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُهُ، وَلٰكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ". أَوْ قَالَ "خَيْرٌ". فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا. أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا.

## সহজ তরজমা

৬৩০৩. আবু মা'মার রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'আমি যদি এ উম্মত থেকে কাউকে খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানাতাম, তবে তাকে [আবু বকর রাযি.]- কে বানাতাম। কিন্তু ইসলামি বন্ধুত্বই হচ্ছে সর্বোত্তম।' أَفْضَلُ শব্দ বলেছেন, না-কি خَيْرٌ এতে রাবীর সন্দেহ হয়েছে। তিনি দাদাকে পিতার মর্যাদা দিয়েছেন; তিনি أَنْزَلَهُ أَبًا অথবা قَضَاهُ أَبًا বলেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا বাক্যে। কেননা হযরত আবু বকর রাযি. দাদাকে পিতার স্থানে রেখেছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮, পূর্বে ৬৭, ৫১৬ ও ৫৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

### ৩৫৫৯. অনুচ্ছেদ : সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

## সহজ তরজমা

৬৩০৭. মুহাম্মদ ইব্নে ইউসুফ রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [প্রথমে] মাল ছিল সন্তান-সন্ততির আর ওসিয়ত ছিল পিতামাতার জন্য। কিন্তু পরে আল্লাহ্ তায়ালা তা রহিত করে দিয়ে এর চেয়ে উত্তমটি প্রবর্তন করেছেন। পুরুষদের জন্য নারীদের দুজনের সমতুল্য অংশ ধার্য করেছেন। আর পিতামাতার প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রী জন্য নির্ধারণ করেছেন [সন্তান থাকা অবস্থায়] এক-অষ্টমাংশ আর [সন্তান না থাকলে] এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য [সন্তান না থাকলে] অর্ধেক আর [সন্তান থাকলে] এক-চতুর্থাংশ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮, পূর্বে ৩৮৩ ও তাফসির অধ্যায়ে ৬৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ **মিরস বণ্টনের ক্রমবিন্যাস :** এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৬/৬১৯ দেখুন!

بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

### ৩৫৬০. অনুচ্ছেদ : সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا".

## সহজ তরজমা

৬৩০৮. কুতাইবা ইব্নে সাঈদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি লাহ্য়ান গোত্রের জনৈক নারীর একটি গর্ভপাত সংক্রান্ত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যে নারীটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিলেন, তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তার পুত্রগণ ও স্বামীর জন্য। আর দিয়াত (গোলাম বা বাঁদী) তার আসাবার জন্য।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮, পূর্বে ৮৫৭, সামনে ১০২০ ও ১০২১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ ও নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ: مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

## ৩৫৬১. অনুচ্ছেদ : কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিণী হয়

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا. وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

### সহজ তরজমা

৬৩০৯. বিশ্‌র ইব্‌নে খালিদ রাযি. ... আল আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়ায ইব্‌নে জাবাল রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমাদের মাঝে এ ফায়সালা দিয়েছিলেন, কন্যা পাবে সম্পত্তির অর্ধেক আর ভগ্নির জন্যও অর্ধেক। এরপর সনদস্থিত রাবী সুলাইমান রহ. বলেন, তিনি (আল-আসওয়াদ) আমাদের এ ব্যাপারে মীমাংসা করেছিলেন। তবে عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮ ও পূর্বে ৯৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ.

### সহজ তরজমা

৬৩১০. আমর ইব্‌নে আব্বাস রহ. ... হুযাইল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ রাযি. বলেছেন, আমি এতে ওই ফায়সালাই করব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। অথবা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (তা হচ্ছে) কন্যার জন্য সম্পত্তির অর্ধেক আর পুত্র পক্ষের নাতনীদের জন্য ষষ্ঠাংশ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ভগ্নির জন্য।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮ ও পূর্বে ৯৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এ দুই হাদিসের মাঝে পার্থক্য হল, প্রথম হাদিসে শুধু কন্যা ও বোনের কথা রয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদিসে কন্যা বোন ছাড়া পৌত্রীর কথাও রয়েছে।

بَابُ مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ

## ৩৫৬২. অনুচ্ছেদ : ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

## সহজ তরজমা

৬৩১১. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উসমান রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট তাশরিফ আনলেন। এসে অজুর পানি চাইলেন ও অজু করলেন। তারপর অজুর বেঁচে যাওয়া পানি থেকে আমার উপর ঢেলে দিলেন। তখন আমি প্রকৃতিস্থ হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভগ্নিগণ আছে। ওই সময় উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত নাযিল হয়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

হাদিসের মিল রয়েছে إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ বাক্যে। কেননা এতে বুঝা যায়, তার কোনো সন্তান ছিল না। এ থেকে গ্রন্থকার মাসআলা উদঘাটন করেছেন যে, যদি বোনেরা মিরাস পেয়ে থাকে তাহলে ভাইয়েরা আরও উত্তমভাবে পাবে। আর হাদিসে সুস্পষ্ট বোনের কথা উল্লেখ থাকায় তিনিও বোনকে আগে উল্লেখ করেছেন। (কাস্তালানি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮, পূর্বে ৩২, ৬৫৮, ৮৪৪, ৮৪৬, ৮৪৭ ও ৯৯৫ এবং সামনে ১০৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/১১৬ দেখুন!

بَابٌ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. [النساء: ١٧٦]

**৩৫৬৩. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : লোকেরা আপনার নিকট كَلَالَة এর বিধান জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ كَلَالَة এর বিধান জানাচ্ছেন। কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই ভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে– এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।**

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾. [النساء: ١٧٦]

## সহজ তরজমা

৬৩১২. উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে মূসা রহ. ... বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা নিসার শেষ আয়াত يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৮, পূর্বে ৬২৬, ৬৬২ ও ৬৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**প্রশ্ন :** অনুচ্ছেদে হাদিসে آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ বাক্য রয়েছে। আর বুখারি শরিফের ৬৫১-৬৫২ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বর্ণনায় آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبَا রয়েছে। সুতরাং এ বিরোধের সমাধান কি?

**জবাব :** এ বিরোধের একাধিক সমাধান দেওয়া হয়। যথা,

১। মিরাস সম্পর্কে সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হল, আয়াতে কালালাহ। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে বিদায় হজে আরাফার ময়দানে [المائدة: ٣] .اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে রিবার আয়াত : [البقرة: ٢٨١] .وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরোপারে যাত্রা করেন।

২। উপর্যুক্ত দুটি হুকুমই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। বিধায় প্রত্যেক আয়াতের ক্ষেত্রে اٰخِرُ مَانَزَلَتْ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। আলেমগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী اٰخِرُ مَانَزَلَتْ বলেছেন।

بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ

### ৩৫৬৪. অনুচ্ছেদ : (কোনো নারী) দুজন চাচাতো ভাই (রেখে গেল), তন্মধ্যে একজন মা শরিক ভাই; অপরজন স্বামী

وَقَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

**হযরত আলী রাযি. বলেন, (প্রথমে) স্বামীর জন্য অর্ধেক আর মা শরিক ভাইয়ের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এরপর বাকি অংশ উভয়ের মধ্যে আধাআধি হারে দেওয়া হবে।**

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

যেহেতু মৃতব্যক্তির কোনো সন্তান নেই, তাই প্রথমে স্বামীকে অর্ধেক দেওয়া হবে এবং বৈপিত্রীয় ভাইকে এক-ষষ্ঠাংশ ($\frac{1}{6}$) দেওয়া হবে। এ হিসাবে উভয়জন 'যাবিল ফুরুযের' অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সমহারে দুঁজনের মাঝে বণ্টন করে দিবে। এক্ষেত্রে মাসয়ালা ৬ দ্বারা হবে। ছয়-এর অর্ধেক ৩ স্বামীকে আর এক বৈপিত্রীয় ভাইকে দেওয়া হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকছে, তা তারা দুজনের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا، فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَى لَهُ". اَلْكَلُّ الْعِيَالُ

### সহজ তরজমা

৬৩১৩. মাহমুদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায়, তার ধন-সম্পদ তার আসাবাগণ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি বোঝা অথবা সন্তানাদি (ঋণ) রেখে মারা যায়, আমিই হবো তার অভিভাবক। সুতরাং আমার কাছেই যেন তা চাওয়া হয়।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে সামান্য কষ্টে مَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ বাক্যে হাদিসের মিল পাওয়া যায়। কেননা উপর্যুক্ত শিরোনামে আসহাবে ফারায়েয ও আসাবার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এখানে দ্বিতীয়টির সাথে মিল রয়েছে। এখানে اضافت টি বয়ানস্বরূপ। যেমন, বলা হয় شَجَرُ الْأَرَاكِ (আরাক বৃক্ষ)। أَيِ الْمَوَالِي الَّذِيْنَ هُمُ الْعَصَبَةُ অর্থাৎ এখানে 'মাওয়ালি' বলে 'আসাবা' উদ্দেশ্য।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**প্রশ্ন :** এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, قَدْ يَكُوْنُ لِأَصْحَابِ الْفُرُوْضِ অর্থাৎ মিরাস তো আসহাবে ফুরুযের জন্যও হয়?

**জবাব :**

আল্লামা আইনি রহ. এর জবাবে বলেন, قيل له: أَصْحَابُ الْفُرُوْضِ مُقَدَّمُوْنَ عَلَى الْعَصَبَةِ فَإِذَا كَانَ لِلْأَبْعَدِ فَبِالطَّرِيْقِ الْأَوْلَى يَكُوْنُ لِلْأَقْرَبِ অর্থাৎ আসহাবে ফুরূয তো আসাবার উপর অগ্রগণ্য। কাজেই মিরাস যদি দূরের আত্মীয়ের জন্য সাব্যস্ত হয়, তবে তো নিকটাত্মীয়ের জন্য আরো উত্তমভাবে সাব্যস্ত হবে। (উমদাতুল কারি-২৩/২৪৬)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ৯৯৯, পূর্বে ৩০৮, তাফসিরে ৭০৫, ৮০৯, ৯৯৭ ও ৯৯৮-৯৯৯, সামনে ১০০০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ফারাইযে ও তিরমিযি জানাইযে বর্ণিত হয়েছে।

قوله: مَنْ تَرَكَ كَلًّا : আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, كَلًّا শব্দটির কাফে যবর ও লামে তাশদিদ হবে। অর্থ, বোঝা। যেমন, ঋণ ও পরিবার-পরিজন।

قوله: أَوْ ضَيَاعًا : আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, ضَيَاعًا শব্দটির ضاد বর্ণে যবর। এটি মাসদার। ضَائِعٌ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন, অসহায় শিশু, পথশিশু। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, শব্দটির ضاد বর্ণে যের দিয়েও বর্ণিত আছে। ضَائِعٌ-এর বহুবচন হিসেবে। যেমনি جَائِعٌ-এর বহুবচন جِيَاعٌ।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

## সহজ তরজমা

৬৩১৪. উমাইয়্যা ইবনে বিস্তাম রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : প্রাপ্যাংশ তার হকদারের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তার মালিক হবে তার নিকটতম পুরুষ ব্যক্তি।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল হতে পারে পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯, পূর্বে ৯৯৭ ও ৯৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**আসহাবে ফারায়েয :** আসহাবে ফারায়েয ১২ জন।

- **চারজন পুরুষ। যথা,** ১. পিতা। ২. দাদা (যত উপরের দিকে যায়)। ৩. বৈপিত্রেয় ভাই। ৪. স্বামী।
- **আটজন নারী। যথা,** ১. স্ত্রী (বিবি)। ২. কন্যা। ৩. পৌত্রী (যতই নিচের দিকে যাক)। ৪. সহোদরা বোন। ৫. বৈমাত্রেয় বোন। ৬. বৈপিত্রেয় বোন। ৭. মা। ৮. দাদী।

بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

### ৩৫৬৫. অনুচ্ছেদ : যাবিল আরহাম

'যাবিল আরহাম' সেসব ওয়ারিশদেরকে বলা হয়, যারা মৃতব্যক্তির নিকটাত্মীয় হয় কিন্তু তারা যাবিল ফুরূয নয় এবং আসাবাও নয়। যেমন : নানা, মামা ও খালা। তারা প্রত্যেকেই নিকটাত্মীয়; তবে তারা কেউ যাবিল ফুরূয বা আসাবা কোনোটাই নয়। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) [النساء: ٣٣] (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ: "كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ [النساء: ٣٣] " قَالَ: "نَسَخَتْهَا: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) "

## সহজ তরজমা

৬৩১৫. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতে কারিমা وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ও وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ সম্পর্কে বলেন : মুহাজিরগণ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন আনসারগণ তাদের যাবিল আরহাম স্বজনদের বাদ দিয়ে মুহাজিরদেরকে ওয়ারিশ বানাতেন সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কারণে, যা তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ করে দিয়েছিলেন। এরপর যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ এ আয়াত নাযিল হয়, (রাবী বলেন,) সে আয়াতটি وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ আয়াতের বিধান রহিত করে দেয়।

বলা বাহুল্য, আমাদের ভারতীয় সংস্করণে يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ-এর স্থলে يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ বাক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে অনুবাদ হবে, মুহাজিরগণ আনসারগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রায় লোক একাকী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন কাফির অবস্থায় চলে আসছিল। কাজেই তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দুই মুসলমানের মাঝে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তারা পরস্পরে একে অপরের ওয়ারিশ হতেন। এরপর যখন তাদের আত্মীয়-স্বজনও মুসলমান হয়ে গেলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় : 'মিরাস তো কেবল নিকটজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রাপ্য'। বাকি সেসব ধর্মীয় ভাইয়ের জন্য মিরাস তো নেই; তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদ্ভাব বজায় রেখে চলবে এবং মৃত্যুকালে তাদের জন্য কিছু অসিয়ত করতে পারলে করবে। কিন্তু মিরাসে কোনো অংশ পাবে না।

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে جَعَلْنَا مَوَالِيَ বাক্যে। কেননা مَوَالِيَ তো ওয়ারিশ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯ এবং পূর্বে ৩০৬ ও ৬৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

### ৩৫৬৬. অনুচ্ছেদ : লিয়ানকারীদের উত্তরাধিকার

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا، لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

## সহজ তরজমা

৬৩১৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে কাযাআ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তার স্ত্রীর সঙ্গে লিয়ান করে এবং তার সন্তানটিকেও অস্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দুজনের মাঝে (বিবাহ) বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং সন্তানটি নারীকে দিয়ে দিলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯, পূর্বে ৬৯৬, ৭৯৯ ও ৮০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** বিস্তারিত ব্যাখ্যা জনার জন্য নাসরুল বারি-৯/৪৪১-৪৪২ কিতাবুত তাফসির দেখুন!

সারমর্ম হল, যে শিশুর বংশপরিচয় পিতা থেকে সাব্যস্ত নয়, সেই শিশু শুধু আপন মা থেকে মিরাস পাবে; পিতার থেকে মিরাস পাবে না। অনুরূপভাবে এ শিশুর মিরাসও শুধু মা পাবে; পিতা পাবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

## بَابٌ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

## ৩৫৬৭. অনুচ্ছেদ : শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ". ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ "احْتَجِبِي مِنْهُ". لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

### সহজ তরজমা

৬৩১৭. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা তার ভাই সা'দকে অসিয়ত করল, যাময়া নামক বাঁদীর সন্তানটি আমার। তাই তুমি তাকে তোমার হস্তগত করে নাও। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ তাকে হস্তগত করলেন এবং বললেন, এ আমার ভ্রাতুস্পুত্র। আমার ভাই এর সম্পর্কে অসিয়াত করে গিয়েছিলেন। তখন আবদ ইব্‌নে যাম্‌য়া দাঁড়িয়ে বলল, এ তো আমার ভাই। কেননা এ হচ্ছে আমার পিতার বাঁদীর পুত্র এবং সে আমার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। উভয়েই তাঁদের মুকদ্দামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদ ইব্‌নে যাময়া, এ পুত্র তুমিই পাবে। কেননা সন্তান সে-ই পেয়ে থাকে যার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নেয়। আর ব্যভিচারকারীর জন্য হল পাথর। এরপর তিনি সাওদা বিন্‌তে যাময়াকে বললেন : তুমি এ পুত্র থেকে পর্দা পালন করবে। কেননা তিনি তার মাঝে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সুতরাং সাওদা রাযি. সে পুত্রটিকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত আর দেখেন নি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯, পূর্বে ২৭৬, ২৯৫, ৩২৬, ৩৪৪ ও ৩৮৩, মাগাযিতে ৬১৬ এবং সামনে ১০০১, ১০০৭ ও সংক্ষেপে ১০৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৬৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

### সহজ তরজমা

৬৩১৮. মুসাদ্দাদ ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সন্তানটি শয্যাধিপতির।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯১, পূর্বে ৬১৬ ও সামনে ১০০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**উল্লেখ্য,** আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন : حَدِيثُ (اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) هُوَ مِنْ أَصَحِّ مَا يُرْوٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. جَاءَ عَنْ بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ। (উমদাতুল কারি-২৩/২৫১)

بَابٌ: اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

## ৩৫৬৮. অনুচ্ছেদ : অভিভাবকত্ব ওই ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করবে এবং লাকিতের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

وَقَالَ عُمَرُ: «اَللَّقِيطُ حُرٌّ»

হযরত উমর রাযি. বলেন, লাকিত (কুড়িয়ে পাওয়া) ব্যক্তি আযাদ

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

অর্থাৎ কেউ যদি কোনো দাস বা দাসী আজাদ করে, তাহলে ওই দাস-দাসীর পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে তাকে আজাদকারী।

مِيرَاثُ اللَّقِيطِ : আর কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাসের বর্ণনা। لَقِيْطٌ ওই শিশুকে বলা হয়, যাকে রাস্তায় লা-ওয়ারিশ কুড়িয়ে পাওয়া যায়। ওই শিশুর পরিবার অসচ্ছলতার কারণে কিংবা দুর্নামের ভয়ে ফেলে দিয়ে যায়। অর্থাৎ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা শিশুকে لَقِيْطٌ বলা হয়। এ শিশুর ভরণপোষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারি কোষাগার থেকে করা হবে। আর যদি এমন শিশু মারা যায় এবং তার কোনো ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে তার সম্পত্তিও সরকারি কোষাগারে জমা করে দেওয়া হবে।

وَقَالَ عُمَرُ: «اَللَّقِيطُ حُرٌّ» : হযরত উমর রাযি. বলেন, لَقِيْطٌ তথা কুড়িয়ে পাওয়া শিশু আযাদ। অর্থাৎ শরয়িভাবে যদি এ শিশুর ওয়ারিশ অমুক ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে তার মিরাস সেই ব্যক্তিই পাবে। যেমনটি আযাদ ব্যক্তির হুকুম। আর যদি ওয়ারিশ সাব্যস্ত না হয়, তবে তার মিরাস সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দিতে হবে। যেমনটি আযাদ ব্যক্তির হুকুম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اِشْتَرِيهَا. فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ. وَلَنَا هَدِيَّةٌ". قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا.

### সহজ তরজমা

৬৩১৯. হাফস ইব্‌নে উমর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারিরা (নাম্নী বাঁদী)-কে ক্রয় করতে চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করতে পার। কেননা অভিভাবকত্ব তো ওই ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করে। বারিরাকে একদা একটি বকরি সদকা দেওয়া হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটি তার জন্য সদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। হাকাম বলেন, বারিরার স্বামী একজন আযাদ ব্যক্তি ছিল। আবু আব্দুল্লাহ্ [ইমাম বুখারি রহ.] বলেন, হাকামের বর্ণনা সনদ হিসাবে মুরসাল। ইব্‌নে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি তাকে (বারিরার স্বামীকে) গোলামরূপে দেখেছি।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯ ও পূর্বে ৭৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

### সহজ তরজমা

৬৩২০. ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় অভিভাবকত্ব ওই ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯, পূর্বে বারিরার ঘটনাসহ ২৮৯ ও ৩৪৮ এবং সামনে ১০০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

### ৩৫৬৯. অনুচ্ছেদ : সায়িবার উত্তরাধিকার

اَلسَّائِبَةِ বা اَنْتَ سَائِبَةٌ ওই দাসকে বলা হয়, যার মনিব তাকে বলে দিয়েছে : لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ কিংবা মনিব اَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً বা اَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ বলে। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, প্রথম দুটি ছিগাহ নিয়তের মুখাপেক্ষী। যদি আযাদের নিয়ত থাকে, তবে আযাদ হয়ে যাবে। আর শেষে দুই ছিগাহ নিয়তের মুখাপেক্ষী নয় বরং নিয়ত ব্যতীতই আযাদ হয়ে যাবে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ. وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

## সহজ তরজমা

৬৩২১. কাবিসা ইব্নে উকবা রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে ইসলাম (মুসলমানগণ) সায়িবা বানায় না। তবে জাহিলি যুগের লোকেরা সায়িবা বানাত।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে এ হাদিসটির মিল রয়েছে ইঙ্গিতস্বরূপ। এখানে বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত। কেননা অন্যান্য বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, يَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ سَوَاءٌ سَيَّبَهُ مَوْلَاهُ اَوْ لَمْ يُسَيِّبْ। অর্থাৎ وَلَاء-এর অধিকারী হবে আযাদকারীই; সে سَائِبَة হোক চাই سَائِبَةٌ না হোক।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأُعْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ قَالَ أَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا. قَالَ وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. قَالَ الأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا. أَصَحُّ.

## সহজ তরজমা

৬৩২২. মূসা ইব্নে ইসমাঈল রহ. ... আসওয়াদ ইব্নে ইয়াযিদ রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বাঁদী বারিরাকে আযাদ করার লক্ষ্যে ক্রয় করতে চাইলেন। আর তার মনিব [নিজেদের জন্য] তার ওয়ালার (অভিভাবকত্বের) শর্ত করল। তখন আয়েশা রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বারিরাকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চাই। অথচ তার মনিবরা তার ওয়ালার শর্ত করছে। তিনি বললেন : তাকে (ক্রয় করে) আযাদ কর। কেননা অভিভাবকত্ব ওই ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি আযাদ করে। অথবা তিনি বললেন : তার মূল্য দিয়ে দাও। তিনি বলেন, তখন তিনি তাকে ক্রয় করলেন ও আযাদ করে দিলেন। তিনি আরো বললেন, তাকে তার (স্বামীর সাথে) যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হল। সে নিজেকে

ইখতিয়ার করল এবং বলল, আমাকে যদি এরূপ এরূপ কিছু দেওয়াও হয় তবু আমি তার সাথি হব না। আসওয়াদ রহ. বলেন, তার স্বামী আযাদ ছিল। আবু আব্দুল্লাহ্ [ বুখারি রহ. ] বলেন, আসওয়াদ-এর বক্তব্য বিচ্ছিন্ন। ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-এর 'আমি (বারিরার স্বামীকে) তাকে গোলামরূপে দেখেছি' বক্তব্যই বিশুদ্ধতম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, وَلَاء-এর অধিকারী হবে আযাদকারীই; গোলামটি سَائِبَة হোক চাই سَائِبَة না হোক।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ৯৯৯, পূর্বে ৬৫, ২০২, ২২১, ২৮৮, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৮, ছয় সূত্রে ৩৪৯, ৩৫০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮১, ৭৬৩, ৭৯৫, ৭৯৬, ৮১৬ ও ৯৯৪ এবং সামনে ১০০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি প্রায় বিশ জায়গায় গত হয়েছে। (উমদাতুল কারি)

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/৩৯ দেখুন!

بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

## ৩৫৭০. অনুচ্ছেদ : যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ্

যে গোলাম তার প্রকৃত মালিককে ছেড়ে অন্যদেরকে মালিক হিসাবে গ্রহণ করে। এ শিরোনামটি মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ১৫৭২১নং হাদিসের শব্দ। যাতে রয়েছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা কিছু বান্দার সঙ্গে কথা বলবেন না এবং করুণার দৃষ্টি দিবেন না। তাদের একজন হল, যে তার উপর অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে ভুলে যায় এবং নেয়ামতদাতার নেয়ামতকে অস্বীকার করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﷺ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ. غَيْرَ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ. قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

## সহজ তরজমা

৬৩২৩. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... ইবরাহিম তাইমি তার পিতা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযি. বলেছেন, কিতাবুল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের আর কোনো কিতাব তো নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে। রাবী বলেন, এরপর তিনি তা বের করলেন। দেখা গেল, তাতে জখম ও উটের বয়স সংক্রান্ত কিছু কথা লিপিবদ্ধ আছে। বারি বলেন : তাতে আরো লিপিবদ্ধ ছিল, মদিনায় আইর এলাকা থেকে নিয়ে অমুক স্থানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত হারাম। এখানে যে (ধর্মীয় ব্যাপার) বিদয়াত করবে বা বিদয়াতকারীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহর, ফিরিশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তার কোনো ফরয আমল ও কোনো নফল কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি মনিবের অনুমতি ছাড়া কোনো গোলামকে আশ্রয় প্রদান করে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার কোনো ফরয বা নফল কিয়ামতের দিন কবুল করা হবে না। সমস্ত মুসলমানের জিম্মাই এক, একজন সাধারণ মুসলমানও এর চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের আশ্রয় প্রদানকে বানচাল করে, তার উপর আল্লাহর, ফিরিশতার ও সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরয ও নফল কবুল করা হবে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০, পূর্বে ২৫১-২৫২, ৪৫০ ও ৪৫১ এবং সামনে ১০৮৪ পৃষ্ঠায় আছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

أَشْيَاءُ : শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِفٍ। এটা شَيْءٌ-এর বহুবচন। (কাস্তালানি)

الْجِرَاحَاتِ : শব্দটির জিমে যের। مِنَ الْجِرَاحَاتِ অর্থাৎ مِنْ أَحْكَامِ الْجِرَاحَاتِ (জখমের বিধান—দিয়ত ও কিসাস)।

عَيْرٍ : مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ শব্দটির আইনে যবর ও ياء সাকিন। (কাস্তালানি) আর কোনো কোনো বর্ণনায় عَيْرٍ-এর স্থলে عَائِرٍ রয়েছে। যেমন, বুখারি শরিফের ২৫১-২৫২ ও ৪৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

✪ মদিনা শরিফের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৪৫০ শিরোনামের উদ্দেশ্য দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

## সহজ তরজমা

৬৩২৪. আবু নুয়াইম রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিভাবকত্ব বিক্রয় ও দান করতে নিষেধ করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসে ওয়ালাকে বিক্রয় এবং দান করার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সুতরাং এ হাদিস দ্বারা আরো উত্তমভাবে উক্ত নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পাওয়া যায়। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০ ও পূর্বে ৩৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**হাদিসের ব্যাখ্যা :**

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাস-দাসীর অভিভাবকত্ব বিক্রয় ও হিবা (সৌজন্য দান) করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা একটি অধিকার। দাস-দাসীকে মুক্তকারী এ অধিকার লাভ করে তাকে মুক্ত করার কারণে। তা ছাড়া এটা সমর্পণ বা হস্তান্তরযোগ্য কোনো জিনিস নয়। এ নিষিদ্ধতার ব্যাপারে চার ইমাম একমত।

بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

### ৩৫৭১. অনুচ্ছেদ : কাফির যদি কোনো মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে

[তাহলে সে মুসলমান ওই নও মুসলিমের ওয়ারিশ হবে কি-না? এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।]

وَكَانَ الْحَسَنُ. «لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً» وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ.

رَفَعَهُ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هٰذَا الْخَبَرِ"

ইমাম হাসান বছ্‌রি রহ. তার জন্য ওয়ালা স্বীকার করতেন না। [তাঁর দলিল হল,] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওয়ালা ওই ব্যক্তির জন্য হবে, যে আযাদ করেছে। আর তামিম দারি রাযি. থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে তার জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে অন্যান্য মানুষের তুলনায় অধিকতর আপন। ইমাম বুখারি রহ. বলেন, এ হাদিসের বিশুদ্ধতার মতানৈক্য আছে।

**ব্যাখ্যা :**

আল্লামা আইনি রহ. এ মতভেদটি সবিস্তারে এর পক্ষ-বিপক্ষের উক্তিগুলো উল্লেখ পূর্বক অবশেষে বলেন, বিশুদ্ধ মতে এ হাদিসটি সহিহ। বাকি أَوْلَى النَّاسِ الخ-এর মর্ম কী? এ প্রসঙ্গে আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, أَوْلَى النَّاسِ فِيْ حَيَاتِهِ بِالنُّصْرَةِ وَفِيْ مَمَاتِهِ بِالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالدَّفْنِ، لَا فِيْ مِيْرَاثِهِ. لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (الْكَوْكَبُ) অর্থাৎ তার জীবদ্দশায় সাহায্য-সহায়তা দান আর মৃত্যুর পর তার গোসল, জানাযার নামায ও কাফন-দাফনের বিষয়ে সে অগ্রাধিকার যোগ্য; তার উত্তরাধিকার সত্ত্বে নয়। কেননা ওয়ালা তো আযাদকারীর প্রাপ্য। (আর-কাওকাব)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

## সহজ তরজমা

৬৩২৫. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. আযাদ করার জন্য একটি বাঁদী ক্রয় করতে চাইলেন। তখন তার মনিবরা তাঁকে বলল, আমরা এ বাঁদী আপনার কাছে এ শর্তে বিক্রি করতে পারি যে, ওয়ালা হবে আমাদের জন্য। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, এটা তোমার জন্য কোনো বাধা নয়। কারণ, ওয়ালা হবে ওই ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ বাক্যে لِمَنْ-এর লামটি اختصاص (খাস/ একান্ত বুঝানো)-এর জন্য ব্যবহৃত। يَعْنِي الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ وَبَذَلَ الْمَالَ فِيْ إِعْتَاقِهِ (অর্থাৎ ওয়ালা তার জন্য,যে তাকে মুক্ত করেছে এবং মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করেছে।) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারো হাতে মুসলমান হয়েছে, তার জন্য ওয়ালা নেই; ওয়ালার অধিকারী হবে তাকে মুক্তকারী।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ". قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

## সহজ তরজমা

৬৩২৬. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাঁদী বারিরাকে আমি ক্রয় করলাম। তখন তার মালিকেরা তার ওয়ালার শর্ত করল। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বলেন : তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালা ওই ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য প্রদান করে। আয়েশা রাযি. বলেন : আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারিরাকে ডাকলেন এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিলেন। তখন সে বলল : সে যদি আমাকে এরূপ এরূপ মালও দেয়, তবু আমি তার সাথে রাত যাপন করব না। আর সে নিজেকেই ইখতিয়ার করল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০, পূর্বে ৬৫, ২০২, ২৮৮-২৮৯, ২৯০, ৩৪৪, ৩৪৭-৩৪৮, ৩৪৮, ৩৪৮-৩৪৯, ৩৫০-৩৫১, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮১-৩৮২, ৭৬৩, ৭৯৫ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

## ৩৫৭২. অনুচ্ছেদ : নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اِشْتَرِيهَا. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

### সহজ তরজমা

৬৩২৭. হাফস ইবনে উমর রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রাযি. বাঁদী বারিরাকে ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বললেন, তারা (মালিকেরা) ওয়ালার শর্ত করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে নাও। কেননা ওয়ালা তো হচ্ছে ওই ব্যক্তির, যে আযাদ করে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মির হল, হাদিসটি দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে, নারীগণ কোনো গোলাম আযাদ করলে নিশ্চয় তারা তার وَلَاءٌ (পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর অধিকারী হবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০ এবং পূর্বে ২৮৯, ২৯০, ৩৪৮ ও ৯৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ".

### সহজ তরজমা

৬৩২৮. ইব্‌নে সালাম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওয়ালা হল ওই ব্যক্তির জন্য, যে রৌপ্য (মূল্য) প্রদান করে। আর সে নিয়ামতের অধিকারী হয়।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল উপরিউক্ত হাদিসের অনুরূপ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০, পূর্বে ৬৫, ২০২, ২৮৮, ২৯০, ৩৪৪, ৩৪৭, ৭৯৫, ৭৯৬, ৮১৬, ৯৯৪ ও ৯৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ

## ৩৫৭৩. অনুচ্ছেদ : কোনো গোত্রের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত আর বোনের পুত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ. وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ.

### সহজ তরজমা

৬৩২৯. আদম রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো গোত্রের (আযাদকৃত) গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথবা এ জাতীয় কোনো কথা বলেছেন।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** যদি মৃতব্যক্তির কোনো যাবিল ফুরূয বা আসাবা না থাকে, এমনকি ভাগিনার চেয়ে নিকটবর্তী কোনো যাবিল আরহামও না থাকে, তাহলে সেই ভাগিনাই মিরাস পাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

## সহজ তরজমা

৬৩৩০. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আনাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো গোত্রের বোনের পুত্র সে গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে مِنْهُمْ বলেছেন অথবা مِنْ أَنْفُسِهِمْ বলেছেন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে অর্থাৎ اِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ

## ৩৫৭৪. অনুচ্ছেদ : বন্দির উত্তরাধিকার

[অর্থাৎ কোনো ওয়ারিশ যদি কাফিরদের হাতে বন্দি হয়ে যায়, তবে সে মিরাসে অংশ পাবে কি-না?]

قَالَ وَكَانَ شُرَيْحٌ. يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي العَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ، وَعَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.

হযরত শুরাইহ রহ. শত্রুদের হাতে বন্দি মুসলমানদের উত্তরাধিকার প্রদান করতেন। আর বলতেন, এ বন্দি লোক উত্তরাধিকারের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. বলেন : বন্দি ব্যক্তির ওসিয়াত, তার মুক্তকরণ ও তার মালের ব্যবহারকে জায়েয মনে করো, যতক্ষণ না সে আপন ধর্ম থেকে ফিরে যায়। কেননা এ হচ্ছে তারই মাল। সে এতে যা ইচ্ছে, করতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا.

## সহজ তরজমা

৬৩৩১. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায়, সে ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে কর্জ রেখে (মারা) যায়, তা (আদায় করা) আমার যিম্মায়।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল হল, শত্রুর হাতে বন্দি হওয়া مَنْ تَرَكَ مَالاً-এর অন্তর্ভুক্ত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০০-১০০১ এবং পূর্বে ৩০৮, ৩২৩, ৭০৫, ৮০৯, ৯৯৭ ও ৯৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এ হাদিসটি জমহূর আলেমদের অভিমত মজবুত করে। আর জমহূর আলেমদের নিকট যখন তার জন্য উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে, তখন বন্দির জন্য অপেক্ষা করা হবে। কেননা সে মুসলমান হলে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ-এর ব্যাপকতায় অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ জমহূরের মতে বন্দির উত্তরাধিকার অংশ মিরাস থেকে আলাদা করে রাখা হবে। নিঃশেষ করা হবে না।

بَابٌ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

## ৩৫৭৫. অনুচ্ছেদ : মুসলমান কাফিরের এবং কাফির মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না

وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

### সহজ তরজমা

৬৩৩২. আবু আসিম রহ. ... উসামা ইবনে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফিরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, শিরোনামটি হাদিসেরই শব্দ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০১, পূর্বে ২১৬, ৪৬০ ও মাগাযিতে ৬১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ

## ৩৫৭৬৫. অনুচ্ছেদ : নাসারা গোলাম ও নাসারা মুকাতাবের মিরাস প্রসঙ্গে

وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার গুনাহ

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

অর্থাৎ যদি কারো খ্রিষ্টান দাস মারা যায়, তাহলে তার সহায়-সম্পদ তার মনিব পাবে। তবে মালিকানা ও দাসত্ব হিসেবে; উত্তরাধিকার হিসেবে নয়। কেননা দাস তার মনিবের মালিক হয় না। আর যদি কারো কোনো খ্রিষ্টান মুকাতাব দাস মারা যায়, তাহলে তার মনিব বদলে কিতাবত পরিমাণ অর্থ-সম্পদ মনিব পাবে। অতিরিক্ত সবকিছুর অধিকারী হবে সরকারি গোষাগার।

وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ : এবং ওই ব্যক্তির গুনাহের বর্ণনা, যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালার দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হবে। (কাস্তালানি)

**উল্লেখ্য,** ইমাম বুখারি রহ. অনুসন্ধান করে এ অনুচ্ছেদে হাদিস লিখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু জীবন সহায় হয়নি।

بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

## ৩৫৭৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. اُنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ". قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

### সহজ তরজমা

৬৩৩৩. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস রাযি. ও আব্‌দ ইবনে যাম্‌য়া একটি পুত্রের ব্যাপারে পরস্পরে কথা কাটাকাটি করেন। সা'দ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ পুত্রটি আমার ভাই উতবা ইব্‌নে আবু ওয়াক্কাস-এর পুত্র। তিনি আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, এ পুত্রটি তাঁর পুত্র। আপনি তার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করে দেখুন! আবদ ইব্‌নে যাম্‌য়া বলল : এ আমার ভাই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার পিতার ঔরসে তার কোনো বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আকৃতির দিকে নজর করলেন এবং উতবার আকৃতির সাথে তার আকৃতির প্রকাশ্য মিল দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আব্‌দ! এ পুত্র তুমিই পাবে। কেননা সন্তান যথাযথ শয্যাপতির আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। আর হে সাওদা বিন্‌তে যাম্‌য়া! তুমি তার থেকে পর্দা কর! আয়েশা রাযি. বলেন, এর পরে সে কখনো সাওদার সাথে দেখা দেয়নি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসে ভাই ও ভাতুষ্পুত্র দাবি করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০১, পূর্বে ২৭৬, ২৯৫, ৩২৬, ৩৪৪, ৩৮৩, ৬১৬ মাগাযিতে ও ৯৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/১৪০ ও নাসরুল বারি-৮/৩৬৬-৩৬৭ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

## ৩৫৭৮. অনুচ্ছেদ : প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ". فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### সহজ তরজমা

৬৩৩৪. মুসাদ্দার রহ. ... সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্য লোককে পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি আবু বকর রাযি.-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার কান দুটি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, শিরোনামটি হাদিসেরই অংশ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তর জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৯৫-৩৯৬ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ".

## সহজ তরজমা

৬৩৩৫. আসবাগ ইব্‌নে ফারাজ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অস্বীকার করো না)। কেননা যে ব্যক্তি আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (পিতাকে অস্বীকার করে), এটি কুফরি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

### ৩৫৭৯. অনুচ্ছেদ : কোনো নারী কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرٰى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى، فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِيْ بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ. هُوَ ابْنُهَا. فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ.

## সহজ তরজমা

৬৩৩৬. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুজন নারীর সঙ্গে তাদের দুটি পুত্র ছিল। বাঘ এসে (একদিন) তাদের একজনের পুত্রকে নিয়ে গেল। একজন নারী তার সঙ্গিনীকে বলল, বাঘে তোমার পুত্রকে নিয়ে গেছে। অপরজন বলল, বাঘে তোমার পুত্রকে নিয়ে গেছে। তারা উভয়ে দাউদ আ.-এর কাছে তাদের মামলা দায়ের করল। তিনি বড় নারীটির সপক্ষে ফায়সালা প্রদান করলেন। এরপর তারা বের হয়ে দাউদ আ.-এর পুত্র সুলাইমান আ.-এর কাছে গেল এবং উভয়েই তাঁকে তাদের ঘটনা অবহিত করল। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটি ছুরি দাও! আমি একে দু' টুকরা করে দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিব। তখন ছোট নারীটি বলল, আপনি এরূপ করবেন না! আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন। এ পুত্রটি তারই। এরপর তিনি পুত্রটি ছোট নারীর পক্ষে রায় দিলেন। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ছুরি অর্থে السكين শব্দটি সে দিনই শুনেছি। পূর্বে তো আমরা একে مُدْيَةٌ বলতাম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসে উল্লেখ আছে, উভয় নারী পুত্রটিকে নিজের সন্তান বলে দাবি করেছিল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০১ ও পূর্বে ৪৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত জানার জন্য-নাসরুল বারি-৭/৫১৬ দেখুন!

## بَابُ الْقَائِفِ

## ৩৫৮০. অনুচ্ছেদ : চিহ্ন দেখে সনাক্তকারীর বর্ণনা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".

### সহজ তরজমা

৬৩৩৭. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন এত প্রফুল্ল অবস্থায় যে, তাঁর চেহারার চিহ্নগুলি চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন : তুমি কি দেখনি যে, মুজায্‌যিয (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্‌ঘাটনকারী) যায়িদ ইব্‌নে হারিসা এবং উসামা ইব্‌নে যায়িদ-এর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। এরপর সে বলেছে, এদের দুজনের কদম একে অপর থেকে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, চিহ্ন দেখে সনাক্তকারী সে বিদ্বান ব্যক্তি চিহ্ন দেখে বলে দিয়েছেন যে, যায়িদ ইব্‌নে হারিসা ও উসামা ইব্‌নে যায়িদ উভয়ে পিতাপুত্র। অথচ জাহিলি যুগে তাদের বংশ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করা হত। কেননা উসামা ছিলেন ভীষণ কালো। তার মা ছিল কালো। অন্যদিকে তার পিতা যায়েদ ছিলেন নেহাৎ সাদা সুন্দর। কাজেই চিহ্নবিদ উক্ত কথা তাদের চিহ্ন দেখেই বলেছেন। অথচ তাদের গায়ের রং ছিল ভিন্ন। (উমদাহ)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".

### সহজ তরজমা

৬৩৩৮. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে প্রফুল্ল অবস্থায় এলেন এবং বললেন : হে আয়েশা! (চিহ্নবিদ) মুদলিজি এসেছে, তা কি তুমি দেখনি? সে এসেই উসামা ও যায়িদ-এর দিকে নজর করেছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পাগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পাগুলো একে অপর থেকে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْحُدُودِ

# অধ্যায় : শরিয়তের শাস্তি

**حُدُود-এর পরিচয়**

حُدُود : শব্দটি حَدٌّ এর বহুবচন। এর মূল অর্থ— বাঁধা দেওয়া, বারণ করা। এজন্য দারোয়ানকে হাদ্দাদ বলা হয়। কেননা সে মানুষকে ভিতরে আসতে বাধাদান করে। (উমাদাতুল কারি)

আর শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার হক নষ্ট করার কারণে নির্ধারিত শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। যেমন চুরির শাস্তি, যেনার শাস্তি, অপবাদ দেওয়ার শাস্তি ইত্যাদি।

بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ

## ৩৫৮১. অনুচ্ছেদ : হুদুদ (শরিয়তের শাস্তি) থেকে ভীতি প্রদর্শন

এখানে حُدُود দ্বারা উদ্দেশ্য হল– গুনাহ ও পাপাচার। অর্থাৎ সেসব গুনাহর বর্ণনা, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। বিশেষত কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য। কেননা যখন কেউ শুনতে বা দেখতে পাবে, চুরি করার কারণে এক চোরের হাত কাটা গেছে কিংবা যেনার শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপে মেরে ফেলা বা একশত বেত্রাঘাত, তখন অন্যান্য লোক অবশ্যই তা থেকে ভয় পাবে এবং বেঁচে থাকার প্রাণেপণ চেষ্টা করবে।

بَابٌ لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ

## ৩৫৮২. অনুচ্ছেদ : শরাব পান না করার বর্ণনা

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا»

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, ব্যভিচারের কারণে (অন্তর থেকে) ঈমানের নূর দূর হয়ে যায়।

**জ্ঞাতব্য :** উমদাতুল কারি, ইরশাদুস বারি, আল কাওয়াকিবুদ দুরারি গ্রন্থে এরূপই আছে। তবে আমাদের ভারতীয় সংস্করণে ও ফাতহুল বারিতে রয়েছে بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ (অনুচ্ছেদ : ব্যভিচার ও মদ্যপান)।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ". وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا النُّهْبَةَ.

### সহজ তরজমা

৬৩৩৯. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না। কোনো মদ্যপায়ী মদ্যপানের সময় মুমিন থাকে না। কোনো চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না এবং কোনো ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে; তখন সে মুমিন থাকে না।

ইব্‌নে শিহাব রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তাতে اَلنُّهْبَةَ শব্দটি নেই।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০১-১০০২, পূর্বে ৩৩৬ ও ৮৩৬ এবং সামনে ১০০২ ও ১০০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৪৭৯-৪৮০ দেখুন!

بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

### ৩৫৮৩. অনুচ্ছেদ : মদ্যপায়ীকে প্রহার করা

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ح حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

## সহজ তরজমা

৬৩৪০. আদম ইব্‌নে আবু ইয়াস ও হাফ্‌স ইব্‌নে উমর রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

**ব্যাখ্যা :**

সাইয়িদুনা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. মদ্যপানের শাস্তি হিসাবে ৪০টি বেত্রাঘাত করতেন। হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর প্রামথিক যুগেও এটা বলবৎ ছিল। এরপর একবার সাইয়িদুনা হযরত উমর ফারুক রাযি. সাহাবাগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বললেন, সর্বনিম্ন হদ বা শরয়ি শাস্তির পরিমাণ ৮০টি বেত্রাঘাত। হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর উপরই আমল করেছেন। (কাস্তালানি)

بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

### ৩৫৮৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘরে শরিয়তের শাস্তি প্রদানের হুকুম করে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ. قَالَ فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ.

## সহজ তরজমা

৬৩৪১. কুতাইবা রহ. ... উকবা ইব্‌নে হারিস রাযি. হতে বর্ণিত। (নেশাগ্রস্থ অবস্থায়) নুয়াইমান কিংবা ইবনে নুয়াইমানকে [রাবীর সন্দেহ] নিয়ে আসা হল [রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে]। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে যারা ছিল তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করতে। রাবী বলেন, তারা তাকে প্রহার করল। সুতরাং যারা তাকে জুতা মেরেছিল, তাদের মাঝে আমিও একজন ছিলাম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ এবং পূর্বে الوكالة অধ্যায়ে ৩১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** পূর্বে গত হয়েছে, হযরত নুয়াইমান রাযি. একজন সৎ পুণ্যবান লোক ও বদরি সাহাবি ছিলেন। আলোচ্য ঘটনাটি তাঁর পুত্রের।

بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

### ৩৫৮৫. অনুচ্ছেদ : বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৪২. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... উকবা ইব্‌নে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা নুয়াইমান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নুয়াইমানের পুত্রকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আনা হল নেশাগ্রস্থ অবস্থায়। এটা তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। তখন ঘরের ভিতরে যারা ছিল তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করার জন্যে। সুতরাং তারা একে বেত্রাঘাত করল ও জুতা মারল। রাবী বলেন : যারা তাকে প্রহার করেছিল, আমিও তাদের একজন ছিলাম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ এবং পূর্বে ৩১১ ও ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

## সহজ তরজমা

৬৩৪৩. মুসলিম ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ্যপান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করেছেন ও জুতা মেরেছেন। আর আবু বকর রাযি. চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ ও পূর্বে ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، أَنَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ "اضْرِبُوهُ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ "لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ".

## সহজ তরজমা

৬৩৪৪. কুতাইবা রহ. ... .আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল। সে মদ্যপান করেছিল। তিনি বলেন : একে তোমরা প্রহার করো। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, তখন

আমাদের মধ্যে কেউ ছিল তাকে হাত দিয়ে প্রহারকারী, কেউ ছিল জুতা দিয়ে প্রহারকারী, আর কেউ ছিল কাপড় দিয়ে প্রহারকারী। যখন সে প্রত্যাবর্তন করল, কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করল— আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ বলো না, শয়তানকে এর বিরুদ্ধে সাহায্য করো না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ ও পূর্বে ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

### সহজ তরজমা

৬৩৪৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহ. ... আলী ইব্‌নে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি কোনো অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মরে যায়, তবে মনে কোনো দুঃখ আসে না। কিন্তু মদ্যপায়ী ব্যতীত। সে যদি মারা যায়, তবে তার জন্য আমি দিয়াত দিয়ে থাকি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ শাস্তির ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে। কেননা لَمْ يَسُنَّهُ অর্থ, তার জন্য শক্ত কোনো হদ্দ ধার্য করেন নি। এ তাফসিরই করেছেন ইমাম নববি রহ.।

আর কেউ কেউ لَمْ يَسُنَّهُ-এর অর্থ করেছেন, لَمْ يُعَيِّنْهُ بِضَرْبِ السِّيَاطِ। এটাই শিরোনামের অনুকূল। কেননা এতে হদ্দ সুনির্দিষ্ট নেই।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরিফে হুদূদ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

৬৩৪৬. মাক্কী ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... সাইব ইব্‌নে ইয়াযিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে, আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত কালে এবং উমর রাযি.-এর খিলাফতের প্রথম দিকে আমাদের কাছে যখন কোনো মদ্যপায়ীকে আনা হত, তখন আমরা তাকে হাত দিয়ে, জুতা দিয়ে ও আমাদের চাদর দিয়ে তাদের প্রহার করতাম। এমনিভাবে যখন উমর রাযি.-এর খিলাফতের শেষ সময় হল, তখন তিনি চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন। আর এসব মদ্যপায়ী যখন সীমালঙ্ঘন করেছে এবং অনাচার করা শুরু করে দিয়েছে, তখন আশিটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

## ৩৫৮৬. অনুচ্ছেদ : মদ্যপায়ীকে লানত করা মাকরূহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়

**ব্যাখ্যা :**

মদ্যপানের উপর যদি লানত দ্বারা শুধু নিন্দাজ্ঞাপন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা মাকরূহ তানযিহি; কিন্তু যদি লানত দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা মাকরূহ তাহরিমি ও না জায়েয। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَجُلًا، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ".

### সহজ তরজমা

৬৩৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ আর লকব ছিল হিমার। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাসাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদ পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় আনা হল। তিনি আদেশ দিলেন তাকে বেত্রাঘাত করতে। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! তার উপর লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম! আমি তাকে জানি, সে অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

কারো নাম নিয়ে লানত করা নিষেধ। তবে যেসব হতভাগা সম্পর্কে অকাট্যভাবে কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা প্রমাণিত রয়েছে, তাদের উপর লানত করা যাবে। যেমন : ফেরাউন, আবু জাহেল প্রমুখ।

কিন্তু কোনো গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে নাম না নিয়ে গুনাহের উপর লানত করা জায়েয। যেমন : মিথ্যাবাদীদের উপর লানত! চোরদের উপর লানত!

قَوْلُهُ : وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ : আব্দুল্লাহ হিমার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাসাতেন। আল্লামা কাস্তালানি রহ. লিখেন, এ আব্দুল্লাহ হিমার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খেদমতে কখনো ঘি ভর্তি পাত্র; আবার কখনো মধু ভর্তি পাত্র পেশ করতেন। এরপর দোকানদার যখন মূল্য আদায়ের জন্য তার কাছে আসত, তখন আব্দুল্লাহ দোকানদারকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে ঘি'র মূল্য দিয়ে দিন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসতেন এবং ঘি'র মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দিতেন।

আল্লামা কাস্তালানি রহ. একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন : আব্দুল্লাহ হিমার রাযি.-এর অভ্যাস ছিল, তিনি বাজারে গেলেই দোকানদার থেকে বাকিতে কিছু ক্রয় করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে এসে বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আপনার জন্য হাদিয়া এনেছি। পরবর্তীসময়ে যখন দোকানদার তার প্রাপ্য মূল্য আদায় করার জন্য আসতেন, তখন দোকানিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খেদমতে যেতেন এবং বলতেন, তাকে এর মূল্য

দিয়ে দিন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতেন এবং মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার নিদেশ দিতেন। মোটকথা, এমন আচরণের দ্বারা যেমনি তার বোকামি বুঝা যায়, তেমনি এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি তার অনুরাগ-ভালবাসাও প্রমাণিত হয়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَكْرَانَ. فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ. فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ. وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ. وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ".

### সহজ তরজমা

৬৩৪৮. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে জাফর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট মাতাল লোককে আনা হল। তিনি তাকে প্রহার করার জন্য দাঁড়ালেন। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে, কেউ বা কাপড় দিয়ে প্রহার করেছিল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল : এর কি হল, আল্লাহ্‌ তাকে লাঞ্ছিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২ ও পূর্বে ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

### ৩৫৮৭. অনুচ্ছেদ : চোর যখন চুরি করে

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ. حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

### সহজ তরজমা

৬৩৪৯. আমরি ইব্‌নে আলী রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না, যখন কিনা সে মুমিন। অদ্রূপ চোর চুরি করে না যখন কিনা সে মুমিন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি শিরোনামকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। কেননা শিরোনামটি সংক্ষিপ্ত। অনুচ্ছেদের হাদিস ছাড়া তা বুঝা যায় না।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০২-১০০৩ এবং সামনে ১০০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

### ৩৫৮৮. অনুচ্ছেদ : চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ. يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ. وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ.

### সহজ তরজমা

৬৩৫০. উমর ইব্‌নে হাফ্‌স ইব্‌নে গিয়াস রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : চোরের উপর আল্লাহর লা'নত নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে। এরপর সে-জন্য তার হাত কাটা যায়। আবার সে একটি রশি চুরি করে। এরপর সে-জন্য তার হাতা কাটা যায়। আ'মাশ রহ. বলেন, ডিম দ্বারা লোহার টুকরা এবং রশি দ্বারা কয়েক দিরহাম মূল্যমানের রশিকে বোঝানো হয়েছে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৩ ও সামনে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**কতটুকু পরিমাণ চুরি করলে**
**হাত কর্তন করা হবে**

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম ও ইমামদের অভিমত বিভিন্ন। যথা :

(১) হানাফিদের মতে দশ দিরহামের কম চুরি করলে হাত কর্তন করা যাবে না।
(২) ইমাম মালিক রহ.-এর মতে তিন দিরহাম পরিমাণ চুরি করলেই হাত কর্তন করা হবে।
(৩) ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে এক দিনারের চারভাগের এক ভাগ পরিমাণ চুরি করলে হাত কর্তন করা হবে।
(৪) ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে তিন দিরহাম পরিমাণ চুরি করলেই হাত কর্তন করা হবে।
(৫) জাহিরিদের মতে নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। কম হোক বা বেশি, সাধারণত চুরি করলেই হাত কাটা যাবে।

### بَابٌ: اَلْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ

### ৩৫৮৯. অনুচ্ছেদ : হুদুদ (শরিয়তের শাস্তি) (গুনাহের) কাফফারা হয়ে যায়

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ فَقَالَ "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا. وَلَا تَزْنُوا". وَقَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ. فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا. فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ. إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ".

### সহজ তরজমা

৬৩৫১. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ জু'ফি রহ. ... উবাদা ইব্‌নে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে বাইয়াত হয়েছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদের এ মর্মে বাইয়াত করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না, সামনে বা পিছনে কোনো অপবাদ করবে না, বিধিসম্মত কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না, তোমাদের মধ্যে যে নিজ অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করবে তার বিনিময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট। আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে-জন্য দুনিয়ায় যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য গুনাহের কাফ্‌ফারা এবং গুনাহের পবিত্রতা। আর যার [দোষ] আল্লাহ্ তায়ালা গোপন রেখেছেন, তার ব্যাপার আল্লাহ্ তায়ালার সাথে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের فَعُوقِبَ بِهِ. فَهُوَ كَفَّارَتُهُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৩, পূর্বে ০৭, ৫৫০, ৫৫০-৫৫১, ৭২৭ এবং সামনে ১০০৪, ১০১৫, ১০৭১ ও ১১১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৪৫-২৪৭ দেখুন!

وَقَرَأَ هٰذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا : এর দ্বারা সূরা মুমতাহিনার আয়াত يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ الخ উদ্দেশ্য।

## بَابٌ : ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

## ৩৫৯০. অনুচ্ছেদ : শরিয়তের কোনো হদ্দ (শাস্তি) বা হক ব্যতীত মুমিনের পিঠ সংরক্ষিত

মুসলমান যখন কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ—যেমন : চুরি-যেনা ইত্যাদি করে, তাহলে তার পিঠে বেত্রাঘাত করা যাবে। এমনিভাবে কেউ তাকে প্রহার করলে সে নিজের বদলা নিতে পারে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً". قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هٰذَا. قَالَ "أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً". قَالُوا أَلَا بَلَدُنَا هٰذَا. قَالَ "أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً". قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هٰذَا. قَالَ "فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ". ثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ : "وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

### সহজ তরজমা

৬৩৫২. মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজে বললেন : (হে লোকসকল!) কোন্ মাসকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান? তাঁরা বললেন, আমাদের এ মাস নয় কি? তিনি আবার বললেন : তোমরা কোন্ শহরকে সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান? সকলেই বললেন, আমাদের এ শহর নয় কি? তিনি বললেন : ওহে! কোন্ দিনকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান? তাঁরা বললেন, আমাদের এ দিন নয় কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তায়ালা তোমদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শরিয়তের হক বাদে এমনি পবিত্র করে দিয়েছেন, যেমনি পবিত্র তোমাদের এ মাসে এ শহরের মধ্যে আজকের এ দিনটি। ওহে! আমি কি পৌঁছিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আর প্রত্যেকবারেই লোকেরা উত্তর দিলেন, হাঁ! তিনি বললেন : তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দানে আঘাত করে কুফরির দিকে ফিরে যেয়ো না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ বাক্যে। এতে প্রতিভাত হয়, মুমিনের রক্ত-সম্পদ-সম্মান সবই সংরক্ষিত। ন্যায্য অধিকার ছাড়া এগুলো নষ্ট করা জায়েয নেই।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৩, পূর্বে ২৩৫, ৬৩২ মাগাযিতে, ৮৯২ ও ৯১১ এবং ১০১৪ ও ১০৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** ইমাম বুখারি রহ. সেসব ব্যক্তির অভিমত খণ্ডন করতে চান, যারা মিনা প্রান্তরে খুতবা দেওয়াকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ জিলহজের দশ তারিখের খুতবা প্রমাণিত করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

### ৩৫৯১. অনুচ্ছেদ : শরিয়তের হদসমূহ কার্যকর করা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ গ্রহণ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا. مَا لَمْ يَأْثَمْ. فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ. وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ. حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ. فَيَنْتَقِمُ لِلهِ.

#### সহজ তরজমা

৬৩৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখনই (আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে) দুটি কাজের মধ্যে ইখতিয়ার প্রদান করা হত, তখন তিনি তন্মধ্যে সহজতরটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না তা গুনাহের কাজ হত। যদি তা গুনাহের কাজ হত, তবে তিনি তা হতে অনেক দূরে থাকতেন। আল্লাহর কসম! তিনি কখনো তাঁর নিজের ব্যাপারে কোনো কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহর হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। তা হয়ে থাকলে তিনি প্রতিশোধ নিতেন।

#### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৩, পূর্বে ৫০৩ ও ৯০৪, সামনে ১০১৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ

### ৩৫৯২. অনুচ্ছেদ : উঁচু-নিচ সকল মানুষের ক্ষেত্রে শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ أُسَامَةَ. كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ : "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ. وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذٰلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

#### সহজ তরজমা

৬৩৫৪. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। উসামা রাযি. জনৈকা নারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ, তারা নিম্নশ্রেণির লোকদের উপর শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করত। আর অভিজাত লোকদেরকে রেহাই দিত। ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান! ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

#### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৩ ও পূর্বে মাগাযিতে ৬১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

### ৩৫৯৩. অনুচ্ছেদ : বাদশাহর কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয়, তখন শরিয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচিন

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ. ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا".

### সহজ তরজমা

৬৩৫৫. সাঈদ ইব্‌নে সুলাইমান রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। মাখযুমি গোত্রের জনৈকা নারীর ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে কি-না চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রিয় পাত্র উসামা রাযি. ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন : তুমি আল্লাহ্ তায়ালার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন : হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা কোনো অভিজাত লোক যখন চুরি করত, তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন তাদের কোনো নিম্নশ্রেণির লোক চুরি করত, তারা তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর হাত কেটে দিত।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল** : এটি পূর্বের অনুচ্ছেদে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি** : হাদিসটি এখানে ১০০৩, পূর্বে ৩৬১, ৪৯৪, ৫২৮ ও ৬১৬ এবং সামনে ১০০৪ পৃষ্ঠায়।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৬৮-৩৬৯ দেখুন!

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. [المائدة: ٣٨] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟

### ৩৫৯৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا প্রসঙ্গে এবং কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে?

وَقَطَعَ عَلِيٌّ. مِنَ الكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ. فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَّا ذٰلِكَ.

হযরত আলী রাযি. কব্জি পর্যন্ত কর্তন করেছিলেন। আর কাতাদা রাযি. এক নারী সম্পর্কে বলেন, যে চুরি করেছিল, এতে তার বাম হাত কর্তন করা হয়েছিল। (কাতাদা বলেন,) এ ছাড়া আর অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হয় নি।

**কতটুকু পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে**

এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। পূর্বে গত হয়েছে, জাহিরিদের মতে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ ধার্য নেই। অল্প-বেশি যা-ই চুরি করুক, সর্বাবস্থায় হাত কাটা হবে; কিন্তু হানাফিদের মতে দশ দিরহাম।

তাই দশ দিরহামের কম চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে না। আর ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে তিন দিরহাম। (কাস্তালানি)

قوله: وَقَطَعَ عَلِيٌّ...الخ : হযরত আলী রাযি. তালু থেকে হাত কর্তন করেছেন। এটাই জমহূর আলেম ও হানাফিদের মাযহাব অর্থাৎ হাতের তালুর জোড়া তথা কব্জি থেকে কর্তন করা হবে। আর রাফিজিদের মতে শুধু আঙুলগুলো কর্তন করা হবে।

قوله: وَقَالَ قَتَادَةُ...الخ : অর্থাৎ হযরত কাতাদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, জনৈকা চোর নারীর বাম হাত কর্তন করা হয়েছিল। বিধায় তার ব্যাপারে হযরত কাতাদাহ রাযি. বলেন, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। কিন্তু জমহূর আলেম ও হানাফিদের মাযহাব হল, প্রথমবার চোরের ডান হাত কাটা হবে। কাজেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর কেরাতে আছে, فَاقْطَعُوا اَيْمَانَهُمَا অর্থাৎ তোমরা তাদের ডান হাত কেটে দাও!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

### সহজ তরজমা

৬৩৫৬. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক দিনারের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ রহ., যুহরি রহ.-এর ভাতুষ্পুত্র ও মা'মার রহ. যুহ্‌রি রহ. থেকে ইবরাহিম ইব্‌নে সা'দ রহ.-এর অনুসরণে বর্ণনা করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল فِي كَمْ يُقْطَعُ বাক্যে সুস্পষ্ট। তা ছাড়া হাদিসটি শিরোনামকে স্পষ্টও করছে। কেননা তা অস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ এবং সামনে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ".

### সহজ তরজমা

৬৩৫৭. ইসমাঈল ইব্‌নে আবু উওয়ায়স রহ. ... আয়েশা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক দিনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ. عَنْ يَحْيٰى. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَنْصَارِيِّ. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

### সহজ তরজমা

৬৩৫৮. ইমরান ইব্‌নে মাইসারা রহ. ... আয়েশা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক দিনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা হবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটিও হযরত আয়েশা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَدَ السَّارِقِ، لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مِثْلَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৫৯. উসমান ইব্‌নে আবু শায়বা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে কোনো চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢালের সমমূল্যের জিনিস চুরি করা ছাড়া হাত কাটা হত না। উসমান ইব্‌নে আবু শাইবা রহ. ....... আয়েশা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটিও হযরত আয়েশা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪, সামনে ১০০৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে হুদূদ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

مِجَنٍّ : শব্দটির ميم বর্ণে যের, جيم বর্ণে যবর ও نون বর্ণে তাশ্‌দিদ দিয়ে। অর্থ, ঢাল, লৌহবর্ম।

حَجَفَةٍ : প্রথমে حاء , পরে جيم ও فاء সবগুলোতে যবর দিয়ে। এটি مِجَنٍّ-এর আতফে বয়ান। অর্থ : কাঠ, লাকড়ি, হাড়ের তৈরি চামড়ার প্রলেপ দেওয়া ঢাল।

تُرْسٍ : শব্দটির تاء বর্ণে পেশ, راء বর্ণে সুকুন দিয়ে। অর্থ : হাড়ের তৈরি ঢাল।

সারকথা, এ তিনটি শব্দের অর্থই ঢাল। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, প্রতিটি শব্দের অর্থ ঢাল। হতে পারে সে-সময় ঢালের মূল্য এক দিনারের চার ভাগের একভাগ এবং দশ দিরহামের সমান ছিল। এজন্য কোনো পক্ষেরই দলিল প্রদান শুদ্ধ নয়। কেননা إِذَا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ بَطَلَ الْإِسْتِدْلَالُ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ.

## সহজ তরজমা

৬৩৬০. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল রহ. ... আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রত্যেকটির মূল্য আছে, এর চেয়ে কম চুরি করলে [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে] হাত কাটা হত না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটিও হযরত আয়েশা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ

### সহজ তরজমা

৬৩৬১. ইউসুফ ইব্‌নে মূসা রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে কোনো চোরের হাত কাটা হত না—যদি সে একটি চামড়ার ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রতিটির মূল্যমান এর চেয়ে কম কিছু চুরি করত। ওয়াকি রহ. ও ইব্‌নে ইদ্রিস রহ. উরওয়া রহ. থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটিও হযরত আয়েশা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. عَنْ نَافِعٍ. مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قِيمَتُهُ

### সহজ তরজমা

৬৩৬২. ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ ও সামনে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

### সহজ তরজমা

৬৩৬৩. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ এবং সামনে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদিস পূর্বে গত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢালের কম মূল্যের জিনিস চুরির দায়ে কোনো চোরের হাত কর্তন করেননি। কিন্তু সে যুগে ঢালের মূল্য কত ছিল? এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনায় রয়েছে, তখন ঢালের মূল্য ছিল তিন দিরহাম। আর এ বর্ণনাটি হয়রত হযরত ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাযহাব সমর্থন করে। কিন্তু তহাবি ও নাসায়ি শরিফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে—'যে ঢাল চুরির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত কেটেছিলেন, তা দশ দিরহাম মূল্যের ছিল'। তা ছাড়া নাসায়ি শরিফে হযরত উম্মে আইমান রাযি. এবং عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده থেকে বর্ণিত হাদিসেও তা-ই রয়েছে। এ হাদিসের কারণে দশ দিরহামের কম মূল্যের জিনিস চুরির দায়ে হাত কর্তন করা যাবে কি-না, এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তবে সকলের ঐকমতে দশ দিরহামের বেশি মূল্যের জিনিস চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে। এজন্য হানাফিগণ এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

### সহজ তরজমা

৬৩৬৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ ও পূর্বে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قِيمَتُهُ"

## সহজ তরজমা

৬৩৬৫. ইবরাহিম ইব্‌নে মুনযির রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যমানের ঢাল চুরি করার দায়ে চোরের হাত কর্তন করেছেন। এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও বর্ণনা করেছেন। লাইছ ইবনে সা'দ রহ. বলেন, আমাকে নাফি' [ثَمَنُهُ-এর স্থলে] قِيمَتُهُ বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ ও পূর্বে ১০০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

## সহজ তরজমা

৬৩৬৬. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালার লা'নত বর্ষিত হয় চোরের উপর, যে একটি ডিম চুরি করেছে আর তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে বা একটি রশি চুরি করেছে আর তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ ও পূর্বে ১০০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

### ৩৫৯৫. অনুচ্ছেদ : চোরের তওবা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَأْتِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا.

## সহজ তরজমা

৬৩৬৭. ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নারীর হাত কর্তন করেছেন। আয়েশা রাযি. বলেন, সে নারীটি এরপরও আসত। আর আমি তার প্রয়োজনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থাপন করতাম। নারীটি তওবা করেছিল এবং তার তওবা সুন্দর হয়েছে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ এবং পূর্বে ৩৬১, ৪৯৪, ৫২৮, মাগাযিতে ৬১৬ ও ১০০৩ পৃষ্ঠায়। ✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৬৯ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ، فَقَالَ: "أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৬৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুহাম্মদ জু'ফি রহ. ... উবাদা ইব্‌নে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে বাইয়াত করেছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদের এ মর্মে বাইয়াত করছি, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না, সামনে বা পিছনে কোনো অপবাদ করবে না, বিধিসম্মত কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না, তোমাদের মধ্যে যে আপন অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়িত করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট। আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে জন্য দুনিয়ায় যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য গুনাহের কাফফারা এবং গুনাহের পবিত্রতা। আর যার (দোষ) আল্লাহ্ তায়ালা গোপন রেখেছেন তার মুয়ামালা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে। (আল্লাহ্) ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আবু আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারি রহ.) বলেন, হাত কেটে দেওয়ার পর যদি চোর তওবা করে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে শরিয়তের শাস্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য যখন সে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, যার উপর হদ প্রয়োগ করা হয়েছে, সে পবিত্র হয়ে গেছে। সেইসাথে যখন সে তওবা করে নিল, সে তার পূর্বের মর্যাদা ফিরে পাবে। অর্থাৎ তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৪ ও পূর্বে ০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারি-১/২৪৩ দেখুন!

আল-হামদু লিল্লাহ! বুখারি শরিফের সাতাইশতম পারা সুসম্পন্ন হল।

১৩ যিলকদ ১৪২৭ হিজরি। মুহাম্মদ উসমান গণি। গুফিরা লাহু।

## আঠাশ পারা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

## অধ্যায় : যুদ্ধবাদী কাফির ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ. [المائدة : ٣٣]

মহান আল্লাহর বাণী– যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের শাস্তি ...। (সূরা মায়িদা-৩৩)

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এখানে كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ শিরোনামটি প্রশ্নবিদ্ধ। বরং كِتَابُ এর পরিবর্তে بَابُ الْمُحَارِبِينَ নামে শিরোনাম চয়নই যথোচিত ছিল। কিন্তু আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এ প্রশ্নটি ভুল বরং كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ শিরোনাম চয়ন সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ।

এর সারকথা হল, مُحَارِبِينَ-এর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধী অন্তর্ভুক্ত। যেমন : মদ্যপ, চোর, ডাকাত, কাফির, মুরতাদ প্রমুখ সবাই মুহারিব—আল্লাহর সাথে যুদ্ধকারী; কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. এখানে বিশেষ কিছু অনুচ্ছেদ চয়ন করতে চেয়েছেন, যেগুলোর সম্পর্ক বিশেষ মুরতাদ ও কাফিরদের সাথে। হুদূদ অধ্যায়ে উল্লেখিত মুহারিব অপরাধীদের থেকে বড় দাগী অপরাধী। তাই এখানে بَابُ-এর পরিবর্তে كِتَابُ বলাই যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। হাঁ! কেবল একটি অনুচ্ছেদ কাফির ও মুরতাদের সাথে সম্পৃক্ত হলে নিশ্চয় بَابُ বলাই যৌক্তিক ছিল।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ الخ : 'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলীতে চড়ানো হবে বা তাদের হস্তপদসমূহকে বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হবে।' (সূরা মায়েদা-৩৩)

**আয়াতের ব্যাখ্যা :**

এখানে চারটি শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এ চারটি শস্তি ভিন্ন ভিন্ন চারটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটাই বিশুদ্ধম অভিমত। ইমামের জন্য এ চারটি শাস্তির মধ্যে প্রত্যেকটি স্থানের জন্য ইখতিয়ার দেওয়া হয় নি। যদিও কতক প্রবীণ আলেম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আয়াতে কারিমায় শাস্তিসমূহের বর্ণনায় যে أَوْ অব্যয়টি বারবার এসেছে, এটা تَخْيِيرٌ [স্বাধীনতা প্রদান]-এর জন্য নয় বরং অবস্থা-পরিস্থিতির ক্রমবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا.

## সহজ তরজমা

৬৩৬৯. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকল গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মদিনার জলবায়ু তাদের অনুকূল হল

না। তাই তিনি তাদেরকে সদকার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর প্রস্রাব ও দুগ্ধ পান করার আদেশ করলেন। তারা তা-ই করল। ফলে সুস্থ হয়ে গেল। অবশেষে তারা দীন ত্যাগ করে উট পালের রাখালদেরকে হত্যা করে সেগুলো নিয়ে চলল। এদিকে তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাদেরকে (ধরে) আনা হল। আর তাদের হাত-পা কাটলেন ও লৌহ শলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষত স্থানে লোহা পুড়ে দাগ দিলেন না। অবশেষে তারা মারা গেল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا বাক্যে। আর শিরোনামে আছে مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ। আর এ উকাল ও উরাইনার লোকগুলো মুরতাদ হয়ে বিদ্রোহ করেছিল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৫, পূর্বে ৩৬ তাহারাতে, ২০৩, ৪২৩ জিহাদে, ৬০২, ৬৬৩ মাগাযিতে, ৮৪৮, ৮৫২, সামনে ১১০৫ ও ১০১৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/৫৭, আবু দাউদ-২/৬০০, তিরমিযি-১/১১, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২৫৬ দেখুন!

بَابٌ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

### ৩৫৯৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি; অবশেষে তারা মারা গেল

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا.

## সহজ তরজমা

৬৩৭০. মুহাম্মদ ইব্‌নে সালত রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উরাইনা গোত্রের লোকদের (হাত, পা) কাটলেন। অথচ তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৫ এবং পূর্বে ১০০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি পূর্বে বহুবার গত হয়েছে।

بَابٌ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

### ৩৫৯৭. অনুচ্ছেদ : ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয় নি; অবশেষে তারা (পিপাসায়) মারা গেল

قوله : لَمْ يُسْقَ : এখানে لَمْ يُسْقَ শব্দটির ياء বর্ণে পেশ, قاف বর্ণে যবর দিয়ে। এটি مجهول-এর ছিগাহ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ. فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلاً. فَقَالَ : "مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ". فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا. وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ الصَّرِيخُ. فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ. فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ. فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ. وَمَا حَسَمَهُمْ. ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৭১. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্‌ল গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। তারা সুফফায় অবস্থান করত। মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুধ তালাশ করুন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের জন্য এ ছাড়া কিছু পাচ্ছি না যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উটপালের কাছে যাবে। তারা সেগুলোর কাছে আসল। আর সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ ও মোটা হয়ে উঠল। আর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে সংবাদ পৌছুলে তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র প্রখর হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি লৌহশলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। তা গরম করে তা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দিলেন এবং তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হল। কিন্তু লোহা গরম করে দাগ লাগান নি। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল; কিন্তু পান করানো হল না। অবশেষে তারা মারা গেল। আবু কিলাবা রহ. বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে। يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا سُقُوا حَتّٰى مَاتُوْا বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৫, পূর্বে ৪২৩, সামনে ১০০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি পূর্বে বহুবার গত হয়েছে।

بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِيْنَ

### ৩৫৭৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন

[আমাদের ভারতীয় সংস্করণে রয়েছে بَابُ سَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِيْنَ।]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَهْطًا. مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. فَشَرِبُوا حَتّٰى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ. فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتّٰى جِيءَ بِهِمْ. فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا. وَقَتَلُوا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৭২. কুতাইবা রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের একদল অথবা তিনি বলেন উরাইনা গোত্রের—আমার মনে হয় তিনি উকল গোত্রেরই বলেছেন—মদিনায় আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ করলেন, যেন তারা সেসব উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করে। তারা তা পান করল। অবশেষে যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তখন এরা রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। ভোরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র চড়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্পর্কে তিনি নির্দেশ জারি করলেন। তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পান করানো হল না। আবু কিলাবা রহ. বলেন : ওই লোকগুলো এমন একটি দল যারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরি করেছিল আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি হযরত আনাস রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৫, পূর্বে ১০০৫ ও মাগাযিতে ৬০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২৫৬ দেখুন!

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الفَوَاحِشَ

### ৩৫৯৯. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফযিলত

**ব্যাখ্যা :**

فَوَاحِشَ শব্দটি فَاحِشَةٌ-এর বহুবচন। প্রত্যেক বড় ও শক্ত গুনাহকে فَاحِشَةٌ বলা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক কবিরা গুনাহ—তা কথা হোক চাই কাজ—সবই فَوَاحِشَ-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ সময় যিনার উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন, কুরআন শরিফে ইরশাদ হয়েছে : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا । (সূরা বনি ইসরাঈল-৩২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ. وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্নে সালাম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাত প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়াভিন্ন অন্য কোনো ছায়া হবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্। ২. আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত যুবক। ৩. এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে আর তার চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়। ৪. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদে আটকে থাকে। ৫. এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করে। ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত রূপসী রমণী নিজের দিকে আহ্বান করল আর সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. এমন ব্যক্তি যে দান করল এবং এমন গোপনে করল যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কি করেছে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ... قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৫, পূর্বে ৯১ এবং সামনে ১৯১ ও ৯৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বাকি স্থানগুলো জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/২৮৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ. وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ. تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ".

## সহজ তরজমা

৬৩৭৪. মুহাম্মদ ইব্নে আবু বকর রহ. ও খলিফা ... সাহল ইব্নে সা'দ সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ আমার জন্য দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিব।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করবে, সে فَوَاحِشْ (অশ্লীল কাজকর্ম) থেকে বেঁচে থাকার মর্যাদা লাভ করবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৫ ও পূর্বে ৯৫৮-৯৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

'তাওয়াক্কুল'-এর মূল অর্থ— কোনো জিনিসের উপর নির্ভর ও ভরসা করা। লজ্জাস্থানের হেফাজত হল, যিনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা থেকে বেঁচে থাকা। আর এটাই শিরোনামের সাথে সম্পৃক্ত। আর জিহ্বার হেফাজত হল– মিথ্যা, গিবত, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা। অধিকাংশ গুনাহ এ দু' অঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই যে ব্যক্তি এ দুই অঙ্গকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখল, সে সকলকাম হয়ে গেল।

بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ

### ৩৬০০. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীদের পাপ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَلَا يَزْنُوْنَ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

আল্লাহর বাণী– আর তারা ব্যভিচার করে না। (সূরা ফরকা-৬৮) এবং তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা বনি ইসরাঈল-৩২)

**ব্যাখ্যা :** এখানে প্রথম আয়াতে কারিমা لَا يَزْنُوْنَ সূরা ফুরকান-৬৮ নং আয়াতের একটি অংশ। সেখানে আল্লাহ তায়ালা তার একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে عِبَادُ الرَّحْمٰنِ উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয়টি وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا সূরা বনি ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতের অংশবিশেষ।

أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

## সহজ তরজমা

৬৩৭৫. দাউদ ইবনে শাবিব রহ. ... কাতাদা রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত আনাস রাযি. বলেছেন : আমি তোমাদেরকে এমন এক হাদিস বর্ণনা করব, যা আমার পরে তোমাদেরকে কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : কিয়ামত সংঘটিত হবে না অথবা তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনাবলির একটি হল– ইলম তুলে নেওয়া হবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে, ব্যাপকভাবে যিনা-ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, নারীর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে, পঞ্চাশজন নারীর তত্ত্বাবধায়ক হবে একজন পুরুষ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَيَظْهَرَ الزِّنَا (اى يُشِيعُ وَيَشْتَهِرُ) বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৫-১০০৬ এবং পূর্বে ১৮, ৭৮৭ ও ৮৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

أَخْبَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ". قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

## সহজ তরজমা

৬৩৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুছান্না রহ. .. ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। মুমিন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি চুরি করে না। মুমিন থাকা অবস্থায় কেউ মদ পান করে না। মুমিন থাকা অবস্থায় কেউ হত্যা করে না। ইকরামা রহ. বলেন, আমি ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম : তার থেকে ঈমান কিভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়? তিনি বললেন, এভাবে। আর আঙুলিগুলি পরস্পর জড়ালেন, এরপর আঙুলিগুলি বের করলেন। যদি সে তওবা করে, তবে পূর্ববৎ এভাবে ফিরে আসে। এটা বলে আঙুলিগুলি পুনরায় পরস্পর জড়ালেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের প্রথমাংশে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৬ ও পূর্বে ১০০২-১০০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ".

## সহজ তরজমা

৬৩৭৭. আদম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে মুমিন থাকে না। তবে তারপরও তওবা অবারিত।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৬ এবং পূর্বে ৩৩৬, ৮৩৬, ১০০১ ও ১০০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ. وَسُلَيْمَانُ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ "أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ". قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ". قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنِي وَاصِلٌ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৭৮. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন : তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা

করা। ইয়াহইয়া রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ......... অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমর রহ. ... আবু মায়সারা রহ. বলেন : এটাকে ছেড়ে দাও! এটাকে ছেড়ে দাও!

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৬, পূর্বে তাফসিরে ৬৪৩ ও সামনে ১১২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম الايمان অধ্যায়ে, আবু দাউদ الطلاق অধ্যায়ে ও তিরমিযি التفسير অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

## بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ

## ৩৬০১. অনুচ্ছেদ : বিবাহিতকে রজম করা

وَقَالَ الْحَسَنُ: «مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي»

হযরত হাসান রহ. বলেন, যে আপন বোনের সঙ্গে ব্যভিচার করে, তার উপর যিনার হদ প্রয়োগ হবে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

مُحْصَن : শব্দটির صاد বর্ণে যবর দিয়ে إِحْصَانٌ মাসদার থেকে اسم مَفْعُوْل-এর ছিগাহ। إِحْصَانٌ অর্থ— বাঁধা দেওয়া, হেফাজত করা। তবে مُحْصَن শব্দটির صاد বর্ণে যের দিয়ে পড়াও জায়েয আছে। مُحْصَنٌ (মুহসান) ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে বিবাহ-শাদী করে নিজের প্রবৃত্তিকে নির্লজ্জতা থেকে হেফাজত করেছে। আর বিবাহ করে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। আর বিবাহের পর পুরুষকে যেমনি مُحْصَنٌ বলা হয়, তেমনি নারীও আপন স্বামীর সাথে সহবাসের পর مُحْصَنَةٌ হয়ে যায়। আর যিনা-ব্যভিচার প্রমাণিত হলে مُحْصَن নর-নারী শাস্তি হল, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

## সহজ তরজমা

৬৩৭৯. আদাম রহ. ... শা'বি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি আলী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : আলী রাযি. জুমার দিন জনৈকা নারীকে যখন রজম করেন, তখন বলেন– 'আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত মাফিক রজম করলাম'।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**অবিবাহিতদের শাস্তি বেত্রাঘাত আর বিবাহিতদের প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা**

বুখারি শরিফ দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুত তাফসিরে সূরা নিসার أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: আয়াতের তাফসিরে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে গত হয়েছে। اَلرَّجْمُ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدُ لِلْبِكْرِ অর্থাৎ বিবাহিতদের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা আর অবিবাহিতদের শাস্তি বেত্রাঘাত। (বুখারি-২/৬৫৭, এখানে নাসরুল বারি-৯/১৩৫ পড়া বেশ উপকারী)

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**প্রশ্ন :** 'বিবাহিত নর-নারী যিনা করলে তাদের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা'র দলিল কি? কুরআন মাজিদে তো শুধু বেত্রাঘাতের কথা এসেছে?

**জবাব :** সহিহ মুসলিম, নাসায়ি শরিফ ও আবু দাউদসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ﴾ (صحيح مسلم: ٣ / ١٣١٦، بَابُ حَدِّ الزِّنَى)

অর্থাৎ তোমরা আমার থেকে জ্ঞানার্জন করো। তোমরা আমার থেকে জ্ঞানার্জন করো! আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারী নারীদের জন্য যে বিধান সূরা নিসায় অবতীর্ণ করেছিলেন, এখন তিনি সূরা নূরে বলেছেন : অবিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন; আর বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

১। অবিবাহিত নারী-পুরুষেদের শাস্তি হল, একশত বেত্রাঘাত। এটাই সূরা নূরের আয়াতে রয়েছে। তার সাথে এ হাদিসে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে, পুরুষকে এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো।

এ নির্বাসন কি একশত বেত্রাঘাতের মতোই আবশ্যক, না কাজি সাহেবের রায়ের উপর নির্ভরশীল?

এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর মতে শেষ পদ্ধতিটিই শুদ্ধ অর্থাৎ এক বছরের নির্বাসন কাজি সাহেবের রায়ের উপর নির্ভরশীল। তিনি প্রয়োজন মনে করলে এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাবেন, নয়তো পাঠাবেন না।

২। দ্বিতীয়ত এ হাদিসে বিবাহিত নারী-পুরুষকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার পূর্বে একশত বেত্রাঘাতের কথাও রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদিসের বর্ণনা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের আমল দ্বারা প্রমাণিত আছে, এ দুই শাস্তি একত্র করা হবে না। বিবাহিতদের উপর পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। যেমন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত মায়িয আসলামি রাযি. ও গামিদিয়া নারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন। এটা অধিকাংশ হাদিসের কিতাবে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. ও হযরত যায়দ ইবনে খালিদ জুহানি রাযি.-এর হাদিস সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, এক অবিবাহিত পুরুষ জনৈক বিবাহিতা নারীর কর্মচারী ছিল। এরপর সে ওই নারীর সাথে যেনায় লিপ্ত হল। যিনাকারীর পিতা নিজের পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তার স্বীকারোক্তির দ্বারা ঘটনা প্রমাণিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ 'আমি তোমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়সালা করে দিব'। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ জারি করলেন, অবিবাহিত পুরুষটিকে একশত বেত্রাঘাত করবে। আর বিবাহিতা নারীটিকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার জন্য হযরত উনাইস রাযি.-কে নির্দেশ দিলেন। হযরত উনাইস রাযি. নিজেই নারী থেকে স্বীকারোক্তি নিলেন। সে দোষ স্বীকার করে নিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ অনুযায়ী তার উপর পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি কার্যকর করা হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজনকে একশত বেত্রাঘাত আর অন্যজনকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দিলেন আর উভয় শাস্তিকে 'কিতাবুল্লাহর বিচার' বললেন। অথচ সূরা নূরের আয়াতে শুধু ১০০ বেত্রাঘাতের কথা রয়েছে; পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি উল্লেখ নেই।

এখন এর কারণ হয়তো তিলাওয়াত রহিত; হুকুম বিধিবদ্ধ আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রায় দিয়েছেন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নূরের আয়াতের তাফসির করেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সকল বিধান ওহী। কুরআন মাজিদে রয়েছে, [إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. [النجم: ٤। অবশ্য কোনো কোনো বিধান কিতাবুল্লাহে পঠিত নয়। সহিহ বুখারি শরিফসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর খুতবা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত আছে,

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ. (صحيح مسلم : ١٣١٧/٣)

হযরত উমর ইবুল খাত্তাব রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন : আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ ﷺ -কে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। কিতাবুল্লাতে যখন আল্লাহ তায়ালা রজমের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আমরা তা পাঠ করেছি, মুখস্থ করেছি ও এর মর্ম বুঝেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই রজম করেছেন, পরবর্তীসময়ে আমরাও রজম করেছি। কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে, দীর্ঘ কাল-পরিক্রমায় না জানি কেউ বলে বসে, আমরা কিতাবুল্লাহে রজমের আয়াত পাই নি। তখন তারা পথচ্যুত হয়ে যাবে দীনের একটি ফরয বিধান ছেড়ে দেওয়ার কারণে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। শোনো! কিতাবুল্লাহে রজমের আয়াত সত্য। এটা প্রয়োগ হবে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর উপর যদি তাদের যিনার ব্যাপারে শরঈ সাক্ষী থাকে অথবা গর্ভ [সঞ্চার] হয় কিংবা তাদের স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। (মুসলিম-২/৬৫)

তাছাড়া বুখারি-২/১০০৯ সবিস্তারে হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِي.

## সহজ তরজমা

৬৩৮০. ইসহাক রহ. ... শায়বানি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আবু আওফা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি রজম করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! আমি বললাম, সূরা নূরের আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি অবগত নই।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৬ ও সামনে ১০১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** শায়বানির প্রশ্নের ফায়দা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রজম সূরা নূর অবতীর্ণের পূর্বে হয়ে থাকলে রজম রহিত হয়ে যাওয়ার দাবি করা সম্ভব হবে। কেননা সূরা নূরের الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا الخ আয়াতে কেবল বেত্রাঘাতের উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রজম যদি সূরা নূরের উপরিউক্ত আয়াতের পরে হয়ে থাকে, তাহলে হতে পারে উল্লেখিত আয়াতটি অবিবাহিতদের জন্য প্রযোজ্য, আর বিবাহিদের জন্য রজম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

## সহজ তরজমা

৬৩৮১. মুহাম্মদ ইব্নে মুকাতিল রহ. ... জাবির ইব্নে আব্দুল্লাহ্ আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, সে যিনা করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে রজম করা হলো। আর সে ছিল বিবাহিত।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৬, পূর্বে ৭৯৪ এবং সামনে ১০০৭, ১০০৮, ১০৬২ ও ১০৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি الحُدُود অধ্যায়ে, নাসায়ি الجَنَائِز অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ : لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

### ৩৬০২. অনুচ্ছেদ : পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না

وَقَالَ عَلِيٌّ. لِعُمَرَ : أَمَا عَلِمْتَ : أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

হযরত আলী রাযি. উমর রাযি.-কে বললেন : আপনি কি জানেন না, পাগল থেকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত, বালক থেকে সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

যদি কোনো পাগল-পাগলিণী উন্মাদ অবস্থায় যিনা করে, তাহলে রজম করা যাবে না। এর উপর ইজমা রয়েছে। (ফাতহুল বারি ও উমদাতুল কারি) তবে কেউ যিনা করার পর পাগল হয়ে গেলে সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রজমকে বিলম্ব করা হবে কি-না, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। জমহূর আলেমদের মতে রজম বিলম্ব করা হবে না। কেননা রজম দ্বারা হত্যাই উদ্দেশ্য। তাই সুস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করায় কোনো লাভ নেই। (ফাতহুল বারি)

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফাতুহল বারি দেখুন!

قَوْلُهُ : وَقَالَ عَلِيٌّ. لِعُمَرَ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিকট জনৈক পাগলিণী নারীকে ধরে আনা হল। সে ব্যভিচার করেছিল এবং গর্ভবতী হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হযরত উমর ফারুক রাযি. তাকে রজম করার ইচ্ছা করলেন। তখন হযরত আলী রাযি. হযরত উমর ফারুক রাযি.-কে বললেন, আপনি কি জানেন না তিন ব্যক্তি হতে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে? অতপর তিনি সে হাদিসটি শোনালেন। এরপর হযরত উমর ফারুক রাযি. বললেন, তুমি সঠিক বলেছ এবং তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَبِكَ جُنُونٌ". قَالَ لَا. قَالَ "فَهَلْ أَحْصَنْتَ". قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ. فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৮২. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এল। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। (একথা শুনে) রাসূল সা. তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার

সাক্ষ্য পদান করল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামির দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হাঁ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম করো। ইব্নে শিহাব রহ. বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইব্নে আব্দুল্লাহ রাযি.-কে বলতে শুনেছেন : আমি তার রজমকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা তাকে জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করি। পাথরের আঘাত যখন তার অসহ্য হচ্ছিল, তখন সে পালাতে লাগল। আমরা হাররা নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম। আর সেখানে তাকে রজম করলাম।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে أَبِكَ جُنُونٌ বাক্যে। কেননা এর মর্মার্থ হল, সে যদি পাগল হয়, তবে তাকে রজম করা যাবে না।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৬, পূর্বে ৭৯৪, সামনে ১০০৭, ১০০৮, ১০৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ : لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

## ৩৬০৩. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীর জন্য পাথর

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ". زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ "وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

## সহজ তরজমা

৬৩৮৩. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ও ইব্নে যাম্‌য়া রাযি. ঝগড়া করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদ ইব্নে যাম্‌য়া! এ সন্তান তোমারই। সন্তান শয্যাধিপতির। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা কর। কুতাইবা রহ. লায়স রহ. থেকে আমাদেরকে এ বাক্যটি বেশি বলেছেন, ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৭, পূর্বে ২৭৬, ২৯৫, ৩২৬, ৩৪৪, ৬১৬, ৯৯৯, ১০০১ এবং সামনে ১০৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৮৪. আদম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিছানা যার সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৬৭ দেখুন!

## بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

## ৩৬০৪. অনুচ্ছেদ : সমতল স্থানে রজম করা

উমদাতুল কারি, ফাতহুল বারি ও আল কাওয়াকিবুদ দুরারি গ্রন্থে এভাবেই তথা فِي الْبَلَاطِ রয়েছে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংস্করণে بِالْبَلَاطِ রয়েছে। তবে এখানেও باء হরফটি যরফের জন্য ব্যবহৃত।

**بَلَاطٌ** : শব্দটির باء বর্ণে যবর দিয়ে। একটি স্থানের নাম। এটা মসজিদে নববির সামনে একটি প্রস্তরময় ভূমি। এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারি রহ. এর উদ্দেশ্য হল, রজম করার জন্য কোনো স্থান সুনির্দিষ্ট নেই। কখনো ঈদগাহে বা কখনো প্রস্তরময় ভূমিতে রজম করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمْ : "مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ". قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ. فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا.

### সহজ তরজমা

৬৩৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে উসমান রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এক ইহুদি পুরুষ ও এক ইহুদি নারীকে হাজির করা হল। তারা উভয়েই যিনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের কিতাবে কি পাও? তারা বলল, আমাদের পাদ্রীরা চেহারা কালো করার ও উভয়কে গাধার পিঠে বিপরীতমুখী বসিয়ে প্রদক্ষিণ করানোর রীতি চালু করেছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সালাম রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাদেরকে তাওরাত নিয়ে আসতে বলুন। এরপর তা নিয়ে আসা হল। তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর নিজের হাত রেখে দিল এবং এর অগ্র-পশ্চাৎ পড়তে লাগল। তখন ইব্‌নে সালাম রাযি. তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। (হাত উঠালে দেখা গেল) তার হাতের নিচে রয়েছে রজমের আয়াত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। উভয়কে রজম করা হল। ইব্‌নে উমর বলেন, তাদের উভয়কে সমতল স্থানে রজম করা হয়েছে। তখন ইহুদি পুরুষকে দেখেছি নারীর উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৭, পূর্বে ১৭৭, ৫১৩ ও ৬৫৪, সামনে ১০১১, ১০৯০ ও ১১২৫ এবং আবু দাউদ ও মুসলিম শরিফেও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

## ৩৬০৫. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহ ও জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করা

**ব্যাখ্যা :**

مُصَلَّى-এর আসল অর্থ, ঈদগাহ। যেখানে ঈদ ও জানাযার নামায পড়া হয়ে থাকে। অনুচ্ছেদের অধীনে হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে সুস্পষ্ট فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى বাক্য রয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল, মর্যাদার দিক দিয়ে ঈদগাহ মাসজিদের সমান নয়। কেননা মসজিদে হদ প্রয়োগ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَبِكَ جُنُوْنٌ. قَالَ : لَا. قَالَ : آحْصَنْتَ. قَالَ : نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ. فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلْ يُوْنُسُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فَصَلَّى عَلَيْهِ. سُئِلَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ : فَصَلَّى عَلَيْهِ، يَصِحُّ؟ قَالَ : رَوَاهُ مَعْمَرٌ. قِيلَ لَهُ : رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ : لَا

### সহজ তরজমা

৬৩৮৬. মাহমুদ রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে হাজির হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি পাগল? সে বলল, না। তিনি তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে ঈদগাহে রজম করা হল। পাথর যখন তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তখন সে পালাতে লাগল। তারপর তাকে পাকড়া করে রজম করা হল। অবশেষে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্বন্ধে ভালো মন্তব্য করলেন ও তার নামাযে জানাযা আদায় করলেন। ইউনুস ও ইব্‌নে জুরাইজ রহ. যুহ্‌রি রহ. থেকে فَصَلَّى عَلَيْهِ বাক্যটি বলেন নি। আবু আব্দুল্লাহ বুখারি রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছে, فَصَلَّى عَلَيْهِ বর্ণনাটি কি বিশুদ্ধ? তিনি বললেন, এটিকে মা'মার বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, এটিকে মা'মার ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছে কি? তিনি বললেন, না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৭, পূর্বে ৭৯৪, ১০০৬ ও ১০০৮, সামনে ১০৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** উপর্যুক্ত হাদিসে হযরত মায়িয আসলামি রাযি.-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাকে প্রস্তরাঘাত করা হলে মানুষ তাঁর ব্যাপারে দুভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলল, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাকে তার গুনাহ বেষ্টন করে নিয়েছে। আরেক দল বলল, মায়িয আসলামি রাযি.-এর তওবাই সর্বোত্তম তওবা।

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মায়িজ আসলামি এমন তওবা করেছে, সমগ্র উম্মতের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলে তা যথেষ্ট হবে।

**প্রশ্ন :** কোনো কোনো বর্ণনায় তার জানাযার নামাযের প্রমাণ পাওয়া যায় আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ দুই বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে হবে?

**জবাব :** রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথর নিক্ষেপের সময় তো জানাযার নামায পড়েননি। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তীসময়ে জানাযার নামায পড়েছেন। কাজেই আর কোনো প্রশ্ন নেই।

**মাসয়ালা :** জমহূর ফুকাহায়ে ইসলামের মতে ব্যভিচারীর জানাযার নামাযও ফরযে কেফায়া, যদিও সে রজম দ্বারা মৃত্যুবরণ করেছে। কেননা যিনা করা ও যিনার শাস্তি পাওয়ার কারণে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়নি বরং মুসলমানই রয়েছে।

بَابٌ : مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُوْنَ الْحَدِّ

فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا. قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِيْ جَامَعَ فِيْ رَمَضَانَ. وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

**৩৬০৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এমন কোনো অপরাধ করল, যা হদের আওতাভুক্ত নয়**

এরপর সে ইমামকে অবগত করল, তবে তওবার পর তার উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ হবে না, যখন সে ফতোয়া জানার জন্য আসে। [যেমন, কেউ চুমো খেল। এরপর সে তওবা করল। এখন তার উপর কোনো শাস্তি নেই বরং তার গুনাহ দূর হয়ে গেছে।] হযরত আতা রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাস্তি দেননি ওই ব্যক্তিকে, যে রমাযানে স্ত্রীসঙ্গম করেছে। আর উমর রাযি. হরিণ শিকারীকে শাস্তি দেননি । এ ব্যাপারে আবু উসমান রহ. ইবনে মাসউদ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা রয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا. وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِيْ رَمَضَانَ. فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً". قَالَ لَا. قَالَ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ". قَالَ لَا. قَالَ "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا". وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ احْتَرَقْتُ. قَالَ "مِمَّ ذَاكَ". قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ. قَالَ لَهُ "تَصَدَّقْ". قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ. فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَا أَدْرِيْ مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ". فَقَالَ هَا أَنَا ذَا. قَالَ "خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ". قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّيْ مَا لِأَهْلِيْ طَعَامٌ قَالَ "فَكُلُوهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ "أَطْعِمْ أَهْلَكَ".

**সহজ তরজমা**

৬৩৮৭. কুতাইবা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রমাযানে আপন স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন করে ফেলল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য তোমার আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি দু'মাস রোযা পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে ষাট জন মিসকিনকে আহার করাও। লায়স রহ. এর সূত্রে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে মসজিদে আসল। তখন সে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তা কার সাথে? সে বলল, আমি রমাযানের মধ্যে আমার স্ত্রীর সাথে মিলন করে ফেলেছি। তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি সাদকা কর। সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। সে বসে রইল। এমতাবস্থায় একব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসল। আর তার সাথে ছিল খাদ্যদ্রব্য। আব্দুর রহমান রহ. বলেন, আমি জানি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে কি আসল?

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, এই তো আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও! সে বলল, আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদের? আমার পরিবারের কাছে সামান্য আহার্যও নেই। তিনি বললেন, তবে তা তোমরাই খেয়ে নাও। আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন, প্রথম হাদিস তথা أَطْعِمْ أَهْلَكَ অধিক সুস্পষ্ট।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে দিনের বেলায় আপন স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীকে শাস্তি দেননি।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৭, পূর্বে ২৫৯ পৃষ্ঠায়, মুসলিম ও আবু দাউদে اَلصَّوْمُ অধ্যায়ে রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৫০২ দেখুন!

بَابٌ إِذَا أَقَرَّ بِالحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

## ৩৬০৭. অনুচ্ছেদ : যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?

অর্থাৎ পরিষ্কার করে বলে নি, সে কী গুনাহ করেছে। শুধু বলেছে, আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। তাহলে কি ইমামের জন্য দোষ গোপন করা কি জায়েয? তথা তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ না করা—তুমি কি গুনাহ করেছ যে, তুমি নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত বলছ?

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا. فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ "أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ". أَوْ قَالَ "حَدَّكَ".

## সহজ তরজমা

৬৩৮৮. আব্দুল কুদ্দুস ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না। আনাস রাযি. বলেন। তখন নামাযের সময় এসে গেল। সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে নামায আদায় করল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন : তুমি কি আমার সাথে নামায আদায় করনি? সে বলল, হাঁ! তিনি বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অথবা বললেন : তোমার শাস্তি (মাফ করে দিয়েছেন)।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ হাদিসটি শিরোনামকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :

১। বাহ্যত বুঝা যায়, বিষয়টি হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তির সাথেই নির্দিষ্ট ছিল। আর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় শরয়ি বিধানমতে নামায দ্বারা কেবল ছগিরা গুনাহই মাফ হয়।

২। দ্বিতীয়ত হতে পারে লোকটি কেবল চুমু খেয়েছিল। কিন্তু চরম লজ্জায় সে 'হদ' প্রয়োগ করতে বলেছিল। যেন এটাও যিনা তুল্য। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার নামাযই তোমার গুনাহ মাফ করিয়ে দিয়েছে।

بَابٌ: هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

### ৩৬০৮. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোক্তিকারীকে কি ইমাম 'সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ' বলতে পারেন?

(অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে যিনার স্বীকারোক্তি দেয়, যা 'হদ' ওয়াজিব করে, তবে ইমামের জন্য কি এমন জিজ্ঞাসাবাদ জায়েয আছে, যাতে হদ ওয়াজিব না হয়? কেননা বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলে 'হদ' রহিত হয়ে যায়।)

حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ. سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ". قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "أَنِكْتَهَا". لَا يَكْنِي. قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

## সহজ তরজমা

৬৩৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ জু'ফি রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়িয ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এল তখন তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি চুম্বন খেয়েছ অথবা ইশারা করেছ অথবা (কুদৃষ্টিতে) তাকিয়েছ? সে বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তাহলে কি তার সাথে তুমি সঙ্গম করেছ? কথাটি অস্পষ্ট করে বলেন নি। সে বলল, হাঁ! তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দবিশ্লেষণ**

أَنِكْتَهَا : এখানে হামযাটি প্রশ্নবোধক। এরপর نون বর্ণে যের ও كاف বর্ণে সাকিন। এরপর তা, হা ও الف দিয়ে। نِكْتَ শব্দটি بِعْتَ-এর ওজনে। نَاكَ. يَنِيكُ. نَيْكًا অর্থ– যিনা করা, ব্যভিচার করা।

بَابُ سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ : هَلْ أَحْصَنْتَ

### ৩৬০৭. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন 'তুমি কি বিবাহিত'?

অর্থাৎ বিবাহিতদের জন্য রজম ও অবিবাহিতদের জন্য বেত্রাঘাত।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَبِكَ جُنُونٌ". قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ "أَحْصَنْتَ". قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرًا. قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

## সহজ তরজমা

৬৩৯০. সাঈদ ইব্‌নে উফায়র রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। এসে তাঁকে ডাক দিল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি যিনা করেছি, সে নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছে। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে ওই দিকেই সরে দাঁড়াল, যে দিকে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখ করলেন। বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর সে এদিকেই আসল যেদিকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি যখন নিজের নফসের বিরুদ্ধে চার বার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মধ্যে কি পাগলামি আছে? সে বলল– না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তাহলে তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হাঁ! হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং রজম করো। ইব্‌নে শিহাব রহ. বলেন, আমাকে এ হাদিস এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাযি.-কে বলতে শুনেছেন : তার রজমকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তাকে ঈদগাহে অথবা জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করেছি। পাথরের আঘাত যখন তাকে ব্যাকুল করে তুলল, তখন সে দ্রুত দৌড়াতে লাগল। আমরা হাররা নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম এবং তাকে রজম করলাম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে "فَقَالَ "أَحْصَنْتَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০০৮, পূর্বে ৭৯৪, ১০০৬ এবং সামনে ১০৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ : অর্থাৎ আমি শুধু মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে আসি নি যে, নিজের বা অন্য কারো সম্পর্কে মাসয়ালা জেনে চলে যাব। বরং আমি খোদ যিনার মতো পাপ করে ফেলেছি। কাজেই আমার উপর শরিয়াতের হদ কার্যকর করুন।

## بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

## ৩৬১০. অনুচ্ছেদ : যিনার স্বীকারোক্তি

**ব্যাখ্যা :**

এ মাসয়ালাটি মতবিরোধপূর্ণ। অর্থাৎ হানাফি ও হাম্বলিদের মতে চারবার স্বীকারোক্তি জরুরি। যেমন-মায়িয আসলামি রাযি. বারবার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। অবশ্য শাফিয়ি ও মালিকিদের মতে একবার স্বীকারোক্তি করাই যথেষ্ট।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي. قَالَ قُلْ. قَالَ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ. ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ. فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ.

### সহজ তরজমা

৬৩৯১. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা ও যায়িদ ইবনে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে (আল্লাহর) কসম দিয়ে বলছি। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মতে ফায়সালা করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ লোকটি দাঁড়াল। আর সে তার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। তাই সে বলল, আপনি আমাদের ফায়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীই করে দিন। আর আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বললেন : বল। সে বলল, আমার পুত্র ওই ব্যক্তির অধীনে চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলেছে। আমি একশত ছাগল ও একজন গোলামের বিনিময়ে তার সাথে আপস করে নেই। তারপর আমি আলিমদের অনেককে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বললেন, আমার পুত্রের শাস্তি একশত কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম হলো তার স্ত্রীর শাস্তি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কসম ওই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। একশত ছাগল ও গোলাম তোমার কাছে ফেরত যাবে। আর তোমার পুত্রের উপর একশত কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি সকালে ওই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে রজম করবে। পরদিন সকালে তিনি তার কাছে গেলেন। আর সে স্বীকার করল। ফলে তাকে রজম করলেন।

আমি সুফিয়ান রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, ওই ব্যক্তি কি বলেনি, 'লোকেরা আমাকে বলেছে, আমার পুত্রের উপর রজম হবে। তখন তিনি বললেন, যুহ্‌রি রহ. হতে এ কথা শুনেছি কি-না, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। তাই কখনো এ কথা বর্ণনা করি। আর কখনো চুপ থাকি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৮, পূর্বে ৩১১, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৬, ৯৮১ এবং সামনে ১০১০, ১০১১, ১০১৩, ১০৬৮, ১০৭৮ ও ১০৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ. أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ. إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ. أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

### সহজ তরজমা

৬৩৯২. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রাযি. বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দীর্ঘ যুগ অতিক্রম হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি হয়তো বলে ফেলব : আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের বিধান পাচ্ছি না। ফলে এমন একটি ফরয পরিত্যাগ করার দরুন তারা পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে, তখন ব্যভিচারীর জন্য রজমের বিধান নিঃসন্দেহ অবধারিত। সুফিয়ান রহ. বলেন, অনুরূপই আমি স্মরণে রেখেছি। সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন। আর আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ...الخ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০০৮-১০০৯ এবং সামনে ১০০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ **গর্ভবতীর উপর রজম :** গর্ভাবস্থায় রজম বা বেত্রাঘাত বিলম্ব করা হবে। সামনের অনুচ্ছেদ দেখুন।

بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

### ৩৬১১. অনুচ্ছেদ : যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী নারীকে রজম করা

**ব্যাখ্যা :**

সকলের ঐকমত্যে গর্ভাবস্থায় রজম বা বেত্রাঘাত উভয়টি বিলম্ব করা হবে; 'হদ' প্রয়োগ করা হবে না। তবে সন্তান প্রসব হওয়ার পর সন্তানের লালন-পালনের ব্যবস্থা হতেই রজম করা হবে। একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি গর্ভবতীর উপর কিসাস ওয়াজিব হয় অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের পর তার উপর কিসাস কার্যকর করা হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا. فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً. فَتَمَّتْ. فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ. فَمُحَذِّرُهُمْ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ. فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ. وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ. وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ. فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ. فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا. فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ.

وَيَضَعُوْنَهَا عَلٰى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَقُوْمَنَّ بِذٰلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فِيْ عَقِبِ ذِي الْحَجَّةِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْنَا الرَّوَاحَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ. حَتّٰى أَجِدَ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلٰى رُكْنِ الْمِنْبَرِ. فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِيْ رُكْبَتَهُ. فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ. لَيَقُوْلَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ. فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُوْلَ مَا لَمْ يَقُلْ. قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُوْنَ قَامَ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِيْ أَنْ أَقُوْلَهَا. لَا أَدْرِيْ لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِيْ. فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ. إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا. رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشٰى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَاللّٰهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ. فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ. وَالرَّجْمُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْاِعْتِرَافُ. ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيْمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ. فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ. أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ. أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أُطْرِيَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ". ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا. فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُوْلَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِيْ بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ وَقٰى شَرَّهَا. وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِيْ بَكْرٍ. مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِيْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ إِلَّا أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُوْنَا وَاجْتَمَعُوْا بِأَسْرِهِمْ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ. وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا. وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ فَقُلْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى إِخْوَانِنَا هٰؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْنَا نُرِيْدُهُمْ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ. فَذَكَرَا مَا تَمَالٰى عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا أَيْنَ تُرِيْدُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقُلْنَا نُرِيْدُ إِخْوَانَنَا هٰؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوْهُمُ اقْضُوْا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ. فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَاهُمْ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ. فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوْا يُوْعَكُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيْلًا تَشَهَّدَ خَطِيْبُهُمْ. فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ وَكَتِيْبَةُ الْإِسْلَامِ. وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَهْطٌ. وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ. فَإِذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَخْتَزِلُوْنَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُوْنَا مِنَ الْأَمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِيْ أُرِيْدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِيْ بَكْرٍ. وَكُنْتُ أُدَارِيْ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ. فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّيْ وَأَوْقَرَ. وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِيْ فِيْ تَزْوِيرِيْ إِلَّا قَالَ فِيْ بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ. وَلَنْ يُعْرَفَ هٰذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهٰذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ. هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا. وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ. فَبَايِعُوْا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَبِيَدِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَ هُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا. فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا. كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِيْ لَا يُقَرِّبُنِيْ ذٰلِكَ مِنْ إِثْمٍ. أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ. اَللّٰهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِيْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ. وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ. مِنَّا أَمِيرٌ. وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ. وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الاِخْتِلَافِ. فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ. وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ. ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ. وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوٰى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِيْ بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوْا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا. فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضٰى. وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ. فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِيْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا.

## সহজ তরজমা

৬৩৯৩. আব্দুল আজিজ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের কতক লোককে আমি [কুরআন মাজিদ] পড়াতাম। তাঁদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইব্‌নে আউফ রাযি. অন্যতম ছিলেন। একদা আমি তাঁর মিনাস্থ বাড়িতে ছিলাম। তখন তিনি উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি.-এর সাথে তাঁর সর্বশেষ হজ্জে ছিলেন। ইত্যবসরে আব্দুর রহমান রাযি. আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ওই লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমিরুল মুমিনীনের কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমিরুল মুমিনীন! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি কিছু করার আছে? যে লোকটি বলে থাকে, উমর মারা গেলে অবশ্যই অমুকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব। আল্লাহর কসম! আবু বকরের বাইয়াত আকস্মিক ব্যাপারই ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। এরপর বললেন, ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে সেসব লোকের থেকে সতর্ক করে দিব, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়। আব্দুর রহমান রাযি. বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি এমনটা যেন না করেন। কেননা হজ্জের মওসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদেরকে একত্র করে। আর এরাই আপনার নৈকট্যের সুযোগে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে, যখন আপনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলবেন তখন তা সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। আর তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর যথাযথ স্থানে রাখতেও পারবে না। সুতরাং মদিনা পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর তা হল হিজরত ও সুন্নাতের কেন্দ্রস্থল। ফলে তথায় জ্ঞানী ও সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করে নিবে ও যথাস্থানে ব্যবহার করবে। তখন উমর রাযি. বললেন, শুনে রেখো! আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি মদিনা পৌঁছে সর্বপ্রথম এ বিষয়টি নিয়ে দণ্ডায়মান হব।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমরা যিলহজ মাসের শেষ দিকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন জুমার দিন হল, সূর্য হেলে পড়ার সাথে সাথে আমি মসজিদে গমন করলাম। গিয়ে দেখলাম, সাঈদ ইব্‌নে যায়িদ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আমর ইব্‌নে নুফাইল রাযি. মিম্বরের গোড়ায় বসে আছেন। আমিও তার পার্শ্বে এমনভাবে বসলাম, যেন আমার হাঁটু তার হাঁটুকে স্পর্শ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. বেরিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁকে সামনের দিকে আসতে দেখলাম, তখন সাঈদ ইব্‌নে যায়িদ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে নুফাইলকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই তিনি এমন কিছু কথা বলবেন যা তিনি খলিফা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু তিনি আমার কথাটি উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি এমন কোনো কথা বলবেন, যা এর পূর্বে বলেননি। এরপর উমর রাযি. মিম্বরের উপরে বসলেন। যখন মুয়াযযিনগণ আযান থেকে ফারিগ হয়ে গেলেন, তখন তিনি দাঁড়ালেন। আর আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ! আজ আমি তোমাদেরকে এমন কিছু বলতে চাই, যা আমারই বলা কর্তব্য। হয়ত কথাটি আমার মৃত্যুর নিকটবর্তী মুহূর্তে হচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করে সংরক্ষণ করবে, সে যেন কথাগুলো সেসব স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়, যেথায় তার সওয়ারি পৌঁছবে। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করতে আশঙ্কাবোধ করছে, আমি তার জন্য আমার উপর মিথ্যা আরোপ করা ঠিক মনে করছি না। নিশ্চয় আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, অনুধাবন করেছি, আয়ত্ত করেছি। আল্লাহর রাসূল রজম করেছেন। তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি। আমি আশঙ্কা করছি, দীর্ঘকাল গত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি বলে ফেলতে পারে : আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরয বর্জনের দরুন পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ওই ব্যক্তি উপর রজম অবধারিত, যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর যিনা করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে। এমনিভাবে আমরা আল্লাহর কিতাবে আরো পড়তাম, তোমরা তোমাদের বাব-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। এটি তোমাদের জন্য কুফরি যে, তোমরা আপন বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে। অথবা বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য কুফরি, যে আপন বাবা-দাদা থেকে বিমুখ হবে। জেনে রেখো! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেভাবে ঈসা ইব্‌নে মরিয়ামের সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা হয়েছে। তোমরা বলো, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ বলছে, আল্লাহর কসম! যদি উমর মৃত্যুবরণ করেন, তবে আমি অমুকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোঁকায় পতিত না হয় যে, আবু বকর এর বাইয়াত আকস্মিক ঘটনা ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে গেছে। শুনে রাখো! তা নিশ্চয় এরূপ ছিল। তবে আল্লাহ আকস্মিক বাইয়াতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন।

সফর করে সাওয়ারীসমূহের ঘাড় ভেঙ্গে- এমন স্থান পর্যন্তদের মধ্যে আবূ বকরের ন্যায় কে আছে? যে কেউ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ওই ব্যক্তিরও নয়, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যখন আল্লাহর তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ওফাত দান করেন, তখন আবু বকর রাযি. ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সবাই বনি সাঈদার চত্বরে সমবেত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে আলী, যুবাইর ও তাঁদের সাথিরাও বিরোধিতা করেছেন। এদিকে মুহাজিরগণ আবু বকরের কাছে সমবেত হয়েছেন। তখন আমি আবু বকরকে বললাম, হে আবু বকর! আপনি আমাদের নিয়ে আমাদের ওই আনসার ভাইদের কাছে চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম, তখন আমাদের সাথে তাদের দুজন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। তারা উভয়েই ওই বিষয়ে আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে মানুষ ঐকমত্য করছিল। এরপর তারা বললেন, হে মুহাজির দল! আপনারা

কোথায় যাচ্ছেন? তখন আমরা বললাম, আমরা আমাদের ওই আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। তারা বললেন, না! আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নিন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা চললাম। অবশেষে বনি সায়িদার চত্বরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম, তাদের মাঝখানে এক ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওই ব্যক্তি কে? তারা জবাব দিল ইনি সা'দ ইব্‌নে উবাদা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনার কি হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরাক্রান্ত। আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতিব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন ও আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, আম্মা বাদ! আমরা আল্লাহর [দীনের] সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল। তোমরা হে মুহাজির দল! একটি নগণ্য দল মাত্র; যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে ও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন তখন আমি কিছু বলার মনস্থ করলাম। আর আমি পূর্ব থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভালো লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম, আবু বকর রাযি.-এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা প্রশমিত করতে মনস্থ করলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন আবু বকর রাযি. বললেন, তুমি থাম। আমি তাঁকে রাগান্বিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই আবু বকর রাযি. কথা বললেন—আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর—আল্লাহর কসম! তিনি এমন কোনো কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ বরং তার চেয়েও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা উল্লেখ করেছ বস্তুত তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফতের ব্যাপারটি কেবল কুরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এ দুজনের থেকে যে-কোনো একজনকে তোমাদের জন্য মনোনয়ন করলাম। তাই তোমাদের ইচ্ছা যে-কোনো একজনের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবু উবাইদা ইব্‌নে জাররাহ্ রাযি.-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ছাড়া যত কথা বলেছেন কোনোটি অপছন্দ করিনি। আল্লহার কসম! আবু বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান রয়েছেন, সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হওয়ার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙে দেওয়া হবে। ফলে তা আমাকে কোনো গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ্! আমার আত্মা আমার মৃত্যু সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষের ন্যায় সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের থেকে হবে এক আমির; আর তোমাদের থেকে হবে এক আমির। এ পর্যায়ে অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরুন শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, হে আবু বকর! আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। তারপর আনসারগণও তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। আর আমরা সা'দ ইব্‌নে উবাদা রাযি.-এর দিকে অগ্রসর হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইব্‌নে উবাদাকে জানে মেরে ফেলেছ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ সা'দ ইব্‌নে উবাদাকে হত্যা করেছেন। উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখনকার জরুরি বিষয়াদির মধ্যে আবু বকরের বাইয়াতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুকে মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিল, যদি বাইয়াতের কাজ অসম্পন্ন থাকে আর এ জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাই, তবে তারা আমাদের পরে তাদের কারো হাতে বাইয়াত করে নিতে পারে। এরপর হয়ত আমাদেরকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হত, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হত, ফলে তা মারাত্মক ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আর ওই ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০০৯-১০১০, হযরত আবু বকর রাযি.-এর ঘটনা সম্পর্কে হযরত উমর রাযি.-এর হাদিসটি এখানে সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সংক্ষেপে রয়েছে পূর্বে ৩৩৩, ৫৫৯, ৫৭৩ ও ১০০৮ এবং সামনে ১০৮৯ পৃষ্ঠায়।

**ব্যাখ্যা :** হযরত আবু বকর রাযি. নিজ খুতবায় الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ এ হাদিসের দিকে ইশারা করেছেন।

قَوْلُهُ : أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا : এখানে يَخْتَزِلُونَا শব্দের ইয়াতে যবর, খা সাকিন, তা-য়ে যবর। অর্থ, يَقْتَطِعُونَا [আমাদেরকে মূলোৎপাটন করবে]। يَحْضُنُونَا শব্দের হা সাকিন, এরপর যোয়াদে পেশ। অর্থাৎ আমাদেরকে খেলাফতের পদ বাইরে রাখবে।

قَوْلُهُ : أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ : আমি তাদের শিকড় ও গোড়া। جُذَيْلٌ শব্দটি جِذْلٌ [জিমে যবর/ যের, যাল সাকিন]-এর তাছগির। এর মূল অর্থ, গাছের শিকড়। এখানে সেই কাষ্ঠখণ্ড উদ্দেশ্য, যা উটের আস্তাবলে খাঁড়া করে দেওয়া হয়। আর চুলকানি আক্রান্ত উট তাতে শরীর চুলকিয়ে প্রশান্তি বোধ করে। এ বাক্য দ্বারা ওই আনসারির উদ্দেশ্য হল—আমি এমন ব্যক্তিত্ব, যার রায়ে জাতির প্রশান্তি মিলে। আর عُذَيْقٌ শব্দটি الْعَذْقُ-এর তাছগির। অর্থ, খেজুর। এখানে ওই খুঁটি উদ্দেশ্য, যার দ্বারা ফলের ভারে নুজ বৃক্ষে ঠিকা দেওয়া হয়। যাতে ফলে ভারে বৃক্ষ পড়ে না যায়। সুতরাং এখন মর্ম হল—জাতির মধ্যে আমার অবস্থান মূল ও শিকড় তুল্য। আমি জাতির আশ্রয়। সমস্ত মানুষ আমার উপর ভরসা করে।

### بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

### ৩৬১২. অনুচ্ছেদ : অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কষাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ».

(মহান আল্লাহর বাণী) : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশ কষাঘাত করবে ... "বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে বিবাহ করা অবৈধ" পর্যন্ত। (সূরা নূর : ২-৩) ইবনে উইয়াইনা রহ. বলেন, رَأْفَةٌ হদ প্রয়োগে (সহানুভূতি প্রদর্শন) করা।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...الاية : এ আয়াতে কারিমায় যা বলা হয়েছে, তা শরয়ি বিধান নয় বরং এতে একটি ব্যাপক বাস্তবিক ও পরীক্ষিত বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যিনা একটি চারিত্রিক বিষাক্ত ব্যাধি। এ বিষের কুপ্রভাবে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। যিনা-ব্যভিচার নেহাৎ মারাত্মক ব্যাধি। এর প্রভাবে মানুষের স্বভাব-চরিত্র যারপরনাই বিকৃত ও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার রুচিবোধও নোংরামির দিকেই ধাবিত হয়। যার ফলে অনেক সময় পরিস্থিতির শিকার হয়ে পরস্পরে বিবাহ করে নিতে হয়। কিন্তু কোনো ব্যভিচারী পুরুষ যদি সতী-সাধ্বী নারীকে কিংবা কোনো ব্যভিচারিণী নারী কোনো সৎ পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা রহ. বলেন, رَأْفَةٌ অর্থ হদ প্রয়োগে কোনোরূপ দয়া-সহানুভূতি না আসে।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ . أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . غَرَّبَ . ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.

### সহজ তরজমা

৬৩৯৪. মালিক ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... যায়িদ ইব্‌নে খালিদ জুহানি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নির্দেশ দিতে শুনেছি ওই ব্যক্তি সম্বন্ধে একশত কষাঘাত করার ও এক বছরের জন্য নির্বাসনের, যে অবিবাহিত অবস্থায় যিনা করেছে। ইব্‌নে শিহাব রহ. বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্‌নে যুবাইর রাযি. বলেছেন, উমর খাত্তাব রাযি. নির্বাসিত করতেন। তারপর সর্বদাই এ সুন্নাত-বিধান চালু রয়েছে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১০, পূর্বে ৩১১, ৩৬১, ৩৭১ ও ৩৭৬ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

নির্বাসন সম্পর্কে বুখারি শরিফের ১০০৬ পৃষ্ঠায় بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ [বিবাহিতকে রজম করা] শীর্ষক [৩৬০১ নং] অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নির্বাসন শাসক ও বিচারকের রায়ের উপর নির্ভরশীল। এটা হদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِيمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.

### সহজ তরজমা

৬৩৯৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে বুকাই. রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই ব্যক্তি সম্বন্ধে-যে যিনা করেছে অথচ সে অবিবাহিত-হদ প্রয়োগসহ এক বছরের জন্য নির্বাসনের ফায়সালা করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১০, পূর্বে ৩১১, ৩৭১, ৩৭৬, ৯৮১ ও ১০০৮ এবং সামনে ১০১১, ১০৬৩ ও ১০৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِيْ وَالْمُخَنَّثِينَ

## ৩৬১৩. অনুচ্ছেদ : গুনাহগার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা

**ব্যাখ্যা :** শাসক ও বিচারকের জন্য কবিরা গুণাহে লিপ্ত ও হিজড়াদেরকে নির্বাসনে পাঠানো জায়েয। এটা শুধু সেসকল গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার জন্য হদ নেই। কেননা পূর্বে বলা হয়েছে : যেসব গুনাহের 'হদ' নির্ধারিত রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে শাস্তি পরিবর্তনের কোনো ইখতিয়ার বিচারকের নেই বরং 'হদ' প্রয়োগ করা ফরয।

✪ মুখান্নাছ বা হিজড়ার বিশ্লেষণ সবিস্তারে জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৯৩ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرَجَ فُلَانًا . وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

## সহজ তরজমা

৬৩৯৬. মুসলিম ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের ওপর। আরো বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। আর তিনি অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন এবং উমর রাযি. অমুক অমুককে বের করে দিয়েছিলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১০ ও পূর্বে ৮৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** তাইসিরুল বারিতে হিজড়ার পরিচয়ে বলা হয়েছে : যে পুরুষ লোক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চাল-চলনে স্ত্রীলোকের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে তাকেই মুখান্নাছ/ হিজড়া বলে।

আজকাল দুর্ভাগ্যবশত যুবক ছেলে ও যুবতী মেয়েদের মাঝে এ মরণ ব্যাধি মহামারীর মতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকেও তাদের অনেক সময় চেনা যায় না, ছেলে না-কি মেয়ে? হয়তো বা এরা সবাই মুখান্নাছের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই দীনদার শ্রেণির লোকদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

### بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

### ৩৬১৪. অনুচ্ছেদ : আসামির অনুপস্থিতে ইমাম কাউকে হদ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা প্রসঙ্গে

হাফেজ ইবেন হাজার আসকালানি রহ. আল্লামা কিরমানি রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন : قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِيْ هٰذَا التَّرْكِيْبِ قَلَقٌ تَعَسُّفٌ.. الخ। অথচ এটা আল্লামা কিরমানি রহ.-এর ভাষ্য নয় বরং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. আল্লামা কিরমানি রহ.-এর ইবারত থেকে চয়ন করেছেন। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِيْ عِبَارَتِهِ تَعَسُّفٌ... الخ। এটাও তাঁর ইবারত থেকে চয়িত। মোটকথা, বুখারি শরিফের শারিহগণের উদ্দেশ্য হল, এখানে ইবারতে ত্রুটি আছে। মূল ইবারত হবে : بَابُ مَنْ أَمَرَهُ الإِمَامُ بِإِقَامَةِ الحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ অর্থাৎ غَيْرَ শব্দের স্থলে ہ যমির হওয়া উচিত। এখন অনুবাদ হবে, 'ওই ব্যক্তির বর্ণনা, যাকে ইমাম 'হদ' প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ দণ্ডিত ব্যক্তি অনুপস্থিত।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ. إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ. فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا". فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

## সহজ তরজমা

৬৩৯৭. আসিম ইব্‌নে আলী রহ. ... আবু হুরাইরা ও যায়িদ ইব্‌নে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসল। এ সময় তিনি ছিলেন উপবিষ্ট। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লহার কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করে দিন। এরপর তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল এবং বলল, এ সত্যই বলেছে হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের ফায়সালা করে দিন। আমার পুত্র তার অধীনে চাকর ছিল।

সে তার স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করে ফেলে। কাজেই লোকেরা আমাকে বলল, আমার পুত্রের উপর রজমের হুকুম হবে। ফলে আমি একশত ছাগল ও একজন দাসীর বিনিময়ে আপস করে নিই। এরপর আমি আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁরা বলল : আমার পুত্রের দণ্ড হল একশত কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসর। তা শুনে তিনি বললেন, কসম ওই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের দুজনের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মতে ফায়সালা করে দিব। সে ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত যাবে এবং তোমার পুত্রের উপর অর্পিত হবে একশত কষাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যূষে ওই নারীর কাছে যাবে এবং তাকে রজম করবে। উনাইস সকালে গেলেন ও তাকে রজম করলেন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১০-১০১১, পূর্বে ৩১১, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৬ ও ১০০৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. [النِّسَاءِ : ٢٥] غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ : زَوَانٍ، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ : أَخِلَّاءَ

### ৩৬১৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– (النِّسَاءِ : ٢٥) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا...الخ প্রসঙ্গে

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ অর্থ غَيْرَ زَوَانٍ (ব্যভিচারিণী নয়)। وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ অর্থ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخِلَّاءَ (أَخْدَانٍ অর্থ أَخِلَّاءَ বন্ধু) অর্থাৎ গোপন অভিসারিণী বা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না।

**আয়াতের মর্মার্থ :**

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিবাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক। সুতরাং তাদেরকে তাদের মনিবের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে দেনমোহর প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে—ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। এরপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে চলে আসে, তখন যদি কোনো অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। আর যদি ধৈর্য ধারণ কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

بَابٌ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

### ৩৬১৬. অনুচ্ছেদ : দাসী যখন যিনা করে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : "إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

### সহজ তরজমা

৬৩৯৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা ও যায়িদ ইব্‌নে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে তার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : যে যদি যিনা করে তাকে তোমরা কষাঘাত করবে। পুনরায় যদি যিনা করে তাহলেও কষাঘাত করবে। এরপরও যদি যিনা করে, তাহলেও কষাঘাত করবে। এরপর তাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলবে। ইব্‌নে শিহাব রহ. বলেন : আমি জানি না যে, (বিক্রির কথা) তৃতীয়বারের পর না চতুর্থবারের পর।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০১১, পূর্বে কেবল আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদিস ২৮৮, ২৯৭ ও সামনে ১০১১ পৃষ্ঠায় আর যায়েদ ইবনে খালিদ রাযি.-এর হাদিসসহ ২৮৮, ২৯৭ ও ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

### ৩৬১৭. অনুচ্ছেদ : দাসী যিনা করলে তাকে তিরস্কার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না

১। যদি বাদী যিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করার পর তিরস্কার করবে না। কেননা হদ প্রয়োগের পর তিরস্কার করলে তার উপর আরেকটি শাস্তি হয়ে যাবে। এটা অনুমোদিত নয়।

২। এমনিভাবে বাদীকে নির্বাসিত করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ثُمَّ بِيعُوهَا। এটাই প্রমাণ করে, বাদীকে নির্বাসনে দেওয়া নিষেধ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### সহজ তরজমা

৬৩৯৯. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... . আবু হুরাইরা রাযি. খেতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে কষাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। পুনরায় যদি যিনা করে, তবু যেন কষাঘাত করে, তিরস্কার না করে। যদি তৃতীয়বারও যিনা করে, তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। ইসমাঈল ইব্‌নে উমাইয়া রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে লায়স রহ.-এর অনুসরণ করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا يُثَرِّبْ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১১, পূর্বে ২৮৮, ২৯৭ ও ৩৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৯৫ দেখুন!

بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ. إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

### ৩৬১৮. অনুচ্ছেদ : যিম্মিদের বিধান এবং যিম্মিরা যখন যিনা করল আর সমকালীন ইমামের নিকট তাদের মামলা গেল, তখন তাদের মুহসান (বিবাহিত) হওয়ার হুকুম সম্পর্কে

১। أَهْلُ الذِّمَّةِ : যিম্মি ওই কাফিরকে বলা হয়, মুসলিম শাসক যাকে জিযিয়া কর নিয়ে মুসলিম দেশে নিরাপদে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। আহলে যিম্মা দ্বারা ব্যাপক উদ্দেশ্য। কাফির হোক কিংবা ইহুদি-খ্রিষ্টান। মোটকথা, যাদের থেকে জিযিয়া কর নেওয়া হয় সবাই এ হুকুমভুক্ত।

২। যিম্মিদের إِحْصَان সম্পর্কে ইসলামের আলেমদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

(ক) জমহূর ফকিহগণ বলেন, إِحْصَان-এর জন্য ইসলাম শর্ত অর্থাৎ যতক্ষণ না শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে পরস্পর সহবাস সংঘটিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা مُحْصَنَةٌ ও مُحْصَنٌ বলে গণ্য হবে না। তাদের উপর إِحْصَان-এর হুকুমও প্রয়োগ হবে না। এটাই ইমাম আযম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালিক রহ. এবং ইবরাহিম নাখয়ি রহ. প্রমুখের মাযহাব।

(খ) দ্বিতীয় উক্তি ইমাম শাফিয়ি রহ. ও ইমাম যুহরি রহ.-এর। তাঁদের মতে আহলে কিতাব যদি পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর তারপর তাদের থেকে যিনার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে আহলে কিতাবকে مُحْصَن-এর হুকুম দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাঁদের মতে إِحْصَان-এর জন্য ইসলাম শর্ত নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لاَ أَدْرِي. تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

#### সহজ তরজমা

৬৪০০. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... শাইবানি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আবু আউফা রাযি.-কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রজম করেছেন। আমি বললাম, সূরা নূরের (এ সম্পর্কীয় আয়াত নাযিলের) আগে না পরে? তিনি বললেন, তা আমি অবগত নই। আলী ইব্‌নে মুসহির, খালিদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ মুহারিবি ও আবিদা ইব্‌নে হুমাইদ রহ. আশ-শাইবানি রহ. থেকে আব্দুল ওয়াহিদ এর অনুসরণ করেছেন।

#### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে رَجَمَ শব্দের ব্যাপকতায়। আর কেউ কেউ বলেন : এখানেও ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত হাদিসের অপর সনদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যাতে উল্লেখ রয়েছে—রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ইহুদি পুরুষ ও ইহুদি নারীকে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ. فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا

فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِيْ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

### সহজ তরজমা

৬৪০১. ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. .. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদিগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে জানাল– তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কি পাও? তারা বলল, তাদেরকে অপমান ও কষাঘাত করা হয়। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম রাযি. বললেন, তোমরা মিথ্যে বলেছ। তাওরাতে নিশ্চয় রজমের উল্লেখ আছে। তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তা খুলল। আর তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে তার আগপিছ পাঠ করল। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম রাযি. বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল, তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বলল, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের আয়াত সত্যই বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয় সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে রজম করা হল। এরপর আমি দেখলাম, পুরুষটি নারীটির উপর উপুড় হয়ে আছে। তাকে সে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১১, পূর্বে ১৭৭, ৫১৩, ৬৫৪ ও ১০০৭ এবং সামনে ১০৯০ ও ১১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا. عِنْدَ الحَاكِمِ وَالنَّاسِ

هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

### ৩৬১৯. অনুচ্ছেদ : বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী কিংবা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয়

তখন বিচারকের জন্য কি জরুরি যে, কাউকে ওই নারীর নিকট পাঠাবেন এবং তার উপর আরোপিত অভিযোগের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন?

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا :** অর্থাৎ ব্যভিচারে অভিযুক্ত নারীর নিকট। هَلْ ইস্তিফহামের জবাবটি উহ্য রয়েছে। তা হাদিসের ভাষ্যের উপর যথেষ্ট মনে করে উল্লেখ করা হয়নি। তবে এর মূল ইবারতের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। জমহূর আলেমদের মতে নারীর নিকট লোক প্রেরণ বিচারকের রায়ের উপর নির্ভরশীল। (কাস্তলানি)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ "تَكَلَّمْ". قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا قَالَ مَالِكٌ وَالعَسِيفُ الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ

بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ". وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا. وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

## সহজ তরজমা

৬৪৬২. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. .. আবু হুরাইরা রাযি. ও যায়িদ ইব্‌নে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। দুজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তারে বিবাদ নিয়ে আসল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। অপরজন বলল—আর সে ছিল উভয়ের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ—হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের বিচার করে দিন। আর আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। সে বলল, আমার পুত্র তার মজুর ছিল। (রাবী) মালিক রহ. বলেন, اَلْعَسِيْفُ অর্থ মজুর। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলল, আমার পুত্রের উপর হবে রজম। আমি এর বিনিময়ে তাকে একশত ছাগল ও আমার একজন দাসী দিয়ে দিই। তারপর আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন, আমার পুত্রের শাস্তি একশত কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম তার স্ত্রীর উপরই প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : জেনে রেখো! কসম ওই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত আসবে। আর তার পুত্রকে একশত কষাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস আসলামি রাযি.-কে নির্দেশ দিলেন, যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং যদি সে স্বীকার করে, তাহলে যেন তাকে রজম করে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১০-১০১১, পূর্বে ৩১১, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৬, ৯৮১, ১০০৮ ও ১০১০ এবং সামনে ১০১৩, ১০৬৭, ১০৭৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি একাধিকবার গত হয়েছে।

بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

## ৩৬২০. অনুচ্ছেদ : প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «إِذَا صَلَّى. فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ» وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ

হযরত আবু সাঈদ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : যখন কেউ নামায আদায় করে আর কোনো ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার ইচ্ছে করে, তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়। সে যদি বাধা না মানে, তবে যেন তার সাথে লড়াই করে। আবু সাঈদ রাযি. এরূপ করেছেন। (বুখারি-১/১০১-১০২)

✪ হযরত আবু সাঈদ রাযি.-এর উক্ত ঘটনা জানার জন্য নাসরুল বারি-৩/১০১-১০২ দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِي. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ.

## সহজ তরজমা

৬৪০৩. ইসমাঈল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর রাযি. এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা মুবারক আমার উরুর উপর রেখে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদেরকে আটকে রেখেছ। এদিকে তাদের পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন ও নিজের হাত দিয়ে আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অবস্থানই আমাকে নড়াচড়া থেকে বিরত রাখছিল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা হযরত আবু বকর রাযি. আপন কন্যা হযরত আয়েশা রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত আসার ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২, পূর্বে ৪৮, ৭৩, ৫১৮, ৫৩২, ৬৫৯, ৬৬৩, ৭৭৬, ৭৯০ ও ৮৭৪ পৃষ্ঠায় اللِّبَاس অধ্যায়ে এবং মুসলিম-১/১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-২/৩১৭-৩১৮ কিতাবুত তায়াম্মুম দেখুন!

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ. فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَوْجَعَنِي. نَحْوَهُ. لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ.

## সহজ তরজমা

৬৪০৪. ইয়াহইয়া ইব্নে সুলঅয়মান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর রাযি. এলেন ও আমাকে খুব জোরে ঘুষি মারলেন এবং বললেন, তুমি লোকদেরকে একটি হারের জন্য আটকে রেখেছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থানের দরুন মৃত সদৃশ ছিলাম। অথচ তা আমাকে ভীষন যন্ত্রণা দিয়েছে। সামনে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো সংস্করণে قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ لَكَزَ وَ وَكَزَ وَ احِدٌ বাক্য অতিরিক্ত আছে। বস্তুত এটি আবু উবাইদার তাফসির।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২, পূর্বে ৬৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**জ্ঞাতব্য :** তায়াম্মুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/১৯৭ দেখুন!

بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

## ৩৬২১. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে

অর্থাৎ হত্যাকারীর কি হুকুম? এ মাসয়ালায় মতবিরোধ আছে বিধায় ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত স্পষ্ট কোনো হুকুম বর্ণনা করেনি। জমহুর ফকিহগণ বলেন, তার উপর কিসাস জারি হবে। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এর ব্যাখ্যায় মতবিরোধ রয়েছে। জমহুর ফকিহগণ বলেন, তার উপর কিসাস জারি হবে। আর ইমাম আহমদ রহ. ও ইসহাক রহ. বলেন : হত্যাকারী যদি যিনা করা অবস্থায় তাকে হাতে-নাতে ধরার দলিল-প্রমাণ পেশ করে, তবে সে মুক্তি পাবে। ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালার আদালতে তার হত্যা করাটা জায়েয যদি যিনাকারী বিবাহিত হয়, তবে বাহ্যিক বিচারে তার উপর কিসাস প্রয়োগ হবে। (উমদাতুল কারি ও ফাতহুল বারি)

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي".

## সহজ তরজমা

৬৪০৫. মূসা রহ. ... মুগিরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌নে উবাদা রাযি. বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোনো পরপুরুষকে দেখি, তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌছাল। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি সা'দ এর আত্মমর্যাদাবোধে বিস্মিত হচ্ছ? আমি ওর চেয়েও বেশি আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি আত্মসম্মানের অধিকারী।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া যায় হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাযি.-এর কথায়। কেননা আল্লাহ না করুন! যদি এমন কিছু তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেই যায়, তবে তিনি লোকটিকে হত্যা করে ফেলবেন। কাজেই এ সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পৌছুল, তিনি তা থেকে নিষেধ করেননি। (উমদাতুল কারি) অর্থাৎ হযরত সা'দ রাযি.-এর উক্তি 'আমি যদি এমন দেখতাম, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতাম' দ্বারাই শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২ ও সামনে ১১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা জানা গেল, শিরোচ্ছেদ করা আত্মমর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু আইন আইনই। কাজেই আইনত হত্যাকারীর উপর কিসাস জারি হবে। এজন্যই হাদিসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদার অধিকারী। তথাপি আল্লাহ তায়ালা হদ জারির জন্য সাক্ষ্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালার 'হদূদ' লঙ্ঘন করা জায়েয নেই। চাই তা বুদ্ধি ও আত্মমর্যাদাবোধ যতই কামনা করুক।

## بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

## ৩৬২২. অনুচ্ছেদ : কোনো বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা

اَلتَّعْرِيض : তা'রিয দ্ব্যর্থবোধক কথাকে বলা হয়। অর্থাৎ বক্তা দ্ব্যর্থবোধক কথা কথা বলে ভিতরগত বিষয় উদ্দেশ্য করে; কিন্তু শ্রোতা বুঝে কথার বাহ্যিক অর্থ। কিন্তু সে কথার বাহ্যিক বিষয়টি বক্তার উদ্দেশ্য হয় না। অর্থাৎ বক্তার কথার দুটি মর্ম থাকে। শ্রোতাগণ তার একটি অর্থ বুঝে আর বক্তার উদ্দেশ্য হয় অন্য অর্থ। আর এটাকেই তাওরিয়া বলা হয়। اَلتَّعْرِيض (তা'রিয) মূলত تَصْرِيْحٌ-এর বিপরীত।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "مَا أَلْوَانُهَا". قَالَ حُمْرٌ. قَالَ "فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ". قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ".

## সহজ তরজমা

৬৪০৬. ইসমাঈল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো পুত্র জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি বললেন : তোমার কোনো উট

আছে কি? সে বলল, হাঁ! আছে। তিনি বললেন : সেগুলোর রং কি? সে বলল, লাল। তিনি বললেন, সেগুলোর মধ্যে কি ছাই বর্ণের কোনো উট আছে? সে বলল, হাঁ! আছে। তিনি বললেন, এটা কোথেকে হল? সে বলল, আমার ধারণা, কোনো শিরা [বংশমূল]একে টেনে এনেছে। তিনি বললেন, তবে হয়তো তোমার এ পুত্রকে কোনো শিরা [বংশমূল] টেনে এনেছে।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে غُلَامًا أَسْوَدَ বাক্যে। অর্থাৎ আমি শেতাঙ্গ আর সে কৃষ্ণাঙ্গ। সুতরাং সে আমার সন্তান নয় বরং তার মা ব্যভীচারিণী।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২, পূর্বে ৭৯৯ এবং সামনে ১০৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১০/২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ: كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

## ৩৬২৩. অনুচ্ছেদ : শাস্তি ও শাসন কতটুকু

تَعْزِير (শাসন) : শব্দটি عزر মাদ্দা হতে باب تفعيل-এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। অর্থ : নিষেধ করা, বারণ করা, ধমক দেওয়া। ইমাম বুখারি রহ. كَمْ শব্দ দ্বারা বিভিন্ন উক্তির দিকে ইশারা করেছেন। অর্থাৎ تَعْزِير-এর ক্ষেত্রে কতটি বেত্রাঘাত করা হবে, এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন :

১। ইমাম আহমদ রহ. ও ইসহাক রহ. এর মতে দশটি বেত্রাঘাতের বেশি দেওয়া যাবে না।

২। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে সর্বনিম্ন হদ থেকে কম হওয়া উচিত। এখন স্বর্বনিম্ন হদ দ্বারা যদি স্বাধীন ব্যক্তির হদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে চল্লিশ বেত্রাঘাতের কম তথা উনচল্লিশ পর্যন্ত। আর যদি গোলামের হদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিশটি বেত্রাঘাত থেকে কম অর্থাৎ উনিশটি বেত্রাঘাত পর্যন্ত। মোটকথা, জমহূর আলেমদের মতে দশের অধিক বেত্রাঘাত জায়েয।

৩। ইমাম তাহবি রহ. বলেন, تَعْزِير-কে হদের উপর কিয়াস করা ভুল বরং تَعْزِير-এর হদ নির্ধারণ যুগের শাসকের রায়ের উপর নির্ভরশীল। তিনি অপরাধ ও অপরাধীর বিচেনায় تَعْزِير-এর হদ নির্ধারণ করবেন। (উমদা)

'দুররে মুখতার' গ্রন্থেও রয়েছে, تَعْزِير-এর হদ নির্ধারিত নয় বরং কাজির রায়ের উপর নির্ভরশীল। কেননা تَعْزِير দ্বারা ধমকি দেওয়া ও শাসন করাই উদ্দেশ্য আর এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহের কিতাব অধ্যায়ন করুন।

وَالأَدَبُ : শিরোনামের أَدَب শব্দটি تَادِيْبٌ অর্থে ব্যবহৃত। আর 'আদব/ শিষ্টাচার' تَعْزِير [শাসন] থেকে ব্যাপক। কেননা ادب এমন শাস্তির উপরও প্রয়োগ হয়, যা দ্বারা পিতা-মাতা আপন সন্তানকে ও উস্তাদ তার ছাত্রকে সতর্ক করেন। এ ক্ষেত্রে শিরোনামে عام-এর আতফ خاص-এর উপর হবে। কেননা تَعْزِير কেবল গুনাহের উপরই হয়ে থাকে। তবে এখানেও تَعْزِير দ্বারা যদি تَادِيْب উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আতফে তাফসির হবে। আল্লাহ সবজ্ঞ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".

## সহজ তরজমা

৬৪০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু বুরদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোনো হদ ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে দশ কষাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটিতে শিরোনামের كَمْ التَّعْزِيرُ-এর ব্যাখ্যা রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২, সামনে ১০১২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ শরিফে الحُدُود অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**حَدّ ও تَعْزِير-এর মধ্যে পার্থক্য**

কোনো অপরাধের যে শাস্তি শরিয়ত-প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত—যেমন : চুরির জন্য হাত কাটা, ব্যভিচারের দায়ে রজম কিংবা বেত্রাঘাত করা ইত্যাদিকে হদ বলা হয়। আর যে শাস্তি কাজি-বিচাকের রায়ের উপর নির্ভরশীল; শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়, তাকে تَعْزِير বলা হয়।

**উল্লেখ্য,** আবু বুরদার প্রকৃত নাম হানী ইবনে নিয়ার রাযি. (نِيَار-এর নূনে যের)।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ".

## সহজ তরজমা

৬৪০৮. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... আব্দুর রহমান ইব্‌নে জাবির রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোনো হদ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দশ প্রহারের বেশি কোনো শাস্তি নেই।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের সুস্পষ্ট। এটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ কথাটি অস্পষ্ট; কিন্তু তিনি তো সাহাবি। আর স্বতঃসিদ্ধ বিধি হল, 'প্রত্যেক সাহাবি ন্যায়পরায়ণ। হতে পারে এ সাহাবি হলেন হযরত আবু বুদরা রাযি.। কাজেই কোনো সন্দেহ নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. أَنَّ بُكَيْرًا. حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ. عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ. أَنَّ أَبَاهُ. حَدَّثَهُ أَنَّهُ. سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ".

## সহজ তরজমা

৬৪০৯. ইয়াহইয়া ইব্‌নে সুলাইমান রহ. ... আবু বুরদা আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোনো হদ ব্যতীত অন্যত্র দশ কষাঘাতের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি পূর্বোক্ত হাদিসের তৃতীয় সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২ পৃষ্ঠায় দু'বার বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** উপরিউক্ত হাদিসসমূহের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেননা কুরআন মাজিদে حُدُوْدُ এর মর্মার্থ সাধারণভাবে গুনাহও এসেছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

'বস্তুত যারা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।' (সূরা বাকারা-২২৯)

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا [البقرة: ١٨٧]

'এটা হলো আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমানা। অতএব এর কাছেও যেও না। (সূরা বাকারা-১৮৭)

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

'যে কেউ আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন।' (সূরা নিসা :১৪)

১। এজন্য উপরিউক্ত হাদিসসমূহকে যদি تَادِيْب-এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না। হাদিসকে রহিত মানারও প্রয়োজন হবে না। আর হাদিসের মর্ম হবে, পিতামাতা আপন সন্তানকে এবং উস্তাদ তার ছাত্রকে ১০টি বেত্রাঘাতের বেশি প্রহার করবে না।

২। পক্ষান্তরে বিচারকের تَعْزِير উদ্দেশ্য হলে এটা উত্তম পন্থার উপর প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ تَعْزِير দশটি বেত্রাঘাতের বেশি হবে না। তবে এ বিধান ওয়াজিব নয়। তাই বিচারক যদি অপরাধ ও অপরাধী বিবেচনায় ১০ বেত্রাঘাতের বেশি প্রহার করেন, তবু তা জায়েয হবে। কেননা সাহাবায়ে কিরামসহ সকল ইমামগণ تَعْزِير এর ক্ষেত্রে ১০টি বেত্রাঘাতের বেশি জায়েয হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

✪ 'তাইসিরুল বারি' গ্রন্থকার রহ. বলেন, দশটি বেত্রাঘাতের বর্ণনা রহিত হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ "لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ". كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا. تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

## সহজ তরজমা

৬৪১০. ইয়াহইয়া ইব্নে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অব্যাহত রোযা পালন থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো অব্যাহত রোযা পালন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার মতো তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমন অবস্থায় যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। যখন তারা অব্যাহত রোযা পালন থেকে বিরত থাকল না, তখন তিনি একদিন তাদের সাথে অব্যাহত দিনের পর দিন রোযা পালন করতে থাকেন। এরপর যখন তারা নতুন চাঁদ দেখল, তখন তিনি বললেন : যদি তা আরো দেরি হত, তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিতাম। কথাটি যেন শাসনস্বরূপ বললেন, যখন তারা বিরত রইল না। শুয়াইব, ইয়াহইয়া ইব্নে সাঈদ ও ইউনুস রহ. যুহ্রি রহ. হতে উকাইল রহ.-এর অনুসরণ করেছেন। আব্দুর রহমান ইব্নে খালিদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

হাদিসের মিল রয়েছে (كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ) كَالْمُحَذِّرِ بِهِمْ বাক্যে। অর্থাৎ তাদের শাস্তির উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা শাসনের বৈধতা প্রতিভাত হয়।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১২-১০১৩, পূর্বে ২৬৩ ও ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

এ হাদিস দ্বারা পরিষ্কার বুঝো গেল, تَعْزِير সমকালীন শাসকের উপর নির্ভরশীল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি ঈদের চাঁদ না উঠত, তাহলে صَوْمِ وِصَالْ-কে আরো বাড়িয়ে দিতাম। যাতে তোমরা অক্ষম হয়ে পড়। আর এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শাসন ও শাস্তিস্বরূপ বলেছেন।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/৫২৬ বিশেষত صَوْمِ وِصَالْ পড়ুন।

حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمْ كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِمْ حَتَّى يُئْوُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

## সহজ তরজমা

৬৪১১. আইয়াশ ইব্‌নে ওয়ালিদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে প্রহার করা হত, যখন তারা অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত। তারা তা যেন তাদের স্থানে বিক্রি না করে, যাবৎ না তারা তা আপন বিক্রয়স্থলে তোলে (অর্থাৎ ক্রয় করে নিজ ঘরে নিয়ে গেলে শাস্তি দেওয়া হয় না)।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

হাদিসের মিল রয়েছে أَنَّهُمْ كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ বাক্যে। অর্থাৎ পণ্য হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই বিধায় শরিয়ত বিরোধী কাজ করার কারণে ইমামের জন্য তাকে تَعْزِير ও শাস্তি দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ তথা তাদেরকে প্রহার করা হত শাসনস্বরূপ। তাই শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়ে গেল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩, পূর্বে اَلْبُيُوْع অধ্যায়ে ২৮৫, ২৮৬ ও ২৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এ মাসয়ালাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৭১ ও ৭৮ কিতাবুল বুয়ূ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ.

## সহজ তরজমা

৬৪১২. আবদান রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের জন্য তার উপর আপতিত বিষয়ের কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যাবৎ না আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় সীমালঙ্ঘন করা হয়। এমন হলে তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তায়ালার বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করতেন। তা প্রহারের মাধ্যমে হোক চাই বন্দি করা কিংবা অন্য কোনো উপায়ে। আর এটা تَعْزِير ও تَادِيب-এর অন্তর্ভুক্ত। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩, পূর্বে ৫০৩, ৯০৪ ও ১০০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

### ৩৬২৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা, অন্যের কলঙ্ক ও অপবাদ প্রকাশ করে

**ব্যাখ্যা :** অশ্লীলতা প্রকাশের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সাক্ষী বা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত এমন জিনিস উপস্থাপন করা, যা স্বভাবত অশ্লীলতা বুঝায়। এরূপ ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া জায়েয নেই। যাবৎ না সাক্ষ্য-প্রমাণ ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অপরাধ সাব্যস্ত না হবে। لطخ ও تلطخ অর্থ, কারো খারাপ দোষ চর্চা করা।

মোটকথা, তদন্ত ও দলিল-প্রমাল ছাড়া হদ তথা শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করা জায়েয নেই।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ". وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৪১৩. আলী রহ. ... সাহল ইব্নে সা'দ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দুজন লিয়ানকারীর ব্যাপারে দেখেছি : তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। আমি তখন পনের বছরের যুবক ছিলাম। এরপর তার স্বামী বলল : আমি যদি তাকে রেখে দিই, তাহলে তার উপর আমি মিথ্যা আরোপ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যুহ্রি রহ. থেকে তা স্মরণ রেখেছি : যদি সে অমুক অমুক আকৃতির সন্তান জন্ম দেয়, তবে সে সত্যবাদী। আর যদি অমুক অমুক আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় যেন টিকটিকির মতো লাল, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আমি যুহ্রি রহ.-কে বলতে শুনেছি, সে নারীটি ঘৃণ্য আকৃতির সন্তান জন্ম দেয়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এ হাদিসটিতে অশ্লীলতা ও অন্যের দোষ চর্চার বর্ণনা রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩, পূর্বে ৬৯৫, ৭৯৯ ও ৮০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ 'লিয়ান' সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/৪৪১ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ". قَالَ لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

## সহজ তরজমা

৬৪১৪. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ রহ. ... কাসিম ইব্নে মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইব্নে আব্বাস রাযি. দুজন লিয়ানকারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্নে শাদ্দাদ রহ. বললেন, এ কি সে নারী যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যদি কোনো নারীকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম ...? তিনি বললেন, না! ওটা ওই নারী, যে প্রকাশ্যে অপকর্ম করত।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩, পূর্বে ৮০০ কিতাবুত তালাকে, সামনে ১০৭৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম اللِّعَان অধ্যায়ে, নাসায়িতে الطَّلَاق অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত বর্ণনা জানার জন্য নাসরল বারি-১০/২৭৬-২৭৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذٰلِكَ قَوْلًا. ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ. وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا. قَلِيلَ اللَّحْمِ. سَبِطَ الشَّعَرِ. وَكَانَ الَّذِي ادَّعٰى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ. خَدْلًا. كَثِيرَ اللَّحْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ". فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ". فَقَالَ لَا. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.

## সহজ তরজমা

৬৪১৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট লিয়ানকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন আসিম ইব্‌নে আদী রাযি. তার সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। তখন তার স্বগোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল, সে তার স্ত্রীর কাছে অন্য এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম রাযি. বলেন, আমি আমার এ উক্তির দরুনই এ পরীক্ষায় পড়েছি। এরপর তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে গেলেন। আর সে তাঁকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জানাল, যার তাথে তার স্ত্রীকে পেয়েছে। এ ব্যক্তিটি গৌর বর্ণ, হালকা-পাতলা, সোজা চুলবিশিষ্ট ছিল। আর যে ব্যক্তি সম্বন্ধে দাবি করেছে যে, সে তাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে সে ছিল মেটে বর্ণের, মোটা গোড়ালী, স্থুল মাংসবিশিষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! স্পষ্ট করে দিন। ফলে সে নারীটি ওই ব্যক্তি সদৃশ সন্তান জন্ম দিল, যার কথা তার স্বামী উল্লেখ করেছিল যে, তাকে তার স্ত্রীর সাথে পেয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের মধ্যে লিয়ান কার্যকর করলেন। তখন এক ব্যক্তি এ মজলিসেই ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-কে বলল, এটা কি সে নারী যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তাহলে একে রজম করতাম? তিনি বলেন, না। ওটা ওই নারী, যে ইসলামে থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে অপকর্ম করত।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এটি পূর্বোক্ত হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদিসের দীর্ঘ একটি সনদ। আর এটি اللِّعَان অধ্যায়েও গত হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩, পূর্বে ৮০০, ৮০১ এবং সামনে ১০৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

## ৩৬২৫. অনুচ্ছেদ : সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ❁ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ❁ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ❁

আর যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত কর ... ক্ষমাশীল দয়ালু। (সূরা নূর : ৪-৫) যারা সাধ্বী, সরলমানা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ... । (সূরা নূর-২৩)

**ব্যাখ্যা :**

প্রথম আয়াতে কারিমায় অপবাদ আরোপের হদ আর দ্বিতীয় আয়াতে কারিমায় লানত ও ভীতিকর শাস্তিউল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল, অপবাদ দেওয়া কবিরা গুনাহ। কেননা যেসকল গুনাহের ক্ষেত্রে 'হদ' কিংবা ধমকি এসেছে, সেগুলোই কবিরা গুনাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ "اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ".

### সহজ তরজমা

৬৪১৬. আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রহ. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাকো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন : ১. আল্লাহর সাথে শরিক করা। ২. জাদু। ৩. যথার্থ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। ৪. সুদ খাওয়া। ৫. এতিমের মাল ভক্ষণ করা। ৬. জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। ৭. সতী-সাধ্বী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩, পূর্বে ৩৮৭-৩৮৮ ও ৮৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এখানে সাতটি কবিরা গুনাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতে সাতের উপর সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয় বরং এ ছাড়া কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আরো বহু কবিরা গুনাহ রয়েছে। যেমন : মদ্যপান, চুরি করা, মিথ্যা বলা ও গিবত করা ইত্যাদি।

بَابُ قَذْفِ الْعَبِيدِ

### ৩৬২৬. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসের উপর অপবাদ আরোপ প্রসঙ্গে

এখানে শিরোনামে মাসদারের ইযাযত মাফউলের দিকে হয়েছে। যেমনটা অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট। এর মর্ম হল, যদি কেউ কোনো গোলামের উপর যিনার অপবাদ দেয়, তবে এর কি হুকুম? আর যদি শিরোনামে قَذْفِ এর ইযাযত ফায়েলের দিকে হয় অর্থাৎ যদি গোলাম অপবাদ আরোপকারী হয়, তাহলে তার উপর স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক হদ প্রয়োগ করা হবে।

(২) শিরোনামে যদিও শুধু ক্রীতদাসের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা ক্রীতদাস ও দাসী উভয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ দাস-দাসী উভয়ের বিধান এক ও অভিন্ন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ. جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.

### সহজ তরজমা

৬৪১৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ কে বলতে শুনেছি : কেউ আপন দাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল, অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে, কিয়ামত দিবসে তাকে কষাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (তাহলে কষাঘাত করা হবে না)।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, مَمْلُوكَ শব্দটি দ্বারা যা عَبْدٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ অধ্যায়ে, আবু দাউদ الْأَدَبُ অধ্যায়ে, তিরমিযি الْبِرُّ অধ্যায়ে, নাসায়ি রজম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

### ৩৬২৭. অনুচ্ছেদ : ইমাম কি কাউকে কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর জারির জন্য আদেশ করতে পারেন? হযরত উমর রাযি. এরূপ করেছেন।

[অর্থাৎ ইমামের নিকট হাজির নয়। এখানে জবাব উহ্য রয়েছে অর্থাৎ তিনি তা করতে পারেন।]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ. قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ. اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "قُلْ". فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ. هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَسَلْهَا. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

## সহজ তরজমা

৬৪১৮. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা ও যায়িদ ইব্‌নে খালিদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মাঝে,আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল, আর সে ছিল তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ এবং বলল, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : বল। তখন সে বলল, আমার পুত্র ওই বক্তির পরিবারে মজুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসে। ফলে আমি একশত ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার সাথে আপোস করে নেই। তারপর ক'জন আলিমকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের ওপর একশত কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। একশত (ছাগল) আর গোলাম তোমার কাছে ফেরত যাবে। আর তোমার পুত্রের উপর আসবে একশত কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি সকালে নারীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। যদি স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করবে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الخ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৩-১০১৪, পূর্বে ৩১১, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৬, ৯৮১, ১০০৮, ১০১০ ও ১০১০-১০১১ এবং সামনে ১০৬৭-১০৬৮, ১০৭৮ ও ১০৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# كِتَابُ الدِّيَاتِ

# অধ্যায় : রক্তপণ

**দিয়ত কী?**

اَلدِّيَاتِ : শব্দটির ياء বর্ণে তাশদিদ ছাড়া। এটি دِيَةٌ এর বহুবচন যেমন عِدَاتٌ টি عِدَةٌ এর বহুবচন। এর মূল হচ্ছে, وَدَى. يَدِىْ وَدْيًا। وَدْى শব্দটির واو বর্ণে যবর, دال বর্ণে সাকিন। এটি মাসদার। এরপর واو কে বিলুপ্ত করে তদস্থলে ة বৃদ্ধি করা হয়েছে। دِيَةٌ হয়ে গেছে। এর আমরের ছিগাহ دِ (যের দিয়ে) دِ এর ওজনে আসে। আর ওয়াক্ফের সময় دِهْ বলা হয় অর্থাৎ 'দাল' বর্ণে যের ও 'হা'সহ।

আর শরিয়তের পরিভাষায় دِيَةٌ ওই সম্পদকে বলা হয়, যা কারো প্রাণ বা রক্তের বিনিময়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

ইমাম বুখারি রহ. এ অনুচ্ছেদে কিসাস সংক্রান্ত হাদিস এনেছেন। কেননা যে সকল বিষয়ে কিসাস ওয়াজিব হয়, তাতে সম্পদের বিনিময়ে ক্ষমা জায়েয। আর তা-ই দিয়তের মাল। অর্থাৎ নিহত বা আহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ যখন কিসাস মাফ করে দিয়ে দিয়ত গ্রহণে সম্মত হবে।

এর দ্বারা জানা গেল, ইমাম বুখারি রহ.-এর শিরোনামটি (ব্যাপক)। এতে কিসাস ও দিয়ত সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে কোনো আলেম এর বিপরীত كِتَابُ الْقِصَاصِ শিরোনাম স্থাপন করে কিসাসের অধীনে দিয়তকে এনেছেন। কেননা মূলত ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রেই কিসাস ওয়াজিব হয়।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. [النساء: ٩٣]

### ৩৬২৮. অনুচ্ছেদ : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম

**ব্যাখ্যা :** এ আয়াতে কারিমায় মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোরভাবে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে।

✪ প্রশ্নোত্তরসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/১৫৯ দেখুন!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ "أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا. وَهُوَ خَلَقَكَ". قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ. أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ "ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. الآيَةَ.

### সহজ তরজমা

৬৪১৯. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর নিকট বড় গুনাহ কোন্‌টি? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত কর অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন : তারপর হল, তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। লোকটি বলল, এরপ কোন্‌টি? তিনি বললেন : তারপর হল, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর। এরপর আল্লাহ এ কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ করলেন : এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে (সূরা ফুরকান-৬৮)।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪, পূর্বে ৬৪৩ তাফসিরে, ৮৭৮ ও ১০০৬, সামনে ১১২২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا".

## সহজ তরজমা

৬৪২০. আলী রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তমনা থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোনো হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত হয়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** উপর্যুক্ত আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্বের হাদিসের সাথে এর মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** فُسْحَةٍ শব্দটির فاء বর্ণে পেশ, سين বর্ণে সাকিন ও حاء বর্ণে যবর। অর্থাৎ মুসলমানের প্রতিমুহূর্ত ক্ষমার আশা থাকে। কিন্তু যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তখন তওবার দ্বারা ক্ষমা লাভে সঙ্কীর্ণতা চলে আসে ও ক্ষমার সীমা সংকুচিত হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

## সহজ তরজমা

৬৪২১. আহমদ ইব্নে ইয়াকুব রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে লিপ্ত করার পরে তার ধ্বংস থেকে লিপ্ত ব্যক্তির বাঁচার কোনো উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছে হালাল ব্যতীত (বৈধতা বিহীন) হারাম রক্ত প্রবাহিত (অবৈধভাবে হত্যা) করা।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটিও ইবনে উমর রাযি.-এর হাদিস। তবে এটা তার উপর মওকূফ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ . قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ".

## সহজ তরজমা

৬৪২২. উবাইদুল্লাহ্ ইব্নে মূসা রহ. ... আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বপ্রথম লোকদের মধ্যে যে বিষয়ের ফায়সালা করা হবে, তা হল—'হত্যা'।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট অর্থাৎ হাদিসটিতে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার ক্ষেত্রে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

**প্রশ্ন :** অপর এক হাদিসে এসেছে, সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে?

**জবাব :** হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার হকসমূহ থেকে সর্বপ্রথম অন্যায়ভাবে হত্যার হিসাব হবে আর হুকূকুল্লাহ তথা আল্লাহর হকের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ، شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ. آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَقْتُلْهُ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ قَالَ "لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ". وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ "إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ، فَقَتَلْتَهُ، فَكَذٰلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ".

## সহজ তরজমা

৬৪২৩. আবদান রহ. ... বনি যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইব্‌নে আমর কিন্দি রাযি. থেকে বর্ণিত। যিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক কাফিরের সাথে আমার সম্মুখ লড়াই হল ও আমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল। সে তরবারি দ্বারা আমার হাতে আঘাত করল এবং তা কেটে ফেলল। এরপর সে কোনো বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নিল। আর বলল, আমি আল্লাহর জন্য মুসলমান হয়ে গেলাম। এ কথা বলার পর কি তাকে হত্যা করতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে হত্যা করবে না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার এক হাত কেটে দিয়েছে। আর কেটে ফেলার পরই এ কথা বলেছে, এতে কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? তিনি বললেন : তুমি তাকে হত্যা করবে না। (এ অবস্থায়) তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তাহলে তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে স্থলে ছিলে, সে তদস্থলে চলে আসবে। আর সে উক্ত কালিমা উচ্চারণ করার পূর্বে যে স্থলে ছিল, তুমি সে স্থলে চলে যাবে। হাবিব ইব্‌নে আবু আমরা রহ. সাঈদ রহ.-এর সূত্রে ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিকদাদ্ রাযি.-কে বলেছেন : উক্ত মুমিন ব্যক্তি যখন কাফির সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান করছিল, তখন সে আপন ঈমান গোপন রেখেছিল। এরপর সে তার ঈমান প্রকাশ করল আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে। তুমিও তো এর পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে নিজ ঈমান গোপন রেখেছিলে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতে কারিমার সাথে হাদিসের মিল হল, এতে কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪ ও পূর্বে মাগাযিতে ৫৭২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম الإِيْمَان অধ্যায়ে, আবু দাউদ الجِهَاد অধ্যায়ে ও নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে।

قوله. فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ...الخ

১। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাফিরের রক্ত হালাল। কিন্তু কাফির ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত হারাম হয়ে যায়। এখন যদি কোনো মুসলমান তাকে হত্যা করে, তাহলে কিসাসস্বরূপ ওই ঘাতক মুসলমানকে হত্যা করা হালাল; ন্যায্য কিসাসস্বরূপ তথা ঘাতক মুসলমান কাফির হয়ে গেছে বলে নয় বরং ন্যায্য কিসাসস্বরূপ

তার রক্ত হালাল। এজন্যই খারিজিদের 'এ হাদিস দ্বারা কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির হওয়া প্রমাণিত হয়' বলে দলিল প্রদান ভুল ও অনর্থক। তাশ্‌বিহ/ উপমার মধ্যে তাশ্‌বিহের কারণ লক্ষ্য করা উচিত।

২। তাশ্‌বিহ/ উপমা দেওয়া হয়েছে কেবল অপরাধী ও গুনাহগার হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাকে হত্যা করার কারণে তোমরাও তার মতো অপরাধী হবে।

৩। তাশ্‌বিহ/ উপমা দেওয়া হয়েছে ক্ষমার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইসলামের কালিমার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

৪। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এ বাণীটি কঠোরতার উপর প্রয়োগ হবে। কেননা যদি কোনো মুসলমান কাফিরকে এরূপ ক্ষেত্রে এই ভেবে হত্যা করে যে, সে শুধু আত্মরক্ষার ও ধোঁকা দেওয়ার জন্যই মুসলমান হয়েছে, তাহলে এ হত্যার কারণে সেই মুসলমানের রক্ত হালাল হবে না।

আসল উদ্দেশ্য হল, ইসলাম গ্রহণের পর তাকে হত্যা করা থেকে নিষেধ করাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি কোনো মুমিন অন্য মুমিনকে জায়েয ও হালাল মনে করে হত্যা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ الخ : এটি বুখারি শরিফের তা'লিকের অন্তর্ভুক্ত। হাবিব ইবনে আবী আমরা ... হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণন করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত মিকদাদ রাযি.-কে বলেছেন : যদি কোনো মুসলমান অনেক কাফিরের মাঝে থাকে আর প্রাণনাশের ভয়ে নিজের ঈমান লুকিয়ে রাখে, এরপর সে তার ঈমান প্রকাশ করে এবং মিকদাদ তাকে মেরে ফেলে (তাহলে এটা কিভাবে সঠিক হবে)। মিকদাদ নিজেও তো মক্কায় থাকাবস্থায় এভাবে ইমাম গোপন করেছিলেন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَمَنْ أَحْيَاهَا [المائدة: ٣٢]

**৩৬২৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– আর যে ব্যক্তি কারো প্রাণ রক্ষা করল**

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : যে শরয়ি অধিকার (কিসাস) ছাড়া কাউকে হত্যা করা হারাম করল, তবে সে যেন গোটা মানবজাতির জীবন রক্ষা করল।

শিরোনামে উল্লেখিত পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। আর যে কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।' (সূরা মায়েদা-৩২)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি শরঈ বিধান কিসাস ব্যতীত কাউকে হত্যা করা থেকে বিরত রইল, সে যেন সকল মানুষকে জীবিত রাখল।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا".

### সহজ তরজমা

৬৪২৪. কাবিসা রাযি. ... আব্দুল্লাহ রাযি. সূত্রে নবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোনো মানব সন্তানকে হত্যা করা হলে আদম আ.-এর প্রথম সন্তানের (কাবিল) উপর অপরাধের কিছু অংশ অবশ্যই বর্তায়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামে উল্লেখিত আয়াত وَمَنْ أَحْيَاهَا-এর সঙ্গে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কেননা وَمَنْ أَحْيَاهَا উল্লেখের দ্বারা আয়াতের শুরু অংশ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ...الخ উদ্দেশ্য।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪, পূর্বে ৪৬৯ এবং সামনে ১০৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

## সহজ তরজমা

৪২৫. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা আমার পরে কুফরমুখী হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের আয়াতের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে كُفَّارًا-এর তাফসিরে حُرْمَةُ الدِّمَاءِ উক্তিকারীর ভাষ্যে। কেননা এতে আটটি উক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল كُفَّارًا (اى حُرْمَةُ الدِّمَاءِ)। (উমদা)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪ এবং পূর্বে মাগাযিতে ৬৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪৮১ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

## সহজ তরজমা

৬৪২৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... জারির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিদায় হজের প্রাক্কালে বলেছেন : লোকদেরকে নীরব করাও, তোমরা আমার পরে কুফরমুখী হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে। আবু বকর ও ইব্‌নে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে পূর্বের হাদিস ও এ হাদিসের মিল একই। পার্থক্য শুধু পূর্বের হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে আর এ হাদিসটি হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪-১০১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ : লোকদেরকে নিশ্চুপ করো! অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খুতবা যেন পূর্ণ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করতে পারে।

قَوْلُهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ الخ : এ হাদিসটিকে হযরত আবু বাকরা রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা কিতাবুল হজে গত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. أَوْ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ. شَكَّ شُعْبَةُ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَلْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ. وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ.

## সহজ তরজমা

৬৪২৭. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কবিরা গুনাহ হচ্ছে : আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন, মিথ্যা কসম করা। শু'বা রহ. এতে সন্দেহ পোষণ করেছেন। আর মুয়ায রহ. বলেন, শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, কবিরা গুনাহ হচ্ছে : আল্লাহর সাথে শরিক করা, মিথ্যা কসম করা আর পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অথবা প্রাণ সংহার করা।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَقَتْلُ النَّفْسِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৫, পূর্বে ৯৮৭ এবং সামনে ১০২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "اَلْكَبَائِرُ". وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَوْلُ الزُّورِ". أَوْ قَالَ "وَشَهَادَةُ الزُّورِ".

## সহজ তরজমা

৬৪২৮. ইসহাক ইব্‌নে মনসূর রহ. ও আমর রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হচ্ছে : আল্লাহর সাথে শরিক করা, প্রাণ সংহার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা অথবা বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَقَتْلُ النَّفْسِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৫, পূর্বে ৩৬২ ও ৮৮৪ এবং সামনে ১০১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ. حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ. قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ. فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لِي "يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ "أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ". قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

## সহজ তরজমা

৬৪২৯. আমর ইব্‌নে যুরারা রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়িদ ইব্‌নে হারিসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের হুরাকা শাখার বিরুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে এ গোত্রের কাছে

এলাম এবং তাদেরকে পরাস্ত করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমি ও আনসারদের এক ব্যক্তি তাদের একজনকে ধাওয়া করে তার কাছে পৌছে গেলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলেন, আনসারি ব্যক্তি তার থেকে বিরত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় পৌছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি বলেন, আমাকে তিনি বললেন, হে উসামা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আসলে হত্যা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। তিনি বললেন, আহা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে? তিনি বারবার কথাটি বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, যদি আমি ওই দিনের পূর্বে মুসলমান না হতাম।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

হাদিসের মিল রয়েছে أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বাক্যের মর্মার্থে। বাক্যটি দুবার বলা হয়েছে। এতে মুমিনের প্রাণ সংহারের জঘন্যতা বোধগম্য হয়।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৫, পূর্বে ৬১২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/৬৮ ঈমানে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখেছ? অর্থাৎ তোমাদেরকে তো শুধু বাহ্যিকতার উপর আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা হৃদয়ের অবস্থা মানুষের শক্তির বাইরে। কাজেই তোমাদের কেবল বাহ্যিকের উপর আমল করা উচিত।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৩৩৮ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ أَبِي الخَيْرِ عَنْ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ : إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ . بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا. وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ. وَلَا نَنْتَهِبَ. وَلَا نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ. فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا. كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ إِلَى اللهِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওই নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আমরা তাঁর হাতে এ শর্তে বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কিছুকে শরিক করব না, যিনা করব না, চুরি করব না, এমন প্রাণ সংহার করব না যা আল্লাহ হারাম করেছেন, আমরা লুণ্ঠন করব না, নাফরমানি করব না। যদি আমরা এগুলো যথাযথ পালন করি, তবে জান্নাত লাভ হবে। আর যদি এর মধ্য থেকে কোনো একটি করে ফেলি, তবে তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে সমর্পিত।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** উক্ত আয়াতের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৫, পূর্বে ০৭, ৫৫০, ৫৭০, ৭২৭, ১০০৩ ও ১০০৪ এবং সামনে ১০৭১ ও ১১২-১১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৪৩ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

## সহজ তরজমা

৬৪৩১. মূসা ইব্‌নে ইসমাইল রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু মূসা আশয়ারি রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে [অনুরূপ] বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ্

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে। কেননা অস্ত্রধারণের মর্ম হল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, مَنْ قَاتَلَنَا مِنْ جِهَةِ الدِّيْنِ أَوْ اِسْتِبَاحَ ذٰلِكَ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৫ ও সামনে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. وَيُونُسُ. عَنِ الْحَسَنِ. عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ. فَلَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ. قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ". قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ "إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ".

## সহজ তরজমা

৬৪৩২. আব্দুর রহমান ইব্‌নে মুবারক রহ. ... আহনাফ ইব্‌নে কায়েস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ লোকটি (আলী রাযি.)-কে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে আমার সাথে আবু বাকরা রাযি.-এর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে। তিনি বললেন, ফিরে যাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন দুজন মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নাম যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বোধগম্য [অর্থাৎ তার জাহান্নামি হওয়ার কারণ তো বুঝে আসে; কিন্তু নিহতের কী অপরাধ? সে কেন জাহান্নামে যাবে?]। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে-ও তার সাথি [মুসলমান ভাই]-এর হত্যার প্রত্যাশী ছিল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের আয়াতে কারিমার সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৫, পূর্বে ঈমানে ৯ এবং সামনে ১০৪৮-১০৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৭৯-২৮০ দেখুন!

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

**৩৬৩০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى প্রসঙ্গে**

আয়াতের অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। এরপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ ও বিশেষ অনুগ্রহ। তথাপি যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। (সূরা বাকারা-১৭৮)

**ব্যাখ্যা :** তাফসির গ্রন্থ অধ্যায়ন করুন।

ইমাম বুখারি রহ. এ অনুচ্ছেদে শুধু আয়াতে কারিমা উল্লেখ করেছেন; কোনো হাদিস উল্লেখ করেন নি। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, ইমাম বুখারি রহ. এ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি। (কাস্তালানি)

بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

**৩৬৩১. অনুচ্ছেদ : ঘাতককে সমকালীন শাসকের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবৎ না সে স্বীকারোক্তি করে এবং শরিয়তের দণ্ডবিধিতে স্বীকারোক্তির বর্ণনা**

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৩৩. হাজ্জাজ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদি একটি বালিকার মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমার সাথে এ আচরণ করেছে? অমুক অথবা অমুক? শেষ পর্যন্ত ইহুদিটির নাম বলা হল। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে তা স্বীকার করল। সুতরাং প্রস্তরাঘাতে তার মাথা চূর্ণ করে দেওয়া হল।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৫-১০১৬, পূর্বে ৩২৫ ও ৩৮৩ এবং সামনে ১০১৬ ও ১০১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

## ৩৬৩২. অনুচ্ছেদ : পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা প্রসঙ্গে

ইমাম বুখারি রহ. এখানেও স্বভাবত কোনো হুকুম বর্ণনা করেন নি। এর দ্বারা ইমামদের মতবিরোধের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য।

তরবারি ভিন্ন অন্য কোনো অস্ত্র দ্বারা কিসাস গ্রহণ করা জায়েয কি-না? এ বিষয়ে ফুকাহায়ে ইসলামের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন :

(১) আইম্মায়ে ছালাছা বলেন, হত্যার সদৃশ্য জিনিস দ্বারা কিসাস গ্রহণ করা জায়েয আছে। অর্থাৎ হত্যাকারী লাঠি দ্বারা হত্যা করলে লাঠি দ্বারা কিসাস গ্রহণ করা জায়েয। আর হত্যাকারী পাথর দ্বারা হত্যা করলে পাথর দ্বারাই কিসাস গ্রহণ করা জায়েয। মোটকথা, যে জিনিস দ্বারা হত্যা করা হয়েছে অনুরূপ জিনিস দ্বারা কিসাস গ্রহণ করা জায়েয।

(২) ইমাম আযম আবু হানিফা রহ., ইমাম হাসান বছরি রহ., হযরত ইবরাহিম নাখায়ি রহ. ও সাহেবাইন প্রমুখের মতে হত্যাকারী ঘাতক নিহত ব্যক্তিকে যেভাবেই হত্যা করুক না কেন, কেবল তরবারী দ্বারাই কিসাস গ্রহণ করা হবে। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. প্রমুখের দলিল তহাবি শরিফে বর্ণিত হাদিস। যথা,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ﴾ (شرح معاني الآثار : ٣ / ١٧٩، بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلًا كَيْفَ يُقْتَلُ؟)

(৩) উমদাতুল কারিতে (১২/২৫৪) একাধিক সাহাবি থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। যেমন,

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ﴾ (أخرجه الْبَيْهَقِيْ مِنْ سُنَنِهِ)

আর এ পাথর সংক্রান্ত হাদিস রহিত হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "فُلَانٌ قَتَلَكِ". فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ "فُلَانٌ قَتَلَكِ". فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ "فُلَانٌ قَتَلَكِ". فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا. فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ.

### সহজ তরজমা

৬৪৩৪. মুহাম্মদ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রৌপ্যালংকার পরিহিতা জনৈকা বালিকা মদিনায় বের হল। রাবী বলেন, তখন জনৈক ইহুদি তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল। রাবী বলেন, তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তাঁর মাথা উঠাল। তিনি তাকে আবার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তাঁর মাথা নিচু করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্তর নিক্ষেপকারীকে ডেকে আনলেন এবং তাকে দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে হত্যা করলেন।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৬, পূর্বে ৩২৫, ৩৮৩, ৭৯৮, ১০১৬ ও ১০১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ◆

**৩৬৩৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী– أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ প্রসঙ্গে**

**পূর্ণ আয়াতটি হল :** وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ...الخ । এ আয়াতে কারিমায় عَلَيْهِمْ এর মধ্যে هِمْ যমিরটি ইহুদির দিকে আর فِيهَا এর ه যমিরটি তওরাতের দিকে ফিরেছে। মর্ম হবে— আমি তাওরাতে ইহুদিদের লিখে দিয়েছি : প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ [সংহার করা হবে], চোখের বিনিময়ে চোখ [ফুঁড়ে দেওয়া হবে] ... ।

এ বিধানটি যদিও ইহুদিদের জন্য ছিল; কিন্তু এ নীতির আলোকে-যে, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের বিধানাবলি যখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং তা রহিত হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো কারণও বিদ্যমান না থাকে, তাহলে-সেই বিধান আমাদের জন্যও অবধারিত।

**আয়াতের অনুবাদ :**

আমি এ গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে লিখে দিয়েছি : প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। এরপর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। যে সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম। (সূরা মায়িদাহ-৪৫)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي. وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ".

## সহজ তরজমা

৬৪৩৫. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন—আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তিন তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয় : ১. প্রাণের বদলে প্রাণ, ২. বিবাহিত ব্যভিচারী, ৩. আর নিজ দীন পরিত্যাগকারী, মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০১৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও আবু দাউদে হুদূদ অধ্যায়ে আর তিরমিযিতে الدِيَاتُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

অর্থাৎ উপরিউক্ত তিনটি অবস্থা ব্যতীত মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হারাম। এ ব্যাপারে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। যথা– ১. প্রাণের বদলে প্রাণ। এর দ্বারা কিসাস উদ্দেশ্য। ২. বিবাহিত ব্যভিচারী। তার উপর রজম তথা তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। ৩. ইসলাম ধর্মত্যাগকারী মুরতাদ। সুস্পষ্টত সে কাফির থেকেও নিকৃষ্ট। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। বাকি التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ হল, মুরতাদের বৈশিষ্ট্য।

بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

### ৩৬৩৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ. فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ". فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا. ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ. فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ.

### সহজ তরজমা

৬৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে বাশশার রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদি একটি বালিকাকে তার রৌপ্য অলংকারের লোভে হত্যা করল। সে তাকে পাথর দ্বারা হত্যা করল। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল যে, না। এরপর দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল, না। এরপর তৃতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল, হাঁ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (ওই ঘাতককে) দুটি পাথর দ্বারা হত্যা করলেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৬, পূর্বে ৩২৫, ৩৮৩, ৭৯৮, ১০১৫ ও সামনে ১০১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

### ৩৬৩৫. অনুচ্ছেদ : কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোনো একটি প্রয়োগের ইখতিয়ার লাভ করে

**ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ তার কিসাস গ্রহণের ইখতিয়ার আছে অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নিবে কিংবা দিয়ত তথা কিসাস মাফ করে দিয়ত নিতে পারবে। এ শিরোনামটি হুবহু অনুচ্ছেদের হাদিসের অংশ বিশেষ। এর দ্বারা এ মাসয়ালা স্পষ্ট বুঝা যায়, কিসাস গ্রহণ করা কিংবা কিসাস ক্ষমা করে দিয়ে দিয়াত গ্রহণের অধিকার কেবল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের। অবশ্য তাদের এ অধিকার লাভের জন্য তাদেরকে বিচারকের শরণাপন্ন হতে হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ خُزَاعَةَ. قَتَلُوا رَجُلًا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي. أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هٰذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا. وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا. وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ أُكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ". ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ. فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِلَّا الإِذْخِرَ". وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الفِيلِ. قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৩৭. আবু নুয়াইম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। খুযায়া গোত্রের লোকেরা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করল। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে রাজা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর খুযায়া গোত্রের লোকেরা জাহিলি যুগের স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনি লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তীদলকে রুখেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসূল ও মুমিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! মক্কা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি, আর আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রেখো! আমার ক্ষেত্রে তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তার কাঁটা উপড়ানো যাবে না, তার বৃক্ষ কাঁটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তুলে নেওয়া যাবে না। আর যার কাউকে হত্যা করা হয়, সে দুই প্রকার দণ্ডের যে কোনো একটি প্রয়োগের ইখতিয়ার লাভ করবে। হয়তো রক্তপণ গ্রহণ করা হবে, নতুবা কিসাস নেওয়া হবে। এ সময় ইয়ামানি এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যাকে আবু শাহ বলা হয়। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আবু শাহ্‌কে লিখে দাও। তারপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। আর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির ব্যতীত। কেননা আমরা তা নিজ গৃহে ও আমাদের কবরে ব্যবহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত। উবাইদুল্লাহ রহ. শায়বান রহ. থেকে الفِيل (হস্তী) শব্দের ব্যাপারে হারব ইব্‌নে শাদ্দাদ রহ.-এর অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ আবু নুয়াইম রহ. থেকে الفِيل-এর স্থলে الْقَتْل শব্দ নকল করেছেন। উবাইদুল্লাহ রহ. إِمَّا أَنْ يُقَادَ বা يُوْدٰى-এর পরে أَهْلُ الْقَتِيلِ শব্দও বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কেননা শিরোনামটি হাদিসেরই অংশ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৬ এবং পূর্বে ২১ ও ৩২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الخ :** আল্লাহ তায়ালা মক্কা থেকে হস্তিবাহিনীকে প্রতিহত করেছেন। এর দ্বারা আবরাহার সেই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে 'সূরা ফীল'-এর তাফ্‌সির দেখুন!

**قَوْلُهُ : وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ :** 'পড়ে থাকা বস্তু তুলে নেওয়া যাবে না ...।' অর্থাৎ পতিত বস্তু কুড়ানোর অধিকার দুই ব্যক্তির রয়েছে। ১. পতিত বস্তুর মালিক। যে তার পতিত জিনিসটি খুঁজছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল। এখন সে তা কুড়িয়ে নিতে পারে। ২. কুড়ানো বস্তুটি তার প্রকৃত মালিকের নিকট পৌছে দিতে দৃঢ় প্রত্যয় লোক।

**قَوْلُهُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ :** অর্থাৎ নিহতের ওলী-ওয়ারিশদের দুটি জিনিস তথা কিসাস ও দিয়তের ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় তিনটি জিনিসের ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যথা, (১) কিসাস তথা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। (২) দিয়ত তথা একশত উটের বিনিময়ে কিসাস মাফ করে দেওয়া হবে। (৩) সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেওয়া অর্থাৎ কিসাস-দিয়ত কিছুই গ্রহণ না করা। আরো জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৮৬, ৪৮৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللهُ لِهٰذِهِ الأُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى...إِلَى هٰذِهِ الآيَةِ... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ : فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ.

## সহজ তরজমা

৬৪৩৮. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি ইসরাইলদের মধ্যে কিসাসের বিধান বলবৎ ছিল। তাদের মধ্যে রক্তপণের বিধান ছিল না। তবে আল্লাহ্ এ উম্মতকে বললেন, নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে... কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে ...। (সূরা বাকারা-১৭৮) ইব্‌নে আব্বাস রাযি. বলেন, ক্ষমা প্রদর্শনের অর্থ হল, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, আর প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গত দাবি ও উত্তমভাবে দিয়ত আদায় করা।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশদের জন্য কিসাস ও দিয়ত এর মধ্যে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে। অর্থাৎ কিসাস মাফ করে দিয়ে তারা দিয়তও গ্রহণ করতে পারে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৬, এবং পূর্বে তাফ্‌সিরে ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

হাদিসের সারমর্ম হল, ইহুদিদের ধর্মে শুধু কিসাসের বিধানই অবধারিত ছিল অর্থাৎ খুনের বদলা খুন; রক্তের বদলে রক্ত; প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। তাদের ধর্মে কিসাস ক্ষমা করে দিয়ত গ্রহণের নিয়ম ছিল না। আরো বর্ণিত আছে, খ্রিষ্টানদের ধর্মে শুধু দিয়তের বিধানই ছিল; তাদের ধর্মে কিসাসের বিধান ছিল না। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মাদিতে কিসাস ও দিয়ত দুটির মধ্যে ইখতিয়ার রয়েছে; কোনো একটি নির্দিষ্টভাবে করে অবধারিত নয়। এটা শুধু এ ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সহজীকরণ; বাড়াবাড়ি ও শীথিলতার মাঝামাঝি পন্থা।

## بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

## ৩৬৩৬. অনুচ্ছেদ : যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবিকারীর বিধান

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৪৩৯. আবুল ইয়ামান রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন— (১) যে ব্যক্তি হারাম শরিফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি ইসলামি যুগে জাহিলি যুগের প্রথা তালাশ করে। (৩) যে যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

### ৩৬৩৭. অনুচ্ছেদ : ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা

হযরত ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, শুধু নিহত ব্যক্তি মরে যাওয়ার পরই ওলী-ওয়ারিশের জন্য ঘাতককে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে নিহত ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায় থাকাবস্থায় এবং মরে যাওয়ার পূর্বে ঘাতককে ক্ষমা করার অধিকার একমাত্র নিহত ব্যক্তির। নিহত ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার কোনো ওলী-ওয়ারিশের জন্য ঘাতককে ক্ষমা করার অধিকার নেই। তবে আহলে জাহির দ্বিমত পোষণ করে বলে, মৃত্যুশয্যায় নিহত ব্যক্তির ক্ষমা বিবেচ্য নয়।

জমহূরের দলিল খুবই সুস্পষ্ট অর্থাৎ অধিকারের ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিই মূল আর ওলী-ওয়ারিশগণ তার স্থলাভিষিক্ত মাত্র। আর বলা বাহুল্য, মূল থাকাবস্থায় নায়েব/ ভারপ্রাপ্ত বা স্থলাভিষিক্তের কোনো অধিকার থাকে না। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. হযরত ইবনে আবি শায়বা রহ.-এর বরাত দিয়ে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন— 'যখন উরওয়া ইবনে মাসউদ রাযি. নিজ সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন কেউ তাঁকে তীর ছুঁড়ে মারল। ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ রাযি. মৃত্যুর পূর্বেই নিজের ঘাতককে ক্ষমা করে দিলেন। আর পরবর্তীসময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ক্ষমাকেই বহাল রাখলেন। (ফাতহুল বারি)

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَبِي. فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৪০. ফারওয়া ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা (প্রথমে) পরজিত হয়েছিল ..... মুহাম্মদ ইবনে হরব রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উহুদের দিন ইবলিস লোকদের মাঝে চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! পিছনের দলের উপর আক্রমণ করো। ফলে তাদের সম্মুখভাগ পশ্চাতভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনকি তারা ইয়ামানকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযাইফা রাযি. বললেন, আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযাইফা রাযি. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন! রাবী বলেন, মুশরিকদের একটি দল পরাজিত হয়ে তায়েফ চলে গেল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে غَفَرَ اللهُ لَكُمْ বাক্যে। কেননা এর অর্থ, عَفَوْتُ عَنْكُمْ (আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম!)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭, পূর্বে ৪৬৪, ৫৩৯, ৫৮১ মাগাযিতে ও ৯৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** আল্লামা খাত্তাবি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, ভিড়ের মধ্যে ভুলে কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে হত্যা করে ফেললে তার উপর কিসাস বা দিয়ত কোনোটাই ওয়াজিব হবে না। (উমদাতুল কারি)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

**৩৬৩৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– ...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً প্রসঙ্গে**

**আয়াতের অর্থ :**

মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; তবে ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে ও রক্তমূল্য সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। এরপর নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়, তাহলে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে আর যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো জাতির অন্তর্গত হয়, তাহলে রক্তমূল্য সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। এরপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গুনাহ মাফ করানোর জন্য পরপর দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা-৯২)

**দিয়ত :** দিয়ত হল, একশত উট। আর মুদ্রায় একহাজার দিনার বা দশ হাজার দিরহাম।

إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

**৩৬৩৯. অনুচ্ছেদ : একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে**

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . أَنَّ يَهُودِيًّا. رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৪১. ইসহাক রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদি একটি বালিকার মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে? অমুক? না অমুক? অবশেষে ইহুদি লোকটির নাম উল্লেখ করা হল। তখন সে তার মাথা দিয়ে (হাঁ! সূচক) ইশারা করল, তখন ইহুদি লোকটিকে আনা হল। সে স্বীকার করল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ করলেন, তাই তার মাথা একটি পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হল। আর হাম্মাম রহ. বলেন, দুটি পাথর দিয়ে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭, পূর্বে ৩২৫, ৩৮৩, ৭৯৮, ১০১৫ ও ১০১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

এ বালিকাটি মাথার ইঙ্গিতে 'হাঁ' বলে মরে গেল। ফলে কিসাসস্বরূপ ইহুদির মাথা চূর্ণ করে দেওয়া হল। এ বর্ণনাটি একাধিকবার গত হয়েছে। যেমন, পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ রয়েছে।

**ইমামগণের মাযহাব**

ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফিয়ি রহ. এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন : একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। বারবার স্বীকারোক্তি দেওয়া জরুরি নয়। যেমনি বাহ্যিক হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করত ইমাম বুখারি রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদের শিরোনাম স্থাপন করেছেন। আর এটাই হানাফিদের মাযহাব। যেমনটা হাদিসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। শুধু হাশিয়া দ্বারা অনেক শিক্ষার্থীই ধোঁকায় পড়তে পারে যে, কুফাবাসীদের মতে একবার স্বীকারোক্তি করা যথেষ্ট নয় বরং একাধিকবার স্বীকারোক্তি করা শর্ত। তা ছাড়া আল্লামা আইনি রহ.-ও পরিষ্কার কিছু বলেন নি। তাই খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে- এখানে কুফাবাসী দ্বারা অহানাফি অর্থাৎ হানাফি ভিন্ন অন্য আলেমগণ উদ্দেশ্য। যেমনটি, শাইখুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া রহ. তাঁর প্রণীত لَامِعُ الدَّرَارِيْ গ্রন্থে পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

**৩৬৪০. অনুচ্ছেদ : নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা**

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا.

**সহজ তরজমা**

৬৪৪২. মুসাদ্দাদ রহ. ... আনাস ইব্নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন ইহুদিকে একজন বালিকার বদলে হত্যা করেছেন। সে রৌপ্য অলংকারের লোভে ওকে হত্যা করেছিল।

**সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ**

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসটি শিরোনামের হুকুমটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

**৩৬৪১. অনুচ্ছেদ : নর-নারীর মধ্যে আহত হওয়ার ক্ষেত্রে কিসাস**

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ : تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ. وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْقِصَاصُ»

আলেমগণ বলেন, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক আঘাতের ক্ষেত্রে পুরষের বদলায় নারী থেকে কিসাস নেওয়া হবে। সে আঘাত দ্বারা পুরুষের প্রাণ সংহার করুক কিংবা কোনো জখম [অর্থাৎ এতে সে নিহত হোক চাই তার অঙ্গ হানি হোক]। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ., ইবরাহিম রহ. ও আবুয যিনাদ রহ.-এর অভিমত তাদের শিষ্য থেকে এটাই বর্ণিত আছে। রুবাইয়ের বোন জনৈক ব্যক্তিকে আহত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কিসাস।

**সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ**

**পুরুষের** বদলায় নারী এবং নারীর বদলায় পুরুষকে হত্যা করার ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে ইজাম একমত পোষণ করেছেন। তবে প্রাণের চেয়ে কম অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জখম করার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর

মধ্যে সাদৃশ্য আছে কি-না? নারীর হাতের বিনিময়ে পুরুষের হাত কিসাসস্বরূপ কাটা যাবে কি-না? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যথা,

১। ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফিয়ি রহ. কিসাসের প্রবক্তা অর্থাৎ যেমনিভাবে জানের বেলায় নারী পুরুষ সমান এবং একজনকে অন্যজনের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে, তেমনিভাবে জখমের বেলায়ও কিসাস হবে।

২। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. প্রমুখের মতে জখমের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কিসাস হবে না। যেমনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ হাতের বদলে ভালো ও সুস্থ হাতে কাটা হবে না। কিন্তু অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তির হত্যার বিনিময়ে সুস্থ ও শক্তিশালী ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।

৩। আহলে ইলাম তথা জমহুর উলামায়ে ইসলাম বলেন, নারীর বদলায় পুরুষকে হত্যা করা যাবে।

قَوْلُهُ : وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ ... الخ : অর্থাৎ নারী যদি কোনো পুরুষকে হত্যা করে, তাহলে নারী হতে কিসাস নেওয়া হবে। যেমনটি এক্ষুনি বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসয়ালা হল, যদি শুধু হাত বা কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হয়। এ মাসয়ালায় মতবিরোধ রয়েছে। পূর্বের অনুচ্ছেদে এ মাসয়ালা গত হয়েছে। অর্থাৎ হানাফিদের নিকট বদলার তারতম্যে কিসাস হবে না। সুতরাং সুস্থ অঙ্গের বদলায় অসুস্থ অঙ্গ এবং অসুস্থ অঙ্গের বদলায় সুস্থ অঙ্গ কাটা হবে না। এভাবে নারীর বদলায় পুরুষের এবং পুরুষের বদলায় নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিসাসস্বরূপ কাটা হবে না। কেননা অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্ষেত্রে সমতা ধর্তব্য। কেননা বিকলাঙ্গ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের বিনিময়ে সুস্থ অঙ্গ কাটা হয় না।

قَوْلُهُ : وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ... الخ : অর্থাৎ উপরে হযরত উমর রাযি. থেকে যে কথা বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَجَرَحَتْ أُخْتُ...الخ : আর রুবাইয়্যি এর বোন কোনো এক ব্যক্তিকে আহত (যখম) করে দিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, কিসাস আবশ্যক অর্থাৎ শরঈ বিধান তথা বদলা।

**ব্যাখ্যা :** এখানে এটি ইমাম বুখারি রহ.-এর একটি তা'লিক। কিন্তু বুখারি শরিফের ৬৪৬ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। সেদিকেই ইঙ্গিত করার জন্য আল্লামা কিরমানি রহ.-এর সূত্রে আল্লামা আইনি রহ. বলেন : সঠিক কথা হল, এখানে أُخْتُ শব্দটি নেই। এক্ষেত্রে এটি বুখারি শরিফের ৬৪৬ নং পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী হয়ে যাবে।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৯/৫৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ "لَا تَلُدُّونِي". فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ. غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

## সহজ তরজমা

৬৪৪৩. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুখের সময় তাঁর মুখের এক কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি বলেন, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ সেবন অপছন্দ করেই থাকে। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এল, তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যেন কেউ না থাকে, যার মুখের কোণে জোরপূর্বক ঔষধ ঢেলে দেওয়া হয়নি; কেবল আব্বাস ব্যতীত। কেননা সে তোমাদের কাছে হাজির ছিল না।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসে নারী থেকে পুরুষের কিসাস গ্রহণের বর্ণনা রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭ ও পূর্বে ৬৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫৪২ দেখুন!

بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُوْنَ السُّلْطَانِ

### ৩৬৪২. অনুচ্ছেদ : হাকিমের কাছে মামলা দায়ের করা ব্যতীত নিজের অধিকার আদায় বা কিসাস গ্রহণ করা প্রসঙ্গে

**ব্যাখ্যা :**

যদি কারো উপর কিসাস ওয়াজিব হয়ে যায় চাই তা প্রাণের কিসাস হোক কিংবা অঙ্গের কিসাস, তাহলে অধিকারী ব্যক্তি বিচারকের আদেশ ছাড়া কিসাস গ্রহণ করতে পারবে, না-কি বিচারকের অনুমতি নেওয়া শর্ত?

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, সর্বসম্মতিক্রমে বিচারকের আদেশ ছাড়া কিসাস গ্রহণ করা জায়েয নেই। তবে নিজের গোলামের উপর হদ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। যেমন ইতোপূর্বে গত হয়েছে। তবে আর্থিক হকসমূহ তথা ঋণ বিচারকের আদেশ ব্যতীত আদায় করা যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَبِإِسْنَادِهِ: «لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ»

## সহজ তরজমা

৬৪৪৪. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমরা হচ্ছি (পৃথিবীতে) সর্বশেষ ও (আখিরাতে) সর্বপ্রথম। এ সূত্রেই আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ছাড়া উঁকি মারে আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোনো গুনাহ হবে না।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এখানে দুটি হাদিস রয়েছে। শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে দ্বিতীয় হাদিস বা হাদিসের দ্বিতীয় অংশের সাথে। আর হাদিসের প্রথম অংশ আনয়নের কারণ পূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-২/১৮০ দেখুন!

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭ ও সামনে ১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হাদিসটি ভীতিপ্রদর্শন ও ধমকের অর্থে প্রযোজ্য। অর্থাৎ উঁকি-ঝুঁকি মারা নাজায়েয ও হারাম।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

## সহজ তরজমা

৬৪৪৫. মুসাদ্দাদ রহ. ... হুমাইদ রহ. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘরে উঁকি মারল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি চাকু নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে (এ হাদিস) কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আনাস ইবনে মালিক রাযি.।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, কেউ বলতে পারেন— শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিল নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হলেন মহান ইমাম ও নেতা। সুতরাং এটা অন্য কোনো মানুষের জন্য জায়েয প্রমাণ করে না। এর জবাবে আমি বলব : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা-কাজ সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক। তবে তাঁর একান্ত বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলো ব্যতিক্রম।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭, পূর্বে ৯২২ এবং সামনে ১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

## ৩৬৪৩. অনুচ্ছেদ : (জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ. قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ. فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ. فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي. قَالَتْ فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. قَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৪৬. ইসহাক ইব্‌নে মানসূর রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেল, তখন ইবলিস লোকদের মাঝে চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! পিছনের দলের উপর আক্রমণ কর। ফলে তাদের সম্মুখভাগ পশ্চাতভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হল। তখন হুযাইফা রাযি. তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর বাবা ইয়ামান আক্রান্ত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! (এ তো) আমার পিতা! আমার পিতা! তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তারা তাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হল না। হুযাইফা রাযি. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া রহ. বলেন, এ কারণে হুযাইফা রাযি.-এর নিকট আল্লাহর সাথে মিলন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিতার মৃত্যুটি কল্যাণ হিসেবে অবশিষ্ট ছিল। (অর্থাৎ তাঁর পিতাকে হত্যাকারী মুসলমানদের জন্য তিনি সর্বদা মাগফিরাতের দোয়া করতেন।)

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ বাক্যে। কেননা তারা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭, পূর্বে ৪৬৪, ৫৩৯ এবং মাগাযিতে ৫৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** সুস্পষ্টত হযরত হুযাইফা রাযি.-এর পিতা হযরত ইয়ামান রাযি.-এর হত্যা হয়েছিল ভিড়ের মধ্যে।

**ইমামগণের অভিমত**

১। ইমাম মালিক রহ. বলেন : ভিড়ের মধ্যে হত্যাকারী জানা থাকে না বিধায় দিয়তও ওয়াজিব হবে না; তার রক্ত বৃথা হয়ে যাবে।

২। ইমাম শাফিয়ি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, যদি ওলী দাবি করে এবং কসম খায়, তাহলে দিয়ত পাবে। অন্যথায় বিবাদীকে কসম খেতে বলা হবে। যদি না-এর উপর কসম খায়, তাহলে তার দাবি রহিত হয়ে যাবে।

৩। তৃতীয়ত হযরত হাসান বছরি রহ. প্রমুখ বলেন, সরকারি কোষাগার থেকে দিয়ত দেওয়া হবে। সুতরাং এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত হুযাইফা রাযি.-কে দিয়ত দিয়েছিলেন। (কাস্তালানি)

## بَابٌ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

## ৩৬৪৪. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোনো রক্তপণ নেই

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ. عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ. فَحَدَا بِهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنِ السَّائِقُ" قَالُوا عَامِرٌ. فَقَالَ "رَحِمَهُ اللهُ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ. قَتَلَ نَفْسَهُ. فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. فَقَالَ "كَذَبَ مَنْ قَالَهَا. إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ. إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ. وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ".

### সহজ তরজমা

৬৪৪৭. মাক্কী ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমির! তোমরা আমাদেরকে উট চালনার কিছু সঙ্গীত শোনাও। সে তাদেরকে তা গেয়ে শোনাল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, চালকটি কে? তারা বলল, আমির। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তার দ্বারা আমাদের কিছুকাল উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিন। পরদিন সকালে আমির নিহত হল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে নিজেকে হত্যা করেছে। যখন আমি ফিরলাম, আর লোকেরা বলাবলি করছিল, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান। তাদের ধারণা, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, যে এমনটা বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। কেননা আমিরের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। সে অত্যন্ত পরিশ্রমী (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। আর কোন্ প্রকার হত্যা এর চেয়ে অধিক পুরস্কারযোগ্য করতে পারে?

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আমের রাযি. শহিদ হওয়ার পর তাঁর ওয়ারিশদের জন্য তার আকিলাদের উপর দিয়ত প্রদানের নির্দেশ দেননি বা বাইতুল মাল থেকেও দিতে বলেননি।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৭-১০১৮, পূর্বে ৬০৩, ৯০৮, ৯৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

হযরত আমির রাযি. কিভাবে আত্মহত্যা করেছিলেন? তার আত্মহত্যার ঘটনা কী? এ হাদিসে তার উল্লেখ নেই। এ বর্ণনাটি এর পূর্বে ৯০৮ ও ৯৩৭ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে। আর ৯০৮ পৃষ্ঠার বর্ণনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে যে, তিনি জনৈক ইহুদিকে আক্রমণ করলেন। তখন তাঁর তরবারি উল্টে গিয়ে নিজের হাঁটুতেই আঘাত হানে। ফলে তিনি আহত হয়ে পড়েন এবং অবশেষে এতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, তাঁর তরবারি তার নিজের উপর গিয়ে পড়ে এবং তিনি শহিদ হয়ে যান।

بَابٌ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

## ৩৬৪৫. অনুচ্ছেদ : কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَكَ»

### সহজ তরজমা

৬৪৪৮. আদম রহ. ... ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ওই ব্যক্তির মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দুটি দাঁত উপড়ে গেল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তাদের মামলা পেশ করল। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে, যেমন উট কামড়ে থাকে? তোমার জন্য কোনো রক্তপণ নেই।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল হল, হাদিসটি শিরোনামের অস্পষ্টতা দূর করেছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম الدِيَات অধ্যায়ে, নাসায়ি القِصَاص অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহ الدِيَات অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

**ব্যাখ্যা :** দাঁতে কর্তনকারী হলেন হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাযি.। তিনি তাঁর কর্মচারীকে দাঁতে কেটেছিলেন।

**শরঈ বিধান**

চার ইমামের ঐকমত্যে এক্ষেত্রে কোনো বিনিময় নেই। কেননা যার হাত, সে তো স্বভাবতই কামড়ের কারণে নিজ হাত টান দিবে। কামড় দেওয়ার জন্য কেউ নিজের হাত দিয়ে দিবে, এটা অযৌক্তিকই বটে। সুতরাং হাত টান দেওয়ার কারণে যদি কামড়দাতার দাঁত পড়ে যায়, তাহলে এর কোনো বিনিময় দিতে হবে না বরং তা বৃথা যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

### সহজ তরজমা

৬৪৪৯. আবু আসিম রহ. ... ইয়ালা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোনো একটি যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। ফলে তার দাঁত উপড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়ত বাতিল করে দিলেন।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসে পূর্বের হাদিসের অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৮, পূর্বে ২৪৯, ৩০১, ৪১৭ ও মাগাযিতে ৬৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হাদিস দ্বারা জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়ত প্রদানের আদেশ দেন নি। এর উপরে চার ইমামই একমত অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনো বদলা পাবে না। কেননা যার হাত, সে তো নিঃসন্দেহে টান দিবে। কামড়ানোর জন্য সে ছেড়ে দিবে—এটা এটা অসম্ভব।

بَابُ السِّنَّ بِالسِّنِّ

### ৩৬৪৬. অনুচ্ছেদ : দাঁতের বদলে দাঁত

حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ، لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

### সহজ তরজমা

৬৪৫০. আনসারি রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নাযারের কন্যা একটি বালিকাকে থাপ্পড় মেরে তার দাঁত ভেঙে ফেলল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। তখন তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪, পূর্বে ৩৭২, ৩৯৩, ৬৪৬ ও ৬৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ : এখানে النَّضْرِ শব্দটির নূনে যবর, যোয়াদ সাকিন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.-এর দাদা। তার কন্যা (رُبَيِّعُ শব্দটির ر বর্ণে পেশ, ب বর্ণে যবর ও ى বর্ণে তাশ্‌দিদ) আর রুবায়্যি হযরত আনাস রাযি. এর ফুফু ছিলেন। তিনি থাপ্পর মেরে বালিকার দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। এ বর্ণনাটি একাধিকবার গত হয়েছে।

بَابُ دِيَةِ الأَصَابِعِ

### ৩৬৪৭. অনুচ্ছেদ : আঙুলের রক্তপণ

সকল আঙুলের বিধান কি একই, না-কি ভিন্ন ভিন্ন? এর সমাধান হাদিসে জানা যাবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ.

### সহজ তরজমা

৬৪৫১. আদম রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (দিয়তের ব্যাপারে) এটি-ওটি সামান অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙুলি। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি শিরোনামের বিধানকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহে الدِّيَات অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

**ব্যাখ্যা :** অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা জানা গেল, সকল আঙুলের বিধান একই---চাই তা ছোট হোক বা বড়; হাতের আঙুল হোক বা পায়ের আঙুল---দিয়তের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। এক আঙুলের দিয়ত হল, পূর্ণ দিয়তের দশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রতি আঙুলের দিয়ত দশটি উট কিংবা একশ দিনার বা এক হাজার দিরহাম।

কেননা একটি প্রাণের পূর্ণ দিয়ত হল, একশত উট কিংবা এক হাজার দিনার বা দশ হাজার দিরহাম। এটাই জমহূর ইমাম তথা ইমাম আযম আবু হানিফা রহ., কতক শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. প্রমুখের অভিমত।

بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ. هَلْ يُعَاقَبُ أَوْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

### ৩৬৪৮. অনুচ্ছেদ : যখন একটি দল কোনো এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন কি তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান কিংবা সকলের কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে?

অর্থাৎ সকলের উপর শাস্তি ওয়াজিব হবে, না-কি এক ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে বাকি শরিকদের থেকে দিয়ত গ্রহণ করবে? মাসয়ালাটিতে মতবিরোধ আছে। বিধায় ইমাম বুখারি রহ. কোনো হুকুম বর্ণনা করেন নি।

**يُعَاقَبُ** : এটি মুযারে মাজহূলের ছিগাহ। কোনো কোনো বর্ণনায় বহুবচনের ছিগাহ يُعَاقَبُونَ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এর নায়েবে ফায়েল কি?

**জবাব** : এটি تَنَازُعُ فِعْلَانِ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ كُلُّهُمْ এর ব্যাপারে يُقْتَصُّ ও يُعَاقَبُ উভয় ফে'ল ঝগড়া করছে। এর দ্বারা জানা গেল, এখানে শিরোনামটি أَصَابَ টি فَجَعَ-এর অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ব্যাপক। চাই আহত হোক বা নিহত হোক, নিছক কষ্ট দেওয়া ও মুসিবতে ঠেলে দেওয়া উদ্দেশ্য।

১। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোনো একজনকে দুজন মিলে হত্যা করে, তবে দুজনের একজনকে হত্যা করে দিবে আর দ্বিতীয়জন থেকে দিয়ত গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে হত্যাকারী যদি দুয়ের অধিক হয়—যেমন : দশজন মিলে একজনকে হত্যা করল, তবে এক্ষেত্রে দশজনের একজনকে হত্যা করবে আর বাকি নয়জন থেকে ৯ অংশ দিয়ত নিবে।

২। ইমাম শাবী রহ. হতে বর্ণিত আছে, যদি কয়েক ব্যক্তি যৌথভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ ঘাতকদের যাকে ইচ্ছে হত্যা করবে আর বাকিদেরকে মাফ করে দিবে।

৩। জমহূর আলেমগণ বলেন, উল্লেখিত অবস্থায় হত্যায় জড়িত প্রত্যেককেই হত্যা করা হবে। কেননা তাদের প্রত্যেকেই হত্যাকারী ঘাতক।

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ : «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ» وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ. عَنْ أَبِيهِ : «إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا». فَقَالَ عُمَرُ : مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ. وَابْنُ الزُّبَيْرِ. وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ. مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ. مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ. مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ

মুতাররিফ রহ. শাবী রহ. থেকে এমন দুজন ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন, যারা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল, সে চুরি করেছে। তখন আলী রাযি. তার হাত কেটে দেন। এরপর তারা অপর একজনকে নিয়ে এসে বলল, আমরা ভুল করে বসেছি। তখন তিনি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিলেন আর প্রথম ব্যক্তির দিয়ত (রক্তপণ) গ্রহণ করলেন। আর বললেন : যদি আমি জানতাম, তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছে, তাহলে তোমাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলতাম। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারি) রহ. বলেন, আমাকে ইব্‌নে বাশশার রহ. ...... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি বালককে গোপনে হত্যা করা হয়। তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, যদি গোটা সানাবাসী এতে অংশ নিত, তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। মুগিরা ইব্‌নে হাকিম রহ. আপন পিতা হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন, চারজন লোক একটি বালককে হত্যা করেছিল। তখন

হযরত উমর রাযি. অনুরূপ কথা বলেছিলেন। হযরত আবু বকর ও ইব্‌নে যুবাইর, আলী ও সুওয়াইদ ইব্‌নে মুকাররিন রাযি. থাপ্পড়ের ক্ষেত্রে কিসাসের নির্দেশ দেন। হযরত উমর রাযি. ছড়ি দিয়ে প্রহারের ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ দেন। আর আলী রাযি. তিনটি বেত্রাঘাতের জন্য কিসাসের নির্দেশ দেন এবং শুরাইহ রহ. একটি বেত্রাঘাত ও নখের আঁচড়ের জন্য কিসাস কার্যকর করেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

وَقَالَا : أَخْطَأْنَا : মুতারিরফ ইবনে তারিফ বর্ণনা করেছেন : দুই ব্যক্তি একজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, সে চুরি করেছে। তাদের সাক্ষমতে হযরত আলী রাযি. চোরের হাত কেটে দিলেন। এরপর ওই সাক্ষীদ্বয় অন্য একজনকে ধরে নিয়ে এসে বলল : أَخْطَأْنَا—আমরা চোর নির্ধারণে ভুল করে ফেলেছি অর্থাৎ আমরা প্রথমে যাকে চোর বলে নিয়ে এসেছিলাম, সে আসল চোর নয়; আসল চোর এ ব্যক্তি। তখন হযরত আলী রাযি. তাদের উভয়ের সাক্ষ্যকে বাতিল করে দিলেন। দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি। তদুপরি তাদের সাক্ষ্যে প্রথমে যার হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল, এখন উভয় থেকে তার জন্য দিয়ত নেওয়া হল। সেই সাথে তিনি বললেন, তোমরা দুজন কাজটি ইচ্ছাকৃত করেছ জানলে আমি তোমাদের দুজনের হাত কেটে দিতাম।

وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ : ইমাম বুখারি রহ. বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. বলেছেন ... হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, একটি বালককে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটা শুনে হযরত উমর রাযি. বললেন, لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ (এ হত্যাকাণ্ডে সানার সমস্ত মানুষ অংশগ্রহণ করলেও আমি তাদের সকলকেই হত্যা করতাম)। এখানে فِيهَا এর هَا এর যমিরের مَرْجِعْ (প্রত্যাবর্তনস্থল) হল, هٰذِهِ الْفِعْلَةُ অর্থাৎ এ হত্যাকাণ্ডে। আর কোনো কোনো সংস্করণে এখানে فِيهِ একবচনের যমির রয়েছে অর্থাৎ فِيْ قَتْلِهِ। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই।

### ঘটনাটি সানা শহরের

ঘটনাটি সানা শহরের। সানায় এক মহিলা ছিল। তার স্বামী একবার সফরে গেল। বাড়িতে রেখে গেল তার স্ত্রী ও অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র 'আসিল'কে। ইত্যবসরে স্ত্রী এক লোকের সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে ফেলে। ওই প্রেমিক তার কয়েক বন্ধুর দ্বারা মহিলার এ সৎপুত্রকে হত্যা করে ফেলে। এ সংবাদ হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর দরবারে পৌঁছায়। হযরত উমর রাযি. তখন ওই বালকের ঘাতক চারজনকেই হত্যা করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ...। হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর আছার দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য জমহূরের মাযহাব সমর্থন করা অর্থাৎ এক ব্যক্তির হত্যার বদলায় একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে।

وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ : শুরাইহ রহ. একটি বেত্রাঘাত ও নখের আঁচড়ের জন্য কিসাস কার্যকর করেন। ঘটনা হল, কাজি শুরাইহ রহ.-এর দরবারে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আপনি আপনার খাদেম থেকে আমার আমার কিসাস নিন। এরপর তিনি খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনা কী? জবাবে সে বলল, লোকেরা আপনার দরবারে ভিড় করছিল। তাই আমি তাকে বেত্রাঘাত করেছি। এরপর কাজি শুরাইহ রহ. তার থেকে বদলা নিলেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا "لَا تَلُدُّونِي. قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ "أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي. قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

## সহজ তরজমা

৬৪৫২. মুসাদ্দাদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুখের সময় তাঁর মুখের কোণে ঔষধ ঢেলে দিলাম। আর তিনি আমাদের দেখে ইশারা করে বলেন, তোমরা আমার

মুখের কোণে ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ সেবন অপছন্দ করেই থাকে। এরপর তাঁর হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন : আমাকে (জোরপূর্বক) ঔষধ সেবন করাতে কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, রোগীর ঔষধের প্রতি অনীহা ভাবই এর কারণ বলে মনে করেছি। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যেন এমন কেউ না থাকে, যার মুখে জোরপূর্বক ঔষধ ঢেলে দেওয়া না হয় আর আমি দেখতে থাকব, শুধু আব্বাস ব্যতীত। কেননা সে তোমাদের কাছে হাজির ছিল না।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল** : এতে উল্লেখ রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজনের বদলা একাধিক ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৮ এবং পূর্বে ৬৪১ ও ৮৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫৪২ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

بَابُ الْقَسَامَةِ

## ৩৬৪৯. অনুচ্ছেদ : কাসামাহ (শপথ)

بَابُ الْقَسَامَةِ: قَسَامَة শব্দটির ق বর্ণে যবর ও س বর্ণে তাশদিদ ছাড়া যবর।

**قَسَامَة-এর শাব্দিক অর্থ**

قَسَامَة : শব্দটি মাসদার। أَقْسَمَ يُقْسِمُ قَسَامَةً অর্থ, শপথ করা। কেউ কেউ বলেন, এটি ইসমে মাসদার। অর্থ, শপথ। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এটি কসমের নাম।

**قَسَامَة-এর শরয়ি অর্থ**

وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ أَيْمَانٍ يُقْسِمُ بِهَا أَوْلِيَاءُ الدَّمِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ دَمِ صَاحِبِهِمْ أَوْ يُقْسِمُ بِهَا أَهْلُ الْمَحَلَّةِ الْمُتَّهَمُونَ عَلَى نَفْيِ الْقَتْلِ عَنْهُمْ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ. فَعِنْدَنَا أَهْلُ الْمَحَلَّةِ يَتَخَيَّرُهُمُ الْوَلِيُّ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ.

আর শরিয়তের পরিভাষায় 'কাসামাহ' হল, মৃতবক্তিদের আত্মীয়-স্বজন মৃত্যব্যক্তির প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ করা কিংবা যে গ্রামবাসীদের উপর হত্যার অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তারা হত্যা না করার কসম করা। কী বলে কসম খাবে, এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। সুতরাং আমাদের ইমামদের মতে গ্রামবাসী এ মর্মে কসম করবে—'আল্লাহর কসম তাকে হত্যা করি নি কিংবা তার ঘাতক সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না'।

(বুখারির হাশিয়া, বুখারি-৫৪২)

**قَسَامَة (কাসামা)-এর পদ্ধতি**

কোনো এক মহল্লায় একজন নিহত ব্যক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু হত্যাকারী কে জানা নাই। আর নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ ওই মহল্লাবাসীর উপর হত্যার দাবি তুলল; কিন্তু মহল্লাবাসী তা অস্বীকার করল। এরপর নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ কসমের দাবি জানাল। এক্ষেত্রে হানাফিদের মতে বিচারক ওই মহল্লা থেকে জ্ঞানসম্পন্ন সাবালক ও স্বাধীন ৫০ জন পুরুষ থেকে কসম গ্রহণ করবেন। যাদেরকে নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ নির্বাচন করবে, তারা এ মর্মে কসম খাবে—আমরা তাকে হত্যা করি নি এবং আমরা ঘাতকের সন্ধানও জানি না। যদি মহল্লাবাসী কসম খেয়ে নেয় আর হত্যার দাবিটা ইচ্ছাকৃত হত্যার হয়, তাহলে মহল্লাবাসীর উপর দিয়ত আবশ্যক হবে।

**কাসামার মধ্যে কিসাস আসবে না-কি দিয়ত?**

১। ইমাম যুহ্‌রি রহ., ইমাম মালিক রহ. ও রবিয়াতুর রায় রহ.-এর মতে কাসামার মধ্যেও কিসাস হতে পারে।

২। ইমাম আযম বরং হানাফিগণ, ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর নতুন ও চূড়ান্ত অভিমতে এবং ইমাম খোদ বুখারি রহ.-এর মতে কাসামার মধ্যে কিসাস চলবে না; শুধু দিয়ত আবশ্যক হবে।

**কাসামার মধ্যে কারা কসম করবে?**

১। হানফিগণ এবং কুফার সমস্ত আলেমের মতে নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ যাকে সন্দেহ করে, তার থেকে কসম নেওয়া হবে। কেননা স্বতঃসিদ্ধ বিধি আছে, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ।

২। শাফিদের মতে নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশদের নিকট যদি সাক্ষী না থাকে, তবে তারা কসম খাবে। কসমের মাধ্যমে নিজেদের দাবী প্রমাণিত করবে। অন্যথায় নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ যাদেরকে সন্দেহ করে, তাদের ৫০ জন থেকে কসম নেওয়া হবে।

এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল, কাসামার মধ্যে নিশ্চিতভাবে হত্যাকারী সম্পর্কে জানা যায় না বিধায় নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কারো থেকে কিসাস নেওয়া জায়েয হবে না। যেমন : হাদিস শরিফে আছে, اَلْقَسَامَةُ جَاهِلِيَّةٌ (কাসামার মধ্যে হত্যা করা জাহিলি যুগের প্রথা অর্থাৎ একটি ভ্রান্তি ও মূর্খতা)। কেননা যাবৎ না নিশ্চিতভাবে হত্যাকারী সম্পর্কে জানা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে হত্যা করা জুলুম। তা ছাড়া اَلْقَسَامَةُ تُوْجِبُ الْعَقْلَ (কাসামা দ্বারা দিয়ত ওয়াজিব হয়; কিসাস ওয়াজিব নয়)।

وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ» وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ. إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ. وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى البَصْرَةِ. فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: «إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً. وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمُ النَّاسَ. فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

হযরত আশআস ইবনে কায়স রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমার দুজন সাক্ষী অথবা তার (বিবাদীর) কসম। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, কাসামায় হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাযি. কিসাস গ্রহণ করেননি। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. (এক পত্রে) আদী ইবনে আর্তাত-কে লিখলেন—যাকে তিনি বসরার বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন; জনৈক নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে, যাকে পাওয়া যায় কোনো এক ঘি বিক্রেতার ঘরের পাশে—যদি নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ কোনো সাক্ষী পায়, তবে তদনুসারে মীমাংসা দিবে। অন্যথায় [নিরিহ] মানুষের উপর জুলুম করবে না। কেননা এটি এমন এক বিষয়, যাতে কিয়ামত অবধি ফায়সালা দেওয়া যাবে না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

قَوْلُهُ : شَاهِدَاكَ : এটি উহ্য মুরতাদার খবর হওয়ার ভিত্তিতে مَرْفُوْعٌ (পেশ বিশিষ্ট) হয়েছে। اَيِ الْمُثْبِتُ لِدَعْوَاكَ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ. عَطْفٌ عَلَيْهِ অর্থাৎ তোমার দাবি তখনই ধর্তব্য হবে, যখন তুমি দুজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে। অন্যথায় বিবাদীর কসমের ভিত্তিতে ফায়সালা হবে।

ইমাম বুখারি রহ. কাসামা অনুচ্ছেদে এ হাদিসটি এনে হানাফি মাযহাবের সমর্থন করেছেন অর্থাৎ কাসামার ক্ষেত্রে বিবাদী থেকে কসম গ্রহণ করা হবে; বাদী থেকে নয়। আল্লামা শাওকানি রহ. বলেন, আহলে হাদিসের মাযহাবও হানাফি মাযহাবের অনুরূপ।

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ (مُلَيْكَةَ শব্দটির মিমে পেশ) তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা। আবু মুলাইকার প্রকৃত নাম যুহাইর। তিনি আব্দুল্লাহর দাদা। তার দাদা দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, কাসামায় হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাযি. কিসাস গ্রহণ করেননি। এ তা'লিকটি হাম্মাদ ইবনে সালামা তাঁর মুছান্নাফে ইবনে আবি মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবি মুলাইকা বলেন : হযরত ওমর ইবনে আবু আজিজ রহ. কাসামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে বললাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কাসামায় কিসাস গ্রহণ করেছেন; কিন্তু হযরত আমির মুয়াবিয়া রাযি. কাসামায় কিসাস গ্রহণ

করেননি। অবশ্য ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, رَوَيْنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ خِلَافَهُ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أَقَادَ بِهَا অর্থাৎ আমরা মুয়াবিয়া রাযি. থেকে এর বিপরীত বর্ণনা করেছি। আর ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : এ বর্ণনাটি সহিহ যে, হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাযি. কাসামায় কিসাস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং পূর্বোক্ত বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার বিরোধ হয়ে গেল। এর সমাধান কি?

**জবাব :** হযরত আমির মুয়াবিয়া রাযি. প্রথমে হয়তো কিসাস গ্রহণ করেছেন; কিন্তু পরবর্তীসময়ে তা থেকে সরে এসেছেন অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ না করার পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (উমদাতুল কারি-২৪/৫৮)

قَوْلُهُ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : অর্থাৎ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. কোনো এক ঘি বিক্রেতার ঘরের পাশে কুড়িয়ে পাওয়া জনৈক নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁরই নিযুক্ত বসরার বিচারক আদী ইবনে আরতাত-কে এক পত্রে লিখলেন : যদি নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ কোনো সাক্ষী পায়, তবে তদনুসারে মীমাংসা দিবে। অন্যথায় নিরিহ মানুষের উপর জুলুম করবে না। কেননা এটি এমন এক বিষয়, যাতে কিয়ামত অবধি ফায়সালা দেওয়া যাবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا. وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا. وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا. فَقَالَ "الْكُبْرَ الْكُبْرَ". فَقَالَ لَهُمْ "تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ". قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ "فَيَحْلِفُونَ". قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ. فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৫৩. আবু নুয়াইম রহ. ... সাহল ইব্‌নে আবু হাসমা রাযি. থেকে বর্ণিত। তার গোত্রের একদল লোক খায়বার গমন করল ও তথায় তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল, তাদেরকে তারা বলল : তোমরা আমাদের সাথিকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করি নি আর হত্যাকারীকে জানিও না। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেল। বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম। আর আমাদের একজনকে তথায় নিহত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি বললেন, বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও! বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও! তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তেমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল, আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা কসম করে নিবে। তারা বলল, ইহুদিদের কসমে আমাদের আস্থা নেই। এ নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক, তা রাসূলুল্লাহ পছন্দ করলেন না। তাই সদকার একশত উট প্রদান করে, তার রক্তপণ আদায় করলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. এখানে উল্লেখের কারণ হল, কাসামার ক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ না করার ব্যাপারে এটি পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ। আর এতে হুকুম সাক্ষ্য-প্রমাণ ও কসমের ভিত্তিতে হবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৮-১০১৯, পূর্বে ৩৭২, ৪৫০, ৯০৭ ও সামনে ১০৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ، مِنْ آلِ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ. أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ. فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لاَ. قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لاَ. قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ. فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا". قَالُوا بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. قُلْتُ وَأَىُّ شَىْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ. فَقُلْتُ أَتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لاَ، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ. فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ". قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ. فَقَالَ "آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا". قَالُوا لاَ. قَالَ "أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ". فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ. قَالَ "أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ". قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ. فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ. فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ. قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً. وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ

بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ. فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ. قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ. أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ. فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا. وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ. فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ. فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৫৪. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ...... আবু কিলাবা রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা উমর ইব্‌নে আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর সিংহাসন জনসাধারণকে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের করলেন। এরপর লোকদেরকে তাঁর নিকট আসার অনুমতি প্রদান করলেন। তারা প্রবেশ করল। তারপর বললেন, তোমরা কাসামা (কসম) সম্বন্ধে কি মত পোষণ কর? তারা বলল, আমাদের মতে কাসামার ভিত্তিতে কিসাস গ্রহণ করা বিধেয়। খলিফাগণ এর ভিত্তেতে কিসাস কার্যকর করেছেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু কিলাবা! তুমি কি বল? তিনি আমাকে লোকদের সামনে দাঁড় করালেন। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার কাছে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও আরব নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। বলুন তো! যদি তাদের থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি দামিশকের একজন বিবাহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে যিনা করেছে, অথচ তারা তাকে দেখেনি, তবে কি আপনি তাকে রজম করবেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, বলুন তো! যদি তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন হিমসবাসী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে চুরি করেছে। অথচ তারা তাকে দেখেনি, তবে কি আপনি তাঁর হাত কাটবেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ তিন কারণের কোনো একটি ব্যতীত কাউকে হত্যা করেন নি। (যথা) : (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করা হলে তাকে হত্যা করা হবে অথবা যে ব্যক্তি বিয়ের পর যিনা করে অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও ইসলাম থেকে ফিরে মুরতাদ হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলল, আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. কি বর্ণনা করেন নি : রাসূলুল্লাহ ﷺ চুরির ব্যাপারে হাত কেটেছেন, লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু ফুঁড়ে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত রৌদ্রে ফেলে রেখেছেন। তখন আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে আনাস রাযি.-এর হাদিস বর্ণনা করছি। আমাকে আনাস রাযি. বর্ণনা করেছেন, উকাল গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তারা তাঁর হাতে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করল। কিন্তু সে এলাকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হল না এবং তাকের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এর অভিযোগ করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার রাখালের সাথে তার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করবে না? তারা বলল, হাঁ! তারপর তারা তথায় গিয়ে সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি তাদের ধাওয়া করতে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হল। তাদের হাত-পা কাটা হল, লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হল। তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত রৌদ্রে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা মারা গেল। আমি বললাম, তারা যা করেছে এর চেয়ে জঘন্য আর কি হতে পারে? তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হল, হত্যা করল, চুরি করল। তখন আম্বাসা ইব্‌নে সাঈদ বললেন, আল্লাহর কসম! আজকের মতো আমি আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম, হে আম্বাসা! তাহলে কি তুমি আমার বর্ণিত হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করছ? তিনি বললেন, না। তুমি হাদিসটি যথাযথ বর্ণনা করেছ। আল্লাহর কসম! এ লোকগুলোর কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন এ শাইখ (বুযুর্গ) তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবেন। আমি বললাম, এ ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটা নিয়ম রয়েছে। আনসারদের একটি দল তাঁর কাছে প্রবেশ করল। তারা তাঁর কাছে আলোচনা করছিল। ইতোমধ্যে তাদের সামনে তাদের এক লোক বেরিয়ে গেল এবং নিহত হল। এরপর তারা বের হল। তখন তারা তাদের সঙ্গীকে দেখতে পেল, রক্তের মধ্যে নড়াচড়া করছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সঙ্গী যে আমাদের সাথে আলোচনা করছিল এবং সে আমাদের সামনেই বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা এখন তাকে রক্তের মধ্যে নড়াচড়া করতে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন : তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কাদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা? তারা বলল, আমরা মনে করি, ইহুদিরা তাকে হত্যা করেছে। তিনি ইহুদিদেরকে ডেকে পাঠালেন। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ওকে হত্যা করেছ? তারা বলল, না। তিনি আনসারদের বললেন, তোমরা কি এতে সম্মত আছ যে, ইহুদিদের পঞ্চাশজন লোক কসম করে বলবে, তারা তাকে হত্যা করেনি। আনসাররা বলল, তারা এতে কোনো পরওয়া করবে না, তারা আমাদের সকলকে হত্যা করার পরও কসম করে নিতে পারবে। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা কি এজন্য প্রস্তুত আছ যে, তোমাদের থেকে পঞ্চাশজনের কসমের মাধ্যমে তোমরা দিয়তের অধিকারী হবে? তারা বলল, আমরা কসম করব না। তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে দিয়ত প্রদান করে দেন। (রাবী আবু কালাবা বলেন,) আমি বললাম, হুযাইল গোত্র জাহিলি যুগে তাদের গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এক রাতে সে ব্যক্তি বাহহা নামক স্থানে ইয়ামনের এক পরিবারের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। কিন্তু সে পরিবারের এক ব্যক্তি তা টের পেয়ে যায় এবং তার প্রতি তরবারি নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। এরপর হুযাইল গোত্রের লোকেরা এসে ইয়ামানি লোকটিকে ধরে ফেলে এবং (হজের) মৌসুমে তাকে উমর রাযি.-এর কাছে নিয়ে পেশ করে। আর বলে, সে আমাদের এক সাথিকে হত্যা করেছে। ইয়ামানি লোকটি বলল, তারা কিন্তু ওকে সকল দায়-দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, হুযাইল গোত্রের পঞ্চাশ ব্যক্তি এ মর্মে কসম করবে যে, তারা ওকে সকল দায়-দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে উনপঞ্চাশ ব্যক্তি কসম করে নিল, এরপর তাদের একজন সিরিয়া থেকে এল, তারা তাকে কসম করতে বলল। কিন্তু সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কসম থেকে তাদের সাথে আপস করে নিল। তখন তারা উভয়ই করমর্দন করল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এবং ওই পঞ্চাশ ব্যক্তি, যারা কসম করেছে, চললাম। যখন তারা নাখলা নামক স্থানে পৌছল, তাদের উপর বৃষ্টি নেমে এল। তখন তারা পাহাড়ের এক গুহায় প্রবেশ করল। কিন্তু গুহা ওই পঞ্চাশ জন কসমকারীর উপর ভেঙে পড়ল? এতে তারা সকলেই মারা গেল। তবে করমর্দনকারী দুজন বেঁচে গেল। কিন্তু একটি পাথর তাদের উভয়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত হল এবং নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের পা ভেঙে ফেলল। আর সে এক বছর জীবিত থাকার পর মারা গেল। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান (একসময়) কাসামার ভিত্তিতে এক ব্যক্তির কিসাস গ্রহণ করেন। এরপর আপন কৃতকর্মের উপর তিনি লজ্জিত হন এবং ওই পঞ্চাশ ব্যক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, যারা কসম করেছিল। তাদেরকে রেজিস্ট্রার থেকে খারিজ করে দিয়ে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসটি এখানে আনার দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হল, হাদিসটিতে কসম প্রথমত বিবাদীর উপর আরোপিত হয়েছে; বাদীর উপর নয়। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত আনসার দলের ঘটনায় রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০১৯-১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** ইমাম বুখারি রহ. এখানে চারটি হাদিস একত্রে উল্লেখ করেছেন। যথা,

১। عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ থেকে مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ পর্যন্ত।

২। قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ থেকে فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ পর্যন্ত।

৩। فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ থেকে قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا পর্যন্ত।

৪। قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ থেকে শেষ পর্যন্ত।

قَوْلُهُ: وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ : দ্বারা হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইর রাযি. এবং হযরত আ : মালিক ইবনে মারওয়ান রাযি. উদ্দেশ্য।

**ইমাম বুখারি রহ.-এর মাযহাব**

এখানে বিভিন্ন মাযহাব ও বিরোধ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে ইমাম বুখারি রহ. মৌলিক কাসামার প্রবক্তা বটে; কিন্তু কাসামায় কিসাসের প্রবক্তা নন। তা ছাড়া ইমাম বুখারি রহ.-এর মাযহাব হল, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ।

**জ্ঞাতব্য :** বাকি ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদের শিরোনামের অধীনে গত হয়েছে। তা ছাড়া নাসরুল বারি-৭/৭৯০ দেখুন!

بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

### ৩৬৫০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল আর তারা তার চক্ষু ফুঁড়ে দিল, এতে ওই ব্যক্তির জন্য দিয়াত নেই

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا، اِطَّلَعَ فِيْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

### সহজ তরজমা

৬৪৫৫. আবু নু'মান রাযি. ... আনাস রহ. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো একটি হুজরার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে একটি তীক্ষ্ণ প্রশস্ত ছুরি নিয়ে দাঁড়ালেন আর তার অগোচরে তাকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ তালাশ করতে লাগলেন।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** কেউ কেউ বলেন, শিরোনামের সাথে এ হাদিসের কোনো মিল নেই। কেননা হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, তার জন্য দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

এর জবাবে বলা হয়েছে, এ হাদিসের অন্যান্য সনদে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এখানেও ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত হাদিসটির অন্য সনদের দিকে ইশারা করেছেন। আর এর অনুরূপ বহুবার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, এ ১০২০ পৃষ্ঠায়ই সামনে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০ এবং পূর্বে ৯২২ ও ১০১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اِطَّلَعَ فِيْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ "لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنَيْكَ". قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.

### সহজ তরজমা

৬৪৫৬. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ... সাহল ইবনে সা'দ সায়িদি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো গৃহের দরজার দিয়ে উঁকি মারল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চিরুনি সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এ দ্বারা তিনি নিজের মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ তাকে দেখলেন তখন বললেন, আমি যদি জানতাম তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ, তাহলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : চোখের দরুনই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল প্রসঙ্গে পূর্বের হাদিসের অনুরূপ কথা এতেও প্রযোজ্য।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০, পূর্বে ৮৭৮ ও ৯২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".

### সহজ তরজমা

৬৪৫৭. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ রহ. ..... আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম বলেছেন : যদি কোনো ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তার প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু উপড়ে ফেল, এতে তোমার কোনো অপরাধ হবে না।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০ ও পূর্বে ১০১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ الْعَاقِلَةِ

### ৩৬৫১. অনুচ্ছেদ : আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে

عَاقِلَة : প্রত্যেক ওই আত্মীয় যে দিয়ত আদায় করে অর্থাৎ দাদার বংশধর, আসাবা।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا ﷺ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

### সহজ তরজমা

৬৪৫৮. সাদাকা ইব্নে ফাযল রহ. ... আবু জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা কুরআনে নেই এমন কিছু কি আপনাদের নিকট আছে? একবার তিনি বলেছেন, যা মানুষের নিকট নেই ... এরপর বললেন, ওই সত্তার কসম, যিনি খাদ্যশষ্য অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! কুরআনে যা কিছু রয়েছে, তা ব্যতীত আমাদের নিকট অন্য কিছু নেই। তবে এমন জ্ঞান যা আল্লাহর কিতাব বুঝার জন্য কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং এ কাগজের টুকরায় যা রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাগজের টুকরায় কি রয়েছে? তিনি বললেন, রক্তপণ ও মুক্তিপণের বিধান এবং [এ নীতি] যে, কোনো কাফিরের বদলে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে اَلْعَقْلُ বাক্যে। আর তা হল, দিয়াত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০, পূর্বে ২১ কিতাবুল ইলমে ও ৪২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৮১ দেখুন!

بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

## ৩৬৫২. অনুচ্ছেদ : নারীর ভ্রূণ

جَنِين : শব্দটি قَتِيل এর ওজনে। স্ত্রীলোকের গর্ভ যতক্ষণ পর্যন্ত পেটে থাকে, তাকে جَنِين বলে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

### সহজ তরজমা

৬৪৫৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের দুজন নারীর একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে গর্ভপাত ঘটিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ এ নারীর ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাদী প্রদানের ফয়সালা দিলেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০, পূর্বে ৮৫৭, ৮৫৮ ও ৯৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ আরো জানতে নাসরুল বারি-১০/৬০৬ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ.

### সহজ তরজমা

৬৪৬০. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি নারীদের গর্ভপাত সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন মুগিরা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি গোলাম অথবা বাদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন। হযরত উমর রাযি. বললেন, এর পক্ষে কাউকে তোমার সাক্ষী হাজির কর! তখন মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা রাযি. সাক্ষ্য দিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ফায়সালা করতে তিনি দেখেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০, সামনে ১০২০ ও ১০৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দবিশেষণ**

إِمْلَاص : শব্দটির হামযায় যের, মিম সাকিন। অর্থ, গর্ভপাত। শব্দটি ملص (পিছনে যাওয়া) থেকে নির্গত। আর গর্ভপাতকে إِمْلَاص বলার কারণ হল, গর্ভপাত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বাচ্চাকে পিছলে দেয়। হাদিস শরিফে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে غُرَّةٌ (দাস/দাসী) মুক্ত করার বিষয়টি বাচ্চা পেট থেকে মৃত অবস্থায় বের হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যদি বাচ্চা মায়ের পেট থেকে জীবীত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার পর মারা যায়, তাহলে পূর্ণ দিয়তই আবশ্যক হবে। হাদিসটি এক্ষুনি সামনে আসছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى فِي السِّقْطِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضٰى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هٰذَا. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৪৬১. উবাইদুল্লাহ ইব্‌নে মূসা রহ. ... হিশামের পিতা উরওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। উমর রাযি. লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে ফায়সালা দিতে কে শুনেছে? তখন মুগিরা রাযি. বললেন, আমি তাঁকে অনুরূপ ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফয়সালা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বললেন, এ বিষয়ে তোমার সাক্ষী নিয়ে এসো! তখন মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা রাযি. বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ...... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবিগণের সাথে গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে অনুরূপ পরামর্শ করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ، لَا عَلَى الْوَلَدِ

### ৩৬৫৩. অনুচ্ছেদ : নারীর গর্ভপাতের বর্ণনা আর দিয়ত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের উপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا.

## সহজ তরজমা

৬৪৬২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বনি লিহ্‌য়ানের জনৈকা নারীর ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী (দিয়ত) প্রদানের ফায়সালা করলেন। তারপর দণ্ডপ্রাপ্ত নারীর মৃত্যু হল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই ফায়সালা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ পুনঃ ফায়সালা করলেন, তার ত্যাজ্য সম্পত্তি তার পুত্র সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়ত আদায় করবে তার আসাবা।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

কেউ কেউ বলেন, শিরোনামের সাথে এ হাদিসের কোনো মিল নেই। কেননা এতে পিতার উপর দিয়ত ওয়াজিব করার কথা উল্লেখ নেই।

এর জবাবে বলা হবে, এ হাদিসের অন্য সনদে الْوَالِدُ শব্দটি রয়েছে। ইমাম বুখারি রহ. সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর স্বভাবতই তিনি এভাবে শিরোনাম প্রণয়ন করে থাকে। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০-১০২১, পূর্বে ৮৫৭, ৮৫৭, ৯৯৮ ও ১০২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**প্রশ্ন :** এখানে অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা জানা গেল, এ দুই নারী ছিল বনি লিহইয়ানের কন্যা। আর বুখারি শরিফ كِتَابُ الطِّبِّ-তে ৮৫৭ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে, এ দুই নারী হুযাইল গোত্রের ছিল। তা ছাড়া বুখারি ১০১২ পৃষ্ঠায় আগত বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারাও বুঝা যায়, এ দুই নারী হুযাইল গোত্রের ছিল। সুতরাং এ দুই বর্ণনার মাঝে বাহ্যত বিরোধ মনে হয়। কিন্তু এসব বর্ণনায় মূলত কোনো বিরোধ নেই। কেননা বনি লিহ্ইয়ান হুযাইল গোত্রেরই একটি শাখা। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. وَأَبِي. سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ. فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضٰى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ. وَقَضٰى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا.

## সহজ তরজমা

৬৪৬৩. আহমদ ইব্নে সালিহ্ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইল গোত্রের দুজন নারী ঝগড়াকালে একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে ও একজন অন্যজনের গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করে ফেলে। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচার নিয়ে আসল। তিনি ফায়সালাও দিলেন, নিহত নারীর দিয়ত ঘাতিনীর আসাবার উপর আসবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১, পূর্বে ৮৫৭, ৯৯৮ ও ১০২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

এ বর্ণনায় عَاقِلَتِهَا আর অন্য বর্ণনায় عَصَبَتِهَا রয়েছে। উভয় বর্ণনার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। উদ্দেশ্য হল, নারীর দাদার বংশধর বা পিতৃপুরুষগণ নিহত নারীর দিয়ত পরিশোধ করবে।

بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

## ৩৬৫৪. অনুচ্ছেদ : যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ. بَعَثَتْ إِلٰى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: «اِبْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُوْنَ صُوفًا. وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا»

বর্ণিত আছে, উম্মে সালামা রাযি. একটি পাঠশালার শিক্ষকের কাছে বার্তা পাঠালেন, আমার কাছে ক'জন বালক পাঠিয়ে দিন, যারা পশমের জট ছাড়াবে। তবে কোনো স্বাধীন (বালক) পাঠাবেন না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ—যেমন : উমদাতুল কারি, ফাতহুল বারি, আল-কাওয়াকিবু দুরারি, কিরমানি ও ইরশাদুস সারিতে এভাবেই নূনসহ اِسْتَعَانَ রয়েছে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংস্করণে راء দ্বারা اِسْتَعَارَ রয়েছে। এটা নাসাফি ও ইসমাঈলির বর্ণনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো গোলাম কিংবা বাচ্চাকে তলব করল (কাজ করার জন্য)। ইমাম বুখারি রহ. এ হাদিসটিকে কিতাবুদ্ দিয়াতে এ অনুচ্ছেদে আনার কারণ হল, যদি কাজ করাবস্থায় গোলাম মারা যায়, তাহলে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর 'তাওযিহ' গ্রন্থে রয়েছে, যদি কোনো স্বাধীন ও সাবালক লোককে ফ্রি কিংবা মজুরির বিনিময়ে কাজে লাগায় আর কাজ করতে গিয়ে সে আহত হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। অবশ্য কাজটি এমন হওয়া শর্ত, যাতে জীবনের ঝুঁকি বা কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু যদি কেউ তার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ বা বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি

কোনো স্বাধীন নাবালক কিংবা মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোনো দাসকে কোনো কাজে খাটানো হয় আর সে মারা যায়, তাহলে দাসের মূল্য জরিমানা হবে আর স্বাধীন নাবালক শিশুর দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর এ দিয়ত ওয়াজিব হবে তার আকিলাদের ওপর।

قَوْلُهُ : وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ : বর্ণিত আছে, হযরত উম্মে সালামা (উম্মুল মুমিনীন হিন্দা রাযি.) পাঠশালার শিক্ষকের নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, তুলা ধুনে দিতে ক'জন বালক আমার নিকট পাঠাবেন। তবে কোনো স্বাধীন বালক পাঠাবেন না অর্থাৎ কোনো দাস বালক পাঠাবেন। যাতে আমার কাজ করতে গিয়ে সে মারা গেলে আমি তার ক্ষতিপূরণ দিতে পারি।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ. لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا

## সহজ তরজমা

৬৪৬৪. আমর ইব্‌নে যুরারা রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ মদিনায় আগমন করলেন, তখন আবু তালহা রাযি. আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনাস একজন বুদ্ধিমান বালক। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস রাযি. বলেন, আমি মুকিম ও সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোনো দিন বলেন নি—এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করি নি, সেজন্যও কখনো বলেন নি, এটা এরূপ কেন করলে না?

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, খেদমত অর্থই কাউকে সহায়তা করা। সুতরাং শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১ ও পূর্বে ৩৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসলিমে এবং চার সুনান গ্রন্থেও এটি উল্লেখ রয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৬৪৬ দেখুন!

## بَابٌ : اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

## ৩৬৫৫. অনুচ্ছেদ : খনি দণ্ডমুক্ত এবং কূপ দণ্ডমুক্ত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَأَبِي. سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ. وَالْبِئْرُ جُبَارٌ. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

## সহজ তরজমা

৬৪৬৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কোনো পশু কাউকে আহত করলে এবং কূপে বা খনিতে পতিত হয়ে কেউ নিহত বা আহত হলে তাতে কোনো দণ্ড বা রক্তপণ নেই। আর কেউ গুপ্তধন প্রাপ্ত হলে তার প্রতি এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া ওয়াজিব।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামটি হাদিসের অংশ বিশেষ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১, পূর্বে ২০৩ ও ৩১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল মুনঈম-১৩০২ এবং নাসরুল বারি-৮/২৬৫-২৬৭ দেখুন!

بَابٌ: اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

### ৩৬৫৬. অনুচ্ছেদ : পশু আহত করলে তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ» وَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا» وَقَالَ الحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: «إِذَا سَاقَ المُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ»

ইবনে সিরিন রহ. বলেন, তাদের সময়ে পশুর লাথির আঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফায়সালা দিতেন না। তদ্রূপ লাগাম টানার দরুন কোনো ক্ষতি সাধিত হলে ক্ষতিপূরণের ফায়সালা দিতেন। হাম্মাদ রহ. বলেন, লাথির আঘাতের দরুন দায়ী করা যাবে না, তবে যদি কোনো ব্যক্তি পশুটিকে খোঁচা মারে। শুরাইহ রহ. বলেন, প্রতিশোধমূলক আঘাতের দরুন পশুকে দায়ী করা যাবে না। যেমন : কেউ কোনো পশুকে আঘাত করল। তখন পশুটিও তাকে পা দিয়ে আঘাত করল। হাকাম রহ. ও হাম্মাদ রহ. বলেন : যদি ভাড়াটিয়া ব্যক্তি গাধাকে হাঁকিয়ে নেয়, যে গাধার উপর কোনো নারী বসা থাকে আর নারীটি গাধা থেকে পড়ে যায়, তাহলে তার উপর কিছু বর্তাবে না। শা'বী রহ. বলেন, যদি কেউ কোনো পশু চালায় এবং তাকে ক্লান্ত করে ফেলে, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। আর যদি ধীরে ধীরে চালায়, তাহলে বর্তাবে না।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اَلْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

৬৪৬৬. মুসলিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পশু আহত করলে, খনি বা কূপে পতিত হয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া ওয়াজিব।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১, পূর্বে ২০৩ ও ৩১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/২৬৫ দেখুন!

بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

### ৩৬৫৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যিম্মীকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".

**সহজ তরজমা**

৬৪৬৭. কায়স ইব্‌নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত কাউকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত শুঁকতে পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে অনুভূত হবে।

**সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ**

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

কেউ বলতে পারেন, শিরোনামের সাথে হাদিসের কোনো মিল নেই। কেননা শিরোনামটি যিম্মি প্রসঙ্গে। যিম্মি হল, জিযিয়া কর প্রদানের চুক্তিতে মুসলিম দেশে বসবাসকারী আহলে কিতাব। কিন্তু হাদিসে তো যিম্মির কথা নেই?

এর জবাবে আমি বলব, مُعَاهَد তথা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও একজন যিম্মি। তার জন্য মুসলমানদের দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। মুসলিম দেশে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাদিসে مُعَاهَدًا শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এতে ইসলামি রাষ্ট্রে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত সকল অমুসলিম শামিল রয়েছে। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন নেই।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১, পূর্বে ৪৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৩১৪ দেখুন!

بَابٌ : لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

### ৩৬৫৮. অনুচ্ছেদ : কাফিরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ. قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا ﷺ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

**সহজ তরজমা**

৬৪৬৮. সাদাকা ইবনুল ফযল রহ. ... আবু জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে এমন কিছু কি আছে, যা কুরআনে নেই? তিনি বললেন : দিয়াতের বিধান, বন্দি মুক্তির বিধান এবং (এ বিধান যে,) কাফিরের বদলে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

**সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ**

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১ এবং পূর্বে ২১ পৃষ্ঠা কিতাবুল ইলমে ও ৪২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৮১ দেখুন!

بَابٌ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

### ৩৬৫৭. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো মুসলমান কোনো ইহুদিকে ক্রোধের সময় থাপ্পড় লাগাল

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

হাদিসটি আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। (বুখারি-১/৩২৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

### সহজ তরজমা

৬৪৬৯. আবু নুয়াইম রহ. ... আবু সাঈদ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে এর পরিপূর্ণ বর্ণনায়। কেননা তিনি এখানে হাদিসটি সংক্ষিপ্ত আকারে এনেছেন। অন্যত্র হাদিসটির শুরুতে রয়েছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ... الخ. (صحيح البخاري: بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيِّ)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১, পূর্বে ৩২৫, ৪৮১, ৬৬৮ এবং সামনে ১১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي. قَالَ "ادْعُوهُ". فَدَعَوْهُ. قَالَ "لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ. قَالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ. قَالَ: "لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".

### সহজ তরজমা

৬৪৭০. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদি—যার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করা হয়েছিল—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার জনৈক আনসারি সাহাবি আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তোমরা তাকে ডেকে আনো! তারা তাকে ডেকে আনল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কেন চড় মারলে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক ইহুদির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম, ওই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানবমণ্ডলীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তখন আমি বললাম, মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরেও কি? এরপর আমার ভীষণ রাগ এসে গেল। ফলে আমি তাকে চড় মেরে ফেলেছি। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে নবীদের মাঝে কারো উপর

শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কেননা সকল মানুষই কিয়ামতের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তখন আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে হুঁশ ফিরে পাবে। কিন্তু আমি তখন মূসা আ.-কে এমন অবস্থায় পাব যে, তিনি আরশের খুটিসমূহের একটি খুটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি আমার আগে হুঁশ ফিরে পাবেন, না-কি তূর পর্বতে বেহুঁশ হওয়ার বিনিময় দেওয়া হবে (যার ফলে তিনি সেখানে বেহুঁশই হবেন না)?

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসটি হযরত আবু সাঈদ রাযি.-এর পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সদন। এটি পূর্বে সংক্ষেপে আর এখানে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২১-১০২২, পূর্বে ৩২৫, ৪৮১ ও ৬৬৮ এবং সামনে ১১১৩ পৃষ্ঠায়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ

## অধ্যায় : আল্লাহদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ

**ব্যাখ্যা :**

اَلْمُعَانِدِيْنَ দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য, যারা বুঝে-শুনে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর اَلْمُرْتَدِّيْنَ দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য, যারা ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুফরি অবলম্বন করে অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর আবার কাফির ও মুশরিক হয়ে যায়।

**শিরোনামের উদ্দেশ্য :**

ইমাম বুখারি রহ. اِسْتِتَابَةِ-কে قِتَالِهِمْ-এর পূর্বে এনে ইশারা করেছেন, বিদ্রোহী ও কাফিরদেরকে প্রথমে তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি তওবা না করে, তবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হবে। এটাই জমহূর আলেমদের অভিমত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

### وَإِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ، وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

### এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে, তার গুনাহ এবং ইহ-পরলোকে তার শাস্তির বর্ণনা

قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. [لقمان : ١٣]

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ [الزمر : ٦٥]

আর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরিক করা মহা পাপ।। (সূরা লোকমান-১৩) 'যদি আল্লাহর শরিক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে। (সূরা যুমার-৬৫)

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

যৌক্তিক ও বর্ণনাগত দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আর প্রত্যেক নবীকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আখেরাতে মুশরিকদের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। শিরকের শেষ পরিণতি বঞ্চনা ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ". شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، "أَلَا تَسْمَعُونَ إِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ : "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ".

### সহজ তরজমা

৬৪৭১. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন الَّذِينَ آمَنُوا الخ (যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করেনি ...।—সূরা আনয়াম-৮২) আয়াত নাযিল হল, তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের কাছে গুরুতর মনে হল। তারা বললেন : আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করে না! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা অবশ্যই এমনটা নয়! তোমরা কি লোকমানের কথার প্রতি লক্ষ্য করনি—'শিরকই চরম জুলম (সীমালঙ্ঘন)। (সূরা লোকমান-১৩)

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২২, পূর্বে ১৩ কিতাবুল ঈমানে, ৪৭৪, ৪৮৭, ৬৬৬ মাগাযিতে ও ৭০৪ তাফসিরে এবং সামনে ১০২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৮৩ এবং নাসরুল মুনঈম : ১৬৪-১৬৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلَاثًا أَوْ قَوْلُ الزُّورِ". فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

### সহজ তরজমা

৬৪৭২. মুসাদ্দাদ রহ. ...... আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে কঠিন কবিরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অথবা বলেছেন, মিথ্যা বক্তব্য। কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায়! যদি তিনি নীরব হয়ে যেতেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে الإِشْرَاكُ بِاللهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২২ এবং পূবে ৩৬২, ৮৮২ ও ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ "الإِشْرَاكُ بِاللهِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ "ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ". قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ "الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ".

## সহজ তরজমা

৬৪৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে হুসায়ন ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কবিরা গুনাহসমূহ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা। সে বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তারপর পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। সে বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তারপর মিথ্যা কসম করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মিথ্যা কসম কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি [কসম করে] মুসলমানের ধন সম্পদ হরণ করে নেয়। অথচ সে এ কসমের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২২ এবং পূর্বে ৯৮৭ ও ১০১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ قَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ".

## সহজ তরজমা

৬৪৭৪. খাল্লাদ ইব্‌নে ইয়াহিয়া রহ. ... ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জাহিলি যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবো? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামি যুগে সৎকাজ করবে, সে জাহিলি যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

হাদিসের মিল রয়েছে وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ বাক্যে। কেননা اَلْأَسَاءَةُ فِي الإِسْلَامِ দ্বারা ধর্মান্তরিত হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং মুরতাদ ব্যক্তি إِثْمُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২২ এবং মুসলিম الإِيْمَان অধ্যায়ে ৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ الخ : এখানে احسان দ্বারা প্রকাশ্য ও পরোক্ষ সার্বিকভাবে পরিপূর্ণ ইসলামে দীক্ষিত হওয়া এবং প্রকৃত মুসলমান হওয়া উদ্দেশ্য। তবেই পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর এটা পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদিস اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে اَلْإِسَاءَةُ দ্বারা মুখে ইসলাম প্রকাশ আর অন্তরে ইসলাম গ্রহণ না করা উদ্দেশ্য। সে হচ্ছে মুনাফিক। সর্বসম্মতভাবে সে কুফরের উপর অটল। কাজেই সে বাহ্যিক ইসলাম প্রকাশের পূর্বে জাহিলি যুগে এবং বাহ্যিক ইসলাম প্রকাশের পর যে সকল অন্যায় করেছে, সবকিছুর জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা সে কুফরিতেই স্থির রয়েছে। (শরহে নববি-৭৫)

بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ

### ৩৬৬০. অনুচ্ছেদ : ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হুকুম এবং তাদের থেকে তাওবা কামনা করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ : «تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ»

হযরত ইবনে উমর রাযি., যুহ্‌রি ও ইবরাহিম রহ. বলেন : ধর্মত্যাগী নারীকেও হত্যা করা হবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

এ মাসয়ালায় মতবিরোধ আছে বিধায় ইমাম বুখারি রহ. সুস্পষ্ট কোনো হুকুম বর্ণনা করেন নি—মুরতাদ পুরুষ ও নারীর হুকুম একরকম, না-কি ভিন্ন ভিন্ন? কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. অনুচ্ছেদের অধীনে যে আছার বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর অভিমত পরিষ্কার। অর্থাৎ মুরতাদ ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী, কোনো পার্থক্য নেই। মুরতাদ নারীকেও মুরতাদ পুরুষের মতো হত্যা করা হবে।

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :قَوْلُهُ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., হযরত যুহ্‌রি রহ. ও হযরত ইবরাহিম নাখায়ি রহ. বলেন : মুরতাদ নারীকে হত্যা করা হবে। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর মতে কোনো নারী মুরতাদ হয়ে গেলে প্রথমে তাকে তওবা করতে বলা হবে। এতে সে তওবা করে নিলে তো ভালো। অন্যথায় তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ কিংবা মৃত্যুবরণ পর্যন্ত বন্দি করে রাখা হবে।

এ আছার উল্লেখের দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হল– মুরতাদ পুরুষ হোক বা নারী, উভয়ের হুকুম এক অর্থাৎ উভয়কেই হত্যা করা হবে।

وَاسْتِتَابَتِهِمْ :قَوْلُهُ : বাক্যটি আত্‌ফ হয়েছে حُكْمُ-এর ওপর। আল্লামা আইনি রহ. লিখেছেন :

كَذَا ذكره بعد ذكر الْآثَار الْمَذْكُورَة. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَر ذكره قبلهَا. وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيّ: واستتابتهما بالتثنية على الأَصْل لِأَن الْمَذْكُور اثْنَان: الْمُرْتَد والمرتدة. وَأما وَجه الذّكر بِالْجمعِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جمع على إِرَادَة الْجِنْس. قلت: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ. بل هُوَ على من يرى إِطْلَاق الْجمع على التَّثْنِيَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. وَالْمرَاد قلباكما. (عُمْدَةُ الْقَارِيْ : ٢٤ / ٧٧)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۞

✪ কিভাবে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়াত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফির হয়েছে। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করবেন না। ✪ এমন লোকের শাস্তি হল—তাদের উপর নিশ্চয় আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। ✪ সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আজাব হালকাও হবে না এবং তারা অবকাশও পাবে না। ✪ কিন্তু যারা এরপর তওবা করে নিবে এবং সৎকাজ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ✪ যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না আর তারা হলো পথভ্রষ্ট, গোমরাহ। (সূরা আলে ইমরান : ৮৬-৯০)

وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۞

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো কোনো দলের কথা মান্য কর, তবে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করে দিবে। (সূরা আলে ইমরান-১০০)

وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ◆

যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফির হয়েছে এবং কুফরিতেই উন্নতি লাভ করেছে আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না, পথ দেখাবেন না । (সূরা নিসা-১৩৭)

وَقَالَ: مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ◆

তোমাদের মধ্যে যে নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। (সূরা মায়েদা-৫৪)

وَقَالَ: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ◆ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ◆ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ◆ لَا جَرَمَ (يَقُولُ: حَقًّا) أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ◆ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ◆

✪ যে ব্যক্তি কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। ✪ এটা এজন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চেয়ে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। ✪ এরাই তারা আল্লাহ তায়ালা এদেরই অন্তর, কর্ণ, চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কাণ্ডজ্ঞানহীন। ✪ বলা বাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ✪ যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে, এরপর জিহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পর ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল : ১০৬-১১০)

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ◆

বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে তোমাদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামি। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (সূরা বাকারা : ২১৭)

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে ঈমান আনয়নের পর মুরতাদ হওয়ার বিভিন্ন শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা খুবই কঠিন। আর তা অতি কঠোর হওয়াই উচিত। দুনিয়ার চোখে আইনের শাসনে বিদ্রোহ করার চেয়ে বড় অপরাধ আর কোনটি? তদুপরি বিদ্রোহও আবার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণের পর!

সেসব আল্লাহদ্রোহী মুরতাদদের উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত, ফিরিশতাদের লা'নত ও সকল মানুষের লা'নত। আর এ লা'নত ও আযাব চিরস্থায়ী। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ, আল্লাহর মহা শাস্তি। এরা জাহান্নামি। এরা জাহান্নামে অনন্তকাল বাস করবে। এটা এদের পরকালীন ও চিরস্থায়ী শাস্তি। আর দুনিয়ায় এদের শাস্তি হত্যা। যেমনটা আয়াত ও হাদিসমূহ দ্বারা পরিষ্কার।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عِكْرِمَةَ. قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".

## সহজ তরজমা

৬৪৭৫. আবু নু'মান মুহাম্মদ ইব্‌নে ফাযল রহ. ... ইকরামা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযি.-এর নিকট একদল যিন্দিককে (নাস্তিক-ধর্মদ্রোহী) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, আমি হলে কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ রয়েছে, যে কেউ তার দীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা করো!

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ বাক্যে। কেননা যে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে সেই মুরতাদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৩, পূর্বে الجهاد অধ্যায়ে ৪২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/১৮৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ. فَقَالَ "يَا أَبَا مُوسَى". أَوْ "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ". قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا. وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ "لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ". ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ. قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ اجْلِسْ. قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ. قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. ثُمَّ تَذَاكَرْنَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

## সহজ তরজমা

৬৪৭৬. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। আমার সাথে আশয়ারি গোত্রের দু'ব্যক্তি ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বামদিকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। উভয়েই তাঁর নিকট আবদার জানাল। তখন তিনি বললেন : হে আবু মূসা! অথবা বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম : ওই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! তারা তাদের অন্তরে কি আছে তা আমাকে জানায় নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে, তা আমি বুঝতে পারি নি। আমি যেন তখন তাঁর ঠোটের নিচে মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম যে, তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিয়োগ দিব না বা দিই না, যে নিজেই তা চায় বরং হে আবু মূসা! অথবা বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে কায়স! তুমি ইয়ামনে যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মুয়ায ইব্‌নে জাবাল রাযি.-কে পাঠালেন। যখন তিনি তথায় পৌছলেন, তখন আবু মূসা রাযি. তার জন্য একটি গদি বিছালেন। আর বললেন, নেমে আসুন। ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওই লোকটি কে? আবু মূসা রাযি. বললেন, সে প্রথমে ইহুদি ছিল এবং মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় সে ইহুদি হয়ে গিয়েছে। আবু মূসা রাযি. বললেন, বসুন। মু'আয রাযি.

বললেন, না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। তারপর তাঁরা উভয়ই কিয়ামুল লায়ল (রাত জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু ইবাদতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রাবস্থায় ওই আশা রাখি যা ইবাদত অবস্থায় রাখি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৩, পূর্বে ৩৮, ৩০১ ও ৬২৩ এবং সামনে ১০৫৮ ও ১০৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ এখানে নাসরুল বারি-৮, কিতাবুল মাগাযি অধ্যায়ন করা খুবই উপকারী হবে ইনশা আল্লাহ।

بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ، وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

### ৩৬৬১. অনুচ্ছেদ : যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ. إِلاَّ بِحَقِّهِ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ. فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

### সহজ তরজমা

৬৪৭৭. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হল এবং আবু বকর রাযি. খলিফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের কিছু লোক কাফির হল, যারা কুফরি গ্রহণ করল। তখন উমর রাযি. বললেন, হে আবু বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নিল। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। আবু বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে, তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হল সম্পদের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও না দেয়, যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত, তবে তা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। হযরত উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম, এটা আর কিছু নয় বরং আল্লাহ্ যুদ্ধের জন্য আবু বকর রাযি.-এর বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম, এটি-ই হক [আবু বকর রাযি.-এর সিদ্ধান্ত]।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৩, পূর্বে ১৮৮, ১৯৬ এবং সামনে ১০৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৫/২৯, ১৩২৫ নং হাদিসের সারমর্ম দেখুন!

بَابٌ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرِّحْ. نَحْوَ قَوْلِهِ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ

**৩৬৬২. অনুচ্ছেদ : যদি কোনো যিম্মী বা অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চাতুর্যের সাথে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না, যেমন তার কথা আস্‌সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَعَلَيْكَ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ "لَا. إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ".

## সহজ তরজমা

৬৪৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকাতিল আবুল হাসান রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। আর বলল, আস্‌সামু আলাইকা। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়া আলাইকা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাহাবিদের বললেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কি বলেছে? সে বলেছে, আস্‌সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)! তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন, না বরং যখন কোনো আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তোমরা বলবে, 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরও)।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৩ ও পূর্বে ৯২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

শরিয়তের মাসয়ালা হল, কোনো জিম্মিও যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে গালমন্দ করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এখানে জিম্মি ইহুদি গালি দেয় নি বরং শুধু اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলেছে অর্থাৎ মৃত্যু কামনা করেছে। আর মৃত্যু তো অনিবার্য জিনিস। একদিন আসবেই। কাজেই ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. থেকে প্রমাণিত আছে, কোনো মুসলমান যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দেয়, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। আর এ জিম্মি তো বদদোয়ার চেয়ে আরো গুরুতর অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত অর্থাৎ শিরিক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আনুগত্য স্বীকারের কারণে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। যদি এ নিরাপত্তা প্রাপ্ত জিম্মিও সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে হত্যা করা হবে বরং একে হত্যা করা ওয়াজিব। আর তার নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا اَلسَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ "يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ". قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ "قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ".

## সহজ তরজমা

৬৪৭৯. আবু নুয়াইম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইল। এরপর তারা [প্রবেশকালে] বলল, আস্‌সামু আলাইকা [তোমার মৃত্যু হোক]!

তখন আমি বললাম, বরং তোমাদের উপর মৃত্যু ও লা'নত পতিত হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তিনি বললেন, আমিও তো বলেছি 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরও)।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৩, পূর্বে ৪১১, ৮৯০, ৮৯১, ৯২৫, ৯৪৬, ৯৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامٌ عَلَيْكَ. فَقُلْ عَلَيْكَ".

## সহজ তরজমা

৬৪৮০. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইহুদিরা যখন তোমাদের কাউকে সালাম করে তারা কিন্তু 'সামুন আলাইকা' বলে। তাই তোমরা বলবে, ... তোমার ওপর।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৩-১০২৪ ও পূর্বে ৯২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ

## ৩৬৬৩. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন

[এখানে بَابٌ শব্দটি তান্‌বিনসহ। এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন; পূর্বের অনুচ্ছেদের শাখাস্বরূপ।]

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

## সহজ তরজমা

৬৪৮১. উমর ইব্‌নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন লক্ষ্য করছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক নবীর কথা বর্ণনা করছেন। যাকে তাঁর সম্প্রদায় প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলে, আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন ও বলছেন, হে রব! তুমি আমার জাতিকে মাফ করে দাও। কেননা তারা বুঝতে পারছে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত। তাতে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে তাঁকে اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দেওয়াটা তাঁর দয়া, করুণা ও কাফিরদের কষ্টে ধৈর্য ধারণের কারণেই ছিল। আর সকল নবীগণই যে কোনো

ধরনের দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। যেমন, মহান আল্লাহ বলেছেন : فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ الخ আপনি ধৈর্য ধরুন। যেমন, উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ ধৈর্য ধারণ করেছেন। (সূরা আহকাফ-৩৫)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০২৪, পূর্বে ৪৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম মাগাযিতে ও ইবনে মাজাহ الفتن অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ: يَحْكِيْ نَبِيًّا...الخ : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন, উহুদের দিন মুশরিকরা পাথর বৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নূরানি চোহারা মোবারক রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এ হতভাগারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি দাঁত মোবারকও শহিদ করে দিয়েছিল। তবু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করছিলেন : اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ। এখানে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ দুয়াকারী নবী ছিলেন সম্ভবত হযরত নূহ আ.। কেননা হযরত নূহ আ.-এর সম্প্রদায় তাকে প্রহার করেছিল। ফলে তিনি বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর হুঁশ ফিরে পেলে তিনি দুয়া করছিলেন : اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُوْنَ।

**জ্ঞাতব্য :**

কতক প্রবীণ আলেম বলেন, সকল রাসূলই উচ্চ সাহসী ছিলেন। তবে সাধারণত বিশেষভাবে পাঁচজন নবী আ.-কে 'উচ্চ সাহসী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী' বলা হয়। তাঁরা হলেন যথাক্রমে ১. হযরত নূহ আ., ২. হযরত ইবরাহিম আ., ৩. হযরত মূসা আ., ৪. হযরত ঈসা আ. এবং ৫. হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। (ফাওয়ায়েদে উসমানি)

## بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

## ৩৬৬৪. অনুচ্ছেদ : প্রামাণ্য দলিল প্রতিষ্ঠার পর খারিজি ও মুলহিদদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ. وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوْا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ. فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'আর আল্লাহ কোনো জাতিকে হেদায়াত করার পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন না, যাবৎ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা উচিত।' (সূরা তওবা-১১৫) হযরত ইবনে উমর রাযি. এদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি মনে করতেন এবং তিনি বলেছেন, তারা এমন কিছু আয়াতকে মুমিনদের উপর প্রয়োগ করেছে, যা কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

خَوَارِج : শব্দটি خَارِجَةٌ এর বহুবচন। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, (أي: طَائِفَةٌ خَرَجُوا عَنِ الدِّيْنِ. (عمدة القاري: / আর আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, (اَلَّذِيْنَ خَرَجُوا عَنِ الدِّيْنِ. (قس)। অর্থাৎ দীন থেকে খারিজ একটি গোষ্ঠী। এটি একটি প্রসিদ্ধ ভ্রান্ত দল। এ ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর যুগে। এদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের পরিপন্থী বিশেষ কিছু আকিদা-বিশ্বাস ছিল। যেমন, এদের ভ্রান্ত বিশ্বাস মতে—

১। কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির।

২। খেলাফতের জন্য কুরাইশি হওয়া শর্ত নয়।

৩। চোরের হাত বগল পর্যন্ত কাটা হবে।

৪। নারীদের হায়েয/ ঋতুকালীন সময়ে নামায কাযা পড়া ওয়াজিব।

৫। এরা শরিয়তের দণ্ডবিধিতে অবকাশ তৈরি করেছে। এমনকি এরা বিবাহিতদের রজম বাতিল করেছে। ইত্যাদি। (কাস্তালানি)

ইবনে মাজাহ শরিফে খারিজিদের বৈশিষ্ট্যে হযরত আবু যর রাযি. থেকে মারফূভাবে বর্ণিত আছে, هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ খারিজিরা সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।[১]

এভাবে ইমাম বায্যারের নিকট হাসান সনদে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَوَارِجَ. فَقَالَ هُمْ شِرَارُ أُمَّتِيْ يَقْتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِيْ. অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খারিজিদের কথা আলোচনা করলেন। অবশেষে বললেন, এরা আমার উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। আর আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকেরা এদেরকে হত্যা করবে।

الْمُلْحِدِيْنَ : শব্দটি مُلْحِدٌ-এর বহুবচন। مُلْحِدٌ (মুলহিদ) বলা হয় ওই লোককে, যে হক থেকে সরে বাতিল গ্রহণ করে। অর্থাৎ বেদীন। (উমদাতু কারি-২৪/৮৪)

قَوْلُهُ: بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ : ইমাম বুখারি রহ. বলতে চান, আল্লাহ না করুক! যদি কেউ খারিজি বা মুলহিদ হয়ে যায় ও ধর্মত্যাগী বেদীন হয়ে যায়, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধের পূর্বে মুসলিম শাসকের জন্য আবশ্যক হল— তিনি প্রথমে তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও অসার অমূলক চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা দূর করবেন এবং তাদের সংন্দেহ-আপত্তি নিরসন করে সত্যের দাওয়াত দিবেন। এরপরও যদি না মানে বরং সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ ওয়াজিব। যেমন করেছিলেন হযরত আলী রাযি.। তিনি প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে তাদেরকে বুঝানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি খারিজিদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে কাউয়া (عبد الله بن كوا-এর মধ্যে كَوَّا। শব্দটির কাফে যবর ও ওয়াও বর্ণে তাশ্‌দিদ ও মদসহ।— উমদাতুল কারি)-এর নিকট গেলেন। ওই খারিজি প্রশ্ন উত্থাপন করল, হযরত আলী রাযি. সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ শেষে বিচারক নির্ধারণ করলেন কিভাবে? অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ (আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন : যখন স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হবে, তখন স্বামী নি পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে সালিশ নিযুক্ত করবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا। একথা শুনে খারিজিদের প্রায় তিন হাজার লোক তওবা করে হযরত আলী রাযি.-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে আর বাকিরা নিজেদের ভ্রান্ত মতের উপরই অবিচল ছিল। তাদেরকে এভাবে বুঝানোর পর হযরত আলী রাযি. তাদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করেন।

قَوْلُهُ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ : এখানে خَلْقِ اللهِ দ্বারা কালেমা পড়ুয়া লোক তথা মুসলমান উদ্দেশ্য। কেননা কাফিররা কুরআন মাজিদের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে না যে, তারা কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে কারিমাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে।

এ তা'লিকটি আল্লামা তাবারি রহ. 'তাহ্‌যিবুল আছার' গ্রন্থে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে সামান্য অতিরিক্ত রয়েছে, বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল আশজ্জ হযরত নাফে' রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হারুরিয়্যাদের ব্যাপারে হযরত উমর রাযি.-এর কি অভিমত ছিল? জবাবে তিনি বললেন : كَانَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ অর্থাৎ তিনি (হযরত উমর রাযি.) তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টজীব মনে করতেন এবং তিনি বলেছেন, এসক লোকেরা কাফিরদের সম্পর্কে যেসকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করে।

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, حَرُوْرِيَّةٌ (হারুরিয়্যাহ) খারিজিদেরই আরেক নাম। (উমদাতুল কারি) এদেরকে حَرُوْرِيَّةٌ বলার কারণ হল, এরা حَرُوْرَاءُ (হারুরা) নামক স্থানে সমবেত হয়েছিল। সংঘটিত করেছিল নিজেদের।

---

১ أَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بَعْدِيْ مِنْ أُمَّتِيْ. أَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ مِنْ أُمَّتِيْ قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ. يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ. هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو. أَخِي الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ. فَقَالَ: وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (سنن ابن ماجه : ٦٠/)

সেখানেই তাদের সংগঠন গোড়াপত্তন হয়েছিল। এটি কুফার নিকটবর্তী একটি জায়গা। এদের জ্যেষ্ঠ নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে কাউয়া। পরবর্তীসময়ে এরা বিশটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

আল্লামা ইবনে হাজম রহ. বলেন :

وَأَسْوَؤُهُمْ حالا الغلاة وَهُمُ الَّذِيْنَ يُنْكِرُوْنَ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسَ وَيَقُوْلُوْنَ: الْوَاجِبُ صَلَاةٌ بِالْغَدَاةِ وَصَلَاةٌ بِالْعَشِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوْزُ نِكَاحَ بنت الابن وَبنت ابن الْأَخِ وَالْأُخْتِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ تَكُوْنَ سُوْرَةُ يُوْسُفَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَأَنَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللهِ وَلَوِ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بِقَلْبِهٖ. وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. وقد بقيت مِنْهُم بَقِيَّةٌ بالغرب.

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারি-২৪/৮৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا. فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ. وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خِدْعَةٌ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ. أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ. سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ. يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ. لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ. كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ. فَإِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৮২. উমর ইব্‌নে হাফস ইব্‌নে গিয়াস রহ. ... সুয়াইদ ইব্‌নে গাফালা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযি. বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো হাদিস বর্ণনা করি—আল্লাহর কসম! তখন তাঁর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তবে মনে রাখবে! যুদ্ধ একটি কৌশল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে, হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসে উল্লেখিত সম্প্রদায় হল, খারিজি ও মুলহিদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৪, পূর্বে ৫১০ ও ৭৫৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/৩৪২ যাকাত অধ্যায়ে ও আবু দাউদ السنة অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

أَخِرَّ : শব্দটির همزه বর্ণে যবর, خاء বর্ণে যের ও راء বর্ণে তাশ্‌দিদ দিয়ে। অর্থ—নিচে নামানো। ফেলে দেওয়া। এটি باب ضرب থেকে ব্যবহৃত। অর্থ, উপর থেকে নিচে ফেলে দেওয়া।

خُدْعَةٌ : শব্দটির خاء বর্ণে (যবর, যের ও পেশ) তিনটি হরকতই জায়েয আছে। অর্থ, কৌশল। ধোঁকা।

آخِرِ الزَّمَانِ : শেষ যুগ। উদ্দেশ্য হল, খেলাফত আমলের শেষ সময় অর্থাৎ ৩৩ হিজরি।

حُدَّاثُ الأَسْنَانِ : এখানে حاء বর্ণে পেশ, دال বর্ণে তাশ্‌দিদ দিয়ে। অর্থ, অল্প বয়স্ক। ছোট্ট। তবে অধিকাংশ বর্ণনায় أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ বাক্য রয়েছে। (উমদা)

سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ : এখানে الأَحْلَامِ শব্দটি حِلْمٌ (حاء বর্ণে যের)-এর বহুবচন। অর্থ— আকল, জ্ঞান, বুদ্ধি। (উমদাহ)
حَنَاجِرَ : শব্দটির حاء বর্ণে যবর দিয়ে। এটি حَنْجَرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ— স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী, গলা। অর্থাৎ ঈমান শুধু মুখেই; অন্তরে নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ : أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «يَخْرُجُ فِي هٰذِهِ الأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ. أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ. إِلَى نَصْلِهِ. إِلَى رِصَافِهِ. فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ. هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ

## সহজ তরজমা

৬৪৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুছান্না রহ. ... আবু সালামা ও আতা ইব্‌নে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত। তারা আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি.-এর কাছে এলেন। তারা তাঁকে 'হারূরিয়্যা' সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হারূরিয়্যা কি তা আমি জানি না। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : উম্মতের মধ্যে বের হবে ...। তার থেকে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে কথাটি বলেননি। যাদের নামাযের তুলনায় তোমরা নিজেদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে বটে; কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তীর নিক্ষেপকারী তীরের প্রতি, তার অগ্রভাগের প্রতি, তীরের মুখে বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করে, তীরের ছিলার বেলায়ও সন্দেহ হয় যে, তাতে কিছু রক্ত লেগে রইল কি-না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৪, পূর্বে ৪৭১, ৫০৯, ৬২৩, ৬৭৩, ৭৫৬ ও ৯১০ এবং সামনে ১১০৫ ও ১১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ. أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৮৪. ইয়াহইয়া ইব্‌নে সুলাইমান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি হারূরিয়্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারা ইসলাম থেকে এরূপ বের হয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার থেকে [ভেদ করে] বেরিয়ে যায়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি পূর্বে বহুবার গত হয়েছে।

## بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ، وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

## ৩৬৬৫. অনুচ্ছেদ : যারা যুদ্ধ ত্যাগ করে খারিজিদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং যাতে মানুষ তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ না হয়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ، جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: ثَدْيَيْهِ، مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. (التوبة : ٥٨)

### সহজ তরজমা

৬৪৮৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু বণ্টন করছিলেন। ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুলখুওয়ায়সিরা তামিমি আসল। বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন, আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. বললেন, আমাকে অনুমতি দিন! তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার জন্য সাথিবৃন্দ রয়েছে। যাদের নামাযের তুলনায় তোমরা তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে। যাদের রোযার তুলনায় তোমরা তোমাদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দীন থেকে এরূপ বের হয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের পরে লক্ষ্য করলে তাতে কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে তাকালেও তাতে কিছু পাওয়া যায় না বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কালে তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় হল, তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন্য হবে নারীদের স্তনের মতো অথবা বলেছেন, বাড়তি গোশতের টুকরার মতো। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব হবে। আবু সাঈদ রাযি. বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আলী রাযি. তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। তখন নবীপ্রদত্ত বর্ণনার অনুরূপ ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে : وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ (ওদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে দান-সদকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে ... ।—সূরা তওবা)।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** কেউ কেউ বলেন, শিরোনামের সাথে এ হাদিসের কোনো মিল নেই। কেননা হাদিসটি تَرْكُ الْقَتْلِ সম্পর্কে আর শিরোনাম تَرْكُ الْقِتَالِ সম্পর্কে।

এর জবাব বলা হয়েছে, تَرْكُ الْقِتَالِ-এর মধ্যে تَرْكُ الْقَتْلِ পাওয়া যায়। কিন্তু এর বিপরীত তথা تَرْكُ الْقَتْلِ-এর মধ্যে تَرْكُ الْقِتَالِ পাওয়া যায় না। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৪-১০২৫, পূর্বে ৪১৫, ৫০৯, ৬২৩, ৬৭৩, ৭৫৬ ও ৯১০ এবং সামনে ১১০৫ ও ১১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ : يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ. لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

## সহজ তরজমা

৬৪৮৬. মূসা ইব্‌নে ইসমাইল রহ. ... ইউসাইর ইব্‌নে আমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইব্‌নে হুনাইফ রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খারিজিদের সম্পর্কে কি কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি—আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন—সেখান থেকে এমন একটি জাতি বের হবে, যারা কুরআন পড়বে সত্য; কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম যাকাত অধ্যায়ে ও নাসায়ি فَضَائِلُ الْقُرْآنِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

### ৩৬৬৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবৎ না দুটি দল পরস্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন'

فِئَتَانِ : দুটি দল। অর্থাৎ হযরত আলী রাযি.-এর দল ও হযরত আমির মুয়াবিয়া রাযি.-এর দল। উভয় দলেরই দাবি ছিল, আমরা সত্যের উপর আছি; আর প্রতিপক্ষ ভুলের উপর আছে। কিন্তু তাঁদের এ ভুল ছিল ইজতিহাদি। তাই এতে গুনাহের কোনো প্রশ্নই নেই। খুব সম্ভব এর দ্বারা জঙ্গে সিফ্‌ফিনের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

✪ জঙ্গে সিফ্‌ফিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/১৬৫ কিতাবুল মাগাযি দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

## সহজ তরজমা

৬৪৮৭. আলী রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দুটি দল পরস্পর লড়াই করবে, যাদের [প্রত্যেকের] দাবি হবে অভিন্ন।

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কেননা শিরোনামটি হুবহু এ হাদিস।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৫, পূর্বে ৫০৯ ও ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ

## ৩৬৬৭. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذٰلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ أَوْ بِرِدَائِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَنِي هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ» فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هٰكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ» فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: «هٰكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»

আবু আব্দুল্লাহ রহ. ... উমর ইব্নে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্নে হাকিম রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তাঁর পড়ার প্রতি কর্ণপাত করলাম, (আমি লক্ষ্য করলাম,) তিনি এর অনেকগুলো অক্ষর এমন পদ্ধতিতে পড়ছেন, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়াননি। ফলে আমি তাকে নামাযের মাঝেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাম ফিরানোর পর আমি তাকে চাদর দিয়ে, অথবা বললেন, আমার চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলাম। আর বললাম, তোমাকে এ সূরা কে পড়িয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তা পড়িয়েছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন, যা তোমাকে পড়তে শুনেছি। তারপর আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট টেনে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান এরূপ অক্ষরে পড়তে শুনেছি, যা আপনি আমাকে পড়ান নি। আর আপনি তো আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। (আর বললেন,) হে হিশাম! তুমি পড় তো! হিশাম তাঁর কাছে এভাবেই পড়লেন, যেভাবে তাকে তা পড়তে আমি শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন, হে উমর! তুমিও পড়। আমি পড়লাম। তখন তিনি বললেন, এভাবেও নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, এ কুরআন (পঠনরীতির দিক দিয়ে) সাত ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। তাই যে পদ্ধতিতেই সহজ হবে, সে পদ্ধতিতেই তোমরা তা পড়বে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন, مطابقته للترجمة من حيث إن النبي لم يؤاخذ عمر بتكذيبه هشامًا ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به. بل صدق هشامًا في نقله وعذر عمر في إنكاره. অর্থাৎ হযরত উমর রাযি. যে হযরত হিশাম রাযি. গলার চাদর ধরে টান দিয়েছেন, সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো শাস্তি দেননি। কেননা হযরত উমর রাযি. নিজে নিজে মনে করেছিলেন, হিশাম একটি নাজায়েয কিরাতে পাঠ করছেন। যেন তিনি তাবিলকারী হলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (উমাদতুল কারি-২৪/৯১)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৫, পূর্বে ৩২৬ ও সামনে ১১২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهٗ: عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ :** এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এ ব্যাপারে দশটি অভিমত রয়েছে। প্রথম উক্তিটি খলিল রহ.-এর। তা হল, قِرَاءَةٌ سَبْعَةٌ তথা সাত কিরাত (সাতটি পঠনরীতি)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ মতে এর দ্বারা সাত কিরাত উদ্দেশ্য। আরো জানতে উমদাতুল কারি পড়ুন!

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيٰى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا [الأنعام: ٨٢] إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. [لقمان: ١٣]

## সহজ তরজমা

৬৪৮৮. ইসহাক ইব্‌নে ইবরাহিম ও ইয়াহইয়া রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল : ... যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করেনি (সূরা আনয়াম-৮২), তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের জন্য গুরুতর মনে হল। তারা বলল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করে না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা যেভাবে ধারণা করছ, তা তেমন নয় বরং এটা হল অদ্রুপ, যেমন লুকমান আ. তার পুত্রকে বলেছিলেন : ... হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোনো শরিক করো না। শিরক তো চরম জুলুম (সীমালঙ্ঘন)। (সূরা লুকমান-১৩)

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, সাহাবায়ে কিরাম হাদিসে উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় ظُلْمٌ-এর তাফসির করেছেন 'জীবনের প্রত্যেক গুনাহ'। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে পাকড়াও করেননি বরং তিনি তা ওজর হিসেবে ধরেছেন। কেননা তা ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ ..الخ বলে তাদেরকে সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০২৫, পূর্বে কিতাবুল ঈমানে ১০, ৪৭৪, ৪৮৭, ৬৬৬, ৭০৪ ও ১০২২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/৭৭ বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهٗ: لَمْ يَلْبِسُوْا :** শব্দটি لَبْسٌ মাদ্দা হতে باب ضرب-এর ছিগাহ। অর্থ : সংমিশ্রণ করা, যাতে পার্থক্য না থাকে।

**قَوْلُهٗ: بِظُلْمٍ :** জুলুমের অর্থ হল, وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ অর্থাৎ কোনো জিনিস অপাত্রে রাখা। সুতরাং এ অর্থ হিসেবে প্রত্যেক অপরাধ ও গুনাহই জুলুম। চাই গুনাহ ছোট হোক বা বড়।

**সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

যখন সূরা আনয়ামের الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ الخ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন সাহাবাগণ লক্ষ্য করলেন : এ আয়াতে কারিমায় بِظُلْمٍ শব্দটি نَكِرَةٌ এবং তা নফির অধীনে এসেছে। আর নিয়ম আছে, যখন কোনো নাকিরা নফির অধীন এলে তা عموم তথা ব্যাপকতা বুঝায়। এজন্য বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামের নিকট গুরুতর কঠিন মনে হল। তাঁরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কেননা দুনিয়ায় একমাত্র নবীগণ ব্যতীত কেউ নিষ্পাপ নয়। তদুপরি لَهُمُ الْأَمْنُ বাক্যে لَهُمْ -কে আগে আনায় حصر তথা সীমাবদ্ধতা বুঝা যায়। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে,

নিরাপত্তা ও হেদায়াত কেবল সেসব লোকের জন্যই নির্ধারিত, যারা নিজের ঈমানকে কোনো প্রকার জুলুমের সাথে সংমিশ্রিত করে নি। চাই সে জুলুম ছোট হোক বা বড়। অর্থাৎ সে কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হয় নি।

কাজেই সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোনো গুনাহ করে নি? তাহলে কি আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব না? এর জবাবে কুরআনের শিক্ষক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, تَنْوِيْنُ تَعْظِيْمٍ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ لَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াতে ظُلْمٌ শব্দের তান্‌বিনটি تَنْوِيْنُ تَعْظِيْمٍ তথা বড় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। সুতরাং এ ظُلْمٌ শব্দ দ্বারা সর্বোচ্চ স্তরের জুলুম তথা 'শিরক' উদ্দেশ্য।

**আয়াতে ظُلْمٌ শব্দের তান্‌বিনটি تَنْوِيْنِ تَعْظِيْمٍ হওয়ার প্রমাণ**

এখন কথা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে এখানে ظُلْمٌ এর তান্‌বিনকে تَنْوِيْنِ تَعْظِيْمٍ বলে তাফসির করেছেন, এর প্রমাণ কী? হযরত কাসিম নানূতবি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, খোদ আয়াতে কারিমায় এর ইঙ্গিত ও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হল, لم يلبسوا। যার অর্থ لَمْ يَخْلِطُوْا। আর সুস্পষ্টত إِخْتِلَاط (সংমিশ্রণ) সেখানেই সম্ভব, যেখানে উভয় জিনিসের পাত্র একই হবে। বলা বাহুল্য, চুরি, যিনা, মদ্যপান, টিভি-সিনেমা দর্শন ইত্যকার সমস্ত গুনাহই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম। আর ঈমানের স্থান হল অন্তর। সুতরাং لَبْس ও إِخْتِلَاط (সংমিশ্রণ) তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন উভয় জিনিসের পাত্র/ স্থান এক হবে। যেমন : শরবত তখনই তৈরি হতে পারে, যখন পানিতে চিনি মিশ্রিত করা হবে। এরপর আর পার্থক্য/ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। অতএব এখানে যদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে পাত্র/ স্থান এক হবে না। এক তো তখনই হবে, যখন ঈমানের স্থানই হবে জুলুমের স্থান। আর তা কুফুর-শিরক। কেননা কুফুর ও ঈমান উভয়ের স্থান অন্তর। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়াতে কারিমার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দিলেন। এটাই يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ-এর মমার্থ। হযরত আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরি রহ.-ও বলেন, হুবহু হযরত কাসিম নানূতবি রহ.-এর এ ব্যাখ্যাই আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি রহ.-ও عروس الافراح গ্রন্থে আপন পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

✪ এ বিষয়ে আল্লামা যমাখশারি রহ.-এর প্রশ্ন ও তার জবাব জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৮৪ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ : سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ : غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا : ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا تَقُولُوهُ : يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ" قَالَ : بَلَى. قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

## সহজ তরজমা

৬৪৮৯. আবদান রহ. ... ইতবান ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে আমার কাছে আগমন করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, কোথায় মালিক ইবনে দুখ্‌শুন? সে সময় আমাদের এক লোক বলল, সে মুনাফিক, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি বলনি, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। তারা বললেন, হ্যাঁ! তিনি বললেন, যে কোনো বান্দা কিয়ামতের দিন ওই কথা নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হযরত মালিক ইবনে দুখশুন সম্পর্কে কটূক্তিকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাকড়াও করেননি বরং তিনি তাদের বলে দিলেন : শরিয়তের বিধানাবলি বাহ্যিক অবস্থার উপর প্রযোজ্য হয়, ভিতরগত অবস্থার উপর নয়।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ : تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِحِبَّانَ : لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ. يَعْنِي عَلِيًّا. قَالَ : مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ : شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ. قَالَ : مَا هُوَ؟ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ. وَكُلُّنَا فَارِسٌ. قَالَ : انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : هٰكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : حَاجٍ فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ. فَأْتُونِي بِهَا "فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا. وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ. فَقُلْنَا : أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ : مَا مَعِيْ كِتَابٌ. فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا. فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا. فَقَالَ صَاحِبَايَ : مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا. قَالَ : فَقُلْتُ : لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهٖ. لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ. فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا. وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ. فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ. فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ. قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا حَاطِبُ. مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ» قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ. مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهٖ؟ وَلٰكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي. وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهٖ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهٖ عَنْ أَهْلِهٖ وَمَالِهٖ. قَالَ : «صَدَقَ. لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا» قَالَ : فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ. قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. دَعْنِي فَلِأَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ : "أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. وَمَا يُدْرِيكَ. لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ "فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : "خَاخٍ أَصَحُّ. وَلٰكِنْ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : حَاجٍ. وَحَاجٍ تَصْحِيفٌ. وَهُوَ مَوْضِعٌ. وَهُشَيْمٌ يَقُولُ : خَاخٍ

## সহজ তরজমা

৬৪৯০. মূসা ইব্‌নে ইসমাইল রহ. ... জনৈক রাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক কারণে আবু আব্দুর রহমান ও হিব্বান ইব্‌নে আতিয়্যার মধ্যে ঝগড়া বাঁধল। আবু আব্দুর রহমান হিব্বানকে বললেন, আমি অবশ্যই জানি, কোন্ বিষয়টি আপনার সাথিকে রক্তপাতে দুঃসাহসী করে তুলেছে। সাথি অর্থাৎ আলী রাযি.। সে বলল, সে কি! তোমার পিতা বেঁচে না থাক্! আবু আব্দুর রহমান বলল, তাঁকে আমি কিছু বলতে শুনেছি। হিব্বান বলল, সে কি? আবু আব্দুর রহমান বলল : যুবাইর, আবু মারছাদ ও আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠালেন। আমরা সকলেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা রওয়ায়ে হাজ পর্যন্ত যাবে। আবু সালামা রহ. বলেন, আবু আওয়ানা রহ. অনুরূপই বলেছেন। তথায় একজন নারী রয়েছে, যার কাছে হাতিব ইব্‌নে আবু বালতায়া রাযি.-এর তরফ থেকে [মক্কার] মুশরিকদের কাছে প্রেরিত একখানা চিঠি আছে। তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আমাদের ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলাম। অবশেষে আমরা তাকে ওই স্থানেই পেলাম, যে স্থানের কথা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। সে তার উটে চলছে। আবু বালতায়া রাযি. মক্কাবাসীর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অভিমুখে রওনা হওয়া সম্পর্কিত সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছেন। আমরা বললাম– তোমার সাথে যে পত্র রয়েছে, তা কোথায়? সে বলল, আমার সাথে কোনো পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসালাম ও তার হাওদায়

খোঁজাখুঁজি করলাম; কিন্তু কিছুই পেলাম না। তখন আমার সঙ্গী দুজন বলল, তার সাথে তো আমরা কোনো পত্র দেখছি না। আমি বললাম : আমরা অবশ্যই জানি, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা বলেন নি। তারপর আলী রাযি. কসম করে বললেন, ওই সত্তার কসম, যার নামে কসম করা হয়! অবশ্যই তোমাকে চিঠি বের করে দিতে হবে। নতুবা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। তখন সে তার চাঁদর বাঁধা কোমরের প্রতি নিবিষ্ট হল এবং (সেখান থেকে) পত্রটি বের করে দিল। তারা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন উমর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, হে হাতিব! এ কাজে তোমাকে কিসে প্রবৃত্ত করেছে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখব না! আসলে আমি চাচ্ছিলাম, [মক্কাবাসী] জাতির প্রতি আমার কিছুটা অনুগ্রহমূলক কাজ হোক! যার বদৌলতে আমার পরিবারবর্গ ও মাল-সম্পদ রক্ষা পাবে। আপনার সাথিদের প্রত্যেকেরই সেখানে স্বগোত্রীয় এমন লোক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর পরিবারবর্গ ও মাল-সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে ঠিকই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কোনো মন্তব্য করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উমর রাযি. পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোক নয়? তুমি কি করে জানবে? আল্লাহ্ তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে ফেলেছি। এ কথা শুনে উমর রাযি.-এর চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, خَاخٍ বিশুদ্ধতম। তবে আবু আওয়ানা রহ. অনুরূপ حَاجٍ বলেছেন, আবু আব্দুল্লাহ বুখারি রহ. বলেছেন, حَاجٍ বিকৃর্তি। আর এটি একটি স্থান। হুশাইম রহ. বলেছেন, خَاخٍ।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তাবিলের ক্ষেত্রে তাকে অপারগ সাব্যস্ত আর তার সততায় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৫-১০২৬ এবং পূর্বে ৪২২, ৪২২, ৫৬৭, ৬১২, ৭২৬ ও ৯২৫ পৃষ্ঠায়।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি- ৮/৩৯ দেখুন!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

# অধ্যায় : বল প্রয়োগে বাধ্য করা

إِكْرَاه : শব্দটির همزه বর্ণে যের দিয়ে, افعال এর ওজনে। অর্থ : জোর জবরদস্তি করা, বাধ্য করা।

بَابٌ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

## ৩৬৬৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– কিন্তু জোরপর্বক যাকে বাধ্য করা হয় আর তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে ...

**পূর্ণ আয়াতের অর্থ :**

কিন্তু জোরপর্বক যাকে বাধ্য করা হয় আর তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় ও কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ তায়ালার গজব। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (সূরা নাহল-১০৬)

وَقَالَ : إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً : وَهِيَ تَقِيَّةٌ

অবশ্য যদি তোমরা তাদের পক্ষ হতে কোনো অনিষ্টের ভয় কর, তবে তাদের সাথে সতর্কভাবে থাকবে..। تُقَاةً অর্থ تَقِيَّةٌ। অর্থাৎ উভয়টির অর্থ একই (কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা কর)।

**পূর্ণ আয়াতে কারিমা :**

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

মুনিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমারা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের ভয় কর, তবে তাদের সাথে সতর্কভাবে থাকবে। আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। আর সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (আল-ইমরান-২৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে আল্লাহ তায়ালার কাছে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা কাফির আল্লাহ তায়ালার দুশমন আর দুশমনের বন্ধুও দুশমনই হয়ে থাকে। إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا الخ। তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোনো ক্ষতির ভয় কর, তাহলে অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাগিদে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব কোনো অবস্থায় জায়েয নয়। আন্ত রিক বন্ধুত্ব সর্বাবস্থায় হারাম।

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ● إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ● فَأُولٰئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ●

✪ যারা নিজেদের অনিষ্ট করে, ফিরিশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিল? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফিরিশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে তথায় চলে যেতে? সুতরাং এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। ✪ কিন্তু পুরুষ,

নারী ও শিশুর মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোনো উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। ✪ তাই আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তায়ালা মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা-৯৭-৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ● (النساء : ٧٥)

এবং সেসব পুরুষ, নারী ও শিশুর পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে মুক্তি দান কর! এখানাকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (সূরা নিসা-৭৫)

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :**

اكراه : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ অর্থ কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজে বাধ্য করা। পূর্বে যেসকল বিদ্রোহী মুরতাদদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য মহা শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাদের থেকে বাধ্য অনন্যোপায় লোকদের ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো মুসলমান সত্য ঈমানের উপর অটল থাকে, একমুহূর্তের জন্যও তার অন্তর থেকে ঈমানের নূর দূর না হয়, শুধু প্রাণনাশের মতো কঠিন বিপদকালে নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে স্রেফ মুখে কুফরি কালিমা উচ্চারণ করে; শর্ত হচ্ছে, অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকবে না বরং মুখে কুফরি কথা উচ্চারণ কঠিন ঘৃণা ও অপছন্দ হয়, এমন ব্যক্তি আদৌ কাফির-মুরতাদ নয় বরং তাকে মুসলমানই মনে করা হবে। হাঁ! এর চেয়েও উচ্চস্তর হল, এহেন অবস্থায়ও মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে; তবু মুখে কুফরি কথা উচ্চারণ করবে না। যেমন : হযরত বেলাল রাযি., হযরত ইয়াসির রাযি., হযরত সুমাইয়্যা রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাযি. প্রমুখ সাহাবাদের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাতায় সর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'তাফ্সিরে ইবনে কাছির' দেখুন!

قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً : অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বাহ্যিক বন্ধুত্ব প্রদর্শন জায়েয আছে। কাফিরদের সাথে সৎ সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করার তিনটি সুরত হতে পারে। যথা : ১. সম্প্রীতি-আন্তরিক বন্ধুত্ব। ২. বাহ্যিক বিনয় ও আতিথেয়তা। ৩. সহমর্মিতা অর্থাৎ দয়া ও উপকার করা।

উক্ত তিন প্রকারের প্রথমটি তথা আন্তরিক বন্ধু তো কোনো অবস্থায়ই জায়েয নেই। অর্থাৎ শরিয়ত কিংবা যুক্তি কোনোভাবেই জায়েয নেই। শরিয়তের বিষয়টি উপর্যুক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা জানা গেল। আর যৌক্তিকভাবেও তা নিষিদ্ধ। মুসলিম জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ও জাতীয় স্বাতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি সূরা মুজাদালায় রয়েছে, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ● (المجادلة : ٢٢) অর্থাৎ যারা আল্লাহ তায়ালা ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও জ্ঞাতি গোষ্ঠিই হোক না কেন। (মুজাদালাহ-২২)

এ ছাড়া তৃতীয় প্রকার সৌজন্য-সম্প্রীতি আরবগণ ব্যতীত জায়েয। আর দ্বিতীয় পন্থা কোনো কোনো সময় জায়েয আবার কোনো কোনো সময়ে নাজায়েয। উপর্যুক্ত আয়াতে কারিমায় তাই বলা হয়েছে, إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا الخ অর্থাৎ যদি ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সম্প্রীতি-সৌজন্য করা জায়েয।

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فَعَذَرَ اللهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ. وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ

إِلَّا مُسْتَضْعَفًا. غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ.

ইমাম বুখারি রহ. বলেন : আল্লাহ সেসব দুর্বলকে মাজুর-অপারগ বলেছেন, যারা আল্লাহর বিধানাবলী পরিত্যাগ থেকে নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে না। তদ্রূপ বাধ্যকৃত ব্যক্তিও মাজুর এবং অনোন্যপায় হয়। তাকে যে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

**ব্যাখ্যা :** যে মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দি, সে মাজুর ও নিরুপায়। শত্রুর যা ইচ্ছে বলায় এবং করায়। যদি কাফির দুশমন হত্যার হুমকি দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করতে বাধ্য করে আর মুমিন ব্যক্তিও অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারে, হাতিয়ার কাফির ব্যক্তির সাথেই রয়েছে। কথার অন্যথা করলে হত্যা করবে। এক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট মাজুর বলে গণ্য হবে এবং শাস্তিযোগ্য হবে না।

وَقَالَ الْحَسَنُ : اَلتَّقِيَّةُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

হযরত হাসান বছরি রহ. বলেন, تَقِيَّةُ-এর হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। (শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগের সাথে খাস নয়)।

**ব্যাখ্যা :** হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, قُلْتُ وَمَعْنَى التَّقِيَّةِ الْحَذَرُ مِنْ إِظْهَارِ مَا فِي النَّفْسِ مِنْ مُعْتَقَدٍ وَغَيْرِهِ لِلْغَيْرِ (فتح) অর্থাৎ تَقِيَّة অর্থ নিজের মনের কথা অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা থেকে বেঁচে থাকা। ইমাম হাসান বছরি রহ. বলেন, تَقِيَّة কিয়ামত পর্যন্ত জায়েয ও বলবৎ থাকবে। ইবনে আবি শায়বা রহ. এ তা'লিককে মুত্তাছিল সনদে উল্লেখ করেছেন। মূল ইবারত হবে : اَلتَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةً। অর্থাৎ যদি কোনো মুসলমানকে বাধ্য করা হয় বরং তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় যে, অমুক মুসলমানকে হত্যা কর! তথাপি নিরুপায় ব্যক্তির জন্য মুমিনকে হত্যা করা জায়েয নয়।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ.

وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ. وَالْحَسَنُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : যাকে চোর-ডাকাত নিজের স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করল আর সে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল, তবে এ তালাক কিছুই নয় অর্থাৎ এ তালাক পতিত হবে না। এটাই হযরত ইবনে উমর রাযি., হযরত যুবাইর রাযি., ইমাম শা'বী রহ. এবং হযরত হাসান বছরি রহ.-এর অভিমত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সকল কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :**

জমহুর আলেমদের মতে বাধ্যকৃত নিরুপায় ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না। আল্লামা আইনি রহ. বলেন, وَإِن أكرهه السُّلْطَان فَهُوَ طَلَاق. قلت : هُوَ مَذْهَب أَبُو حنيفة. رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অর্থাৎ যদি বাদশাহ বাধ্য করেন, তবে তালাক পতিত হবে। আমি বলি, এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব। (উমদাতুল কারি)

✪ হাদিস শরিফ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ-এর ব্যাখ্যা জানতে 'কিতাবুল ওহী' দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ. أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ : اَللّٰهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ. وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

## সহজ তরজমা

৬৪৯১. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযে দুয়া করতেন : হে আল্লাহ্! আইয়াশ ইব্‌নে আবু রবিয়া, সালামা ইব্‌নে হিশাম, ওয়ালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! অসহায় মুমিনদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর তোমার পাঞ্জা কঠোর করো এবং তাদের উপর ইউসুফের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মতো বছর চাপিয়ে দাও।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, তারা মুশরিকদের সাথে অবস্থানের ক্ষেত্রে বাধ্য ছিলেন। কেননা যারা বাধ্য তারাই দুর্বল হয়ে থাকে যেমনটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। মোদ্দাকথা, যদি কুফরিতে বাধ্য হওয়া কুফরি হলে তো আর পরে তাদেরকে মুমিন বলে ডাকা হত না। (কাস্তালানি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৬, পূর্বে ১১০, ১৩৬, ৪১০, ৭৪৯, তাফসিরে ৬৫৫, ৬৬১, ৯১৫ ও ৯৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

### ৩৬৬৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুফরি গ্রহণের পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ সত্ত্বেও সে কুফরি বাক্য উচ্চারণ না করে নিহত হওয়া বা অপমান কে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা উত্তম। যেমন হযরত বেলাল রাযি. উমাইয়া বিনে খালফের দেওয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন।

২. কোনো কোনো বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে প্রাণ বাঁচানো উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

## সহজ তরজমা

৬৪৯২. মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে হাওশাব তায়েফি রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালবাসা। ৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরির দিকে ফিরে যাওয়া অপছন্দ করে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে শেষাংশে। অর্থাৎ কুফরিতে বল প্রয়োগ ও জাহান্নামে প্রবেশে বল প্রয়োগ দুটিই সমান। মুমিনের নিকট জাহান্নামে প্রবেশের তুলনায় নিহত হওয়া, মার খাওয়া ও অপমানিত হওয়া সহজ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৬, পূর্বে ০৭, ০৮ ও ৮৯২ পৃষ্ঠায় বির্ণত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৩৩-২৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَوِ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ، كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ.

## সহজ তরজমা

৬৪৯৩. সাঈদ ইব্‌নে সুলাইমান রহ. ... কায়স রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌নে যায়িদ রাযি.-কে বলতে শুনেছি : আমি মনে করি, হযরত উমর রাযি.-এর কঠোরতা আমাকে ইসলামের উপর অনড় করে দিয়েছে। তোমরা উসমান রাযি.-এর সাথে যা করেছ, তাতে যদি উহুদ পাহাড় ফেটে যেত তবে তা সঙ্গতই হত।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হযরত উসমান রাযি. বিদ্রোহীদের কথা মান্য করার পরিবর্তে নিহত হওয়াকেই বেছে নিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি কুফরির বিনিময়ে নিহত হওয়াকে আরো উত্তমভাবে গ্রহণ করতেন। (উমদাতুল কারি)

**ব্যাখ্যা :** হযরত উসমান রাযি. নিজে নিহত হওয়াকেই পছন্দ করলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের কোনো কথা মানলেন না। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কুফরির উপর বাধ্য করার ক্ষেত্রে নিহত হয়ে যাওয়াকেই তিনি সহাস্য বদনে গ্রহণ করে নিতেন। তা ছাড়া হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রাযি. এবং তাঁর স্ত্রী রাযি. যিনি হযরত উমর রাযি.-এর সহোদর ছিলেন, তাঁরাও অপমান ও নিহত হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। এরপরও ইসলাম ত্যাগ করেন নি।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৬-১০২৭ এবং পূর্বে ৫৪৫ ও ৫৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا قَيْسٌ. عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ. يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ. فَيُجْعَلُ فِيهَا. فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ. مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ. حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ. لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ. وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

## সহজ তরজমা

৬৪৯৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... খাব্বাব ইব্নে আরাত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি (আমাদের জন্য) সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দুয়া করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য জমিনে গর্ত করা হত। তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দু' টুকরা করে ফেলা হত। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড় খসানো হত। এতৎসত্ত্বেও তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে রাখাতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে, সানা থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না আর নিজের মেষপালের জন্য বাঘের ভয় থাকবে; কিন্তু তোমরা তো তাড়াহুড়া করছ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হযরত খাব্বাব রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রকারান্তরে কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করেছিলেন। কেননা তাঁরা বাধ্যকৃত ব্যক্তিদের মতো কাফিরদের ক্রোধ ও অত্যাচারে পীড়িত ছিলেন। যা তাঁরা ইচ্ছা করেন নি।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৭, পূর্বে ৫১০, ৫৪৩ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ-২/৩৫০ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

## ৩৬৭০. অনুচ্ছেদ : জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো

অর্থাৎ যদি কাউকে নিজের মাল বিক্রয়ে বাধ্য করা হয় আর সে বাধ্য হয়ে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কেউ ঋণ আদায়ের জন্য বাধ্য হয়ে বিক্রয় করে, তবু সে বিক্রয় শুদ্ধ আছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ : «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ : «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ. أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا : قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ : «ذٰلِكَ أُرِيدُ» ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوا : قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ. فَقَالَ : اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ. وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ.

### সহজ তরজমা

৬৪৯৫. আব্দুল আজিজ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা ইহুদিদের কাছে চলো! আমি তাঁর সাথে বের হয়ে পড়লাম এবং বাইতুল মিদরাস নামক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি (আপনার দায়িত্ব) পৌছে দিয়েছেন। তিনি বললেন, এটাই আমি চাই। তারপর দ্বিতীয়বার কথাটি বললেন। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি পৌছে দিয়েছেন। তারপর তৃতীয়বার কথাটি বললেন। আর বললেন, তোমরা জেনে রাখো! জমিন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদের দেশান্তর করতে মনস্থ করেছি। তাই তোমাদের যার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে নেয়। অন্যথায় জেনে রেখো! জমিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দুটি অংশ ছিল— بَيْعُ مُكْرَهٍ ও بَيْعُ مُضْطَرٍ। অনুচ্ছেদের হাদিসের সম্পর্ক দ্বিতীয় অংশের সাথে অর্থাৎ بَيْعُ مُضْطَرٍ-এর সাথে। আর مُضْطَرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে বাধ্য হয়ে নিজের মাল বিক্রয় করে দেয়। যেমনটা অনুচ্ছেদের হাদিসে সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৯, পূর্বে ৪৪৯ এবং সামনে ১০৯১-১০৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ قَالَ اللهُ : وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (النور : ٣٣)

## ৩৬৭১. অনুচ্ছেদ : বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'তোমরা দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না ...।' (সূরা নূর-৩৩)

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

ইমাম বুখারি রহ. ও জমহূর আলেমের মতে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিবাহ বাতিল। কিন্তু হানাফিদের মতে বিবাহ শুদ্ধ ও জায়েয। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহের কিতাবাদি দেখুন।

**আয়াতের অর্থ :** তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে তোমরা ব্যভিচারে বাধ্য করো না। (সূরা নূর-৩৩)

**আয়াতের শানে নুযূল**

জাহিলিযুগে কোনো কোনো ব্যক্তি টাকার লিপ্সায় নিজ বাঁদীদেরকে ব্যভিচারের কাজে বাধ্য করত। মুনফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের কয়েকটি বাদী ছিল। তাদেরকে দিয়ে ব্যভিচারের কাজ করিয়ে টাকা উপার্জন করত। তাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান হয়ে যায়। তাই তারা এমন গর্হিত গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে অস্বীকার করল। ফলে সে তাদের উপর বল প্রয়োগ করল। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ হয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

## সহজ তরজমা

৬৪৯৬. ইয়াহইয়া ইব্‌নে কাযায়া রাযি. ... খানসা বিনত খিযাম আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তাকে তাঁর পিতা (অনুমতি ব্যতীত) বিয়ে দিলেন। আর সে ছিল বিধবা। কিন্তু এ বিয়ে তাঁর পছন্দ হল না। তাই সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জানাল। ফলে তিনি তাঁর এ বিয়ে রদ (বাতিল) করে দিলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৭, পূর্বে ৭৭১, ৭৭২ এবং সামনে ১০৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ : «نَعَمْ» قُلْتُ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ؟ قَالَ : سُكَاتُهَا إِذْنُهَا.

## সহজ তরজমা

৬৪৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নারীদের বিয়ে দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হাঁ! আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন, তার নীরবতাই তার অনুমতি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, কুমারী নারীদের বিবাহ তাদের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নেই। সুতরাং কুমারী নারীদেরকে তাদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া কাউকে কোনো বিষয়ে বাধ্য করারই নামান্তর।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৭, পূর্বে ৭৭১ এবং সামনে ১০৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: «فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا. فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ

### ৩৬৭২. অনুচ্ছেদ : কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, ফলে সে গোলাম দান অথবা বিক্রি করে দিল, তা কার্যকর হবে না

কেউ কেউ বলেন : সুতরাং ক্রেতা যদি এতে কিছু মানত করে, তাহলে তা কার্যকর হবে। এমনিভাবে তাকে যদি মুদাব্বার বানিয়ে নেয়, তাহলে তা কার্যকর হবে

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

অর্থাৎ বাধ্যকৃত ব্যক্তির বেচাকেনা শুদ্ধ নয়। তার দানও শুদ্ধ নয়। সে বিক্রীত দাস বিক্রেতার মালিকানাধীন হবে। এমনিভাবে বাধ্যকৃত ব্যক্তি থেকে দাস ক্রয় করে তাকে বানালেও এ বিধান অর্থাৎ উক্ত বেচাকেনা শুদ্ধ নয় এবং দাসটি বিক্রেতার মালিকানধীন থাকবে। وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ অর্থাৎ অবশ্য কতক লোকের নিকট শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : বুখারি শরিফের ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, قَالَ الْمَشَائِخُ إِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ بَعْضُ النَّاسِ يُرِيدُ بِهِ الْحَنَفِيَّةَ (الكواكب) অর্থাৎ মাশায়েখগণ বলেন : ইমাম বুখারি রহ. যখন بَعْضُ النَّاسِ বলেন, তখন তিনি এর দ্বারা হানাফিদের উদ্দেশ্য করে থাকেন। وَغَرَضُهُ أَنَّ كَلَامَهُمْ مُتَنَاقِضٌ الخ অর্থাৎ হানাফিদের কথায় বিরোধ ও ত্রুটি রয়েছে।

**ত্রুটির বিশ্লেষণ ও তার জবাব**

কেননা বাধ্যকৃত ব্যক্তি তথা যাকে মাল বিক্রয়ে বা দান করতে বাধ্য বলপ্রয়োগ করা হয়েছে আর সে নিজের মাল বিক্রয় বা দান করে দিয়েছে, তার এ বিক্রয়-দান দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। অর্থাৎ হয়তো বাধ্যকৃত ব্যক্তি থেকে মালের মালিকানা ক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হবে অথবা হবে না? যদি মালের মালিকানা ক্রেতার হাতে চলে এবং তার গোলামের মালিক ক্রেতা হয়ে যায় অথবা বাধ্যকৃত ব্যক্তি যাকে দান করেছে, সে গোলামের মালিক হয়ে যায়, তাহলে সে ক্রেতা ও مَوْهُوبٌ لَهُ (যাকে দান হরা হয়েছে)-এর জন্য ওই গোলামে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ জায়েয। যেমনি বস্তুর মালিক নিজের বস্তুতে যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে। বিক্রয় করে দিক কিংবা কাউকে দানও করে দিক। এতে মানত মানা ও মুদাব্বর বানানোর কোনো নির্দিষ্টতা নেই। আর যদি বাধ্যকৃত বিক্রেতার বিক্রয়ের দ্বারা পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর না হয়, তাহলে ক্রেতা পণ্যের মালিক না হওয়ার কারণে গোলামের মধ্যে সে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এতে যেমনি মানত মানা শুদ্ধ হবে না, তেমনি একে মুদাব্বারও বানানো যাবে না। কেননা সে এ গোলামের মালিক নয়।

বুঝা গেল, بَعْضُ النَّاسِ-এর বক্তব্য সাংঘর্ষিক ও পরস্পর বিরোধী। তারা বলেন, বাধ্যকৃত ব্যক্তির বিক্রয় জায়েয নয়। কাজেই কিভাবে বলেন, ক্রেতার জন্য গোলামকে মানত করা কিংবা মুদাব্বার বানানো জায়েয হবে?

**জবাব :**

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : এখানে بَعْضُ النَّاسِ দ্বারা যদি ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হানফিগণ হয়ে থাকে, তাহলে এখানে হানাফিদের মাযহাব অনুধাবনে ইমাম বুখারি রহ.-এর ভ্রম হয়ে গেছে। মূলত হানাফিদের মাযহাব হল, যদি কোনো বাধ্যকৃত বিক্রেতা নিজের গোলাম বিক্রি করে দেয় কিংবা কাউকে দান করে দেয়, তাহলে সে বাধ্যবাধকতা উঠে যাওয়ার পর সেই ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। সে চাইলে বিক্রয়কে কার্যকর করবে কিংবা রহিত করে দিবে। কেননা এ বিক্রয়চুক্তি যোগ্যবক্তি থেকে যথাস্থানে সংঘটিত হয়েছে। তাই এতে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এতে সন্তুষ্টি পাওয়া যায়নি। বিধায় এর হুকুম হবে ফাসিদ শর্তযুক্ত বেচাকেনার মতো অর্থাৎ যে-সমস্ত বেচাকেনায় ফাসিদ শর্ত পাওয়া যায়, তার হুকুমে হবে। সুতরাং ক্রেতা যদি মাল হস্তগত করে নেয় বা রহিত করা যায় না এমন কিছু করে ফেলে—যেমন : আযাদ করা, মুদাব্বার বানানো ইত্যাদি—তবে

তা কার্যকর হয়ে যাবে এবং ক্রেতার উপর মালের মূল্য আবশ্যক হবে। আর বিক্রেতা অনুমতি দিয়ে দিলে বেচাকেনা শুদ্ধ আছে। কেননা এখন বিক্রেতার সন্তুষ্টি পাওয়া গেছে। (উমদাতুল কারি)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

## সহজ তরজমা

৬৪৯৮. আবু নুমান রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারি ব্যক্তি তার এক গোলাম মুদাব্বর বানিয়ে দেয়। অথচ তার এ ছাড়া অন্য কোনো মাল ছিল না। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, কে আমার কাছ থেকে এ গোলাম ক্রয় করবে? নুয়াইম ইব্‌নে নাহ্‌হাম রাযি. আটশ' দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। রাবী বলেন, আমি জাবির রাযি.-কে বলতে শুনেছি, সে গোলামটি কিবতি গোলাম ছিল এবং (ক্রয়ের) প্রথম বছরই মারা যায়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা দাউদি র. বলেন, এ হাদিস ও শিরোনামের মধ্যে কোনো মিল পাওয়া যায় না। কেননা হাদিসটিতে জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগের উল্লেখ নেই। এরপর তিনি বলেন, তবে যদি বলা হয়—রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে তাকে বিক্রয় করেছেন, এ বিক্রয়ে তিনি বাধ্যকারীর মতো ছিলেন। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৭, পূর্বে ২৮৭, ২৯৭, ৩২৩, ৩২৫, ৩৪৪, ৯৯৪ এবং সামনে ১০৬৫ ও ১০৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ 'মুদাব্বার'-এর পরিচয়, হুকুম ও ইমামদের মতভেদ সবিস্তারে জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৮৩-৮৪ দেখুন!

بَابٌ مِنَ الإِكْرَاهِ، كُرْهًا وَكَرْهًا وَاحِدٌ

## ৩৬৭৩. অনুচ্ছেদ : ইকরাহ (বাধ্যকরণ)-এর বর্ণনা

اِكْرَاهٌ থেকে كَرْهًا (কাফ বর্ণে যবর দিয়ে) ও كُرْهًا (কাফ বর্ণে পেশ দিয়ে) শব্দ দুটি নির্গত। উভয়টি সমার্থবোধক।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

الإِكْرَاهُ শব্দ থেকে كُرْهًا ও كَرْهًا নির্গত। উভয়টির অর্থই এক। এটাই ইমাম বুখারি রহ.-সহ অধিকাংশ আলেমের অভিমত। তবে কেউ কেউ দুটির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন, كَرْهًا [কাফ বর্ণে যবর দিয়ে]-এর অর্থ : বাধ্য করা, বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি তথা কাউকে বলপ্রয়োগ বা বাধ্য করা। আর كُرْهًا [কাফ বর্ণে পেশ দিয়ে]-এর অর্থ, কষ্ট তথা নিজেই অপছন্দ করেও করে।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ، وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا. [النساء: ١٩] الآيَةَ. قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ

## সহজ তরজমা

৬৪৯৯. হুসাইন ইব্‌নে মানসূর রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (হে মুমিনগণ! নারীদেরকে জবরদস্তিভাবে তোমাদের উত্তরাধিকার মনে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় ...।—সূরা নিসা-১৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেন : তাদের রীতি ছিল, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবকগণই তার স্ত্রীর ব্যাপারে অধিক হকদার বলে মনে করত। ইচ্ছা করলে তাদর মেধ্য কেউ তাকে বিয়ে করত, ইচ্ছা করলে তাকে (অন্যত্র) বিয়ে দিত, আর ইচ্ছা করলে তাকে বিয়ে দিত না। তারাই স্ত্রীর অভিভাবকদের তুলনায় নিজেদেরকে অধিক হকদার বলে মনে করত। এরপর এ ব্যাপারে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসে বর্ণিত আয়াতে কারিমার كَرْهًا শব্দে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৭ এবং পূর্বে তাফসিরে ৬৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/১৪২ দেখুন।

## بَابٌ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

## ৩৬৭৪. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো নারীকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয় তখন তার উপর কোনো হদ নেই

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. [النور: ٣٣] وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ. الحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: "فِي الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ

কেননা আল্লাহ বলেন : 'তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে সে ক্ষেত্রে জবরদস্তির পর আল্লাহ তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সূরা নূর-৩৩)

লাইছ রহ. নাফি' রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, সাফিয়্যা বিনতে আবু উবাইদ তাকে অবহিত করেছেন : সককারি মালিকানাধীন এক গোলাম গনিমতের পঞ্চমাংশে প্রাপ্ত একটি দাসীর সাথে জোরপূর্বক যিনা করে। এমনকি তার কুমারিত্ব টুটে দেয়। উমরা রাযি. উক্ত গোলামকে কষাঘাত করলেন ও নির্বাসন দিলেন। কিন্তু দাসীটিকে সে বাধ্য করেছিল বলে কষাঘাত করলেন না। যুহ্‌রি রহ. কুমারী দাসীর ব্যাপারে বলেন, যার কুমারিত্ব কোনো স্বাধীন ব্যক্তি ছিন্ন করে ফেলল—বিচারক ওই কুমারী দাসীর মূল্য অনুপাতে তার জন্য ওই আযাদ ব্যক্তির নিকট হতে কুমারিত্ব টুটে ফেলার দিয়ত গ্রহণ করবেন এবং ওকে কষাঘাত করবেন। আর বিবাহিতা দাসীর ক্ষেত্রে ইমামদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোনো জরিমানা নেই। তবে তার উপর হদ কার্যকর হবে

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

এ সাফিয়্যা বিনতে আবি উবাইদ ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর স্ত্রী। ইরশাদুস সারিতে সম্ভবত লিপিকারের ভুলে লিখা রয়েছে, সাফিয়্যা ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর কন্যা।

(উমদাতুল কারি-২৪/১০৪ ও ফাতহুল বারি-১২/২৭১)

সায়্যিদুনা হযরত উমর ফারুক রাযি. সেই গোলামকে ৫০টি বেত্রাঘাত এবং ছয়মাসের জন্য দেশান্তর করেছিলেন। কেননা গোলামের 'হদ' স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক। তবে তিনি বাঁদীর উপর 'হদ' প্রয়োগ করেন নি। এতে প্রমাণিত হল, বাধ্যকৃত ব্যক্তির উপর 'হদ' প্রয়োগ হবে না—সে পুরুষ হোক চাই নারী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

قوله: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : ইমাম যুহ্‌রি রহ. বলেন, এক কুমারী বাঁদীর কুমারিত্ব কোনো স্বাধীন পুরুষ নষ্ট করল, এতে তার মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পেল, সে পরিমাণ মূল্য কাজি সাহেব ওই যেনাকারী ব্যক্তি থেকে উসূল করে দিবেন। আর স্বাধীন ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করবেন। যেমন, ধরুন! কোনো কুমারী বাঁদীর মূল্য ছিল ৫০,০০০/- টাকা। তার কুমারিত্ব নষ্টের কারণে এখন তার মূল্য ৩০,০০০/- টাকায় নেমে এসেছে। সুতরাং এ হ্রাসকৃত ২০,০০০/- টাকা ওই যেনাকারী স্বাধীন ব্যক্তি থেকে আদায় করবে।

قوله: وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ الخ : আর অকুমারী বাঁদীর ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেই। তার উপর হদ প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ ইমাম যুহ্‌রি রহ. ভাষ্যে يُجْلَدُ শব্দ উল্লেখ থাকলেও এর দ্বারা হদ উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্যভিচারী বিবাহিত হলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে; কিন্তু বিবাহিত না হলে তাকে বেত্রাঘাত করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ.

## সহজ তরজমা

৬৫০০. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইবরাহিম আ. সারা আ.-কে নিয়ে হিজরত করে এমন এক জনপদে উপনীত হলেন, যেখানে একজন স্বৈরাচার বাদশাহ ছিল। সে তাঁকে বলে পাঠাল, যেন তিনি 'সারা'-কে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে সারার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অপর দিকে সারা অজু করে নামায আদায় করতে লাগলেন। আর বললেন, হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমার ও তোমার রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি, তবে আমার উপর ওই কাফিরকে কর্তৃত্ব দিও না। ফলে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে (মাটিতে পড়ে) গোড়ালী দিয়ে ঘষর্ণ করতে লাগল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিল প্রসঙ্গে আলেমগণ বিভিন্ন উক্তি করছেন।

১। শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ জালেম বাদশাহ হযরত ইবরাহিম আ.-এর উপর জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ করেছিল আপন পত্নী সারাকে তার নিকট পাঠাতে।

২। কেউ কেউ বলেন : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হযরত সারা আ. সমস্ত অপবিত্রতা থেকে নিস্পাপ-বিদূষী ছিলেন। নিরুপায় হয়ে জালেম বাদশাহর সাথে নির্জনবাসে যাওয়ায় তাকে দোষারোপ করা যাবে না। তেমনি ব্যভিচারে বাধ্য করা বাঁদীর উপর হদ জারি হবে না। অর্থাৎ জোরপূর্বক ধর্ষিতা নারীর উপর হদ নেই।

৩। কেউ কেউ বলেন, হযরত সারা আ. নিরুপায় হয়ে বাদশাহর সাথে নির্জনবাসে গিয়েছেন। এজন্য তিনি দোষী নন। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের কারণে নির্জনবাস যেমনি দোষণীয় নয়, তেমনি জোরপূর্বক ধর্ষিতা নারীও দোষী সাব্যস্ত হবে না। কাজেই তার উপর হদও জারি হবে না।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৮ এবং পূর্বে ২৯৫, ৩৫৯, ৪০৩-৪৭৪ ও ৭৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ পূর্ণ হাদিসটি সবিস্তারে জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/১৩৯ দেখুন!

بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

**৩৬৭৫. অনুচ্ছেদ : যখন কোনো ব্যক্তি তার সঙ্গী সম্পর্কে নিহত হওয়া বা অনুরূপ কিছুর আশঙ্কা করে, তখন (তার কল্যাণে) কসম করা যে, সে তার ভাই**

[অর্থাৎ আশঙ্কা হচ্ছে, কসম না খেলে এক জালেম তাকে হত্যা করবে কিংবা হাত কর্তনের মতো কষ্ট দিবে।]

وَكَذٰلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ. فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ. وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ. فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ. وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلَامِ. وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ. وَسِعَهُ ذٰلِكَ "لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ. لَمْ يَسَعْهُ. لِأَنَّ هٰذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ. ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ: لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ. أَوْ لَتَبِيعَنَّ هٰذَا الْعَبْدَ. أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ. يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ. وَلٰكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ: اَلْبَيْعُ وَالْهِبَةُ. وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذٰلِكَ بَاطِلٌ. فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ. بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ". وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ: هٰذِهِ أُخْتِي. وَذٰلِكَ فِي اللّٰهِ "وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ. وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ.

এমনিভাবে যে কোনো বাধ্যকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে যখন কোনো প্রকার আশঙ্কা দেখা দেয়। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করবে, তার জন্য লড়াই করবে, তাকে লাঞ্ছিত করবে না। যদি সে মজলুমের জন্যে লড়াই করে, তাহলে তার উপর কোনো হদ বা কিসাস নেই। যদি কাউকে বলা হয়, তোমাকে অবশ্যাই মদ পান করতে হবে অথবা মৃতের গোশ্‌ত খেতে হবে অথবা তোমার দাসকে বিক্রি করতে হবে অথবা তোমাকে ঋণ স্বীকার করতে হবে অথবা কিছু দান করতে হবে বা অনুরূপভাবে যে কোনো চুক্তির কথা বলা হয়। অন্যথায় আমরা তোমার পিতাকে অথবা মুসলিম ভাইকে হত্যা করে ফেলব। তখন তার জন্য সেসব কাজ করার অনুমতি আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কেউ কেউ বলেন, যদি বলা হয়, তোমাকে অবশ্যাই মদ্যপান করতে হবে, অথবা মৃতের গোশ্‌ত খেতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার পুত্রকে বা তোমার পিতাকে বা তোমার কোনো নিকট আত্মীয়কে হত্যা করে ফেলব, তখন তার জন্য এসব কাজ করার অনুমতি নেই। কেননা সে নিরুপায় নয়। কেউ কেউ এর বিপরীত রায় ব্যক্ত করে বলেন, যদি তাকে বলা হয়, আমরা অবশ্যাই তোমার পিতাকে বা তোমার পুত্রকে হত্যা করে ফেলব, না হয় তোমাকে ওই গোলামটি বিক্রি করতে হবে, অথবা তোমাকে ঋণ স্বীকার করতে হবে, অথবা দান স্বীকার করতে হবে, তাহলে কিয়াসের দৃষ্টিতে তার জন্য তা জরুরি হয়ে যায়। তবে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে আমরা বলি—এ ক্ষেত্রে বিক্রি, দান বা যে কোনো চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। অতত্রব তারা কুরআন-সুন্নাহ ছাড়াই নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয়দের মধ্যে প্রভেদ করে নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইবরাহিম আ. তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, ওনি আমার বোন। আর ওটি ছিল আল্লাহর ব্যাপারে (দ্বীনের ভিত্তিতে)। নাখাঈ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি হলফ করায়, সে যদি অত্যাচারী হয়, তবে হলফকারীর নিয়তই গ্রহণীয় হবে। আর যদি সে মজলুম হয়, তাহলে তার নিয়তই কার্যকর হবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

উপরিউক্ত ইবারতের পরিষ্কার অনুবাদ করা হয়েছে। এর সারমর্ম হল, ইমাম বুখারি রহ.-এর মতে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিক্রয় ও দান সহিহ নয় বরং বাতিল। অর্থাৎ পণ্য বাধ্যকৃত বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হবে না এবং ক্রেতাও সে পণ্যের মালিক হবে না।

হানাফিদের মতে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিক্রয় কার্যকর হয়ে যাবে; তবে ফাসিদ হবে। যার হুকুম হল, ক্রেতা পণ্য হস্তগত করে নিলে ক্রেতা সে পণ্যটির মালিক হয়ে যাবে।

ইমাম বুখারি রহ. যে বলেছেন بَعْضُ النَّاسِ তথা হানাফিদের কথায় ত্রুটি ও বৈপরিত্ব রয়েছে, তার বিশ্লেষণ হল : মনে করুন! কোনো জালেম কাউকে বাধ্য করছে যে, তুমি মদ পান না করবে কিংবা মৃত খাবে! অন্যথায় তোমার পিতা, সন্তান কিংবা তোমার কোনো নিকটাত্মীয়কে হত্যা করবে। এ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য মদ্য পান কিংবা মৃত খাওয়া জায়েয নেই। কেননা সে অসহায় নিরুপায় নয় বরং অসহায় তো তখনই হবে, যখন জালেম খোদ তাকেই হত্যার হুমকি দিবে। কিন্তু এখানে অন্যকে হত্যার ধমকি দেওয়া হয়েছে। তাই সে নিরুপায়-অসহায় নয়।

ইমাম বুখারি রহ. বলেন : এ بَعْضُ النَّاسِ তথা হানাফিগণ আবার বলেন, যদি কোনো জালেম ধমকি দিয়ে বলে— আমি তোমার পিতা বা পুত্রকে হত্যা করব যদি তুমি অমুক গোলাম বিক্রয়, ঋণ স্বীকার বা দান না কর, তাহলে কিয়াস অনুযায়ী চুক্তি আবশ্যক হয়ে যায়। কিন্তু আমরা ইস্তিহ্সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের উপর আমল করি এবং বলি, প্রত্যেক চুক্তি বাতিল। এটা তো সুস্পষ্ট বিরোধ যে, প্রথমে বলা হয়েছে : এতে বলপ্রয়োগ পাওয়া যায় নি; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, কিয়াসের দাবি মতে বলপ্রয়োগ পাওয়া গেছে। অথচ উভয় রূপরেখা এক ও অভিন্ন।

✪ আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এখানে কোনো বিরোধ নেই। কেননা মুজাহিদের জন্য ইস্তিহসানের ভিত্তিতে কিয়াস ছেড়ে দেওয়া জায়েয। আর ইস্তিহসান হানাফিদের মতে হুজ্জত।

ইনসাফের কথা হল, ইমাম বুখারি রহ. হানাফি মাজহাবের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনার সাথে কাজ করেন নি; শুধুই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ কারণে আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, ইমাম বুখারি রহ. এখানে যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা সমীচিন নয়। কেননা তা আলোচ্য বিষয়ের বাইরে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (আল-কাওয়াকিব)

আর ইস্তিহ্সানের উপর আমল তো হাম্বলিদের নিকটেও হুজ্জত। ইবনে হাজিরেব মুখ্তাসারে তা-ই উল্লেখ আছে।

قَوْلُهُ: فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، وَغَيْرِهِ الخ : হানাফিগণ নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য করছেন। অথচ এ পার্থক্য কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাতে রাসূল কোথাও নেই।

অর্থাৎ যদি কাউকে বলা হয়—তুমি এ গোলামটি বিক্রি করে দাও কিংবা ঋণের স্বীকারোক্তি কর! অন্যথায় আমরা অমুক (অচেনা-অনাত্মীয়) ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলব। এরপর সে ওই জালেমে কথা মতো গোলামকে বিক্রি করে দিল অথবা ঋণের স্বীকারোক্তি করল, তাহলে বিক্রয়চুক্তি জরুরি হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার কোনো নিকটাত্মীয় সম্পর্কে এ ধমনি দেয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি জরুরি হবে না। হানাফিদের এ পার্থক্য কুরআন-সুন্নাত কোনোটা দ্বারা প্রমাণিত নয়।

✪ এর জবাবে আল্লাম আইনি র. বলেন, এ পার্থক্যও সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। এটা কিতাবুল্লাহ দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন : الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে, এরপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। (সূরা যুফার-১৮)

এমনিভাবে এটা হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ অর্থাৎ মুমিনগণ যা উত্তম মনে করবে, আল্লাহর নিকটেও তা উত্তম। (উমদাতুল কারি)

✪ এরপর ইমাম বুখারি রহ. 'পার্থক্য না থাকা'র পক্ষে দলিলস্বরূপ বলেন, হযরত ইবরাহিম আ. আপন স্ত্রী হযরত সারা আ.-কে هَذِهِ أُخْتِي বলেছেন। অথচ হযরত সারা আ. নিকটাত্মীয় ছিলেন না।

✪ এর জবাবে আল্লামা আইনি রহ. বলেন : হানাফিগণ নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন ইস্তিহ্সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা দীনের ক্ষেত্রে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য-সহমর্মিতা প্রদর্শন করা ওয়াজিব। সেমতে নিকটাত্মীয়দের সহমর্মিতা প্রদর্শন ও তাদের সাহায্যে করা তো আরো শক্ত ওয়াজিব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

## সহজ তরজমা

৬৫০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্নে বুকাইর রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না সে তার প্রতি জুলুম করবে, না তাকে অন্যের হাওলা করবে। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন মেটাবেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমান ভাইকে সাহায্য-সহায়তা করা ওয়াজিব।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৮ ও পূর্বে ৩৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৩৩৯-৩৪০ দেখুন!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ».

## সহজ তরজমা

৬৫০২. মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুর রহিম রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমার ভাইকে সাহায্য কর! সে জালিম হোক বা মজলুম। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুম হলে তাকে সাহায্য করব, তা তো বোধ্যগম্য ব্যাপার। কিন্তু জালিম হলে তাকে সাহায্য করব, এটা কিভাবে? তিনি বললেন : তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হচ্ছে তার সাহায্য।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৮ এবং পূর্বে ৩৩০ ও ৩৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**উদ্দেশ্য :** ইমাম বুখারি রহ. এর উদ্দেশ্য হল, কোনো মুসলমান ভাই কারো উপর জুলুম করলে তাকে জুলুম করা হতে বিরত রেখে সাহায্য করবে। কেননা জুলুমের পরিণাম মন্দ। যাতে সে মুসলমান ভাই সহসা কোনো বিপদে পড়ে না যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْحِيَلِ

# অধ্যায় : কূটকৌশল

[অর্থাৎ এ অধ্যায়টি হিলা তথা কৌশলের বর্ণনা প্রসঙ্গে।]

**হিলার পরিচয়**

حِيَلٌ : শব্দটি (হা বর্ণে যের দিয়ে) حِيْلَةٌ-এর বহুবচন। আর হিলা বলা হয় এমন গোপন পন্থাকে, যার সাহায্যে উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়। এককথায় হিলা হল, নিজের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানোর গোপন প্রক্রিয়া। কৌশল।

**حِيْلَةٌ (কৌশল)-এর শ্রেণিভেদ**
**ও তার বিধান**

১। যদি হিলা দ্বারা হককে বাতিল করা আর বাতিলকে হক সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এটা হারাম।

২। হিলা দ্বারা যদি হককে প্রমাণিত আর বাতিলকে প্রতিহত করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা কখনো ওয়াজিব আর আবার কখনো মুস্তাহব।

৩। আর যদি কোনো অপ্রিয়-অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য হয়, তবে এটা কখনো মুস্তাহাব আর কখনো মুবাহব।

৪। কোনো মুস্তাহাব কাজ পরিত্যাগের জন্য হিলা বা কৌশল করা মাকরূহ। (ফাতহুল বারি)

بَابٌ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ

وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

## ৩৬৭৬. অনুচ্ছেদ : কূটকৌশল পরিত্যাগ করা

আর কসম ইত্যাদিতে যে যা নিয়ত করবে, তা-ই তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

ইমাম বুখারি রহ.-এর প্রথম শিরোনাম দ্বারা পরিষ্কার কিছু বুঝা যাচ্ছিল না যে, মহান গ্রন্থকার ইমাম বুখারি রহ.-এর মাযহাব কী? হিলা জায়েয, না-কি নাজায়েয? কতক জায়েয আর কতক নাজায়েয?

কেউ কেউ বলেন : এ অনুচ্ছেদ (بَابٌ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ) দ্বারা ইমাম বুখারি রহ. সে সন্দেহ নিরসন করতে চান, যা প্রথম শিরোনাম (كِتَابُ الْحِيَلِ) দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ হিলা গ্রহণ জায়েয মনে হয়েছিল। তাই এ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি সুস্পষ্ট বলে দিলেন, হিলা নাজায়েয। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ بَابٌ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ অর্থাৎ কূটকৌশল পরিত্যাগের বর্ণনা।

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : كِتَابُ الْحِيَلِ শব্দের ব্যাপকতায় জায়েয ও নাজায়েয উভয় প্রকার হিলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইমাম বুখারি রহ. এ দ্বিতীয় শিরোনামে একটি প্রকার স্পষ্ট বর্ণনা করে দিলেন, হিলা/ কৌশল ত্যাগ করতে হবে।

এর দ্বারা প্রতিভাত হয়, ইমাম বুখারি রহ. হিলার প্রবক্তা নন। তার নিকট হিলা জায়েয নয়।

**হিলা সম্পর্কে ইমামদের মাযহাব**

আলেমদের নিকট প্রসিদ্ধ রয়েছে, ইমাম মালিক ও আহমদ রহ.-এর মতে সর্বপ্রকার হিলা/ কৌশল গ্রহণ হারাম। পক্ষান্তরে হানাফি ও শাফিয়িদের মতে হিলা জায়েয। ইমাম বুখারি রহ. এতে প্রথম মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রণীত كِتَابُ الْحِيَلِ ও এর অনুচ্ছেদগুলো দ্বারা তা-ই প্রতিভাত হয়।

**হিলা প্রসঙ্গে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি**

ইতোপূর্বে হিলার সংজ্ঞা ও প্রকার বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন-হাদিসেও হিলার মৌলিকত্ব পাওয়া যায়। যেমন, কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ অর্থাৎ তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও এবং তা দ্বারা আঘাত করো; কিন্তু শপথ ভঙ্গ করো না। (সূরা সোয়াদ-৪৪)

হযরত আইয়ূব আ. একজন বিশিষ্ট নবী ছিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালা তাকে অনেক ধন-সম্পদ, সন্তান, খাদেম ইত্যাদি অনেক কিছু দান করেছেলেন। এরপর তাকে নবীসুলভ পরীক্ষায় নিপতিত করলেন। তিনি এমনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, সমস্ত সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেল। এ কঠিন রোগের কারণে সকল আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী পর্যন্ত তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ছেড়ে দিল। একমাত্র তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী (হযরত ইউসুফ আ.-এর নাতিন) তাঁর খেদমত করতেন। এ পরীক্ষা ছিল সুকঠিন। যেমন, হাদিসে আছে : أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ. ثُمَّ الصَّالِحُونَ. ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কষ্ট-পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। এরপর সৎকর্মশীলগণ। এরপর মানুষ পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ মর্যাদা অনুপাতে। (মুজামে কাবির—তবারানি-২৪/২৪৫)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার দীনের যোগ্যতা ও মজবুতি অনুপাতে হয়ে থাকে। যে যত বেশি মুজবুত, তার পরীক্ষা তত কঠিন। যাতে আল্লাহর নিকট তার সে পরিমাণ উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়।

এমনি চরমাবস্থা ও কঠিন অসুস্থতার সময় শয়তান একদিন ডাক্তার বেশে হযরত আইয়ূব আ.-এর স্ত্রী 'লিয়া'র [১] নিকট আসল। তাঁর স্ত্রী তাকে ডাক্তার ভেবে চিকিৎসা করার দরখাস্ত জানালেন। শয়তান বলল, এক শর্তে আমি চিকিৎসা করব—তাঁর নিরাময় হলে শুধু বলবে, তুমি তাকে সুস্থ করেছ। আর এর বেশি কিছু চাই না। স্ত্রী বিষয়টি হযরত আইয়ূব আ.-এর সাথে বললেন। তিনি খুব রাগ করলেন। ভালো মানুষ! আরে, সে তো শয়তান। আমি শপথ করছি! আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে আমি তোমাকে একশত কষাঘাত করব। হযরত আইয়ূব আ.-এর প্রচণ্ড দুঃখ হল যে, এ অসুস্থতার সুযোগে শয়তানের এত বড় স্পর্ধা! আমার স্ত্রীর মুখ দিয়েই সে এধরনের স্পষ্ট শিরকি কথা বলাতে চায়!

হযরত আইয়ূব আ. আগে থেকেই সুস্থতার জন্য দুয়া করছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার দরুন আরো করুণ স্বরে ইনিয়ে বিনিয়ে দুয়া করলেন। তার দুয়া কবুল হল। বলা হল, পায়ের গোড়ালি দিয়ে জমিনে সজোড়ে আঘাত করুন! নিচ থেকে স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। এর দ্বারা গোসল এবং পান করবেন। সমস্ত রোগ সেরে যাবে। সুতরাং হযরত আইয়ূব আ. নির্দেশ মতো কাজ করলেন। অমনি তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। ফিরে পেলেন নিজের আসল অবস্থা। অনন্তর আল্লাহ তায়ালা জান্নাত থেকে এক জোড়া পোশাক পাঠালেন। তিনি তা পরিধান করলেন এবং এ ময়লা-আবর্জনা থেকে সরে এক কোণে বসে পড়লেন। (আরো জানার জন্য মায়ারেফুল কুরআন-৩/২১৬ দ্রষ্টব্য)

**শরিয়তে হিলা**

হযরত আইয়ূব আ.-এর ঘটনায় মূল বিষয় হল, একশত কষাঘাত করার শপথ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন নিষ্পাপ। আবার তাঁর খেদমত করেছেন সীমাহীন। তাই আল্লাহ তায়ালা নিজেই হযরত আইয়ূব আ.-কে একটি হিলা/কৌশল বলে দিলেন। আর পরিষ্কার করে দিলেন, এতে তাঁর শপথ ভাঙবে না। কাজেই এ ঘটনার দ্বারা হিলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। আর এটাই হানাফিদের মাযহাব।

---

১ قَالَ بْنُ الْحَجَرِ : وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ أَنَّ اسْمَهَا لِيَا بِنْتُ يَعْقُوبَ وَقِيلَ رَحْمَة. (فتح البارى : ٤٢١/٦) وقَالَ الْعَيْنِيْ: وَكَانَ أَيُّوب فِي زمن يَعْقُوب وَتزَوج ابْنة يَعْقُوب وَاسْمهَا رَحْمَة. وَقيل: دنيا. وَقيل: ليا. وَقيل: إِنَّمَا تزوج أَيُّوب رَحْمَة بنت مِيشَا بن يُوسُف بن يَعْقُوب. وَقيل: رَحْمَة بنت إفرائيم بن يُوسُف. (عُمْدَةُ الْقَارِئ : ٢٨٢/١٥)

**হিলার বৈধতায় হাদিস**

হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারি সাহাবি অসুস্থতার ফলে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। শুধু তার হাড়ের উপর চামড়া ছিল। এহেন অবস্থায় সে একবার ব্যভিচার করে বসল। এরপর সে নেহাৎ অনুতপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তার স্বীকারোক্তি দিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত সাহাবিগণ আরয করলেন, ওনি তো খুব দুর্বল। হাড়ের উপর কেবল চামড়া বাকি আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, চিকন চিকন একশত তৃণশলা নিয়ে তাকে একবার প্রহার করো।

**জ্ঞাতব্য :** কিন্তু শুনে রাখবেন! কোনো বাতিলকে হক সাব্যস্ত করা অথবা কোনো মুসলমানের হক নষ্ট করার জন্য এ ধরনের হিলা ও কৌশল গ্রহণ করা নিশ্চয় হারাম। তবে যদি শরিয়তের কোনো উসূল পরিপন্থী না হয়, তাহলে প্রয়োজন সাপেক্ষে কৌশল গ্রহণের অবকাশ আছে। এতে কোনো অসুবিধা নেই বরং কখনো কৌশল গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন : যাকাত-ফিতরার টাকায় মাদরাসার বিল্ডিং নির্মাণ ও শিক্ষকদের বেতন প্রদান ইত্যাদি আসলে জায়েয নয়। কেননা যাকাত আদায়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রকে মালিক বানানো শর্ত। কিন্তু বর্তমান সময়ে যদি দীনি মাদরাসা যাকাত-ফেতরা গ্রহণ না করে, তাহলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব-সংকট দেখা দিবে।

মোটকথা, কুরআন-হাদিসের আলোকে প্রয়োজনের সময় প্রয়োজন পরিমাণ হিলা তথা কৌশল গ্রহণের অনুমতি আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই এর শিক্ষা দিয়েছেন। তবে কিছু হিলা নাজায়েয। যেমন, যাকাত প্রদান থেকে বাঁচার লক্ষ্যে কেউ কেউ একটি ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করে—

বছর শেষ হওয়ার অল্প ক'দিন পূর্বে স্বামী নিজের সম্পদ স্ত্রীকে দিয়ে দিল। এরপর কিছুদিন গেলে স্ত্রী সে সম্পদ স্বামীকে হস্তান্তর করল। আবার যখন পরের বছর শেষ হওয়ার পথে, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দিল। এভাবে বছর পূর্তির আগে আগেই পরস্পরে আদান-প্রদান চলতে থাকল। এতে তাদের কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এটা যেহেতু শরিয়তের উদ্দেশ্যকে বাতিল করার কূটকৌশল, এজন্য তা হারাম। এর কুপরিণতি সম্ভবত যাকাত পরিত্যাগের পরিণতি অপেক্ষা আরো ভয়াবহ। (মায়ারিফুল কুরআন-৭/৫২৩)

قَوْلُهُ : وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا : 'কসম ইত্যাদিতে মানুষ যা নিয়ত করবে, তা-ই সে পাবে।' এ বাক্যাংশ ইমাম বুখারি রহ.-এর উক্তি। এটি সামনের প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে চয়ন করেছেন। সহিহ বুখারির শুরুতেও হাদিসটি গত হয়েছে অর্থাৎ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى الخ। এর দ্বারা ইমাম বুখারি র.-এর উদ্দেশ্য হল, إِنَّمَا الأَعْمَالُ-এর মধ্যে 'আমল' শুধু ইবাদতের সাথে খাস নয় বরং এতে লেনদেন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَخْطُبُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

## সহজ তরজমা

৬৫০৩. আবু নু'মান রহ. ... উমর ইব্‌নে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি ভাষণে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি : হে জনতা! সকল আমলই নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। যে যা নিয়ত করবে সে তা-ই পাবে। যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার জন্য বা কোনো রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে, তার হিজরত সেজন্যই হবে যে-জন্য সে হিজরত করেছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** মুহাজির উম্মে কায়েস রাযি. তার হিজরতকে বিবাহের হিলা বানিয়েছিলেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** এখানে পৃষ্ঠা ১০২৮ এবং পূর্বে ২, ১৩, ৩৪৩, ৫৫১, ৭৫৯ ও ৯৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৯৬ দেখুন!

بَابٌ فِي الصَّلَاةِ

### ৩৬৭৭. অনুচ্ছেদ : নামায

(اَيْ هٰذَا بَابٌ فِيْ بَيَانِ دُخُوْلِ الْحِيْلَةِ فِي الصَّلَاةِ)

حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ.

## সহজ তরজমা

৬৫০৪. ইসহাক ইব্‌নে নাছর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়ু নির্গত হওয়ার পর অজু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের কারো নামায কবুল করবেন না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা আইনি রহ. বলেন, মূলত শিরোনামের সাথে হাদিসটির কোনো মিল নেই। ইমাম বুখারি রহ. উক্ত হাদিসটি কিতাবুত তাহারাত ২৫ পৃষ্ঠায়, ইমাম মুসলিম রহ. কিতাবুত তাহারাতে ১১৯ পৃষ্ঠায় ও ইমাম তিরমিযি রহ. কিতাবুত তাহারাতে উল্লেখ করেছেন। كِتَابُ الْحِيَلِ-এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি এখানে এনে হানাফিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৮, পূর্বে ২৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/১১৯ বর্ণিত হয়েছে।

### মুসল্লি নামায থেকে কিভাবে বের হবে?

মাসয়ালাটিতে মতেভেদ রয়েছে। নামায থেকে বের হওয়ার জন্য ইমামত্রয়ের মতে সালাম শব্দ তথা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা ফরয। আর আমাদের ইমমা হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর মতে ফরয কেবল মুসল্লির কোনো কাজের মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়া। বাকি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা ওয়াজিব মাত্র। কেননা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কেবল ওয়জিব সাব্যস্ত হয়, ফরয সাব্যস্ত হয় না। ফরয সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অকাট্য দলিল প্রয়োজন। সালামের মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়ার এমন কোনো দলিল নেই। কাজেই নামায থেকে বের হওয়ার জন্য হানাফিদের নিকট মুসল্লির কাজ দ্বারা বের হওয়া ফরয। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের পরিপন্থী কোনো কাজ করা। যেমন : পানাহার কিংবা অন্য কোনো কাজ করা। অবশ্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব।

ইমাম বুখারি রহ. ও ইমামত্রয়ের মতে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা ফরয। কেননা হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ (নামায থেকে হালাল করবে সালাম)। اَلتَّسْلِيْمُ এর আলিফ-লামটি হসরের জন্য এসেছে। অর্থাৎ নামায থেকে বের হওয়া اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার সাথে সুনির্দিষ্ট।

এ হাদিসের জবাব হল, এ হাদিস খবরে ওয়াহিদ। এর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে; ফরয নয়।

### হাদিসের উদ্দেশ্য কী?

كِتَابُ الْحِيَلِ-এর সাথে لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ...الخ হাদিসটির কী সম্পর্ক? ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্যই বা কী?

আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন : এ অধ্যায়ের সাথে হাদিসটির সম্পর্ক কী প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, এর দ্বারা হানাফিদের রদ করা উদ্দেশ্য। কেননা হানাফিগণ বলেন, শেষ বৈঠকে কারো অজু নষ্ট হলে কিংবা কেউ নামায পরিপন্থী কোনো কাজ করলে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। অর্থৎ তারা অজু নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য হিলা ও কৌশল গ্রহণ করেন।

**জবাব**

আল্লামা কিরমানি রহ.-এর কথা সম্পূর্ণ ভুল ও প্রত্যাখ্যাত। বস্তুত كِتَابُ الحِيَلِ-এর সাথে উল্লেখিত হাদিসে কোনো সম্পর্ক নেই। এ হাদিসে হিলার কোনো অস্তিত্ব নেই। কেননা হাদিসে তো বলা হয়েছে, কারো অজু নষ্ট হলে অজু না পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি নামাযের মাঝখানে অজু নষ্ট করে বা নষ্ট হয়ে যায় অথবা অজু ছাড়া কেউ গিয়ে নামাযে দাঁড়ায়, তাহলে নামায হবে না। কিন্তু নামায পূর্ণ করার পর যদি কেউ অজু নষ্ট করে, তখন তো নামায না হওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

হানাফিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-কে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন,

إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ. إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ. (سنن أبي داود: ١/١٣٩)

অর্থাৎ তুমি যদি এটি পড় বা এ পরিমাণ সময় বসে থাক, তাহলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর যদি তোমার ইচ্ছে হলে উঠে যেত পার; আর ইচ্ছে হলে বসেও থাকতে পার। (আবু দাউদ-১/১৩৯)

এর দ্বারা বুঝা যায়, তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর আর কোনো ফরয অবশিষ্ট নেই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত আমল এবং অনুচ্ছেদের হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বড়জোর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব হতে পারে। আর আমরা হানাফিগণ এরই প্রবক্তা।

بَابٌ فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

**৩৬৭৮. অনুচ্ছেদ : যাকাত ও সদকা প্রদানের ভয়ে যেন একত্র পুঁজিকে বিভক্ত আর বিভক্ত পুঁজিকে যেন একত্র করা না হয়**

**ব্যাখ্যা :** لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ الخ এটি পূর্বে كِتَابُ الزَّكٰوةِ-এ উল্লেখিত ১৯৫ নং হাদিসের অংশবিশেষ।

উদ্দেশ্য হল, যাকাত বেশি দেওয়ার ভয়ে আলাদা আলাদা সম্পদকে একত্র করা। যেমন, তিন ব্যক্তি। প্রত্যেকের ৪০টি করে বকরি আছে। এখন তিনজনের প্রত্যেকেই একটি করে বকরি দেওয়ার ভয়ে সবার বকরিগুলো একত্র করে নিল। যাতে সর্বসাকুল্যে মাত্র একটি বকরি দিতে হয়। এমনটি করা ঠিক নয়।

وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ : একত্র/ যৌথ সম্পদকে আলাদা করা ফেলা। যেমন, দুই শরিকের মোট চল্লিশটি বকরি আছে। এখন যাকাত দেওয়ার ভয়ে সেগুলো আলাদা করা যাবে না। কেননা আলাদা করলে প্রত্যেক শরিকের ভাগ বিশটি করে বকরি পড়বে। তাহলে কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা চল্লিশ বকরির কমে যাকাত ওয়াজিব নয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

**সহজ তরজমা**

৬৫০৫. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারি রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত সদকা সম্পর্কে আবু বকর রাযি. তার কাছে একটি ফরমান পাঠান। এতে লিখেন, সদকা প্রদানের আশঙ্কায় যেন বিচ্ছিন্ন মালকে একত্র এবং একত্র মালকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৯ এবং পূর্বে ১৯৪, ১৯৫, ১৯৫ ও ১৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : اَلصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ : شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ. قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا، أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

## সহজ তরজমা

৬৫০৬. কুতাইবা রহ. ... তালহা ইব্নে উবাইদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক অবিন্যস্ত কেশধারী বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ আমার উপর নামায থেকে কি ফরয করেছেন, তা বলে দিন। তিনি বললেন : পাঞ্জেগানা নামায, তবে তুমি কিছু নফল পড়তে পার। সে বলল, আল্লাহ আমার উপর রোযা থেকে কি ফরয করেছেন, তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : রমাযান মাসের রোযা, তবে তুমি কিছু নফল আদায় করতে পার। সে বলল, আল্লাহ্ আমার উপর যাকাত থেকে কি ফরয করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইসলামি হুকুম আহ্কাম সম্পর্কে অবহিত করলেন। সে বলল, ওই সত্তার কসম! যে আপনাকে সম্মানিত করেছে। আমি নফল কিছু করব না এবং আল্লাহ্ আমার উপর যা ফরয করেছেন, তা থেকে কমবেও না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি লোকটি এর উপর স্থিত থাকে, তাহলে সফলকাম হয়েছে। যদি এ সত্যের উপর স্থিত থাকে, তাহলে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

কোনো কোনো আলেম বলেন : একশত বিশটি উটের যাকাত হল, দুটি হিক্কা। যদি যাকাত এড়ানোর জন্য সে এগুলো স্বেচ্ছায় ধ্বংস করে ফেলে অথবা দান করে দেয় অথবা অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করে যাকাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা আইনি রহ. বলেন, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া কঠিন। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি কৌশলে আল্লাহর প্রদত্ত হুকুম তথা ফরজের মধ্যে কম-বেশ করবে, সে কখনো সফল হবে না। আল্লাহর কাছে তার কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য ফকিহগণ সম্পদশালীকে বছর অতিক্রমের পূর্বে হিলা গ্রহণের যে অবকাশ দিয়েছেন, তা আদৌ এখানে শামিল নয়। কেননা বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বে তার উপর যাকাত ওয়াজিবই হয় না।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২০, পূর্বে ১১-১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শিরোনামের উদ্দেশ্য :** ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফরয বিধানের মধ্যে কমবেশি করা কিংবা এর মধ্যে কোনো ধরনের মতানৈক্য করা জায়েয নেই।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৩১৫ ও ৩২০ দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِيْ عِشْرِيْنَ

**حِقَّةٌ :** শব্দটির ح বর্ণে যের, কাফ বর্ণে তাশ্‌দিদ। অর্থ, তিন বছর পেরিয়ে চার বছরে উপনীত উটনী। (বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৫/১১৯-১২০ দ্রষ্টব্য)

**قَالَ بَعْضُ النَّاسِ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য কী :** এ প্রসঙ্গে একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা,

১। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, এর দ্বারা হানাফিগণ উদ্দেশ্য। আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, ইমাম বুখারি রহ. কোথাও قَالَ بَعْضُ النَّاسِ বললে প্রসিদ্ধ মতে এর দ্বারা শুধু হানাফিগণ বুঝায়। অবশ্য এটা তাঁদের সাথে সুনির্দিষ্ট নয় বরং ইমাম বুখারি রহ. শাফিয়ি প্রমুখদের ক্ষেত্রেও এ উক্তি করেন। (আল-কাওয়াকিবুদ্ দুরারি)

অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হিলা অবলম্বন করার ফলে যদি ইমাম বুখারি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উপর প্রশ্ন করেন, তবে এটি হবে তাঁর ভুল ও উদাসীনতা বৈ কি। কেননা হানাফিগণ ছাড়া শাফিয়ি ইমামগণও এর প্রবক্তা বরং এ মাসয়ালাটি সর্বসম্মত ও সম্মিলিত অর্থাৎ সকলের মতেই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া তথা পূর্ণ একবছর অতিক্রম করা শর্ত। আর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালিকের নিজের সম্পদে তসররুফ করার পূর্ণ অধিকার আছে।

যদি সম্পদের মালিক নেসাব পরিমাণ মালের উপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সকল উট কাউকে দান করে দেয় আর গ্রহিতা যদি বুঝে নেয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এটাকে যাকাত বাদ দেওয়া বলা যায় না। কেননা এখনো তার উপর যাকাত ওয়াজিবই হয় নি।

ইমাম বুখারি রহ.-এর প্রতি বিস্ময় বোধ হয়! মূল মাসয়ালা চিন্তা না করে কঠোরভাবে أَهْلَكَهَا বলে দিয়েছেন। কোনো বুদ্ধিমান কি কখনো এমন করতে পারে যে, দুটি উট ফকিরকে দেওয়ার পরিবর্তে একশত বিশ উট ধ্বংস করে দিবে। হাঁ! যদি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়—যেমন : চোর-ডাকাত নিয়ে গেল, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমনটি হেদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে।

২। বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কুফু মিলে যায় আর ছেলেমেয়েও যুবক, তাহলে নেসাবের মালিক সম্পদ থেকে খরচ করতে পারবে। কেননা বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয় না বিধায় মালের মালিকের জন্য নিজের মালের মধ্যে তসররুফ করার অধিকার আছে। এটা জায়েয। এটাকে যাকাত বাতিল করা বলা ভুল ও উদাসীণতা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

**প্রয়োজনে হিলা করা**

প্রয়োজন হলে হিলা করা যাবে। যদি কোনো হক বাতিল করা উদ্দেশ্য না হয়। যেমন, সম্পদের মালিকের বছর পূর্ণ হওয়ার জন্য এক মাস বা এর চেয়ে কম সময় বাকি আছে, তখন হজ করতে পারবে।

حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ. يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ. فَيَطْلُبُهُ وَيَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ. حَتّٰى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ" وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا

**সহজ তরজমা**

৬৫০৭. ইসহাক রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সঞ্চিত ধন, যার যাকাত আদায় করা হয়নি, কিয়ামতের দিন টাকপড়া হিংস্র সাপে পরিণত হবে। সম্পদের মালিক তা থেকে পালাতে থাকবে। কিন্তু সাপ তার পিছু লেগে থাকবে। আর বলবে, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! সাপ তার পিছু ধাওয়া করতেই থাকবে। পরিশেষে সে বাধ্য

হয়ে তার হাত প্রসারিত করে দিবে। ফলে সাপ তার মুখ গ্রাস করে নিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পশুর মালিক যদি তার হক যাকাত আদায় না করে, তাহলে পশুকে তার পিছে লাগিয়ে দেওয়া হবে। পশু তার মুখমণ্ডল পায়ের ক্ষুর দ্বারা আঁচড়ে ফেলবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এ হাদিসে যারা যাকাত আদায় করে না তাদের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৯, পূর্বে ১৮৮, তাফসিরে ৬৫৫ ও ৬৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৯/১২৬ দেখুন!

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : "فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ. فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ. فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالًا. فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ. وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ

কতক ব্যক্তি বলেন, যদি কারো উট থাকে আর সে সদকার ভয়ে যদি কারো উট থাকে আর সে সদকার ভয়ে যদি নেসাব পরিমাণ থেকে কোনো উট বিক্রি করে দেয় অথবা বকরির বিনিময়ে, অথবা গাভীর বিনিময়ে অথবা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, বছর পূর্ণ হওয়ার কয়েকদিন আগে, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। তিনি বলেন : যদি বছর পূর্ণ হওয়ার দু একদিন আগে যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়েয আছে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

ইমাম বুখারি রহ. আপন উস্তাদ ও শাইখদের উপর অহেতুক প্রশ্ন করে বসেছেন। তিনি বলতে চান, এ মাসয়ালা দুটি পরস্পর সাংঘর্ষিক। কেননা যদি কারো কাছে নেসাব পরিমাণ উট থাকে আর সেগুলো বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। আবার তারাই বলেন, যদি বছর পূর্ণ হওয়ার দু-একদিন আগে যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলে তার যাকাত প্রদান বৈধ হবে। তাই বুঝা গেল, তাদের নিকট বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব হয়। অন্যথায় যাকাত আদায় করা জায়েয হত না বরং নফল সদকা হয়ে যেত।

আমরা বলব, এখানে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। একটি হল যাকাত ওয়াজিব হওয়া; আরেকটি ওয়াজিব আদায় করা। যদি কারো কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু আদায় পূর্ণ হওয়ার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি। অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয় বরং বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে তা থেকে নিজরে প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে।

ইমাম বুখারি রহ. এ সূক্ষ্ম পার্থক্য না বুঝে আবু হানিফা রহ.-এর উপর প্রশ্ন করে বসেছেন।

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, 'তালবিহ' গ্রন্থকার বলেন : ইমাম বুখারি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উপর যে পশ্ন করেছেন, তা মূলত প্রশ্ন করার বিষয় নয়। (উমদাহ)

আর এটা সর্বসম্মত মাসয়ালা। হায়! যদি ইমাম বুখারি রহ. একটু চিন্তা ফিকির করতেন যে, সদকাতুল ফিতর ঈদের দিনের পূর্বে দিয়ে দেওয়া জায়েয। যেমনটা সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিল। وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ মদিনাবাসী (সাহাবায়ে কেরাম) ঈদের এক-দুই দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দিতেন। অথচ ঈদের দিন সদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং অনুরূপভাবে যদিও যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয় বছর গত হওয়ার পর; কিন্তু বছর গত হওয়ার পূর্বে আদায় করে দেওয়া জায়েয আছে। ব্যাপারটি ঠিক তেমন, যেমন কেউ নির্ধারিত দিনের জন্য কর্জ নিল। কিন্তু যদি নির্ধারিত দিনের পূর্বেই ঋণ আদায় করে দিল, তাহলে তা জায়েয আছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِهِ عَنْهَا

## সহজ তরজমা

৬৫০৮. কুতাইবা ইব্নে সাঈদ রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্নে উবাদা আনসারি রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে তাঁর মায়ের মানত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন, যে মানত তার মায়ের যিম্মায় ছিল; কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তার মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তার পক্ষ থেকে আদায় করে দাও।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা আইনি রহ. বলেন, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয় মুহাল্লাবের কথায় একটু চিন্তা সাপেক্ষে। মুহাল্লাব রহ. বলেন : এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, হিলার মাধ্যমে যাকাত রহিত হয় না। মৃত্যুর মাধ্যমেও হয় না। কেননা মানত মৃত্যুর মাধ্যমে রহিত হয় না। সুতরাং যাকাত এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তা তো রহিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি বলব, এতে আপত্তি আছে। কেননা উক্ত হাদিসে যাকাত রহিত হওয়া ও না হওয়ার হুকুম বর্ণিত হয় নি। আর মৃত্যুর দ্বারা মানত রহিত না হওয়ার সাথে যাকাতের তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা মানত একজনের নির্দিষ্ট হুকুম। আর যাকাত আল্লাহ ও ফকিরের যৌথ হক। সুতরাং উভয়ের এক বিষয়ের সাথে তুলনা ঠিক নয়। মূলত এ হাদিস এবং এর পূর্ববর্তী দুই হাদিসের সাথে শিরোনামের কোনো মিল নেই। (উমদাহ)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৯ এবং পূর্বে ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮ ও ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: «إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذٰلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ.

কতক লোক বলেন : যদি উটের সংখ্যা বিশ হয়, তাহলে এতে ৪টি বকরি ওয়াজিব হবে। মালিক যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো বকরি কাউকে দান করে দেয় বা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে বিক্রি করে দেয়, তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি ধ্বংস করে দেয়, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

এখানেও بَعْضُ النَّاسِ দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য ইমাম হানাফি রহ. কিংবা হানাফিগণ। তাঁর এ আপত্তিও পূর্বের মতো। কোনো পার্থক্য নেই। শুধু সংখ্যাধিক্য উদ্দেশ্য।

ইমাম বুখারি রহ. বলতে চান, এমন হিলা তথা সূক্ষ্ম কৌশল গ্রহণ সত্ত্বেও তার উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া চাই। যেমন : হযরত সা'দ ইবনে উবাদহ রাযি.-এর মাতা মানত করেছিলেন। মানত পূর্ণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। এরপর সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তোমার মাতার পক্ষ থেকে তুমি মানত পূর্ণ কর! সুতরাং যেহেতু মৃতুর ফলে মানত রহিত হয়নি, তাই যে যাকাত মানাত থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, তা রহিত হওয়ার পশ্নই আসে না।

**জবাব :** উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। কেননা সা'দ ইবনে ইবাদা রাযি.-এর মাতা মানত করার কারণে তা তাঁর উপর ওয়াজিব হয়েছিল। কিন্তু এখানে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা তার উপর ওয়াজিব হয়নি। এজন্য একটিকে আরেকটির সাথে তুলনা করা ঠিক নয়।

তা ছাড়া মানত তো বান্দার হক। আর যাকাত হল আল্লাহর হক। সুতরাং একটিকে অন্যটির সাথে তুলনা করা বোধগম্য নয়।

## بَابٌ

### ৩৬৭৯. অনুচ্ছেদ।

আমাদের ভারতীয় সংস্করণে অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন। কিন্তু ব্যাখ্যাগ্রন্থে بَابُ الحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ আছে। আর হাশিয়াতে রয়েছে بَابُ تَرْكِ الحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

### সহজ তরজমা

৬৫০৯. মুসাদ্দাদ রহ. ... আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফি রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম শিগার কি? তিনি বললেন, কেউ এক ব্যক্তির কন্যা বিয়ে করবে এবং সে তার কন্যা ওই ব্যক্তির কাছে বিয়ে দিবে বিনা মহরে। কোনো কোনো আলিম বলেন, যদি কেউ কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে শিগারের ভিত্তিতে বিয়ে করে নেয়, তাহলে বিয়ে বলবৎ হয়ে যাবে। তবে শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর মুত্‌য়া সম্পর্কে তিনি বলেন, বিয়ে ফাসিদ ও শর্ত বাতিল। আবার কেউ কেউ বলেন, মুত্‌য়া ও শিগার উভয়টি জায়েয হবে। আর শর্ত বাতিল হবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, মূলত হাদিস ও শিরোনামের মাঝে কোনো মিল নেই। কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারি রহ.-এর শিগারকে بَابُ الحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ এর অধীনে আনা মুশকিল। কেননা বিবাহে হিলা অবলম্বন জায়েযের প্রবক্তাগণ শিগারকে বাতিল আর মহরে মিছিল ওয়াজিব বলেন। (উমদা)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :**

হাদিসটি এখানে ১০২৯ ও পূর্বে ৭৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম, নাসায়ি, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ النكاح অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

شِغَار : শব্দটির شين বর্ণে যের ও غين বর্ণ তাশ্‌দিদ ছাড়া। এটি قِتَالٌ এর ওজনে; باب مفاعلة-এর মাসদার। যেমন। شَاغَرَ. يُشَاغِرُ مُشَاغَرَةً وَشِغَارًا।

**শিগারের আভিধানিক অর্থ**

شِغَارٌ-এর আভিধানিক অর্থ : উঁচু করা, উত্তোলন করা। যেমন : কুকুর যখন পা উঁচু করে প্রস্রাব করে, তখন বলা হয়— شَغَرَ الْكَلْبُ। সুতরাং নিকাহে শিগারে যেহেতু বিবাহচুক্তি হতে মহর উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাই এটাকে শিগার বলা হয়। (উমদাতুল কারী)

**শিগার এর সজ্ঞা :** খোদ হাদিসেই শিগারের সজ্ঞা রয়েছে। যথা : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ অর্থাৎ কেউ এক ব্যক্তির কন্যা বিয়ে করবে আর সে তার কন্যা ওই ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিবে বিনা মহরে। মনোযোগসহ পড়ুন!

**শরয়ী বিধান :** সর্বসম্মতিক্রমে নিকাহে শিগার নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। এ বিবাহকারী গুনাহগার হবে। বর্বরতার যুগে এ বিয়ের প্রচলন ছিল। কিন্তু শরিয়ত তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমনটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

**প্রশ্ন :** এখন প্রশ্ন হল, 'নিকাহে শিগার' নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ এ বিবাহ করে ফেলে, তাহলে এর বিধান কি? তা বৈধকরণের কোনো উপায় আছে কি-না?

**জবাব :** এ ব্যাপারে ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন :

১। হানাফিদের মতে এ বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে এবং উভয়ের উপর মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

২। ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মতে এ বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

৩। ইমাম মালিক রহ. থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। (ক) এ বিবাহ রহিত করে দেওয়া ওয়াজিব। (খ) শুধু সহবাসের পূর্বে রহিত করে দেওয়া ওয়াজিব।

৪। ইমাম আহমদ রহ. হতেও দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি হানাফিদের মতো। অপরটি শাফিয়িদের মতো।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ : اَلنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اَلْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

কতক লোক বলেন : যদি কেউ হিলা করে শিগারের ভিত্তিতে বিবাহ করে নেয়, তাহলে বিবাহ জায়েয এবং শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেউ কেউ নিকাহে মুত্‌য়ার ব্যাপারে বলেন, এ বিবাহ ফাসিদ এবং শর্ত বাতিল। আবার তাদের (হানাফিদের) কেউ কেউ বলেন, নিকাহে মুত্‌য়া ও শিগার উভয়টা জায়েয; তবে শর্ত বাতিল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : بَعْضُ النَّاس দ্বারা হানাফিগণ কিংবা হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. উদ্দেশ্য। এর দ্বারা জানা গেল, এটিও হানাফিদের উপর একটি আপত্তি। হানাফিদের মাযহাব হল, নিকাহে শিগার কার্যকর। তবে উভয়ের উপর মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। নিকাহে শিগার হল, কোনো ব্যক্তি নিজ কন্যাকে কারো কাছে এ শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, ওই ব্যক্তি তার কন্যাকে তার কাছে বিবাহ দিবে। আর পারস্পরিক বিবাহচুক্তিটিই তাদের মহর হিসাবে ধার্য হবে; এ ছাড়া উভয়ের মধ্যে কোনো মহর ধার্য হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বিবাহ হতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি এ অনুচ্ছেদের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া হাদিসটি বুখারি শরিফ কিতাবুন নিকাহ ৭৬৬ পৃষ্ঠায় بَابُ الشِّغَارِ-এর মধ্যেও গত হয়েছে।

হাদিসসমূহ থেকে জানা গেল, এ বিবাহ নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। কিন্তু যদি কেউ এভাবে বিবাহ করে নেয়, তাহলে হানাফিদের মতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং উভয়ের উপর মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর মহর না হওয়ার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। তবে এ বিবাহকারী গুনাহগার হবে।

নিকাহে শিগার শুদ্ধ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা বিবাহ যখন যোগ্য পাত্র দ্বারা যথাস্থানে সংঘটিত হয়, তখন এ বিবাহ হয়নি বলার কোনো কারণ নেই বরং নিকাহে শিগার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, মহর নির্ধারণ না করা; কিন্তু যখন মহরে মিছিল আবশ্যক হয়ে গেল, তখন বিবাহও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ الخ : হানাফিদের মতে নিকাহে মুত্‌য়া জায়েয নেই বরং হারাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নাসরুল বারি-৮/২৮২ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাজহাব। তবে শিয়াগণ এর বিপরতী মত পোষণ করে অর্থাৎ তাদের মতে নিকাহে মুত্‌য়া জায়েয।

ইমাম বুখারি রহ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اَلْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ বলে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তাতে ইমাম বুখারি রহ.-এর ভুল হয়ে গেছে। আর যদি بَعْضُ দ্বারা কতক হানাফি তথা ইমাম যুফার রহ. উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবু তা ভুল। কেননা ইমাম যুফার রহ. থেকে নিকাহে মুত্‌য়ার বৈধতা পাওয়া যায় না। বস্তুত ইমাম বুখারি রহ. কোনো কোনো মাসয়ালায় হানাফিদের সঠিক মাযহাব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে প্রচণ্ড ক্ষোভে একটি কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। যেমনটি যাকাতের মাসয়ালায় করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا ﷺ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»

## সহজ তরজমা

৬৫১০. মুসাদ্দাদ রহ. ... মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী রহ. থেকে বর্ণিত। আলী রাযি.-কে বলা হল, ইব্‌নে আব্বাস রাযি. নারীদের মুত্‌য়া বিয়েতে কোনো আপত্তি মনে করেন না। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খয়বারের দিন মুত্‌য়া ও গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত (আহার) থেকে নিষেধ করেছেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল অস্পষ্ট নয়। কেননা নিকাহে মুত্‌য়া বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (কাস্তালানি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০২৯-১০৩০ এবং পূর্বে ৬০৬, ৭৬৭ ও ৮৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।
❂ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২৮২ দেখুন!

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ «إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ». وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

কতক লোক বলেন : যদি কেউ হিলার মাধ্যমে নিকাহে মুত্‌য়া করে নেয়, তাহলে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ বলেন, বিবাহ জায়েয হয়ে যাবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : ইমাম বুখারি রহ. নিকাহে মুত্‌য়া জায়েযের প্রবক্তা কাকে সাব্যস্ত করেছেন? যদি এর দ্বারা ইমাম যুফার রহ. উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইমাম বুখারি রহ.-এর অজ্ঞাতাই প্রকাশ পায়। কেননা ইমাম যুফার রহ.-ও নিকাহে মুত্‌য়াকে হারাম ও নাজায়েয বলেন। পূর্বে বলা হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকলের ঐকমত্যে নিকাহে মুত্‌য়া নাজায়েয ও হারাম। এতে কোনো দ্বিমত নেই। এ ছাড়া নিকাহে মুত্‌য়ায় হিলারও কোনো দখল নেই। (উমদাতুল কারি)

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي البُيُوعِ

وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الكَلَإِ

## ৩৬৮০. অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে যে কূটকৌশল অপছন্দনীয়

প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘাস উৎপাদনে বাধা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি সরবরাহে বাধা দেওয়া যাবে না

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

আলোচ্য শিরোনামের দ্বিতীয় অংশটি বুখারি শরিফের ৩১৭ পৃষ্ঠায় كِتَابُ الْمُسَاقَاتِ-এ বর্ণিত একটি হাদিসের অংশ। নাসরুল বারি-৮/২৬৪ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা গত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তির নিজের জমিতে কূপ কিংবা পুকুর থাকে আর সে পানির আশেপাশে ঘাস হয় এবং পানি মালিকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহলে রাখাল ও পশুপাখিকে সে পানি পান থেকে বারণ করতে পারবে না। কেননা যদি রাখাল ও পশুপাখিকে পানি পান করতে না দেওয়া হয়, তাহলে রাখাল সেখানে পশু চরাতে যাবে না। আর এভাবে অনিবার্যত পশুচারণ হতে বাধা প্রধান করা হবে। অথচ ঘাস পানির মালিকের মালিকানাধীন নয়। এজন্য চারণভূমিতে পশুচারণ হতে বারণ করা যাবে না। কিন্তু সে পুকুর কিংবা কূপের মালিক বিধায় পানি তার মালিকানাধীন। সে চাইলে পানি হতে বাধা দিতে পারে। কিন্তু রহমতে আলম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো নির্দেশ

দিয়েছেন, পানি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে কোনো মানুষ কিংবা পশুপাখিকে সেই পানি পানে বাধা দিতে পারবে না। কেননা এ পানি হতে বাঁধা প্রদানের অনিবার্য পরিণতি ঘাস হতে বাধা প্রদান করা। আর তা তার মালিকানাধীন নয়।

কিছু লোক ছিল, তারা বিনা মূল্যে পানি দিত না। বিধায় নিঃস্ব গরিব লোকেরা পানি ক্রয় করত। আর ওই পানির মালিক পানি বিক্রয়কে চারণভূমিতে পশুচারণের কৌশল বানাত। হাদিসে সেটাই নিষেধ করা হয়েছে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

## ৩৬৮১. অনুচ্ছেদ : দালালী করা অশোভনীয় হওয়া প্রসঙ্গে

نَجْش : শব্দটির نون ও جيم বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ, উত্তেজিত করা। উস্কানি দেওয়া। نَجْشٌ فِي الْبَيْعِ অর্থ, ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে মূল্য বাড়িয়ে বলা। অর্থাৎ বিক্রেতার পক্ষ থেকে দালালি করা। এমন দালালি সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

✪ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৮২ দ্বিতীয় মাসয়ালা দেখুন!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

৬৫১১ : কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দালালী করা থেকে নিষেধ করেছেন।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। এ হাদিসটি كِتَابُ الْحِيَلِ-এর অধীনে আনার কারণ হল, نَجْش তথা দালালিও অন্যের ক্ষতিসাধনের একটি কৌশল মাত্র। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩০ এবং পূর্বে কিতাবুল বুয়ূতে ২৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ: «يُخَادِعُونَ اللهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ

## ৩৬৮২. অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

আইয়ূব রহ. বলেন : লোকেরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, যেন তারা মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা যদি প্রকাশ্যে কাজটি করত, তবে তা আমার কাছে সহজতর মনে হত।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

يُخَادِعُونَ اللهَ الخ : আইয়ূব সাখতিয়ানি রহ. বলেন, এ মুনফিকরা মনে করে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে তথা আল্লাহর রাসূলকে এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। যেমনিভাবে মানুষকে ধোঁকা দিয় থাকে। যদি তারা বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে—আমরা এ পরিমাণ লাভ নিব, তাহলে তো বিষয়টি সহজ। কেননা এক্ষেত্রে কোনো ধোঁকা-প্রতারণা নেই। ক্রেতার নেওয়া ও না নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

مُخَادَعَةٌ শব্দটি যদিও باب مفاعله-এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উভয় পক্ষের অংশীদারিত্ব তথা ধোঁকা দেওয়া বুঝায়, মুমিনদের সাথে মুনাফিকদের ধোঁকা-প্রতারণা তো সুস্পষ্ট; এটা প্রকাশ্য অর্থেই প্রযোজ্য; কিন্তু আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তায়ালাকে যে ধোঁকা দেওয়ার কথা বুঝা যায়, তা বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। কেননা তা অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালার কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। তিনি সর্ববিষয়য়ে সর্বজ্ঞ। তদুপরি তারা আল্লাহ তায়ালাকে ধোঁকা দেওয়ার ইচ্ছাও করে নি। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রাসূল করে প্রেরণ করেন নি। তাই আল্লাহ তায়ালাকে মুনাফিকদের ধোঁকা দেওয়া সুস্পষ্ট নয় বরং يُخَادِعُونَ اللهَ দ্বারা يُخَادِعُونَ رَسُولَ اللهِ

উদ্দেশ্য। এখানে مضاف কে হযফ করে مضاف اليه কে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ধোঁকা দেওয়া মানেই আল্লাহ তায়ালাকে ধোঁকা দেওয়া।

**শিরোনামের উদ্দেশ্য :** সম্ভবত ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হল, বাজার মূল্য থেকে বেশি মূল্য গ্রহণ করাও خِدَاعٌ (ধোঁকার) অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

## সহজ তরজমা

৬৫১২. ইসমাঈল রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করল, সে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রতারিত হয়ে যায়। তিনি বললেন : যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে (কোনো প্রকার) ধোঁকাবাজি নেই।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩০ এবং পূর্বে ২৮৪, ৩২৪ ও ৩২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শিরোনামের উদ্দেশ্য :** শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। তবে হানাফি ও শাফিয়িদের মতে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে উভয়ের সন্তুষ্টিতে যে মূল্য নির্ধারিত হবে, তা আবশ্য হয়ে যাবে। চাই তা বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি হোক। অন্যথায় সদা-সর্বদা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তবে ধোঁকাবাজ ও গুনাহগার হবে। আর হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিয রাযি.-এর বিষয়টি কেবল তার সাথেই সুনির্দিষ্ট ছিল। কেননা তিনি নিরুপায় ছিলেন।

✪ হাব্বান ইবনে মুনকিয রাযি. সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৬৩ দেখুন!

بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ لَهَا صَدَاقَهَا

## ৩৬৮৩. অনুচ্ছেদ : অভিভাবকের পক্ষে বাঞ্ছিতা ইয়াতীম বালিকার পুরা মহর না দেওয়ার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ: "هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ [النساء: ١٢٧]، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

## সহজ তরজমা

৬৫১৩. আবুল ইয়ামান রহ. ... উরওয়া রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা রাযি.-কে وَإِنْ خِفْتُمْ...الخ [তোমরা যদি আশঙ্কা কর, এতিম কন্যাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে।—সূরা নিসা-৩)] আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, আয়াতটি এমন এতিম কন্যা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে আর অভিভাবক তার সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার স্বগোত্রীয় নারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত মহরের চেয়ে কম মহর দিয়ে বিয়ে করে নেওয়ার মনস্থ করে। তাই তাদেরকে এমন এতিম কন্যাদেরকে বিয়ে করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে

যদি পুরোপুরি মহর প্রদান করে তাদের সুবিচার করে। এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এ সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চাইলে আল্লাহ নাযিল করেন, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الخ—'এবং লোকেরা তোমার নিকট নারীদের বিয়ে পরিষ্কারভাবে জানতে চায় ...।' সূরা নিসা-৩] তারপর হাদিসের (বাকি অংশ) বর্ণনা করেন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩০ এবং পূর্বে ৩৮৭, ৬৫৮, ৬৬১, ৭৫৮, ৭৬৩, ৭৭০ ও ৭৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি كِتَابُ النِّكَاحِ ও كِتَابُ التَّفْسِيْرِ একাধিকবার গত হয়েছে।

## بَابٌ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ

## ৩৬৮৪. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ কোনো বাঁদী অপহরণ করার পর সে মরে গেছে মনে করে ...

فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيِّتَةِ. ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ. وَيَرُدُّ القِيمَةَ وَلَا تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَنًا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ. لِأَخْذِهِ القِيمَةَ. وَفِي هٰذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا. فَغَصَبَهَا. وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ. حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا. فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

## সহজ তরজমা

আর বিচারকও মৃত বাঁদীর মূল্যের ফায়সালা করে দেন। এরপর যদি সে বাঁদী মালিকের হস্তগত হয়ে যায়, তখন সে মালিকেরই হেব। তবে মালিক মূল্য ফেরত দিবে। এ মূল্য (বাঁদীর) দাম বলে গণ্য হবে না। কোনো কোনো মনীষী বলেন, বাঁদীটি অপহরণকারীরই থাকবে। কারণ, মালিক মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির জন্য একটি কৌশল গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। যে ব্যক্তির কারো দাসী পছন্দ হয়, কিন্তু মালিক তা বিক্রয় করে না, তখন সে তার অপহরণ করে বাহানা করে বলল, সে মরে গেছে। যাতে মালিক মূল্য গ্রহণ করে নেয়। আর অন্যের দাসী অপহরণকারীর জন্য হালাল হয়ে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক অন্যের মাল হরণ করা তোমাদের জন্য হারাম। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

আল্লামা আইনি রহ. রহ. বলেন : أَرَادَ بِبَعْضِ النَّاسِ: أَبَا حنيفة. وَلَيْسَ لذكر هٰذَا الْبَاب هُنَا وَجه لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعه. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ التشنيع على الْحَنَفِيَّة وَلَيْسَ هٰذَا من دأب الْمَشَايِخ অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহ. হানাফিদের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ প্রশ্নর ভিত্তি হল, হানাফি মাযহাব সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা। হানাফিদের বিশুদ্ধতম মাযহাব হল, উল্লেখিত অবস্থায় ছিনতাইকারীর উপর ছিনাতইকৃত বাদীকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তাই এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনো সুযোগ নেই। আর হানাফিদের মধ্য হতে যারা বাদী ছিনতাইকারীর বলেন, তার ভিত্তি একটি মূলনীতির ওপর। আর তা হল, মিথ্যা সাক্ষীর উপর কাজি সাহেবের রায় প্রকাশ্য-পরোক্ষ উভয়ভাবে কার্যকর হয় কিংবা বাহ্যিকভাবে কার্যকর হয়; অভ্যন্তরীণভাবে নয়। ইমাম সারাখসি রহ. 'মাবসূত' গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

উল্লেখিত অবস্থায় কাজি সাহেব রায় দিলেন—'বাদী মারা গেছে বিধায় ছিনতাইকারী মালিককে বাদীর মূল্য দিয়ে দিবে। মালিক ছিনতাইকারী হতে বাদীর মূল্য নিয়ে নিবে'। এরপর আবার 'বাদী প্রথম ব্যক্তির মালিকানায় রয়েছে' বলা বস্তুত بدل ও مبدل منه দুটিই এক ব্যক্তির মালিকানায় একত্র হওয়ার উক্তি করার নামান্তর। আর এটা যুক্তি ও শরিয়ত কোনোভাবেই সহিহ নয়। তবে হানাফিগণও বলেন : ছিনতাইকারী গুনাহগার, সে ছিনতাই করেছে, মিথ্যা বলেছে ও মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করেছে। এর উপমা হল, একটি কাজ নাজায়েয; কিন্তু তাতে শরঈ বিধান কার্যকর হয়ে যায়। যেমন : হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া নাজায়েয; কিন্তু কেউ হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলে তো তালাক পতিত হয়ে যাবে।

বাকি ইমাম বুখারি রহ.-এর পেশকৃত দলিল أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ হাদিসাংশের মর্মার্থ হল, إِذَا لَمْ يُوجَدِ التَّرَاضِيْ (যখন পারস্পরিক সন্তুষ্টি পাওয়া না যাবে)। অথচ এখানে মালিক ছিনতাইকারী হতে সন্তুষ্টচিত্তেই মূল্য গ্রহণ করেছে। এর দ্বারা ইমাম বুখারি রহ.-এর মাসয়ালা অনুধাবনে দুর্বলতাই প্রতিভাত হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

### সহজ তরজমা

৬৫১৪. আবু নুয়াইম রহ. ... ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে, এর মাধ্যমে তাকে চিনা যাবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ الخ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩০ এবং পূর্বে ৪৫২ ও ৯১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابٌ

### ৩৬৮৫. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন

[بَابٌ শব্দটি তান্‌বিনসহ। এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন পূর্বের অনুচ্ছেদের فَصْل-এর মতো।]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

### সহজ তরজমা

৬৫১৫. মুহাম্মদ ইবনে কাছির রহ. ... উম্মে সালামা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাক। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষ হতে দলিল-প্রমাণ পেশ করায় হয়তো অধিক পারদর্শী হয়। ফলে আমি আমার শোনা মতে যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের হক দিয়ে দিই, তবে যেন সে তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশই পৃথক করে দিচ্ছি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন বিধায় পূর্বের অনুচ্ছেদের শাখার মতো। সে মতে পূর্ব-অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিল থাকার কারণ সুস্পষ্ট। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেনে-শুনে অন্যের মাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩০, পূর্বে ৩৩২ ও ৩৬৮ এবং সামনে ১০৬২, ১০৬৪ ও ১০৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** ইমাম বুখারি রহ. এর উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো মানুষই ছিলেন। কোনো عَالِمُ الْغَيْبِ (অদৃশ্যজ্ঞানী) ছিলেন না। তবে তিনি মানুষ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর নির্বাচিত রাসূল ছিলেন। এজন্যই তিনি যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার সম্মুখীন হতেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দিতেন। এক কথায় কবির ভাষায় বলা যায় : مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَيْسَ كَالْبَشَرِ ● يَاقُوتٌ حَجَرٌ لَيْسَ كَالْحَجَرِ।

## بَابٌ فِي النِّكَاحِ

## ৩৬৮৬. অনুচ্ছেদ : বিয়ে

[بَابٌ শব্দটি তানবিন সহ। এ অনুচ্ছেদে বিবাহে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।]

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ»

### সহজ তরজমা

৬৫১৬. মুসলিম ইব্‌নে ইবরাহিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কুমারী নারীকে বিয়ে দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অনুমতি গ্রহণ করা হবে। আর বিধবা নারী বিয়ে দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মত গ্রহণ করা হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কিরূপে? তিনি বললেন : যখন সে নীরব থাকে।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩০, পূর্বে ৭৭১ এবং সামনে ১০৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: "إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ. فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا. وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا. وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ

কেউ কেউ বলেন, কুমারী নারী হতে অনুমতিও নেওয়া হয়নি এবং তাকে বিবাহও করা হয়নি; কিন্তু এক ব্যক্তি হিলা করল ও দুজন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করল—'সে ওই নারীকে তার সন্তুষ্টিতেই বিবাহ করেছে। এরপর কাজি সাহেবও তার কথানুযায়ী বিবাহের রায় দিয়ে দিলেন। অথচ স্বামী খুব ভালোভাবেই জানে, সে নিজে মিথ্যাবাদী এবং তার পেশকৃত সাক্ষীদ্বয় বাতিল। তবু ওই নারীর সাথে সহবাস করতে তার কোনো অসুবিধা নেই বরং এ বিবাহ শুদ্ধ।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

আল্লামা আইনি রহ. বলেন :

أَرَادَ بِهِ أَيْضًا أَبَا حنيفة. وَأَرَادَ بِهِ التشنيع عَلَيْهِ. وَلَا وَجه لَهُ فِي ذكره هَاهُنَا (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)

এ بَعْضُ النَّاسِ দ্বারাও ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানিফা রহ.। এতে তিনি ইমাম আযম রহ.-এর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এখানে এটা উল্লেখের কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ এখানেও ইমাম বুখারি রহ. অযথাই ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা ও অভিযোগ করা উদ্দেশ্য। অথচ এরূপ ফায়সালা হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত আছে। (উমদাতুল কারি)

উদাহরণত 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :

قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ: بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ عِنْدَهُ بَيِّنَةً عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَنْكَرَتْ فَقَضَى لَهُ بِالْمَرْأَةِ فَقَالَتْ إِنَّهُ يَتَزَوَّجْنِي فَأَمَّا إِذَا قَضَيْتَ عَلَيَّ فَجَدِّدْ نِكَاحِي فَقَالَ: لَا أُجَدِّدُ نِكَاحَكِ الشَّاهِدَانِ زَوَّجَاكِ. (رد المحتار، فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ)

অর্থাৎ হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে এ মর্মে দুজন সাক্ষী উপস্থিত করল যে, আমি অমুক নারীকে বিবাহ করেছি; কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে। তবে বাদী ব্যক্তি দুজন সাক্ষী উপস্থিত

করার ভিত্তিতে হযরত আলী রাযি. ওই পুরুষের সাথে নারীটির বিবাহ সাব্যস্ত হওয়ার রায় দিলেন। তখন নারীটি বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! বাস্তবে তো সে আমাকে বিবাহ করেনি; কিন্তু আপনি বিয়ের রায় দিয়ে দিয়েছেন; তাই তার সাথেই আমাকে বিয়ে দিয়ে দিন। জবাবে হযরত আলী রাযি. বললেন, আমি নতুন করে বিবাহ দিব না। এ দুজন সাক্ষীই তোমার বিবাহ সম্পাদন করে দিয়েছে।

এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, কাজি সাহেবের রায় عُقُوْد [বিবাহ-তালাক ইত্যাদি]-এর ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণভাবেও কার্যকর হবে। তা ছাড়া 'মাবসূত' গ্রন্থেও ইমাম শা'বী রহ. থেকে অনুরূপ ফতোয়া বর্ণিত আছে।

মূলত এটি একটি শাখা মাসয়ালা। আসলে عُقُوْد [বিবাহ-তালাক ইত্যাদি]-এর ক্ষেত্রে কাজি সাহেবের রায় কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই কার্যকর হয়। শর্ত হল—

১। স্বাক্ষী মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কাজি সাহেবের জানা না থাকা।

২। মহল ফয়সালা প্রয়োগের উপযুক্ত হওয়া। যেমন, অন্যের অধিকারমুক্ত হওয়া। যদি অন্যের অধিকারভুক্ত হয়, তাহলে কাজি সাহেবের রায়/ সিদ্ধান্ত আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে না। যেমন :

এক নারী কারো অধিকারভুক্ত বৈধ স্ত্রী। তার উপর কেউ দাবি করে বলল, সে আমার স্ত্রী এবং মিথ্যা সাক্ষীও পেশ করল। এরপর সে-মতে কাজি সাহেব তারই স্ত্রী হিসেবে ফয়সলা দিয়ে দিলেন। এরপরও ওই পুরুষের জন্য উক্ত নারীর সাথে সহবাস করা জায়েয নয়। কেননা এখানে নারীটির সাথে অন্যের বৈধাধিকার জড়িত।

খুব সম্ভব ইমাম বুখারি রহ. হযরত আলী রাযি. এবং ইমাম শা'বী রহ. এর ফতোয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই তিনি অপারগ। অধিকন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর তীক্ষ্ণ ধী ও বোধশক্তির অতল গভীরতায় ইমাম বুখারি রহ. পৌছুতে পারেন নি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। কেনন ইমাম বুখারি রহ. এ মাসয়ালাটি পুনরায় সামনে ১০৩১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ. قَالَا : فَلَا تَخْشَيْنَ. فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ : إِنَّ خَنْسَاءَ.

## সহজ তরজমা

৬৫১৭. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... কাসিম রহ. থেকে বর্ণিত। জাফর রাযি.-এর বংশে জনৈকা নারী ছিল। সে আশঙ্কা পোষণ করল, তার অভিভাবকগণ তাকে বিয়ে দিয়ে দিবেন। অথচ সে তা পছন্দ করে না। কাজেই সে আনসারি দুজন মুরব্বি জারিয়ার দুই পুত্র আব্দুল রহমান রাযি. ও মুজাম্মি রাযি.-এর নিকট কাউকে বলে পাঠাল। তারা বললেন, তোমার ভয়ের কারণ নেই। কেননা খানসা বিনতে খিযাম রাযি.-কে তার পিতা তার অসম্মতিতে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বিয়ে বাতিল করে দেন। সুফিয়ান রহ. বলেছেন, আমি আব্দুর রহমান রহ. কে তাঁর পিতা থেকে إِنَّ خَنْسَاءَ الخ বলতে শুনেছি। [এতে জারিয়ার দুই পুত্র আব্দুর রহমান রাযি. ও মুজাম্মি রাযি.-এর উল্লেখ নেই। এ বর্ণনাটি বুখারি-২/৭৭১-৭৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩১ এবং পূর্বে ৭৭১-৭৭২ ও ১০২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হযরত খানসা রাযি. ছিলেন অকুমারী ও সাবালিকা। তাকে তার অনুমতি ব্যতীত তার অন্তুষ্টিতে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা রহিত করে দিলেন।

✪ আরো বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-১০/১২৭ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

### সহজ তরজমা

৬৫১৮. আবু নুয়াইম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিধবাকে তার মতামত ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না; কুমারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। তারা বললেন, তার অনুমতি কি রূপে? তিনি বললেন, তার নীরব থাকা।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩১ এবং পূর্বে ৭৭১ ও ১০৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا. فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ. فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هٰذَا النِّكَاحُ. وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

কোনো কোনো লোক বলেন, যদি কেউ দুজন মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে কৌশল করে—সে এক অকুমারী নারীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে আর কাজি সাহেব সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের বিবাহ সাব্যস্ত করে দেন, অথচ বিবাহের দাবিদার ওই ব্যক্তি জানে যে, সে তাকে বিবাহ করেনি; তথাপি এ বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে এবং তার জন্য ওই নারীর সাথে সহাবস্থান করায় কোনো অসুবিধা নেই।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**মাসয়ালার স্বরূপ :** কোনো ব্যক্তি দাবি করল, আমি অমুক ছাইয়িবা [অকুমারী] নারীকে তার অনুমতি ও সন্তুষ্টিতে বিবাহ করেছি এবং নিজ দাবির স্বপক্ষে দুজন সাক্ষী হাজির করে আর কাজি সাহেবও এর ভিত্তিতে বিবাহ সাব্যস্ত করে দিলেন। অথচ সেই বাদী পুরুষ জানে, তার সাক্ষীদ্বয় মিথ্যা বাতিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিবাহ জায়েয কি-না? ইমাম বুখারি রহ. এর মতে এ বিবাহ শুদ্ধ নয়। আর হানাফিদের মতে শুদ্ধ।

পূর্বে বলা হয়েছে, কাজি সাহেবের ফয়সালা عُقُوْد তথা চুক্তিসমূহের মধ্যে বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই কার্যকর হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। তা জানার জন্য এ بَابٌ فِي النِّكَاحِ-এর শুরুর দিকে সহজ তাশরিহ অধ্যায়ন করুন। ইমাম বুখারি রহ. শুধু ক্ষোভ প্রকাশার্থেই সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেছেন। পূর্বে আরো বলা হয়েছে, খুব সম্ভব হযরত আলী রাযি. ও ইমাম শা'বী রহ.-এর ফয়সালা ও ফতোয়া ইমাম বুখারি রহ.-এর জানা ছিল না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِيْ؟ قَالَ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

### সহজ তরজমা

৬৫১৯. আবু আসিম রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুমারীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আমি বললাম, কুমারী তো লজ্জাবোধ করবে। তিনি বললেন, তবে অনুমতি হল তার নীরবতা।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩১ এবং পূর্বে ৭৭১ ও ১০২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ، فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذٰلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ.

কেউ কেউ বলেন, কেউ কোনো এতিম কন্যা বা অন্য কোনো কুমারী স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রস্তাব দিল। কিন্তু ওই কন্যা তা প্রত্যাখ্যান করে দিল। এরপর সে হিলা করল আর এ মর্মে দুজন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করল যে, সে ওই কন্যাকে বিবাহ করেছে। এরপর ওই কন্যাকে এ সংবাদ দেওয়ার পর রাজি হয়ে গেল। আর কাজি সাহেবও ওই মিথ্যা সাক্ষ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন। স্বামী যদিও জানে, তার উপস্থিতকৃত সাক্ষীদ্বয় মিথ্যা। এরপরও তার জন্য ওই কন্যার সাথে সহবাস করা জায়েয আছে।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য এ بَابٌ فِي النِّكَاحِ-এর শুরুর দিকে সহজ তাশরিহ অধ্যায়ন করুন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ

وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ذٰلِكَ

**৩৬৮৭. অনুচ্ছেদ : কোনো নারীর জন্য স্বামী ও সতীনের বিরুদ্ধে কূটকৌশল করা নিষেধ**

এবং এ ব্যাপারে যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

قَوْلُهُ: وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ذٰلِكَ : এর দ্বারা সূরা তাহরিমের يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ...الخ আয়াত উদ্দেশ্য।

**আয়াতের শানে নুযূল :**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতিদিন আসরের নামাজের পর তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং প্রত্যেকের খোঁজ-খবর নিতেন। আর তিনি প্রত্যেক ঘরে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করতেন। সুতরাং যথারীতি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত যয়নব রাযি.-এর ঘরে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করেন এবং তাঁর ঘরে মধু পান করেন। এতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সন্দেহ হল। তিনি হযরত হাফসা রাযি.-এর সাথে পরামর্শ করলেন, আমাদের যে কারো ঘরেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসবেন সে-ই তাঁকে বলবে : আপনি কি মাগাফির (একপ্রকার আঠা জাতীয় তিক্ত দুর্গন্ধময় রস) পান করেছেন? সুতরাং যে পরামর্শ যে কাজ। কিন্তু জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বাভাবিকভাবেই বললেন, আমি তো মধু পান করেছি। এরপর তাঁকে বলা হল, সম্ভবত মৌমাছিরা মাগাফির গাছে বসেছিল এবং এর রস চুষেছিল। তাই মুধু হতেও মাগাফিরের দুর্গন্ধ আসছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুর্গন্ধময় জিনিস হতে নেহাৎ বেঁচে থাকতেন, তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কসম খেলেন : আর কোনো দিন তিনি মধু পান করবে না। আর এতে হযরত যয়নব রাযি. যেন মনে কষ্ট না পান, সেজন্য তাঁর কসমের বিষয়টি গোপন রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীগণ তা একে অন্যের কাছে বলে দিলেন।

তবে কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সেই মধুপানকারিণী হলেন হযরত হাফসা রাযি.। আর হযরত আয়েশা রাযি., হযরত সাওদা রাযি. ও হযরত সাফিয়্যা রাযি. তিনজন মিলে পরামর্শ করেছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এ ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণিত রয়েছে। হতে পারে ঘটনাটি কয়েকবার ঘটেছিল। আর এসব কিছুর পর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। (বয়ানুল কুরআন)

এসব আয়াতের সারমর্ম হল, উক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে একটি হালাল জিনিস মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন, এটা যদি কোনো প্রয়োজন বা কল্যাণের জন্য হয়, তবে তো এটা জায়েয; গুনাহ নয়। কিন্তু উক্ত ঘটনায় এমন কোনো প্রয়োজন ছিল না, যদ্দরুন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে কোনো কষ্ট ভোগ করবেন এবং একটি জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নিবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কাজটি কেবল তাঁর স্ত্রীগণের সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলেন। আর এরূপ বিষয়ে তাঁদেরকে খুশি করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর আবশ্যিক ছিল না। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা দয়া ও করুণার স্বরে ইরশাদ করেছেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ...الخ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ لِي : أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَوْدَةَ، قُلْتُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ : لَا، فَقُولِي لَهُ : مَا هٰذِهِ الرِّيحُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ : سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذٰلِكِ : وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ، قُلْتُ : تَقُولُ سَوْدَةُ : وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى البَابِ، فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ : «لَا» قُلْتُ : فَمَا هٰذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ : «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ» قُلْتُ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ : «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ» قَالَتْ : تَقُولُ سَوْدَةُ : سُبْحَانَ اللهِ، لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قَالَتْ : قُلْتُ لَهَا : اُسْكُتِي

## সহজ তরজমা

৬৫২০. উবাইদ ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন। যখন আসরের নামায আদায় করে নিতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন। একদা তিনি হাফসা রাযি.-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সাধারণত যত সময় তাঁর কাছে অবস্থান করতেন, এর চেয়ে অধিক সময় তাঁর কাছে অবস্থান করলেন। তাই আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আমাকে বলা হল, তার স্বগোত্রীয় এক নারী এক কৌটা মধু হাদিয়া পাঠিয়েছে। এ থেকে তিনি আল্লাহর রাসূলকে কিছু পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই একটা কৌশল অবলম্বন করব। এরপর আমি এ ব্যাপারে সাওদা রাযি.-এর সাথে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, যখন তিনি তোমার ঘরে আসবেন, তখন তিনি অবশ্যই তোমার সন্নিকটে যাবেন। এ সময় তুমি তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মাগাফির খেয়েছেন? তিনি অবশ্য না-ই বলবেন। তখন তুমি বলবে, তাহলে এ দুর্গন্ধ কিসের? আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে তাঁর থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যাওয়াটা খুবই গুরুতর মনে হত। তখন তিনি বলবেন : হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তাহলে ওই মধুর পোকা 'উরফুত' গাছের রস আহরণ করেছে। আর আমিও একই কথা বলব। হে সাফিয়া! তুমিও তাঁকে এ কথা বলবে। যখন তিনি সাওদা রাযি.-এর ঘরে এলেন, তখন সাওদা রাযি. বললেন : কসম ওই সত্তার, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। যখনই তিনি দরজার কাছে এলেন, তখনই আমি তোমার ভয়ে তোমার শিখানো কথাগুলো বলতে উদ্যত হলাম। এরপর তিনি যখন সন্নিকটে এলন, তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি 'মাগাফির' খেয়েছেন। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এ দুর্গন্ধ কিসের? তিনি বললেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে এ মধুর পোকা 'উরফুত' (বৃক্ষের) রস আহরণ করেছে। আয়েশা রাযি. বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমার ঘরে এলেন, তখন আমিও তাঁকে অনুরূপ কথা বললাম। এরপর তিনি সাফিয়া রাযি.-এর ঘরে গেলেন, সেও তাঁকে অনুরূপ কথা বলল। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হাফসা রাযি.-এর ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে মধু পান করতে

দিব কি? তিনি বললেন : এর কোনো প্রয়োজন নেই। আয়েশা রাযি. বলেন, সাওদা রাযি. বলল : সুবহানাল্লাহ্! আমরা তা হারাম করে দিলাম। আয়েশা রাযি. বললেন, আমি সাওদা রাযি.-কে বললাম : চুপ কর!

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩১ এবং পূর্বে ৭২৯, ৭৮৫, ৭৯৩, ৭৯৩, ৮১৭, ৮৩৫, ৮৪০, ৮৪৮ ও ৯৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দবিশ্লেষণ**

مَغَافِيرَ : শব্দটি مَغْفُورٌ-এর বহুবচন। মধুর মতো এক-প্রকার আঠা জাতীয় তিক্ত দুর্গন্ধময় বস্তু। (উমদাতুল কারি)

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

## ৩৬৮৮. অনুচ্ছেদ : প্লেগ-মহামারী থেকে পলায়নের জন্য কৌশল অবলম্বন করা নিষিদ্ধ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ. فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ. بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

## সহজ তরজমা

৬৫২১. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসলামা রহ. ... আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আমির ইব্নে রবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা উমর ইব্নে খাত্তাব রাযি. সিরিয়া অভিমুখে রওনা দিলেন। তিনি যখন 'সারাগ' নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তাঁর কাছে সংবাদ পৌছল যে, সিরিয়ায় প্লেগ মহমারী আকারে দেখা দিয়েছে। তখন আব্দুর রহমান ইব্নে আওফ রাযি. তাঁকে অবহিত করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোনো অঞ্চলে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে শুনতে পাবে, তখন তোমরা সেখানে যেও না। আর যখন কোনো অঞ্চলে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে আর তোমরা সেখানে উপস্থিত থাক, তখন সেখান থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে এসো না। এ কথা শুনে উমর রাযি. 'সারাগ' থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইব্নে শিহাব রহ. ... সালিম ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রহ. হতে বর্ণিত। উমর রাযি. আব্দুর রহমানের হাদিসের কারণে ফিরে এসেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩২ ও পূর্বে ৮৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** طَاعُونٌ অর্থ, প্লেগ, মহামারি। এটা একপ্রকার মরণব্যাধি ও ঘাতক রোগ। এটি প্লেগ নামেই সুপরিচিত। এ রোগের লক্ষণ হল, শরীরে বিষফোড়া হয়। এরপর তার চারপাশে কালে বা লাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তা খুবই জালাপোড়া করে। এর কারণে হৃদকম্পন ও বমি হয়। মহামারী প্রাচীন ব্যাধি। এ ব্যাধি যে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, সেখানকার হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল মুনঈম-৬৫ দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ. عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ. ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ. فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى. فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ. وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ.

## সহজ তরজমা

৬৫২২. আবুল ইয়ামান রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ রাযি.-কে বলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহামারী প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বললেন : এ একটি শাস্তি। কতক জাতিকে এর দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তারপর এর কিছু অংশ বাকি রয়ে গেছে। তাই কখনো এ চলে যায় আবার কখনো তা ফিরে আসে। যখন কেউ কোনো এরাকায় মহামারীর কথা শুনবে, তখন যেন সে তথায় না যায়। আর যে কেউ এমন এলাকায় অবস্থান করে যেখানে এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, তখন সে যেন সেখান থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে না আসে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩২ এবং পূর্বে ৪৯৪ ও ৮৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

### ৩৬৮৯. অনুচ্ছেদ : হিবা ও শুফয়ায় কূটকৌশল করা প্রসঙ্গে

এ অনুচ্ছেদটি দান করে তা প্রত্যাহার ও শুফয়ার অধিকার রহিত করতে কূটকৌশল গ্রহণ মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً. أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ. حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ. وَاحْتَالَ فِي ذٰلِكَ. ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ الرَّسُولَ ﷺ فِي الْهِبَةِ. وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ

কেউ কেউ বলেন : কোনো ব্যক্তি কাউকে এক হাজার টাকা বা আরো বেশি টাকা দান করল এবং যাকে দান করা হয়েছে তার কাছে সেই দানকৃত টাকা বেশ কয়েক বছর রইল। এরপর দানকারী ব্যক্তি কৌশল করে সেই টাকা ফিরিয়ে নিল, তাহলে তাদের দুজনের কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন, সেই ব্যক্তি দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিরোধিতা করেছে এবং যাকাত রহিত করে দিয়েছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

এখানে ইমাম বুখারি রহ. অযথাই ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর সমালোচনা করেছেন। তাই আল্লামা আইনি রহ. বলেন, أَرَادَ بِهِ التشنيع أيضا على أبي حنيفة من غير وجه الخ অর্থাৎ বস্তুত ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর ইলম ও বিচক্ষণতার গভীরতা পর্যন্ত ইমাম বুখারি রহ. পৌঁছুতে পারেন নি। না বুঝেই অযথা প্রশ্ন উত্থাপন করে বসেছেন। কেননা ইমাম আবু হানিফা রহ. যে দান প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়েছেন, তা অন্তরায় না থাকার শর্তে। অন্তরায় থাকলে তো হানফিদের মতেও দান প্রত্যাহার জায়েয নেই।

**দান প্রত্যাহারের অন্তরায় কি কি?**

হানাফিদের মতে সাত অবস্থায় দান প্রত্যাহার করা জায়েয নেই। আর এ সাত অন্তরায়কে 'দুররে মুখ্‌তার' প্রভৃতি গ্রন্থে সাতটি হরফ তথা دمع خزقه দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা,

১। دال দ্বারা زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ তথা সংযুক্ত অতিরিক্ত জিনিস উদ্দেশ্য অর্থাৎ যমিনের উপর ঘর বা বাগান।

২। میم দ্বারা مَوْتُ اَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ অর্থাৎ দুজনের একজন মারা যাওয়া উদ্দেশ্য।

৩। عين দ্বারা عِوَضْ অর্থাৎ বিনিময় উদ্দেশ্য।

৪। خاء দ্বারা خُرُوْجُ الْهِبَةِ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهَبِ لَهٗ অর্থাৎ দানকৃত বস্তুটি দান গ্রহিতা (اَلْمَوْهَبُ لَهٗ)-এর মালিকানা থেকে চলে না যাওয়া।

৫। زاء দ্বারা زَوْجِيَّةُ وَقْتَ الْهِبَةِ অর্থাৎ হেবার সময় দুজনের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক না থাকা উদ্দেশ্য।

৬। قاف দ্বারা قَرَابَةٌ অর্থাৎ মাহরাম তথা যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, এমন স্বজন না হওয়া উদ্দেশ্য।

৭। هاء দ্বারা هَلَاكُ الْهِبَةِ অর্থাৎ হেবাকৃত বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য।

এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল মুনঈম-২৭৬ দেখুন!

উপরিউক্ত অন্তরায়গুলো ব্যতীত দান প্রত্যাহার করা মাকরূহসহ জায়েয। আর এ প্রত্যাহারের বিষয়টি বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهٖ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا (سنن ابن ماجه: ١٧٤/٢)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হেবাকারী ব্যক্তিই তার হেবার বেশি উপযুক্ত। যাবৎ না হেবার বিনিময় গ্রহণ না করে।

তা ছাড়া এ হাদিসটি ইমাম হাকিম রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ অর্থাৎ এ হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহিহ। অধিকন্তু এ হাদিসটি আল্লামা আইনি রহ. হযরত তাবারানি রহ.-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। অতএব এর দ্বারা জানা গেল, দান প্রত্যাহারের কারণে তিরস্কার করা সহিহ হাদিসের পরিপন্থী কাজ। (উমদাতুল কারি)

এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরোধিতা ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. করেন নি বরং ইমাম আযমের উপর প্রশ্ন উত্থাপনকারীই করেছেন।

বাকি রইল যাকাতের বিষয়টি। সুতরাং দাতা যখন নিজের টাকা দান করে গ্রহিতাকে মালিক বানিয়ে দিল, তখন সেটা গ্রহিতার নিকট যত দিনই থাকুক, দাতা এর মালিক থাকবে না। এজন্যই দাতার উপর সে টাকার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর দান প্রত্যাহারের পর টাকা হাতে পেলে সে পুনরায় নতুন করে ওই টাকার মালিক হবে। কাজেই সেই টাকার উপর একবছর গত হওয়ার পূর্বে কিভাবে যাকাত ওয়াজিব হবে? অবশ্য গ্রহিতা (مَوْهَبُ لَهٗ)-এর কাছে যত বছর পর্যন্ত সেই টাকা ছিল, সেই বছরগুলির যাকাত তার উপর ওয়াজিব ছিল। প্রতিবছর তাকে যাকাত আদায় করতে হত। সে যাকাত দিতে বিলম্ব করলে গুনাহ তার হয়েছে। আর যখন গ্রহিতা সন্তুষ্টচিত্তে কিংবা বিচারকের নির্দেশে দাতাকে সে দানের টাকা ফেরত দিল, তখন যেন সে তার সম্পদ ধ্বংস করে দিল। আর ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পদের উপর যাকাত নেই। হ্যাঁ! যদি কোনো কৃপণ যাকাত না দেওয়ার নিয়তে কূটকৌশল করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে আমাদের মতেও নিন্দা ও ভর্ৎসনাযোগ্য।

বাকি বিরোধী পক্ষ যে সামনে অত্যাসন্ন اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهٖ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, এর জবাব সামনের হাদিসে দেওয়া হবে ইনশা আল্লাহ।

حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهٖ. لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ.

## সহজ তরজমা

৬৫২৩. আবু নুয়াইম রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান করে তা প্রত্যাহারকারী ব্যক্তি ওই কুকুর সদৃশ, যে বমি করে তা আবার গলধঃকরণ করে। এরূপ খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য কিছুতেই ঠিক নয়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩২ এবং পূর্বে ৩৫২ ও ৩৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

হারামের প্রবক্তার দলিল আদৌ শুদ্ধ নয়। কেননা হাদিস শরিফের এ মর্ম গ্রহণ তখনই শুদ্ধ হবে, যখন কুকুর হালাল ও হারাম মেনে চলতে আদিষ্ট হবে। অথচ কারো মতেই কুকুর এতে আদিষ্ট নয়। তাই বুঝা গেল, হাদিস শরিফে উপমাটি কেবল নোংরামি ও কদর্যের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কুকুরের এ কাজটি যেমনি ঘৃণ্য ও অনভিপ্রেত, তেমনি দান প্রত্যাহার করাও একটি ঘৃণ্য ও অনভিপ্রেত কাজ। কাজেই আমরা হানাফিগণ তো বলি, দান প্রত্যাহার করা মাকরূহ ও অনুচিত।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/৪৫৪ দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

## সহজ তরজমা

৬৫২৪. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মুহাম্মদ রহ. ... জাবির ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবল ওই সব ভূমিতে শুফ্য়ার অধিকার সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলো এখনো বণ্টিত হয়নি। আর যখন সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং রাস্তা নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন আর শুফ্য়ার (অধিকার) থাকে না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩২ এবং পূর্বে ২৯৪, ২৯৪, ৩০০ ও ৩৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ শুফ্য়ার যোগ্য অধিকারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৬/১৭২ দেখুন!

**ইমাম বুখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য :**

ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি দ্বারা شَرِيْك فِي الْمَبِيْع-এর জন্য শুফ্য়ার অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। তিনি আরো বলতে চান, শুফ্য়ার ক্ষেত্রে شَرِيْك فِي الْمَبِيْع-এর অধিকার অগ্রগণ্য। অবশ্য সে যদি নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়, তাহলে অন্যের অধিকার লাভ হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: اَلشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا. فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ. فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ. ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ. وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ. وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ. وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذٰلِكَ.

কেউ কেউ বলেন : পড়শীর জন্যও শুফ্য়ার অধিকার আছে। এরপর ওই ব্যক্তি (بَعْضُ النَّاسِ) নিজেই যার অধিকার শক্তিশালী করেছিলেন, তা বতিল করে দিলেন। আর বললেন : যদি কেউ কোনো ঘর ক্রয় করতে চায় আর তার আশঙ্কা হয়, ঘরের প্রতিবেশী শুফ্য়ার অধিকারে তা নিয়ে নিবে। তবে সে প্রথমে ঘরের একশত ভাগের একভাগ ক্রয় করবে। [যাতে সে شَرِيْك فِي الْمَبِيْع হয়ে যায়। আর স্পষ্টত শুফ্য়ার ক্ষেত্রে شَرِيْك فِي الْمَبِيْع-এর অধিকার অগ্রগণ্য। এক্ষেত্রে প্রতিবেশীর শুফ্য়ার অধিকার থাকবে না।] এরপর সে ঘরে বাকি অংশ ক্রয় করে নিবে। তবে প্রথম অংশে প্রতিশীর শুফ্য়ার অধিকার ছিল; কিন্তু ঘরের বাকি অংশের আর তার শুফ্য়ার অধিকার থাকবে না। আর তার জন্য এক্ষেত্রে কৌশল করা জায়েয।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

আশ্চর্য! ইমাম বুখারি রহ. কেন বা কী উদ্দেশ্যে মাসয়ালাটি এখানে উল্লেখ করলেন? এটা তো বৈষয়িক জীবনের সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার মাসয়ালা। কখনো কখনো শুফ্য়া বিলোপের কৌশল শরঈ প্রয়োজনেই করা হয়। যেমন, একটি বাড়ির মালিক সৎ মানুষ; কিন্তু নিরীহ দুর্বল। তার প্রতিবেশী ধনী-বিত্তশীল; কিন্তু মদ্যপ ও ফাসিক-পাপাচারী। তাই তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সৎ লোকটি স্থানান্তরিত হতে চায়। এদিকে একজন গৃহহীন মানুষ—যার কোনো ঘর নেই—সে তা ক্রয় করতে চায়। বংশ ও সামাজিকভাবে সে সবল প্রভাবশালীও বটে। কিন্তু ক্রয় করতে গেলে ওই লোভী-ফাসিকের ব্যাপারে ভয় আছে, নাজানি সে শুফ্য়া দাবি করে ঘরটি নিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় এ ধরনের হিলা ও কৌশল করার প্রয়োজন পড়ে।

কাজেই আল্লামা আইনি রহ. বলেন, هٰذَا تشنيع آخر على أبي حنيفة. وَهُوَ غير صَحِيح । অর্থাৎ এটাও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অযথা সমালোচনা মাত্র। এটা মোটেও শুদ্ধ নয়।

আহা! ইমাম বুখারি রহ. যদি গভীর চিন্তা-ভাবনার সাথে কাজ করতেন! বিরোধিতার মনোভাব থেকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাসয়ালা পর্যবেক্ষণ করতেন। তাহলে নিশ্চয় উপলব্ধি করতেন, উপরিউক্ত ক্ষেত্রে প্রতিবেশী শুফ্য়ার দাবিদার নিজেই তার শুফ্য়ার অধিকার বাতিল করেছে। যদি সে প্রথম অংশেই শুফ্য়ার দাবি করে নিজের অধিকার নিয়ে নিত, তাহলে তো ঘরের বাকি অংশে আরো উত্তমভাবেই শুফ্য়ার অধিকারী হত। কিন্তু প্রতিবেশী শফি' প্রথম অংশকে তুচ্ছ-মামুলি মনে করে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। ক্রয় কর নিয়েছে অন্য ক্রেতা। তাই সে ক্রেতা হয়ে গেল, شَرِيك فِي الدَّار তথা মূল পণ্য ঘরে অংশীদার। আর সুস্পষ্টত شَرِيك فِي الْمَبِيع প্রতিবেশী অপেক্ষা অগ্রগণ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هٰذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هٰكَذَا. قَالَ: لٰكِنَّهُ قَالَ لِي هٰكَذَا.

## সহজ তরজমা

৬৫২৫. আলী ইব্নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আমর ইব্নে শারিদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসওয়ার ইব্নে মাখারামা রাযি. এসে তাঁর হাত আমার কাঁধে রাখলেন। তারপর আমি তাঁর সাথে সা'দ রাযি.-এর কাছে গেলাম। তখন আবু রাফি রাযি. মিসওয়ার রাযি.-কে বললেন : আপনি কি ওকে বলছেন, সে আমার ওই ঘরটি ক্রয় করে নিবে, যে ঘরটি তাঁর বাড়িতে রয়েছে। সা'দ রাযি. বললেন, আমি চারশ হতে বেশি দিব না। তাও আবার কিস্তিতে কিস্তিতে দিব। আবু রাফি রাযি. বললেন : আমাকে নগদ পাঁচশত দেওয়া হচ্ছে, অথচ আমি তাকে দিচ্ছি না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে না শুনতাম যে, প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হক্‌দার, তবে আমি তা তোমার কাছে বিক্রি করতাম না। অথবা বলেছেন, তোমাকে আমি তা দিতাম না। আমি সুফিয়ান রহ.-কে বললাম, মা'মার তো এমনটি বলেন নি। তিনি বললেন, কিন্তু তিনি আমাকে এমনটি বলেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩২, পূর্বে ৩০০ এবং সামনে ১০৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ. فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا، وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ.

কিছু সংখ্যক লোক বলেন, কেউ যদি কোনো ভূমি বিক্রি করে, তবে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে শুফ্‌য়ার অধিকার বাতির করে দিতে পারে। যেমন : বিক্রেতা ক্রেতাকে বাড়িটি দান করে দিবে ও তার সীমানা বর্ণনা করে ক্রেতার কাছে সোপর্দ করে দিবে। এরপর ক্রেতা বিক্রেতাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিবে। এমতাবস্থায় শফি'র জন্য তাতে শুফ্‌য়ার অধিকার থাকবে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ : এখানে বিক্রয়ের দ্বারা বিক্রয়ের আবশ্যিক বিষয় তথা 'বিলুপ্তি' উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কারো মালিকানা সত্ব বিলুপ্ত করা। আর ক্রয়-বিক্রয়ে তাই হয়ে থাকে অর্থাৎ বিক্রেতার মালিকানা সত্ব বিলুপ্ত করে ক্রেতার মালিকানা সত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্য কথায়, বিক্রেতার অধিকার রহিত করে ক্রেতার অধিকার সাব্যস্ত করা হয়।

ইমাম বুখারি রহ. হযরত আবু রাফে রাযি.-এর হাদিস পেশ করেছেন, اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهٖ। নিঃসন্দেহে হানাফিদের নিকটও হাদিসটি সহিহ। অর্থাৎ শফি' তিন শ্রেণির। যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। প্রথমত شَرِيْكٌ فِي الْمَبِيْعِ (মূল পণ্যে শরিক)। এরপর شَرِيْكٌ فِي حَقِّ الْمَبِيْعِ (পণ্যের অধিকারে শরিক)। সে যদি ছেড়ে দেয়, তবে হানাফিদের মতে তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিবেশীর শুফ্‌আর অধিকার হাসিল হবে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, কেবল বিক্রয়ের পরই শুফ্‌আর অধিকার সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ শুফ্‌আ প্রমাণের জন্য বিক্রয় শর্ত। আর এখানে তো বিক্রয়ই নেই। সুতরাং নিয়ম আছে, فَإِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ (শর্ত নেই তো শর্তায়িত বস্তুও নেই)। তাই এখানে ইমাম বুখারি রহ. শুফ্‌য়া বাতিল করার কথা বলা বস্তুত অযথা বিরোধিতা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা প্রমাণের পরই কেবল বাতিল হতে পারে। আর শুফ্‌য়া প্রমাণিত হতে পারে কেবল বিক্রয়ের পর। কাজেই গভীরভাবে চিন্তা করুন!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» لَمَا أَعْطَيْتُكَ

## সহজ তরজমা

৬৫২৬. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু রাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত। সা'দ রাযি. তার কাছ থেকে চারশত মিছকালের বিনিময়ে একটি ঘর ক্রয়ের জন্য দর করেন। তখন তিনি বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে না শুনতাম—'প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে সবচে বেশি হক্‌দার', তাহলে তোমাকে আমি দিতাম না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে এ হাদিসের মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩২, পূর্বে ৩০০ এবং সামনে ১০৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ শুফ্‌য়ার অধিকারীগণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/১৭২ দেখুন!

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ. وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ. وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.

কেউ কেউ বলেন, যদি কেউ বাড়ির কোনো অংশ ক্রয় করে এবং শুফ্‌য়ার অধিকার বাতিল করে দিতে চায়, তাহলে তার (নাবালক) ছোট পুত্রকে তা দান করে দিবে। আর তার উপর কোনো কসমও আসবে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

অর্থাৎ যদি নাবালক পুত্রকে দান করে দেয়, তাহলে শফি' দানের নিশ্চয়তার জন্য তার থেকে কসম নিতে পারে, এ দান বাস্তব কি-না? এভাবে দানের সকল শর্তানুযায়ী কার্যকর হয়েছে কি-না? এজন্যই নাবালকের শর্ত জরুরি। এমনিভাবে যদি অপরিচিত কাউকে দান করে দেয়, তখনও শফি' দানের তদন্তের জন্য তার থেকে কসম নিতে পারে। কিন্তু নাবালক পুত্রের উপর কসম নেই। এজন্যই لِابْنِهِ الصَّغِيرِ-এর শর্তারোপ করা হয়েছে।

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : هٰذَا أَيْضًا تَشْنِيعٌ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ অর্থাৎ এটাও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বিরুদ্ধে ইমাম বুখারি রহ.-এর অযথা আপত্তি ও তিরস্কার। কোনো সুবোধ লোককেই জিজ্ঞাসা করুন! যদি কোনো ব্যক্তি একটি ঘর ক্রয় করে নিজের নাবালক সন্তানকে দান করে দেয়, তবে কি সে কোনো অন্যায় বা গুনাহ করেছে?

সুতরাং বুঝা গেল, এটা ইমাম বুখারি রহ.-এর অযথা তিরস্কার ও সমালোচনা মাত্র। (উমদাতুল কারি)

### بَابُ احْتِيَالِ العَامِلِ لِيُهْدٰى لَهٗ

### ৩৬৯০. অনুচ্ছেদ : বখশিশ পাওয়ার নিমিত্ত কর্মচারীর কৌশল অবলম্বন

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: اِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ. يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. قَالَ: هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ. حَتّٰى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ. فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ. وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ. فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ. أَوْ شَاةً تَيْعَرُ "ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتّٰى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ. يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي.

## সহজ তরজমা

৬৫২৭. উবাইদ ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আবু হুমাইদ সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লুতাবিয়্যা নামে এক ব্যক্তিকে বনি সুলাইম গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে এল, তখন তিনি তার কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করলেন। সে বলল, এগুলো আপনাদের মাল আর এগুলো (আমাকে দেওয়া) উপহার। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে উপহার চলে আসত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন :

'আমি তোমাদের কাউকে এমন কোনো কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ আমাকে মনোনীত করেছেন; কিন্তু সে কাজ সম্পাদন করে এসে বলে, এ হল তোমাদের মাল; আর এ হল আমাকে দেওয়া উপহার। তবে কেন সে তার মা-বাবার ঘরেই বসে রইল না, সেখানে এমনিতেই তার কাছে তার উপহার চলে আসত!? আল্লাহর কসম! তোমাদের যে কেউ অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। আমি তোমাদের কাউকে ভালোভাবেই চিনব—সে আল্লাহর কাছে হাজির হবে উট বহন করে, আর উট ডাকতে দিতে থাকবে। অথবা গাভী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। অথবা বকরি বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি আপন হাত দুটি উত্তোলন করলেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমার চক্ষুযুগল সে অবস্থা অবলোকন করেছে এবং আমার কান শুনেছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَهٰذَا هَدِيَّةٌ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩২-১০৩৩, পূর্বে ১২৬, ২০৩, ৩৫৩ ও ৯৮১ এবং সামনে ১০৬৪ ও ১০৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

## সহজ তরজমা

৬৫২৮. আবু নুয়াইম রহ. ... আবু রাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমির ব্যাপারে সর্বাধিক হক্‌দার।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল প্রসঙ্গে আল্লামা আইনি রহ. লিখেছেন,

هٰذَا الحَدِيثُ وَالَّذِي يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ يَتَعَلَّقَانِ بِبَابِ الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ. فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِمَا فِي هٰذَا الْبَابِ. وَمِنْ هٰذَا قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: كَانَ مَوْضِعُهُمَا الْمُنَاسِبُ قَبْلُ: بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ. لِأَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ مَسَائِلِ الشُّفْعَةِ. وَتَوَسُّطُ هٰذَا الْبَابِ بَيْنَهُمَا أَجْنَبِيٌّ. ثُمَّ قَالَ: وَلَعَلَّهُ من جملة تَصَرُّفَات النقلة عَن الأَصْل. وَلَعَلَّهُ كَانَ فِي الْحَاشِيَةِ وَنَحْوَهَا فَنَقَلُوهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ. (عُمْدَةُ الْقَارِيْ : ١٢٥/٢٤)

অর্থাৎ এ হাদিস ও অনুচ্ছেদের শেষ হাদিসের সম্পর্ক পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ-এর সাথে। হাদিস দুটি এ অনুচ্ছেদে উল্লেখের কোনো কারণ নেই। সুতরাং আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, হাদিসটির উপযুক্ত স্থান ছিল بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدٰى لَهٗ এর পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ। কেননা এটা শুফ্‌য়ার পরিশিষ্টস্বরূপ। মাঝখানে এ অনুচ্ছেদটি কেমন যেন অপ্রাসঙ্গিক। এরপর বলেন, হতে পারে এটা লিপিকারের ভুল কিংবা হাশিয়ায় এরূপ ছিল। (উমদাতুল কারি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ. وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ. وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ. فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ. فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ. وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ. لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ. فَإِنْ وَجَدَ بِهٰذِهِ الدَّارِ عَيْبًا. وَلَمْ تُسْتَحَقَّ. فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ فَأَجَازَ هٰذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «بَيْعُ الْمُسْلِمِ. لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ»

কতক লোক বলেন : যদি কেউ বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি ঘর ক্রয় করার ইচ্ছা করে, তাহলে এরূপ কৌশল করায় কোনো অসুবিধা নেই যে, (শুফ্‌য়ার অধিকার রহিত করার জন্য) ঘরটি বিশ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করবে আর ঘরের মালিককে নগদ দিবে নয় হাজার নয়শত নিরান্নব্বই টাকা (দিরহাম)। তখন বিশ হাজার হতে যা বাকি রয়েছে (১০,০০১ দিরহাম), তার বিনিময়ে এক দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঘরের মালিককে দিয়ে দিবে। এরপর যদি শফি' শুফ্‌য়ার অধিকার হিসাবে ঘর ক্রয় করতে চায়, তাহলে তাকে বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়েই ঘর

ক্রয় হবে। এ ছাড়া শফি' ঘর ক্রয়ের আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। এরপর যদি ঘর ক্রয় করার পর বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোনো মালিকের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে সেই পরিমাণ দিরহাম ফিরিয়ে নিবে, যে পরিমাণ সে বিক্রেতাকে দিয়েছিল অর্থাৎ নয় হাজার নয়শত নিরান্নব্বই দিরহাম। বাকি এক দিরহাম আনতে পারবে না। কেননা যখন অন্য কোনো মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে যে بیع صرف সংঘটিত হয়েছিল, তা বাতিল হয়ে গেছে। আর যদি ক্রেতা ঘরে কোনো ত্রুটি পায়; কিন্তু ঘরের অন্য কোনো মালিকও না পাওয়া যায়, তাহলে ক্রেতা এ ঘরের বিনিময়ে বিশ হাজার দিরহাম ফেরত নিবে।

আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন, কতক লোক মুসলমানদের মধ্যে ধোঁকাবাজিকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের বেচাকেনা (পণ্যে) কোনো রোগ-ব্যাধী (শ্বেত-কুষ্ঠ ইত্যাদি; যদ্দরুন পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে), কোনো দোষ (দাসের পলায়ন) এবং কোনো ত্রুটি না থাকা উচিত।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : ইমাম বুখারি রহ. اَجَازَ بَعْضُ النَّاسِ দ্বারা যদি ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে এটা আদব পরিপন্থী কাজ এবং অযথাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উপর ক্ষোভ ঝাড়া। ইমাম বুখারি রহ.-এর উচ্চতর দীনদারি ও মজবুত খোদভীতির সাথে এটা নেহাৎ বেমানান। (উমদাতুল কারি)

বড় আফসোস! ইমাম বুখারি রহ. এভাবে অযথা অকারণে মহান এক ইমামের সমালোচনা ও তিরস্কার করেছেন। অথচ তিনি খোদ ইমাম বুখারি রহ.-এর উস্তাদ ও শাইখুল মাশাইখ।

পূর্বে বলা হয়েছে, আর অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত যে, অনেক সময় এরূপ কৌশল করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন, নেশাখোর ও ফাসিকদের থেকে যাতে ঘর বাঁচানো যায়। তবে শরিয়তের বাধা না থাকা শর্ত।

কোনো পণ্যের মূল্য যতই ধার্য হোক, বিক্রেতাকে সন্তুষ্ট করে তা থেকে কম দিলেও কোনো দোষ নেই। যেমনটি এখানে হচ্ছে। বাড়ির মূল্য ২০,০০ টাকা ধার্য হয়েছিল। ক্রেতা তার বিক্রেতাকে রাজি-খুশি করে তার কম দিল। এতে ধোঁকার কী আছে? মোটকথা ইমাম বুখারি রহ.-এর দ্বারা ইজতিহাদি ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমা করুন!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ ﷺ، سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَ.

## সহজ তরজমা

৬৫২৯. মুসাদ্দাদ রহ. ... আমর ইব্নে শারিদ রহ. থেকে বর্ণিত। আবু রাফি রাযি. একটি ঘর ক্রয় করার নিমিত্ত সা'দ ইব্নে মালিক রাযি.-এর সাথে চারশ মিছকাল মূল্য ঠিক করেন। আর বলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে না শুনতাম—'প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমির ক্রয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হকদার, তাহলে তোমাকে আমি প্রদান করতাম না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিস সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। এ হাদিস এবং পূর্বের হাদিসের সম্পর্ক ঐ অনুচ্ছেদের পূর্বের অনুচ্ছেদ بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ এর সাথে। ৬৫২৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যা দেখুন!

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৩ এবং পূর্বে ৩০০ ও ১০৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ التَّعْبِيْرِ

## অধ্যায় : স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

আমাদের ভারতীয় সংস্করণসহ বিভিন্ন সংস্করণে এরূপই আছে। অনুরূপই রয়েছে ইবনে হাজার, আইনী, কিরমানি ও কাস্তালানি রহ.-এর অনুলিপিতে।

تَعْبِيْرٌ শব্দটি باب تَفْعِيْل-এর মাসদার। মূলাক্ষর عَبِرٌ (আইন বর্ণে যবর ও বা বর্ণে যের দিয়ে) অর্থ, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা। তবে تَعْبِيْرٌ স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথেই খাস। (উমদাতুল কারি)

عَبَّر الرؤيا অর্থ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা। تَعْبِيْرُ النخلة অর্থ, পরাগায়ণ করা।

بَابٌ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

### ৩৬৯১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওহীর সূচনা হয় ভালো স্বপ্নে মাধ্যমে

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ : উত্তম/ ভালো স্বপ্ন। مِنَ الْوَحْيِ দ্বারা বুঝা যায় স্বপ্নও একপ্রকার ওহী। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে : (رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامِ وَحْيٌ (عمدة)। অন্যত্র হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত আছে, اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ، مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ। (বুখারি-২/১০৩৪)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، فَكَانَ يَأْتِيْ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيْجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فِيْهِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيْ الجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيْ الجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيْ الجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ} [العلق: ] حَتَّى بَلَغَ {عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: ٥] "فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ، فَقَالَ: زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ» فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ: يَا خَدِيْجَةُ، مَا لِيْ» وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ، وَقَالَ: قَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ» فَقَالَتْ لَهُ: كَلَّا، أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيْثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ أَخُوْ أَبِيْهَا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العَرَبِيَّ، فَيَكْتُبُ بِالعَرَبِيَّةِ مِنَ الإِنْجِيْلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ: أَيِ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِيْ مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ أُنْزِلَ عَلَى

مُوسٰى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ» فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتّٰى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا، حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدّٰى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفٰى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا. فَيَسْكُنُ لِذٰلِكَ جَأْشُهُ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ. فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذٰلِكَ فَإِذَا أَوْفٰى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالِقُ الإِصْبَاحِ [الأنعام: ٩٦]: ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ

## সহজ তরজমা

৬৫৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্নে বুকাইর ও আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ওহীর সূচনা হয় ঘুমের ঘোরে ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে প্রতিফলিত হত। তিনি হেরা গুহায় গমন করে সেখানে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এজন্য খাদ্য সামগ্রীও সাথে নিয়ে যেতেন। এরপর খাদিজা রাযি.-এর কাছে ফিরে আসতেন। তিনি তাকে অনুরূপ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে তাঁর কাছে সত্যের বাণী (ওহী) আসল। আর এ সময় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। সেখানে ফিরিশতা এসে তাঁকে বলল, আপনি পড়ুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি বললাম : আমি তো পাঠক নই। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে চাপ দিলেন। এমনকি এতে আমার খুব কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আপনি পড়ুন। আমি বললাম, আমি পাঠক নই। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করে চাপ দিলেন। এবারেও এতে আমার খুব কষ্ট হল। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পাঠক নই। এরপর তিনি তৃতীয়বার আমাকে শক্ত করে এমন চাপ দিলেন যে, এবারেও এতে আমার খুব কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ... যা সে জানত না (সূরা আলাক : ১-৫) আয়াত পর্যন্ত। এরপর তিনি তা নিয়ে খাদিজা রাযি.-এর কাছে কম্পিত হৃদয়ে ফিরে এলনে। আর বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। ফলে তাঁরা তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর থেকে ভীতি দূর হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, হে খাদিজা! আমার কি হল? এরপর তাকে সমূহ ঘটনা জানালেন। বললেন : আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা বোধ করছি। খাদিজা রাযি. তাকে বললেন, কখনই না। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন জুড়ে রাখেন, সত্য কথা বলেন, অনাথ অক্ষমদের বোঝা বহন করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত যাবতীয় বিপদে সাহায্য করেন। এরপর খাদিজা রাযি. তাঁকে নিয়ে চললেন। এরপর তাঁকে নিয়ে ওরাকা ইব্নে নাওফল ইব্নে আসাদ ইব্নে আব্দুল উয্যা ইব্নে কুসাই এর কাছে এলেন। আর তিনি খাদিজা রাযি.-এর চাচার পুত্র (চাচাত ভাই) এবং তার পিতার পক্ষ থেকে চাচাও ছিলেন। তিনি জাহিলি যুগে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবি কিতাব লিখতেন। তাই সে ইনজিল আরবিতে ভাষান্তর করেছেন। যতখানি লেখা আল্লাহর মঞ্জুর ছিল। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি। খাদিজা রাযি. তাকে বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! তোমার ভাতিজার কথা শুনুন! তখন ওরাকা বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা কিছু দেখেছিলেন, তা তাকে অবহিত করলেন। তখন ওরাকা বললেন, এ তো আল্লাহর সেই নামুস (দূত) যাঁকে মূসা আ.-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। হায় আক্ষেপ! যদি সেদিন আমি জীবিত থাকতাম, যে দিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তারা কি আমাকে বের করে দিবে? ওরাকা বললেন, হাঁ! তুমি যা নিয়ে এসেছ, এমন বস্তু নিয়ে কোনো দিনই কেউ

আসেনি, যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি তোমার জীবনকালে আমাকে পায় তাহলে আমি পরিপূর্ণরূপে তোমাকে সাহায্য করব। এরপর কিছু দিনের মধ্যেই ওরাকার মৃত্যু হয়। আর কিছু দিনের জন্য ওহীও বন্ধ থাকে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমনকি আমরা এ সম্পর্কে তার থেকে জানতে পেরেছি, তিনি পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একাধিকবার দ্রুত সেখানে চলে গেছেন। যখন নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় পৌছুতেন, তখনই জিবরাঈল আ. তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলতেন : হে মুহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আপনি তো আল্লাহর রাসূল! এতে তাঁর অস্থিরতা প্রশমিত হত এবং নিজে মনে শান্তিবোধ করতেন। তাই সেখান থেকে ফিরে আসতেন। ওহী বন্ধ অবস্থা যখন তাঁর উপর দীর্ঘায়িত হয়, তখন তিনি অনুরূপ উদ্দেশ্যে দ্রুত চলে যেতেন। যখনই তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌছতেন, তখনই জিবরাঈল আ. তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে পূর্বের মতো বলতেন। ইব্‌নে আব্বাস রাযি. বলেন : فَالِقُ الإِصْبَاحِ অর্থাৎ দিনের বেলায় সূর্যের আলো ও রাতের বেলায় চাঁদের আলো।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে اَلرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৩-১০৩৪ ও পূর্বে ০২-০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** বিস্তারিত ব্যাখ্যা كِتَابُ الْوَحْيِ-তে গত হয়েছে। দ্রষ্টব্য নাসরুর বারি-১/১১০-১৩২, সংক্ষেপে ৪৮০ পৃষ্ঠায়, তাফসির অধ্যায়ে ৭৩৯-৭৪০ এবং নাসরুল বারি-৯/৭৬১-৭৬২ কিতাবুত্ তাফসিরে দেখুন!

## بَابُ رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

## ৩৬৯২. অনুচ্ছেদ : নেককার লোকদের স্বপ্ন

**ব্যাখ্যা :** নেককার লোকদের স্বপ্ন সাধারণত সত্য হয়ে থাকে। কেননা নেককার ব্যক্তির উপর শয়তান স্বপ্নেও খুব কমই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ ও ফাসিকদের স্বপ্ন খুব কমই সত্য হয়ে থাকে।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا.

আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। মাথা মুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এ ছাড়া তিনি তোমাদের দিয়েছেন একটি আসন্ন বিজয়। (সূরা ফাতহ-২৭)

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**قوله :** শব্দটির লামে যের দিয়ে। তখন এটি الصالحين এর উপর আতফ হবে। মূল ইবারত হবে : وَفِي بَيَانِ قَوْلِه عز وجل: لَقَدْ صَدَقَ اللهُ الآيَةَ । (عمدة) (উমদা)

**সামঞ্জস্য :** আয়াতে কারিমার সাথে অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্য একদম সুস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর স্বপ্ন সত্য ছিল। তিনি যা দেখতেন, তা পূর্ণ (বাস্তবায়িত) হত।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/২২০ 'গযওয়ায়ে হুদাইবিয়া অনুচ্ছেদ' দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ. مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ. جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

## সহজ তরজমা

৬৫৩১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নেককার লোকের ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৪ পৃষ্ঠায়, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ اَلتَّعْبِيْرُ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ অর্থাৎ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ। এমনিভাবে مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ এবং مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ ব্যবহৃত। (কাস্তালানি)

এ হাদিস দ্বারা জানা গেল, নেককার লোকের ভালো স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, এ সীমাবদ্ধতা অকাট্য নয়। কেননা এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনেক বর্ণনা আছে।

১. হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে,

وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

'মুসলমানের স্বপ্ন নবুওয়তের চুয়াল্লিশ ভাগের একভাগ।' (মুসলিম-২/২৪১)

২. হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে,

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ভাগের এক ভাগ।' (মুসলিম-২/২৪১)

৩. হযরত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত আছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নেককার লোকদের স্বপ্ন নবুওয়তের ভাগের এক ভাগ। (মুসলিম-২/২৪২)

এসব বর্ণনা ছাড়াও আরো বর্ণনা রয়েছে। যেমন, তিরমিযি শরিফে একটি বর্ণনা রয়েছে : اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ خَمْسِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের পঞ্চাশ ভাগরে এক ভাগ। এ ছাড়া আরো বর্ণনা জানার জন্য উমদাতুল কারি ইত্যাদি দেখুন! তবে سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ-এর বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ।
(কাস্তালানি)

### বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান

**বিধান আছে,** مفهوم عدد (সংখ্যার মর্ম) বিবেচ্য নয়। কেননা কম বেশির নাকচ নয়। অন্য কথায়, বেশিতে কম অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরও একটি প্রশ্ন হয়, সংখ্যার এ ভিন্নতা কেন এবং কিসের ভিত্তিতে?

**জবাব :** সর্বোত্তম জবাব হল, সংখ্যার এ ভিন্নতা যারা স্বপ্ন দেখেন তাদের অবস্থার ভিন্নতার কারণে। কেননা যারা স্বপ্ন দেখে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। তাই সংখ্যার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা এসেছে। যেমন, মুমিন ফাসিক। তার সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের সত্তর ভাগের এক ভাগ হবে। আর যদি খোদাভীরু হয়, তাহলে তার সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

## ৩৬৯৩. অনুচ্ছেদ : (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী) ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়

আল্লামা আইনি রহ. বলেন : أي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ الرُّؤْيَا من الله، وَإِضَافَة الرُّؤْيَا إِلَى الله للتشريف كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا. والرؤيا المضافة إِلَى الله لَا يُقَال لَهَا: حلم. وَالَّتِي تُضَاف إِلَى الشَّيْطَان لَا يُقَال لَهَا رُؤْيَا. وَهَذَا تصرف شَرْعِي وإلاَّ فَالْكل يُسمى: رُؤْيَا. অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি 'সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়'-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে। এখানে اَلرُّؤْيَا-কে সম্মানার্থে আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালার বাণী نَاقَةُ اللهِ-এর মধ্যে। আর আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বন্ধিত স্বপ্নকে حُلُمْ বলা যাবে না। এমনিভাবে যা শয়তানের দিকে সম্বন্ধিত, তাকে اَلرُّؤْيَا বলা যাবে না। এটি শরিয়তের পরিভাষা। অন্যথায় সব স্বপ্নকেই তো اَلرُّؤْيَا বলা হয়। (উমদাতুল কারি-২৪/১৩২)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: اَلرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

### সহজ তরজমা

৬৫৩২. আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... আবু কাতাদা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর অশুভ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৪, পূর্বে ৪৬৫ ও ৮৫৫, সামনে ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭ ও ১০৪৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৩৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন : যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই সে যেন এর উপর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা করে। আর যদি এর বিপরীত অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। তাই সে যেন এর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। আর কারো কাছে যেন তা বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করবে না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৪, সামনে ১০৪৩ পৃষ্ঠায়, তিরমিযি ও নাসায়ি اَلرُّؤْيَا অধ্যায়ে রয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে তার খুশি হওয়া উচিত। এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দেখানো হয়। তাই আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করবে। এমন সুখকর স্বপ্ন নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করবে। আর যদি কেউ খারাপ ভীতিকর স্বপ্ন দেখে, তাহলে এমন স্বপ্নকে আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বন্ধ করবে না বরং

চিরশত্রু শয়তানের দিকে সম্বন্ধ করবে। কেননা শয়তান মানুষের চিরশত্রু। শয়তান কিছু না পারলে ভীতিকর খারাপ স্বপ্ন দ্বারা ভয় দেখায়। কাজেই যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তখন জাগ্রত হতেই বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে। সে স্বপ্নের অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহর নিকট। এমন স্বপ্ন কখনো কারো নিকট বর্ণনা করবে না। কেননা খারাপ স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা করলে স্বপ্নব্যাখ্যাতা যে ব্যাখ্যা বলে দিবেন, অধিকাংশ সময়ই তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাই সাবধান থাকবে। কখনো কারো কাছে বর্ণনাই করবে না।

আল্লামা কাস্তালানি রহ. লিখেন, ইবরাহিম নাখঈ রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তবে সে যেন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলে—

أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنْ يُصِيبَنِيْ مِنْهَا مَا أَكْرَهُ فِي دِينِيْ وَدُنْيَايَ. (اِرْشَادُ السَّارِيْ)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ঘুমানোর সময় এ দুয়া পাঠ করবে :

بِسْمِ اللهِ. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ. وَشَرِّ عِقَابِهِ. وَشَرِّ عِبَادِهِ. وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ. وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ. (اِرْشَادُ السَّارِيْ)

## بَابٌ : اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

## ৩৬৯৪. অনুচ্ছেদ : ভালো স্বপ্ন নবুওয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا. لَقِيتُهُ بِالْيَمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ. وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ. وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. وَعَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৩৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু কাতাদা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন যেন তার থেকে আশ্রয় চায় এবং তার বাম দিকে থু থু ফেলে। তাহলে সে স্বপ্ন আর তার কোনো ক্ষতি করবে না। আবু আব্দুল্লাহ্ (ইয়াহ্য়া ইব্নে আবু কাছির) ... কাতাদা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৪-১০৩৫, পূর্বে ৪৬৫ ও ৮৫৫ এবং সামনে ১০৩৬, ১০৩৭ ও ১০৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### সহজ তরজমা

৬৫৩৫. মুহাম্মদ ইব্নে বাশ্শার রহ. ... উবাদা ইব্নে সামিত রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। সাবিত, হুমাইদ, ইসহাক ইব্নে আব্দুল্লাহ্ ও শুআইব রহ. আনাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১৯৩৫ এবং পূর্বে হযরত আনাস রাযি. সূত্রে ১০৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

## সহজ তরজমা

৬৫৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্নে কাযাআ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৫ এবং সামনে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. يَقُولُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

## সহজ তরজমা

৬৫৩৭. ইবরাহিম ইব্নে হামযা রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, ভালো স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابُ الْمُبَشِّرَاتِ

### ৩৬৯৫. অনুচ্ছেদ : সুসংবাদবাহী বিষয়াদি

**শব্দ বিশ্লেষণ**

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারি, ফাতহুল বারি, ইরশাদুস সারি ও আল-কাওকিবুদ দুরারিতে এরূপই আছে। তবে আমাদের ভারতীয় সংস্করণে الْمُبَشِّرَاتِ শব্দটি আলিফ-লাম ছাড়া রয়েছে অর্থাৎ بَابُ مُبَشِّرَاتٍ।

الْمُبَشِّرات শব্দের شين বর্ণে যের দিয়ে। এটি مُبَشِّرَةٌ-এর বহুবচন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, مُبَشِّرَاتٌ শব্দটি بُشْرٰى অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু উমদাতুল কারি গ্রন্থকার বলেন, বিষয়টি তেমন নয়। কেননা بُشْرٰى শব্দটি بَشَارَةٌ অর্থে ইসম। আর الْمُبَشِّرَةُ শব্দটি تَبْشِيْرٌ [সুসংবাদ দেওয়া] হতে ইসমে ফায়েলের ছিগাহ। অর্থাৎ مُبَشِّرٌ তথা সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে আনন্দ অনুভূতি সৃষ্টি করা।

এখানে الْمُبَشِّرَةُ দ্বারা الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ উদ্দেশ্য। সুতরাং 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে আবু দারদা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (يونس : ٦٤) قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ। তা ছাড়া তিরমিযি ও ইবনে মাজাহে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত রাযি. হতে বর্ণিত আছে, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আয়াতে কারিমা দ্বারা الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. يَقُولُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৩৮. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, সুসংবাদবাহী বিষয়াদি ছাড়া নবুওয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সাহাবাগণ আরয করলেন, সুসংবাদবাহী বিষয়াদি কী? তিনি বললেন, ভালো স্বপ্ন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ رُؤْيَا يُوسُفَ

## ৩৬৯৬. অনুচ্ছেদ : ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ❁ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ❁ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ❁ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ❁ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ❁ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : " فَاطِرٌ وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ. مِنَ الْبَدْوِ : بَادِيَةٍ "

আর আল্লাহর বাণী– স্মরণ কর! ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল, হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি; দেখেছি এদেরকে আমার প্রতি সাজ্দাবনত অবস্থায় ... তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইউসুফ : ৪-৬) তদ্রূপ আল্লাহর বাণী– হে আমার পিতা! এটিই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ... এবং [হে আমার পালনকর্তা!] আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (সূরা ইউসুফ : ১০০-১০১)

আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন : مُبْتَدِعٌ . بَارِئٌ . بَدِيعٌ . فَاطِرٌ ও خَالِقٌ সবগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ সৃষ্টিকারী। مِنَ الْبَدْوِ অর্থাৎ مِنَ الْبَادِيَةِ। এর দ্বারা وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ এর দিকে ইশারা করা হয়েছে।

## بَابُ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

## ৩৬৯৭. অনুচ্ছেদ : ইবরাহিম আ.-এর স্বপ্ন

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ، أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ❁ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ❁ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ❁ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ❁ قَالَ مُجَاهِدٌ : أَسْلَمَا : سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ، وَتَلَّهُ : وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ.

এবং আল্লাহর বাণী– এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহিম বলল : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে আমি জবাই করছি ...। এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা ছফ্ফাত : ১০২-১০৫)

মুজাহিদ রহ. বলেন, আসলামা শব্দের অর্থ—তাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা তারা মেনে নিল। আর تَلَّ শব্দের অর্থ, তার চেহারা মাটিতে রাখল।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

قَوْلُهُ : قَالَ مُجَاهِدٌ : মুজাহিদ রহ. বলেন, فَلَمَّا أَسْلَمَا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাঁরা উভয়ে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে রাজি হয়ে গেলেন। অর্থাৎ পিতা জবাই করতে ও পুত্র জবাই হতে রাজি হয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ : وَتَلَّهُ : 'তার চেহারা মাটিতে রাখল'। অর্থাৎ পুত্রকে উপুড় করে শোয়ালেন। যাতে তাঁর চেহারা দৃষ্টিগোচর না হয় আর পিতৃস্নেহ ঢেউ খেলে না যায়। ফলে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে বিলম্ব হয়ে যাবে।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**প্রশ্ন :** নবীগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তবে কেন হযরত ইবরাহিম আ. আপন স্নেহের পুত্রের সাথে পরামর্শস্বরূপ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى বললেন?

**জবাব :** হযরত ইবরাহিম আ. কথাটা হযরত ইসমাঈল আ.-কে এজন্য জিজ্ঞাসা করেন নি যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল কিংবা তিনি কোনো পরামর্শ ও মতামত নিতে চেয়েছিলেন রবং তিনি চেয়েছিলেন আপন পুত্রের পরীক্ষা নিতে; সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে কতটুকু প্রস্তুত? তিনি পুত্রের মনোভাব বুঝে নিতে চেয়েছিলেন—সে কি খুশি মনে আগ্রহী হচ্ছে, না-কি বাধ্য করতে হবে? জবাইয়ের পন্থা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন।

বলা হয়, হযরত ইবরাহিম আ. পরপর তিন রাত একই স্বপ্ন দেখেছেন। তৃতীয় দিন স্নেহের পুত্রকে জানালেন। সে-সময় হযরত ইসমাঈল আ.-এর বয়স ছিল ১৩ বছর। আবার কোনো কোনো মুফাসসির রহ. বলেন, তখন হযরত ইসামঈল আ. সাবালক/ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

بَابُ التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

## ৩৬৯৮. অনুচ্ছেদ : একাধিক লোকের অভিন্ন স্বপ্ন দেখা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.

### সহজ তরজমা

৬৫৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্নে বুকাইর রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। একদল লোককে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, শবে কদর [রমাযানের] শেষ সাত রাতের মধ্যে রয়েছে। আর কিছু সংখ্যক লোককে দেখানো হয়েছে তা শেষ দশ রাতের মধ্যে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা শবে কদর শেষ সাত রাতের মধ্যেই তালাশ করো!

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** উপর্যুক্ত বর্ণনায় অবশ্য সুস্পষ্ট মিল ও সমাঞ্জস্য উল্লেখ নেই। কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত এখানেও হাদিসের অপর একটি সনদের দিকে ইশারা করে দিয়েছেন। তা كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ-তে بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে গত হয়েছে। তাতে সুস্পষ্ট أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ বাক্য রয়েছে।

بَابُ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

## ৩৬৯৯. অনুচ্ছেদ : বন্দি, বিশৃঙ্খলাকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন

**শব্দ বিশ্লেষণ**

اَلسُّجُونِ : শব্দটি سِجْنٌ (সিনে যের)-এর বহুবচন। অর্থ : কয়েদখানা। জেলখানা। কারাগার। আর সিনে যবর দিয়ে بَاب نَصَرَ-এর মাসদার, سَجَنَ. يَسْجُنُ. سَجْنًا, বন্দি করা। وَالْفَسَادِ অর্থাৎ رُؤْيَا أَهْلِ الْفَسَادِ তথা গুনাহগার/ পাপাচারির স্বপ্ন। وَالشِّرْكِ অর্থাৎ رُؤْيَا أَهْلِ الشِّرْكِ। الشِّرْكِ শব্দটি আতফ হয়েছে الْفَسَادِ-এর ওপর; عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ স্বরূপ।

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ❁ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ❁ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ❁ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ... ❁

وَقَالَ الْفُضَيْلُ : لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ يَا عَبْدَ اللهِ! أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ❁ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ❁ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ

الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ❁ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ❁ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ❁ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ❁ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ❁ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ❁ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ❁ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ❁ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ❁ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ... ❁ [يوسف:٣٦-٥٠]

وَادَّكَرَ افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ. أُمَّةٍ : قَرْنٍ وَتُقْرَأُ أَمَهٍ نِسْيَانٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَعْصِرُونَ الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ. تُحْصِنُونَ تَحْرُسُونَ

মহান আল্লাহর বাণী– 'আর তার সাথে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল ... যখন তার কাছে দূত উপস্থিত হল, তখন সে বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও ...।' (সূরা ইউসুফ : ৩৬-৫০)

اِدَّكَرَ-এর আসল রূপ ذَكَرَ শব্দ থেকে اِذْتَكَرَ। أُمَّةٍ অর্থ, যুগ। أَمَهٍ-ও পড়া হয়। অর্থ, ভুলে যাওয়া। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, يَعْصِرُونَ অর্থাৎ আঙ্গুর ও তৈল নিংড়িয়ে রস বের করবে। تُحْصِنُونَ অর্থাৎ তোমরা সংরক্ষণ করবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**উল্লেখ্য,** আয়াতে কারিমাগুলোর পুরিপূর্ণ অনুবাদের জন্য বাংলা তরজমা কুরআন দেখুন!

وَادَّكَرَ افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ : ইমাম বুখারি রহ. বলেন اِدَّكَرَ শব্দটি ذَكَرَ ধাতু হতে بابِ افتعال-এর واحد مذكر غائب-এর ছিগাহ। এটি মূলত اِذْتَكَرَ ছিল। পরে افتعال-এর ت-কে دال দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এরপর একটি দাল আরেক দালের মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে اِدَّكَرَ হয়ে গেছে।

أُمَّةٍ : অর্থাৎ আয়াতে কারিমায় أُمَّةٍ অর্থ, قَرْنٌ (কাল/ যুগ)। শব্দটি মিমে যবর, তাশদিদ ছাড়া ও হা-বর্ণে যের দিয়ে أَمَهٍ-ও পড়া হয়। অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার পর। বলা হয়, এটা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর পঠনরীতি। আর এ পঠনরীতি বিরল।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْصِرُونَ الخ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, يَعْصِرُونَ-এর মর্ম হল—আঙ্গুর নিংড়াবে ও তৈল বের করবে উদ্দেশ্য। আর تُحْصِنُونَ অর্থ, সংরক্ষণে রাখবে।

✪ আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফসিরের গ্রন্থাবলি দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا عُبَيْدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي لَوْ كُنْتُ لَأَجَبْتُهُ فِي أَوَّلِ مَا دُعِيتُ لَمْ أُؤَخِّرْهُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৪০. আব্দুল্লাহ্ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইউসুফ আ. যতদিন কারাগারে কাটিয়েছেন, আমি যদি ততদিন কাটাতাম, এরপর আমার কাছে আহ্বানকারী [দূত বাদশার পক্ষ হতে] আসত, তাহলে আমি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দিতাম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৫ ও পূর্বে ৪৭৭-৬৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তরিত জানার জন্য নাসরুর বারি-৯ কিতাবুত্ তাফসিরে সূরা ইউসুফ দেখুন!

بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

### ৩৭০০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখে

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِيْ أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْيَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا رَآهُ فِيْ صُورَتِهِ.

## সহজ তরজমা

৬৫৪১. আবদান রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাগ্রতাবস্থায়ও আমাকে দেখবে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বলেন, ইবনে সিরিন রহ. বলেছেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর আকৃতিতেই দেখবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, হাদিসটি শিরোনামকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বপ্নে দেখা সত্য। এটা অনস্বীকার্য। এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন নয়। এটা শয়তানের সাদৃশ্যও নয়। এর সমর্থন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী– فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ অর্থাৎ اَلرُّؤْيَا الصَّحِيْحَةُ (সত্য স্বপ্ন দেখেছে)।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৫ ও পূর্বে ৯১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম-২/২৪১ ও ২৪২ তাবীর অধ্যায়ে, আবু দাউদ الادب অধ্যায়ে আর ইবনে মাজাহ ২৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

**ব্যাখ্যা:**

قوله : مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْيَقَظَةِ : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্ন দেখেছে, সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববি রহ. বলেন, এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে। যথা,

১। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবৎকালের যুগ পেয়েছে; কিন্তু দূরে থাকার কারণে তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে পারে নি, অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বপ্নে দেখেছে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে হিজরত করার তাওফিক দান করবেন এবং সে জাগ্রত অবস্থায় সচক্ষে আমাকে দর্শন ও আমার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে।

২। আল্লামা নববি রহ. আরো বলেন,

وَالثَّانِيْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرَى تَصْدِيقَ تِلْكَ الرُّؤْيَا فِي الْيَقَظَةِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ يَرَاهُ فِي الْآخِرَةِ جَمِيعُ أُمَّتِهِ مَنْ رَآهُ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ لَمْ يَرَهُ. (شرح مسلم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে তার সত্যায়ন স্বরূপ কেয়ামত দিবসে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দর্শন লাভে ধন্য হবে। সত্য হবে তার স্বপ্ন। বিশেষ পদ্ধতিতে খুব কাছে থেকে আমাকে দর্শন লাভে ধন্য হবে। অন্যদের তা লাভ হবে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে শুভপরিসমাপ্তি ও মহা সুসংবাদের প্রতি। অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হবে। মহান আল্লাহ তার অপার দয়া-করুণায় আমাদের ও আমাদের পরবর্তিদেরকে এ সৌভাগ্য দান করুন। আমিন! এ ব্যাখ্যার ফলে 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যারা দুনিয়ায় দেখেছেন এবং যারা দেখেননি, সমস্ত উম্মতই কিয়ামত দিবসে তাঁকে দেখতে পাবে', এ প্রশ্নও বাকি নেই।

৩। আল্লামা নববি রহ. আরো বলেন, وَالثَّالِثُ يَرَاهُ فِي الْآخِرَةِ رُؤْيَةً خَاصَّةً فِي الْقُرْبِ مِنْهُ وَحُصُولِ شَفَاعَتِهِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বপ্নে দেখবে, পরকালে সে বিশেষ পদ্ধতিতে খুব কাছে থেকে দেখতে পাবে এবং তাঁর সুপারিশ লাভ করবে। ইত্যাদি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

قوله : وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي : 'আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না'। সামনের হাদিস দ্বারা এর সমর্থন মিলে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে নিঃসন্দেহে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

قوله : قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : إِذَا رَآهُ فِي صُوْرَتِهِ : আবু যারের অনুলিপি অনুযায়ী আমাদের ভারতীয় সংস্করণে এ ইবরাত উল্লেখ নেই; কিন্তু বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থাবলি উমদাতুল কারি, ফাতহুল বারি, ইরশাদুস সারি ও আল- কাওকিবুদ দুরারি ইত্যাদি গ্রন্থে এ তা'লিকটি উল্লেখ রয়েছে। ইসমাঈল ইবনে ইসহাক রহ. এ তা'লিকটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার বিশিষ্ট তাবিয়ি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর আকৃতিতেই দেখবে, সে নিঃসন্দেহে তাঁকেই দেখেছে। কেননা শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন : إِذَا قَصَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صِفْ لِي الخ অর্থাৎ কেউ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.-এর নিকট গিয়ে যদি বলত—'আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি', তবে মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. তাকে বলতেন : তুমি যাকে দেখেছ তার গঠনাকৃতি বর্ণনা কর! সে যদি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুপ্রসিদ্ধ গঠনাকৃতির বর্ণনা না দিতে পারত, তাহলে ইবনে সিরিন রহ. তাকে বলতেন : তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখনি। এ বর্ণনাটির সনদ সহিহ। (ফাতহুল বারি ও উমদাতুল কারি)।

কিন্তু হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত হাদিস এর বিপরীত। তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : من رآني في المنام فقد رآني فإني أرى في كل صورة অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, নিশ্চয় সে আমাকেই দেখেছে। কেননা প্রত্যেক সুরতে আমি পরিদৃষ্ট হতে পারি।

**জবাব :** এর জবাবে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, فِي سَنَدِهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِاخْتِلَاطِهِ. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ الْاِخْتِلَاطِ অর্থাৎ এ হাদিসের সনদে একজন রাবী আছেন তাওয়ামার মুক্তকৃত দাস সালিহ। তিনি দুর্বল রাবী। শেষ বয়সে তিনি সহিহ-অসহিহের মধ্যে গুলিয়ে ফেলতেন। আর যিনি তাঁর থেকে এ হাদিসটি শ্রবণ করেছেন, তিনি তাঁর এ গুলিয়ে ফেলার অবস্থা সৃষ্টির পর শুনেছেন। (উমদাতুল কারি ও ফাতহুল বারি)

এরপর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا الخ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, অনেক আলেমের মাযহাব মতে যখন কোনো মুসলমান স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখে, তখন সে সত্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কেই দেখে। যেমন, এক বর্ণনায় রয়েছে : مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ। অধিকন্তু হযরত আবু হুযাইফা রাযি. হতেও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ إِنَّ

الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে সত্যই আমাকে দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়।

মোটকথা, হাদিসসমূহের সারমর্ম হল– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বপ্নে দেখা সত্য। যে কোনো সুরতেই দেখুক, তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়। কেননা শয়তান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য 'শরহে নববি আল-মুসলিম-২/২৪২'দেখুন!

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

## সহজ তরজমা

৬৫৪২. মুয়াল্লা ইব্‌নে আসাদ রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৫-১০৩৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/২৪২ ও শামায়েলে তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ : মুমিনের স্বপ্ন। رُؤْيَا অর্থ, স্বপ্নে দেখা। আর رُؤْيَةٌ চাক্ষুস দেখা। এ হিসাবে رُؤْيَةٌ ব্যাপক আর رُؤْيَا খাস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

এ হাদিসে রয়েছে, মুমিনের স্বপ্নকে নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বুখারি শরিফ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ইমাম নববি রহ. বলেন :

قَوْلُهُ ﷺ ﴿وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ ﴿رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ ﴿الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ ﴿رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ ﴿الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ﴾ فَحَصَلَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ الْمَشْهُورُ سِتَّةٌ وَأَرْبَعِينَ، والثانية خَمْسَةٌ وَأَرْبَعِينَ، والثالثة سَبْعِينَ جُزْءًا.

وَفِي غَيْرِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا﴾ وَفِي رِوَايَةٍ ﴿مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ﴾ وَفِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ ﴿مِنْ خَمْسِينَ﴾ وَمِنْ رِوَايَةِ بْنِ عُمَرَ ﴿سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ﴾ وَمِنْ رِوَايَةِ عُبَادَةَ ﴿مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ﴾

قَالَ الْقَاضِي أَشَارَ الطَّبَرِيُّ إِلَى أَنَّ هٰذَا الِاخْتِلَافَ رَاجِعٌ إِلَى اخْتِلَافِ حَالِ الرَّائِي فَالْمُؤْمِنُ الصَّالِحُ تَكُونُ رُؤْيَاهُ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَالْفَاسِقُ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّ الْخَفِيَّ مِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ وَالْجَلِيُّ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَقَامَ ﷺ يُوحَى إِلَيْهِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْهَا عَشْرُ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَرٰى فِي الْمَنَامِ الْوَحْيَ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا الخ (شرح مسلم :٢/٢٤١)

**জবাব :**

১। সারকথা, বস্তুত ৪৬, ৪৫ ও ৭০ ইত্যাদি সংখ্যার ভিন্নতা স্বপ্নদ্রষ্টার অবস্থার ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। যেমন, সৎ ও নেককার মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ আর ফাসিক ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওয়তের সত্তর ভাগের একভাগ। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন অভিমত আছে। তবে এটুকু নিশ্চয় বলা যায়, স্বপ্নদ্রষ্টার দীন-ঈমানের পরিপূর্ণতা ও অপূর্ণতার ভিত্তিতেই সংখ্যার ভিন্নতা হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

২। দ্বিতীয়ত বলা হবে, ছেচল্লিশ সংখ্যার বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ। এটি সহিহ বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর ওহী নবুওয়তের ২৩ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তন্মধ্যে দশ বছর মদিনায় আর ১৩ বছর মক্কায়। তন্মধ্যে প্রথম ষান্মাসিক ওহী এসেছিল স্বপ্নাকারে আর বাকি পয়তাল্লিশ ষান্মাসিক ওহী হযরত জিব্রাঈল আ. নিয়ে এসেছিলেন। এ হিসাবে মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ হয়। কেননা ২৩ বছরকে ছয় মাস করে ভাগ করা হলে তা ছেচল্লিশভাগে বিভক্ত হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى بِي.

### সহজ তরজমা

৬৫৪৩. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ও খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যে কেউ এমন কিছু দেখবে, যা সে অপছন্দ করে, সে যেন বামদিকে তিনবার থুক ফেলে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى بِي বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৬, পূর্বে ৪৬৫, ৮৫৫ ও ১০৩৬-১০৩৫ এবং সামনে ১০৩৭ ও ১০৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ تَابَعَهُ يُونُسُ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ.

### সহজ তরজমা

৬৫৪৪. খালিদ ইবনে আলী রহ. ... আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে ঠিকই দেখে। ইউনুস ও ইব্‌নে আখিয যুহ্‌রি রহ. থেকে যুবাইদীর অনুসরণ করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৬, পূর্বে ৪৬৫, ৮৫৫, ১০৩৪ ও ১০৩৫ এবং সামনে ১০৩৭ ও ১০৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْهَادِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ. عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَآنِيْ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِيْ.

### সহজ তরজমা

৬৫৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যই দেখে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। (কাস্তালানি)

بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ رَوَاهُ سَمُرَةُ

### ৩৭০১. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালীন স্বপ্ন প্রসঙ্গে

হযরত সামুরা রাযি. থেকে হাদিসটি বর্ণিত।

অর্থাৎ রাত্রে স্বপ্ন দেখা আর দিনে স্বপ্ন দেখার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি-না? (উমদাতুল কারি)
এ সংক্রান্ত হাদিস সামুরা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস এ অধ্যায়ের শেষ দিকে ১০৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُوْنَهَا.

### সহজ তরজমা

৬৫৪৬. আহমদ ইবনে মিকদাম ইজলি রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থপূর্ণ বাক্য দান করা হয়েছে এবং আমাকে প্রভাব সঞ্চারী প্রকৃতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। কোনো একরাতে আমি নিদ্রিত ছিলাম। ইত্যবসরে ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবি আমার কাছে এনে আমার হাতে রাখা হল। আবু হুরাইরা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন। আর তোমরা উক্ত ভাণ্ডারসমূহ হস্তান্তর করে চলছ।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৬, পূর্বে ৪১২ এবং সামনে ১০৩৮ ও ১০৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

مِقْدَام : শব্দটির মিমে যের, কাফ সাকিন; এরপর দাল, আলিফ ও মিম।

الطُّفَاوِيُّ : শব্দটির ত্ব বর্ণে পেশ, ফা-এ যবর। আলিফের পর واو বর্ণটি যের বিশিষ্ট হবে। বনি তুফাওয়াহর দিকে সম্পৃক্ত করে طُفَاوِيُّ বলা হয়। কারো কারো মতে একটি জযগার দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হয়।

عَنْ مُحَمَّد : অর্থাৎ প্রখ্যাত তাবিয়ি মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.। أُعْطِيتُ : হামযা বর্ণে পেশ হবে।

مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ : مَفَاتِيحَ শব্দটি أُعْطِيتُ-এর দ্বিতীয় মাফউল। আল্লামা কিরমানি ও বারমাভী রহ. বলেন : الْكَلِمِ অর্থ হল—যাতে শব্দ কম, অর্থ ব্যাপক। আর এটি অলঙ্কারশাস্ত্রের শেষ পর্যায়। এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ অর্থাৎ এমন বস্তু যার দ্বারা ব্যাপক ধন-সম্পদের কাছে পৌছা যায়।

ইসমাঈলির মতে হাসান ইবনে সুফিয়ান ও আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসিন উভয়ে আহমদ ইবনে মিকদাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বলতেন কম; কিন্তু এর অন্তর্নিহীত অর্থ ব্যাপক হত। আবার কারো কারো মতে جَوَامِعَ الْكَلِمِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনুল কারিম। (কাস্তালানি)

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/১৫৮ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا، تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ

## সহজ তরজমা

৬৫৪৭. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসলামা রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একরাতে আমাকে কা'বার কাছে স্বপ্ন দেখানো হল। তখন আমি গৌর বর্ণের সুন্দর এক পুরুষকে দেখলাম। তার মাথায় অতি চমতকার লম্বা লম্বা চুল ছিল। তা আচঁড়িয়ে রেখেছেন। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। তখন দু'ব্যক্তির উপর অথবা বলেছেন, দু'ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? বলা হল : মাসিহ ইব্‌নে মারইয়াম। এরপর অপর এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। সে ছিল কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট, ডান চোখ কানা; যেন (পানির উপর) ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল মাসিহ দাজ্জাল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৬, পূর্বে ৪৮৯ ও ৮৭৬, সামনে ১০৪০, ১০৪৫ ও ১১০১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/৯৬ বর্ণিত হয়েছে।

آدَمُ : বাদামি রংয়ের। মূলত أَأْدَمُ ছিল। দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে آدَمُ হয়েছে।

**প্রশ্ন :** এ হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, দাজ্জাল মক্কায় প্রবেশ করবে। অথচ অন্য হাদিসে আছে, দাজ্জালের জন্য হারামাইন তথা মক্কা-মদিনায় প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং হাদিস দুটির পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল।

**জবাব :**

১। সম্ভবত হারামাইনে দাজ্জালের প্রবেশ নিষিদ্ধতা সে-সময়ের সাথে খাস, যখন সে শেষ যুগে আল্লাহ দাবি করে দুনিয়ায় বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বের হবে। আলোচ্য হাদিসটি তার আবির্ভাব ও বের হওয়ার পূর্বেকার সময়ে প্রযোজ্য। সুতরাং আল্লামা কাসতালানি রহ. বলেন, দাপট দেখানো ও খোদা দাবি করে আবির্ভাবকালে তার হারামাইনে প্রবেশ নিষেধ।

২। অনুচ্ছেদের হাদিসে স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে নবীদের স্বপ্ন ওহী হয়। তদুপরি তাঁদের কিছু স্বপ্ন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়। এখানেও তাই উদ্দেশ্য। সুতরাং কা'বা শরিফ তাওয়াফ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দীন ইসলাম প্রদক্ষিণ করা এবং এর থেকে বিমুখ হওয়া। অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. তো দীনের সার্থে দীন ইসলামের চারপাশে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। আর দাজ্জাল দীন ইসলামের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে শুধু বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে। সারকথা, দাজ্জালের তওয়াফ দ্বারা বাইতুল্লাহর তওয়াফ উদ্দেশ্য নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ شُعَيْبٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ مَعْمَرٌ: لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৪৮. ইয়াহইয়া রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি। এরপর পুরো হাদিসটি বর্ণনা করেন। [সে হাদিস কিতাবুত্ তা'বিরের শেষে بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ শীর্ষক অনুচ্ছেদে ১০৪৩ পৃষ্ঠায় আসবে।]

সুলাইমান ইবনে কাছির, ইবনে আখিয যুহ্‌রি ও সুফিয়ান ইবনে হুসাইন রহ. ... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেক ইউনুস রহ. এর অনুসরণ করেছেন। যুবাইদি রহ. ... ইবনে আব্বাস অথবা আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতেন। মা'মার রহ. প্রথমে এ হাদিসের সনদ বর্ণনা করতেন না; কিন্তু পরবর্তীসময়ে করতেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৬ ও সামনে ১০৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ : সুলাইমান ইবনে কাছির এবং ইমাম যুহ্‌রির ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ও সুফিয়ান ইবনে হুসাইন এ হাদিসটি যুহ্‌রি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা সকলে উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। এটি ইমাম যুহ্‌লি রহ. زُهْرِيَّاتٌ যুহরিয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারি) কিন্তু আল্লামা আইনি রহ. বলেন, আমি এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত নই। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ।) আর সুফিয়ান ইবনে হুসাইন রহ.-এর মুতাবায়াতটি ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ: وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ : যুবাইদি যা-এ পেশ দিয়ে। ইমাম মুসলিম রহ. এটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.-এর সন্দেহ রয়েছে, এটি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেছেন না-কি হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ: وَقَالَ شُعَيْبٌ، وَإِسْحَاقُ الخ : এটি ইমাম যুহ্‌লি রহ. তাঁর যুহরিয়াতে মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ: وَكَانَ مَعْمَرٌ الخ : মা'মার ইবনে রাশিদ এ হাদিসটিকে প্রথমে মুত্তাসিল বর্ণনা করতেন না। অর্থাৎ উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.-এর মাধ্যম ছেড়ে সরাসরি ইমাম যুহ্‌রি রহ. থেকে বর্ণনা করতেন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেছেন ...। পরবর্তীসময়ে উবাইদুল্লাহর নাম নিতে শুরু করেন—ইমাম যুহ্‌রি রহ. উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে ...।

## بَابُ الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ.

**৩৭০২. অনুচ্ছেদ : দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখার বিধান**

হযরত ইবনে আওন রহ. ইবনে সিরিন রহ. থেকে বর্ণনা করেন, দিনের স্বপ্ন রাতের স্বপ্নের মতো।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ: مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ" شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ. فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

### সহজ তরজমা

৬৫৪৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাযি.-এর ঘরে যেতেন। আর সে ছিল উবাদা ইব্‌নে সামিত রাযি.-এর স্ত্রী। একদিন তিনি তার কাছে এলেন। সে তাঁকে আহার করাল। তারপর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর হেসে হেসে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কিসে হাসাল? তিনি বললেন : আমার উম্মতের একদল লোককে আমার কাছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত সাগরের মধ্যে জাহাজের উপর আরোহণ করে বাদশাহর সিংহাসনে অথবা বাদশাহদের মত তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট। রাবী ইসহাক সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুয়া করলেন। এরপর আবার তিনি মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হেসে হেসে জেগে উঠলেন। আমি বললাম, আপনাকে কে হাসাল ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত আমার একদল উম্মতকে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। পূর্বের মতো এ দল সম্পর্কেও বললেন। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এ দলভুক্ত করেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম দলে শামিল। উম্মে হারাম রাযি. মুয়াবিয়া ইব্‌নে সুফিয়ান রাযি.-এর আমলে সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেনে এবং সমুদ্র থেকে পেরিয়ে আসার সময় আপন সাওয়ারি থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যান।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৬-১০৩৭, পূর্বে ৩৯১, ৩৯২, ৪০৩, ৪০৫, ৯২৯ ও ৯৩০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

أُمِّ حَرَامٍ : হা ও রা বর্ণে যবর। مِلْحَانَ মিমে যের হবে। হযরত উম্মে হারাম হযরত আনাস রাযি.-এর খালা। উম্মে সালাম রাযি.-এর বোন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাযি.-এর স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাহরাম ছিলেন। এজন্য তিনি তার ঘরে তাশরিফ নিয়ে যেতেন।

✪ তবে তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কি আত্মীয়তা ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

✪ উমদাতুল কারিতে আছে, আবু আমর রহ. বলেন : উম্মে হারাম ও তার বোন উম্মে সুলাইম উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দুধ পান করিয়েছিলেন। কাস্তালানিতে আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুগ্ধ সম্পর্কীয় খালা ছিলেন।

ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ : ছা, বা ও জিমে যবর দিয়ে। অর্থাৎ وَسَطَهُ—সমুদ্রের মাঝে। সমুদ্র বক্ষে।

فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ : 'মুয়াবিয়া রাযি.-এর খেলাফত আমলে।' অনেকে এর দ্বারা হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর খেলাফতের বিশুদ্ধতার পক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সময় তিনি শামের গভর্নর ছিলেন। আর খলিফা ছিলেন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.। আর সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি দাবি অনুযায়ী তাঁর খেলাফতের সময় হয়েছিল বলে যদি মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপর হাদিসের ভিত্তিতে সঠিক নয়। যাতে বলা হয়েছে, اَلْخِلَافَةُ بَعْدِيْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً. ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا (আমার পরে খেলাফত হবে ত্রিশ বছর। এরপর হবে রাজত্ব)। আর হযরত মুয়াবিয়া রাযি. ও তার পরবর্তীদেরকে খলিফা বলা হলেও আসলে তারা ছিলেন রাজা-বাদশা। (উমদা-১৩/২১২, পাকিস্তানি সংস্করণ)

❖ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন : ইবনে তীন বর্ণনা করেন, অনেকে মনে করেছেন, এ হাদিসে আমির মুয়াবিয়া রাযি.-এর খেলাফতের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে। কেননা হাদিসে فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ বাক্য রয়েছে। কিন্তু এতে আপত্তি আছে। কেননা 'তাঁর যুগে' দ্বারা তাঁর শামে গভর্নর থাকাকালীন সময় উদ্দেশ্য। আর সে-সময় খলিফাতুল মুসলিমীন ছিলেন হযরত উসমান রাযি.।

তা ছাড়া হাদিসে খেলাফতের সত্যতা-অসত্যতার কোনো উল্লেখ নেই বরং এতে কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সুতরাং সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। তথাপি ঘটনাটি আমির মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনামলের হলেও কোনো বিরোধ নেই। কেননা অন্য হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে : اَلْخِلَافَةُ بَعْدِيْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا (আমার পরে খেলাফত হবে ত্রিশ বছর। এরপর হবে রাজত্ব)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবুওয়তের আলোকে খেলাফত। আর মুয়াবিয়া রাযি. ও তৎপরবর্তী অধিকাংশের খেলাফত ছিল রাজত্ব। অবশ্য তাদেরকে খলিফা বলেই সম্বোধন করা হত। (ফাতহুল বারি-১২/৩৩০, পাকিস্তানি সংস্করণ)

## بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ

## ৩৭০৩. অনুচ্ছেদ : নারীদের স্বপ্ন

আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : الْمُؤْمِنَةِ الصَّالِحَةِ-এর স্বপ্ন رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। অর্থাৎ নেককার সৎকর্মশীল পুরুষের স্বপ্নের মতো নেককার সৎকর্মশীলা নারীর স্বপ্নও নবুওয়তের অংশবিশেষ। (উমদাহ)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. حَدَّثَنِي اللَّيْثُ. حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ. امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ. أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً. قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا. فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ. دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ. فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا

يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ. وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ. وَوَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي. فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا.

## সহজ তরজমা

৬৫৫০. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... খারিজা ইব্‌নে যায়িদ ইব্‌নে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। উম্মুল আলা নামে জনৈকা আনসারি নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে জানালেন, আনসারগণ লটারির মাধ্যমে মুহাজিরগণকে ভাগ করে নিয়েছিল। আমাদের ভাগে পড়লেন উসমান ইব্‌নে মাযউন রাযি.। আমরা তাকে আমাদের ঘরের মেহমান বানিয়ে নিলাম। এরপর তিনি এমন এক ব্যথায় আক্রান্ত হলেন যে, সে ব্যথায় তার মৃত্যু হল। মারা যাওয়ার পর তাঁকে গোসল দেওয়া হল। তাঁর কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন পরানো হল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন। উম্মুল আলা রাযি. বলেন : আমি বললাম, তোমার উপর আল্লাহর রহমত হোক হে আবু সাইব! আমার সাক্ষ্য তোমার বেলায় হল, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কিভাবে জানলে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! তাহলে কাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তাঁর ব্যাপার তো হল, তার মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! তার জন্য আমি কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও আমি জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? তখন উম্মুল আলা রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আগামীতে কখনো কারো বিশুদ্ধতার প্রত্যয়ন করব না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে বাহ্যত কোনো মিল নেই। হাদিসটি ইতোপূর্বে بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে (নাসরুল বারি-৬/৫৫০) বর্ণিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ রয়েছে, উম্মুল আলা বলেন : وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ قَالَتْ فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي. فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ অর্থাৎ সে কথা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তিনি বলেন, এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমাকে স্বপ্নে দেখানো হল, উসমান (ইবনু মাযউন রাযি.)-এর জন্য একটা প্রস্রবণ প্রবহিত হচ্ছে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি বলেন, তা হল তার নেক আমল। তা ছাড়া খোদ এ رُؤْيَا النِّسَاءِ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিসে রয়েছে, وَأَحْزَنَنِي فَنِمْتُ. فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي. فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ذَلِكَ عَمَلُهُ অর্থাৎ বিষয়টি আমাকে চিন্তিত করল। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, উসমান ইব্‌নে মাযউন রাযি.-এর জন্য প্রস্রবণ প্রবহিত হচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, এটা তার আমল। (বুখারি-২/১০৩৭)

[সুতরাং বলা যায়, ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত এখানে হাদিসটির অন্য সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।]

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭, পূর্বে ১৬৬, ৩৬৯ ও ৫৫৯, সামনে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**প্রশ্ন :** হাদিসে আছে, وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي। আর সূরা ফাতহে আছে, لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ। আর এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, তিনি নিষ্পাপ। তাহলে উক্ত হাদিসাংশের মর্ম কী?

**জবাব :**

১। হতে পারে হাদিসটি উক্ত আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

২। আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, যদি বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ। একান্ত তাঁরই জন্য বিভিন্ন বিশেষ মর্যাদা-স্থান রয়েছে। সুতরাং আমি জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে বলার মর্ম কি? আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন, এর জবাবে আমি বলব : এখানে বিস্তারিত জানা না থাকার কথা বলা হয়েছে। আর জানা আছে সারসংক্ষেপ। (আল-কাওঅকিবুদ দুরারি)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا، وَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ. قَالَتْ : وَأَحْزَنَنِي فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : ذٰلِكَ عَمَلُهُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৫১. আবুল ইয়ামান রহ. ... যুহরি রহ. থেকে এ হাদিসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি জানি না, তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা রহ. বললেন, আমি এতে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : এটা তার আমল।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭ এবং পূর্বে ১৬৬, ৩৬৯ ও ৫৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

قَوْلُهُ : عَيْنًا تَجْرِي : আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, তার জন্য প্রবহমান ছিল। কেননা তার কিছু আমল চালু ছিল। তার ছওয়াবও চালু ছিল। সুতরাং তার এক নেককার সুসন্তান ছিল। তিনি বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। নাম ছিল সায়েব রাযি.। দ্বিতীয়ত হযরত উসমান রাযি. আল্লাহর রাস্তার একজন অতন্দ্র প্রহরী। এজন্য ফুযালা রাযি.-এর হাদিসের কারণে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের আমল মৃত্যুর পরও চালু থাকে। যথা, হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ রাযি. মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন : كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يَنْمُى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (فَتْحُ الْبَارِي : ١٢/٤١١) অর্থাৎ প্রত্যেক মৃতব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহর রাস্তার অতন্দ্র প্রহরী এর ব্যতিক্রম। কেননা তাঁর আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (কাস্তালানি)

بَابٌ : اَلْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

## ৩৭০৪. অনুচ্ছেদ : খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন যেন তার বামদিকে থু থু নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর আশ্রয় চায়

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفُرْسَانِهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ، فَلَنْ يَضُرَّهُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৫২. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ... আবু কাতাদা আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি ও অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, যা তার কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়, তখন সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে এবং এ স্বপ্ন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করবে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে ১০৩৭, পূর্বে ৪৬৫, ৮৫৫, ১০৩৪, ১০৩৫ ও ১০৩৬ এবং সামনে ১০৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ اللَّبَنِ

### ৩৭০৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে দুধ দেখা

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ. قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الْعِلْمَ

## সহজ তরজমা

৬৫৫৩. আবদান রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা হাজির করা হল। আমি তা থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তারপর অবশিষ্টাংশ উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, ইলম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, এতে স্বপ্নে দুধ দেখার ব্যাখ্যা রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭, পূর্বে ১৮ ও ৫২০ এবং সামনে ১০৪০ ও ১০৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

**দুধ ও ইলম-জ্ঞানের মধ্যে মিল**

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, উভয়টিতেই ব্যাপক লাভ ও উপকারিতা রয়েছে। দুধ মানুষের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। আর ইলম রুহানি শক্তি বৃদ্ধি করে। এতে দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের কামিয়াবি ও সফলতা নিহীত। এভাবে দুধ দ্বারা শরীরে সতেজতা আসে আর ইলম-জ্ঞান অন্তর-আত্মাকে করে জীবন্ত; প্রাণময়।

হাফেজ আসকালানি রহ. বলেন, দুধ ও ইলম উভয়টি ব্যাপক লাভজনক ও উপকারী হওয়ার কারণে দুধের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইলম-জ্ঞান। (ফাতহুল বারি)

**শব্দ বিশ্লেষণ**

إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ : 'রা' বর্ণে যের, ইয়া বর্ণে তাশ্‌দিদ। سمع يسمع থেকে অর্থ,পরিতৃপ্ত হওয়া।

فِي أَظْفَارِي : আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এখানে في অব্যয়টি على অর্থে ব্যবহৃত। যেমন : কুরআনে আছে, (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ .طه)।

**জ্ঞাতব্য :** এ বর্ণনা দ্বারা হযরত আবু বকর রাযি.-এর উপর হযরত উমর রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্বের সন্দেহ একাধিক কারণে ঠিক নয়। যথা,

১। এটি আংশিক ফযিলত। এটা ব্যাপক ফযিলত আবশ্যক করে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আবু বকর রাযি. সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ আমার অন্তরে যা ঢেলে দিয়েছেন, আমি তা আবু বকর রাযি.-এর অন্তরে ঢেলে দিয়েছি।

২। হয়তো হযরত আবু বকর রাযি. তখন উপস্থিত ছিলেন না। যার ফলে তাঁর আলোচনাই আসেনি।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে হযরত আবু বকর রাযি.-ই সবচেয়ে সম্মানী ও শ্রেষ্ঠ। এর উপর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য রয়েছে।

بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

### ৩৭০৬. অনুচ্ছেদ : যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নখে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

#### সহজ তরজমা

৬৫৫৪. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা পেশ করা হল। আমি তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পান করলাম। এমনকি তৃপ্তির চিহ্ন আমার চতুর্দিক দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। তারপর অবশিষ্টাংশ উমর ইব্‌নে খাত্তাবকে প্রদান করলোম। তাঁর পাশের লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, ইলম।

#### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭ এবং পূর্বে ১৮ ও ৫২০ এবং সামনে ১০৪০ ও ১০৪১ পৃষ্ঠায়।

✪ বিস্তারিত ব্যাখা জানার জন্য পূর্বের হাদিস দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

### ৩৭০৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা দেখার ব্যাখ্যা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّينَ.

#### সহজ তরজমা

৬৫৫৫. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি একদা ঘুমিয়েছিলাম। একদল লোককে স্বপ্নে দেখলাম, তাদেরকে আমার কাছে আনা হচ্ছে। আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত আর কারো কারো তার নিচ পর্যন্ত। উমর ইব্‌নে খাত্তাব আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তার গায়ে যে জামা ছিল, তা মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বললেন : দীন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭, পূর্বে ৮ ও ৫২১ এবং সামনে ১০৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ স্বপ্নে জামা দেখার ব্যাখ্যা করেছেন দীন। বাকি ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তর জানতে নাসরুল বারি-১/২৬০ দ্রষ্টব্য।

## بَابُ جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭০৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা হিঁচড়িয়ে চলা

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذٰلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اَلدِّينَ

## সহজ তরজমা

৬৫৫৬. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছনে : আমি একদা নিদ্রিত ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার কাছে একদল লোক পেশ করা হল আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত আর কারো কারো এর নিচ পর্যন্ত। আর উমর ইব্‌নে খাত্তাবকে এমতাবস্থায় আমার কাছে পেশ করা হল, সে তার গায়ের জামা হেঁচড়িয়ে চলছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, দীন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭ এবং পূর্বে ৮, ৫২১ ও ১০৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**দীনের সাথে পোশাকের সামঞ্জস্য**

পোশাক তিন কারণে পরিধান করা হয়। যথা,

১। সতর ঢেকে রাখা।

২। গরম-ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকা।

৩। সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

অনুরূপভাবে দীন-ধর্মও মানুষের জন্য তেমনি উপকারী। যথা,

১। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ঢাকনা স্বরূপ।

২। আখেরাতের বালা-মসিবত থেকে রক্ষাকারী।

৩। সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ।

পূর্বে জানা গেছে, দীন শব্দটি ঈমান ও ইসলামের সমষ্টির উপর প্রয়োগ হয়। এজন্য ঈমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি এর দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর আমলের কারণে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হকপন্থিদের কেউ অস্বীকার করেন না।

✪ বাকি প্রশ্নোত্তর জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৬০ দ্রষ্টব্য।

## بَابُ الْخُضْرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

## ৩৭০৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা

**শব্দবিশ্লেষণ**

اَلْخُضْرِ : خ বর্ণে পেশ, ض বর্ণ সাকিন। اَخْضَرُ-এর বহুবচন। অর্থ, রং-বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রসিদ্ধ রং। (উমদাহ)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ﷺ. فَقَالُوا : هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا. قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ. مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا. وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ فَقِيلَ : اِرْقَهْ. فَرَقِيتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.

### সহজ তরজমা

৬৫৫৭. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ আল জু'ফি রহ. ... কায়স ইব্‌নে উবাদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মজলিসে ছিলাম। যেখানে সাদ ইব্‌নে মালিক রাযি. এবং ইব্‌নে উমার রাযি.-ও ছিলেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সালাম রাযি. ওই পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। লোকেরা বলল, ওই লোকটি জান্নাতিদের একজন। আমি তাঁকে বললাম, লোকেরা এরূপ এরূপ বলছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তাদের জন্য শোভা পায় না যে, তারা এমন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবে, যে বিষয় সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, যেন একটি স্তম্ভ একটি সবুজ বাগিচায় রাখা হয়েছে এবং সেটা যেথায় স্থাপন করা হয়েছে তার শিরোভাগে একটি রশি ছিল। আর নিচের দিকে ছিল একজন খাদেম। 'মিনসাফ' অর্থ খাদেম। বলা হল, এ স্তম্ভ বেয়ে উপরে আরোহণ কর। আমি উপরের দিকে আরোহণ করতে করতে রশিটি ধরে ফেললাম। এরপর এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বর্ণনা করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আব্দুল্লাহ মযবুত রশি ধারণকারী অবস্থায় মারা যাবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৮, পূর্বে ৫৩৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭১০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নারীর নিকাব উন্মোচন করা

স্বপ্নে পুরুষ নারীর কাপড় খোলা অর্থাৎ চেহারা থেকে কাপড় সরানো, যেন দেখে বিবাহ করতে পারে। (উমদাহ)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ. فَيَقُولُ : هٰذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَأَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ

### সহজ তরজমা

৬৫৫৮. উবাইদ ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাকে আমায় দু'বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে এবং বলছে ওনি আপনার স্ত্রী। আমি তার নিকাব উন্মোচন করে দেখতে পাই যে, ওই নারীটি তুমিই। আমি বলেছি : যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَأَكْشِفُهَا বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭ এবং পূর্বে ৫৫১ পৃষ্ঠায় পরপর তিনবার বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭১১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ. رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ : اِكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَقُلْتُ : إِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ : اِكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَقُلْتُ : إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

### সহজ তরজমা

৬৫৫৯. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : [আয়েশা] তোমাকে বিবাহ করার পূর্বেই দু'বার আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, একজন ফিরিশতা তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি নিকাব উন্মোচন করুন! যখন তিনি নিকাব উন্মোচন করলেন, তখন আমি দেখতে পেলাম—সে নারী তুমিই। আমি তখন বললাম : এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। এরপর পুনঃ আমাকে দেখানো হল, ফিরিশতা তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছেন। আমি বললাম, আপনি (তার নিকাব) উন্মোচন করুন! তিনি তা উন্মোচন করলে আমি দেখতে পেলাম, সে নারী তুমিই। তখন আমি বললাম : এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৭ এবং পূর্বে ৫৫১, ৭৬০, ৭৬৮ ও ১০৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

## ৩৭১২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. يَقُولُ : بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ : أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الْكَثِيرَةَ. الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ. فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ. وَالأَمْرَيْنِ. أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬০. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভীতি উদ্রেককারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে ভূ-পৃষ্ঠের ভাণ্ডারসমূহের চাবি পেশ করে আমার সামনে রাখা হল।

(আবু আব্দুল্লাহ) মুহাম্মদ বুখারি রহ. বলেন, আমার কাছে পৌছেছে যে, 'সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী'-এর অর্থ : আল্লাহর অনেক বিষয় যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লেখা হত—একটি বা দুটি বিষয়ে সন্নিবেশিত করে দেন, অথবা এর অর্থ অনুরূপ কিছু।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৮, পূর্বে ৪১৮ ও ১০৩৬ এবং সামনে ১০৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: مَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ : আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেন, خَزَائِنُ الأَرْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– এ উম্মতের বিপুল গণিমত লাভ এবং কিসরা-কায়সারের সম্পদ লাভ ইত্যাদি। (কাস্তালানি)

◉ আরো ব্যাখ্যা জানতে নাসরুল বারি-৭/১৫৮ দ্রষ্টব্য।

بَابُ التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

## ৩৭১৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে হাতল বা আংটায় ঝুলার ব্যাখ্যা

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ. وَوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ. فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ. فَقِيلَ لِي : ارْقَهْ قُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ. فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ. فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا. فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإِسْلَامِ وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ ও খলিফা রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি একটি বাগিচায় আছি। বাগিচার মাঝখানে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের শির্ষে একটি হাতল।

তখন আমাকে বলা হল, উপরের দিকে উঠুন। আমি বললাম, পারছি না। তখন আমার কাছে একজন খাদেম আসল ও আমার কাপড় গুটিয়ে দিল। আমি উপরের দিকে উঠতে উঠতে হাতলটি ধরে ফেললাম। হাতলটি ধরে থাকা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। এরপর এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : ওই বাগিচা ইসলামের বাগিচা, ওই স্তম্ভ ইসলামের স্তম্ভ, আর ওই হাতল হল শক্ত হাতল। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে শক্ত করে ধরে থাকবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৮ ও পূর্বে ৫৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### بَابُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

### ৩৭১৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর খুঁটি দেখার ব্যাখ্যা

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

عَمُودٌ : শব্দটির আইনে যবর। অর্থ : ভিত্তি, খুঁটি, পিলার। এটি একবচন। এর বহুবচন হল, عُمُدٌ ও أَعْمِدَةٌ।

الْفُسْطَاطِ : 'ফা' বর্ণে পেশ বা যের। পরে দুটি ط বর্ণ। অর্থ, বড় তাবু।

বলা বাহুল্য, ইমাম বুখারি রহ. এ অনুচ্ছেদে কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি। মনে হয় তাঁর শর্ত মাফিক কোনো হাদিস তিনি পাননি। তবে বিশুদ্ধ মতে হয়তো তিনি এ শিরোনাম দ্বারা সেই হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ও তাবরানি বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি.-এর সূত্রে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي فَإِذَا هُوَ قَدْ عُهِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ فَالْأَمْنُ بِالشَّامِ. (فَتْحُ الْبَارِي لِابْنِ حَجَرٍ : ١٢/٤٠٢)। (কাস্তালানি) আরো বিস্তারিত জানার জন্য ইরশাদুস সারি ও উমদাতুল কারি দ্রষ্টব্য।

### بَابُ الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

### ৩৭১৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখার ব্যাখ্যা

(الْإِسْتَبْرَقِ অর্থ, মোটা রেশমী কাপড়।)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ. لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ. فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ : "إِنَّ أَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ. أَوْ قَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬২. মুআল্লা ইবনে আসাদ রহ. ... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই, আমার হাতে যেন রেশমী এক টুকরা কাপড়। জান্নাতের যে স্থানেই তা আমি নিক্ষেপ করি, তা আমাকে সে স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ স্বপ্ন আমি হাফসা রাযি.-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা রাযি. তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন : তোমার ভাই একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অথবা বললেন, আব্দুল্লাহ তো একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে মিল রয়েছে رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ বাক্যে। আর শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে মিল রয়েছে لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৯, পূর্বে ১৫১ দু'বার ও ৫২৯ এবং সামনে ১০৪০ ও ১০৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**একটি সন্দেহ নিরসন**

এ হাদিসে যদিও إِسْتَبْرَقٌ শব্দ উল্লেখ নেই, কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত হাদিসটির অন্য সনদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সেটি এ বুখারি শরিফেই ১৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ। তা ছাড়া তিরমিযি শরিফে উল্লেখ রয়েছে, كَأَنَّمَا فِي يَدِي قِطْعَةُ إِسْتَبْرَقٍ। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই। (ফাতহ)

### بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

### ৩৭১৬. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে বেড়ি/ বন্ধন দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে কেউ নিজেকে বন্দি দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, দীনের উপর অটলতা। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এমনটিই বলেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. سَمِعْتُ عَوْفًا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ. يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ. وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ. وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ. قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَنَا أَقُولُ هٰذِهٖ قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ : حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ. وَبُشْرٰى مِنَ اللهِ. فَمَنْ رَأٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلٰى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ. وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ : اَلْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. وَرَوٰى قَتَادَةُ. وَيُونُسُ. وَهِشَامٌ. وَأَبُو هِلَالٍ. عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ. وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ وَقَالَ يُونُسُ : لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَيْدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে সাব্বাহ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুওয়ত কোনো কিছুই মিথ্যা হতে পারে না। রাবী মুহাম্মদ রহ. বলেন, আমি এরূপ বলছি। তিনি বলেন : বলা হয়, স্বপ্ন তিন প্রকার—মনের কল্পনা, শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং আল্লাহর তরফ হতে সুসংবাদ। তাই যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে বরং উঠে যেন (নফল) নামায আদায় করে নেয়। রাবী বলেন, স্বপ্নে শৃঙ্খল দেখা অপছন্দনীয় মনে করা হত এবং পায়ে বেড়ী দেখাকে তারা পছন্দ করতেন। বলা হত, পায়ে বেড়ি দেখার ব্যাখ্যা 'দীনের উপর অবিচলতা'। কাতাদা, হিশাম ও আবু হিলাল রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ এসবকে হাদিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (পক্ষান্তরে) আওফের বর্ণনা কৃত হাদিস সুস্পষ্ট। ইউনুস রহ. বলেছেন, আমি বেড়ির ব্যাখ্যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকেই মনে করি। আবু আব্দুল্লাহ [ইমাম বুখারি রহ. ] বলেন, শৃঙ্খল গলদেশেই বাঁধা হয়।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**জ্ঞাতব্য :**

এখানে সাধারণ মানুষ একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের একটি অংশ। তা দুনিয়ায় এখানো অবশিষ্ট আছে। আর দুনিয়ায় নুওয়তের অংশবিশেষ অবশিষ্ট ও বাকি থাকাকেই কতক লোক এখনো নবুওয়ত অবশিষ্ট আছে বলে ধরে নিয়েছে। অথচ এটা কুরআন মাজিদের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহিহ হাদিসের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। তা ছাড়া ইজমায়ে উম্মতেরও বিরোধী। কেননা খতমে নবুওয়তের আকিদা সর্বসম্মত।

এখানে সবচেয়ে বড় বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা হল, কোনো জিনিসের একাংশ বিদ্যমান থাকাকে হুবহু ওই জিনিসটিই বিদ্যমান ধরে নেওয়া। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে, কোনো একটি জিনিসের একাংশ বিদ্যমান থাকা পুরোপুরি সেই জিনিসটির অস্তিত্ব বা বিদ্যমান থাকাকে আবশ্যক করে না। যেমন, কারো ঘরে গাড়ির একটি চাকা/ টায়ার আছে। এতে কেউ বুঝবে না যে, গাড়ি আছে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির নখ-চুল ইত্যাদি দেখে কেউ বলে না, মানুষটিই আপাদমস্তক বিদ্যমান রয়েছে।

তাই আমি বলি—যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নুওয়তের একাংশ অবশিষ্ট ও বিদ্যমান থাকাকে নবুওয়ত অবশিষ্ট আছে বলে মনে করে, তার তো উচিত নিজেকে একটা গাধা জ্ঞান করা। কেননা তার মধ্যে গাধার একাংশ নয় বরং একাধিক অংশ হাত-পা-মাথা-প্রাণ বিদ্যমান। এখন সে নিজেকে গাধা মনে করুক। নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তিকে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিতে গাধা বলাই যুক্তিযুক্ত।

بَابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

### ৩৭১৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখার ব্যাখ্যা

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ. فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكِ. قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللهِ. قَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ. إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ. وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ. قَالَتْ: وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي. فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬৪. আবদান রহ. ... উম্মুল আলা রাযি. থেকে বর্ণিত। আর তিনি তাদেরই এক নারী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন : যখন মুহাজিরদের বাসস্থান নিরূপণের জন্য আনসারগণ লটারী দিলেন, তখন আমাদের ঘরে বসবাসের জন্য উসমান ইবনে মাযউন রাযি. আমাদের ভাগে পড়েন। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করলাম। অবশেষে তিনি মারা গেলেন। এরপর আমরা তাকে তার কাপড় দিয়েই কাফন পরিয়ে দিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু সাইব! তোমার উপর আল্লাহর রহমত হোক! তোমার বেলায় আমার সাক্ষ্য হল, আল্লাহ

তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তা কি করে জানলে? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি জানি না। তিনি বললেন : তার তো মৃত্যু হয়ে গেছে। আমি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না, আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার হবে? উম্মুল আলা রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আর কখনো কারো শুচিতার প্রত্যয়ন করব না। উম্মুল আলা রাযি. বলেন, আমি স্বপ্নে উসমান রাযি.-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : এটা তাঁর আমল; তার জন্য অব্যাহত থাকবে।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِيْ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৯, পূর্বে ১৬৬, ৩৬৯, ৩৭০, ৫৫৯ ও ১০৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتّٰى يَرْوَى النَّاسُ

رَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

### ৩৭১৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নযোগে কূপ থেকে পানি উত্তোলন, যাতে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়

হাদিসটি হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ. فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ. وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ. فَغَفَرَ اللهُ لَهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ. فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا. فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ. حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

### সহজ তরজমা

**৬৫৬৫.** ইয়াকুব ইব্নে ইবরাহিম ইব্নে কাছির রহ. ... ইব্নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমি একটি কূপের পাশে বসে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করছি। ইত্যবসরে আমার কাছে আবু বকর ও উমর আসল। আবু বকর বালতিটি হাতে নিয়ে এক বা দুই বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর আবু বকরের হাত থেকে উমর তা গ্রহণ করল। তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের মতো এতটা ঝানু কর্মঠ দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৯ পূর্বে ৫১৯ ও ৫২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قوله : وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ : ضَعْفٌ** অর্থ, উচ্চ মর্যাদা হ্রাস/ খর্ব করা উদ্দেশ্য নয়। এতে খেলাফতের সময়কাল কম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (কাস্তালানি)

## بَابُ نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

## ৩৭১৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কূপ থেকে এক-দুই বালতি পানি তুলতে দেখার ব্যাখ্যা

**শব্দ বিশ্লেষণ :** ذَنُوبٌ শব্দটির যালে যবর। অর্থ, পানি ভর্তি বালতি।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ. فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا. فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬৬. আহমদ ইবনু ইউনুস রহ. ... সালিমের পিতা [আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি.] থেকে বর্ণিত। তিনি আবু বকর ও উমর রাযি. সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্বপ্ন প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি লোকজনকে সমবেত হতে দেখলাম। তখন আবু বকর দাঁড়িয়ে এক বা দুই বালতি পানি উত্তোলন করল। আর তার উত্তোলনে সামান্য দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন! এরপর ইবনুল খাত্তাব দাঁড়াল। আর তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি লোকদের মধ্যে উমরের মতো এতটা ঝানু কর্মঠ কাউকে দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলি নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৯, পূর্বে ৫১৩ ও ৫১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ. أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ. رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ. وَعَلَيْهَا دَلْوٌ. فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ. فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ. وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ. وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا. فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬৭. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন আমি নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি কূপের পাশে রয়েছি। আর এর নিকট একটি বালতি রয়েছে। আমি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করলাম, যতখানি আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। এরপর বালাতিটি ইব্‌নে আবু কুহাফা গ্রহণ করেন। তিনি কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করেন। তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। আর তারপর বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। তখন তা উমর ইবনুল খাত্তাব গ্রহণ করল। আমি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের মতো পানি উত্তোলন করতে দেখিনি। অবশেষে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলি নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৩৯-১০৪০, পূর্বে ৫১৭ এবং সামনে ১০৪০ ও ১১১৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

## بَابُ الاِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭২০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা

قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ إِنْ كَانَ الْمُسْتَرِيحُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ يَقْوَى أَمْرُهُ وَتَكُونُ الدُّنْيَا تَحْتَ يَدِهِ لِأَنَّ الْأَرْضَ أَقْوَى مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُنْبَطِحًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا وَرَاءَهُ (فَتْحُ الْبَارِي لِابْنِ حَجَرٍ : ١٢ / ٤١٥)

স্বপ্নের ব্যাখ্যাতাগণ বলেন : বিশ্রামকারী যদি চিৎ হয়ে শয়ন করে থাকেন, তবে তিনি সর্ব কাজে শক্তি যোগাবেন। দুনিয়া থাকবে তার করতলে। কেননা হেলানের জন্য ভূমিই সবচেয়ে উপযোগী। পক্ষান্তরে যদি উপুড় হয়ে শয়ন করতে দেখে, তবে এর ব্যাখ্যা তার বিপরীত হবে। কেননা সে জানে না, তার পিছনে কি আছে। (ফাতহুল বারি)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ . رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ . فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي . فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ . وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ . فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ . فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ . وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ .

### সহজ তরজমা

৬৫৬৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহিম রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি হাউজের কাছ থেকে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছি। তখন আমার কাছে আবু বকর আসল। আমাকে বিশ্রাম দেওয়ার নিমিত্ত আমার হাত থেকে সে বালতিটি নিয়ে গেল এবং দুই বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইবনুল খাত্তাব এসে তার কাছ থেকে তা নিয়ে নিল এবং পানি উত্তোলন করতে থাকল। অবশেষে লোকেরা [পরিতৃপ্তিসহ] ফিরে গেল। অথচ হাউজের পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لِيُرِيحَنِي বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪০, পূর্বে ৫১৭ ও ১০৩৯ এবং সামনে ১১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**প্রশ্ন :** এ হাদিসটি ৫১৭ পৃষ্ঠায় (اَىْ عَلٰى بِئْرٍ ..الخ) رَأَيْتُ عَلٰى قَلِيْبٍ শব্দে, ১০৩৯ পৃষ্ঠার শেষে بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْتُنِيْ عَلٰى قَلِيْبٍ (وَهُوَ الْبِئْرُ الْمَقْلُوْبُ تُرَابُهَا ...الخ) শব্দে এবং ১০৩৯ পৃষ্ঠায়ই এক বর্ণনায় بَيْنَا عَلٰى بِئْرٍ ...الخ শব্দে বর্ণিত আছে। কিন্তু এখানে ১০৪০ পৃষ্ঠায় رَأَيْتُ أَنِّيْ عَلٰى حَوْضٍ শব্দে বর্ণিত আছে। সুতরাং এসব বর্ণনার ভিন্নতার সমাধান কী?

**জবাব :** এখানে 'হাউজ' দ্বারা কূপের পাশে অবস্থিত হাউজ উদ্দেশ্য। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন : এতদুভয়ের সমন্বয়ে বলা হয়, হাউজটি ছিল কূপের পাশে। যাতে উট তা থেকে পানি পান করতে পারে। সুতরাং কোনো বিরোধ নেই। আর হাউজটি যেন কূপের পানি দ্বারা পূর্ণ করা হত। এরপর সেখান থেকে মানুষ নিজেদের জন্য ও চতুষ্পদ প্রাণীর জন্য পানি সংগ্রহ করত। (কাস্তালানি)

## بَابُ الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭২১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ : أَعَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، أَغَارُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৬৯. সাঈদ ইব্‌নে উফাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি একসময় ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। হঠাৎ দেখি, জনৈকা নারী একটি প্রাসাদের পাশে অজু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। তাই আমি ফিরে এলাম। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক! হে আল্লাহর রাসূল (আপনার উপরেও কি) আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪০ এবং পূর্বে ৪৬০, ৫২০ ও ৭৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ : أَعَلَيْكَ :** এখানে হতে পারে عَلَى বলে مِنْ উদ্দেশ্য। কুরআন মাজিদেও عَلَى হরফে জার مِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী : اَلَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا : لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ. قَالَ : وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ.

### সহজ তরজমা

৬৫৭০. আমর ইব্‌নে আলী রহ. ... জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমি আমাকে একটি স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার? তারা বলল, কুরাইশের জনৈক ব্যক্তির। হে ইবনুল খাত্তাব! এ প্রাসাদে ঢুকতে আমাকে কিছুই বাধা দিচ্ছিল না। কেবল তোমার আত্মমর্যাদাবোধ, যা আমার জানা ছিল। উমর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪০, পূর্বে ৫২০ ও ৭৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭২২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে অজু করতে দেখা

قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ رُؤْيَةُ الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ وَسِيلَةٌ إِلَى سُلْطَانٍ أَوْ عَمَلٍ فَإِنْ أَتَمَّهُ فِي النَّوْمِ حَصَلَ مُرَادُهُ فِي الْيَقَظَةِ وَإِنْ تَعَذَّرَ لِعَجْزِ الْمَاءِ مَثَلًا أَوْ تَوَضَّأَ بِمَا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ فَلَا وَالْوُضُوءُ لِلْخَائِفِ أَمَانٌ وَيَدُلُّ عَلَى حُصُولِ الثَّوَابِ وَتَكْفِيرِ الْخَطَايَا.

অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, স্বপ্নে অজু করতে দেখা শাসকের নিকট বা কাজে যাওয়ার উপায়। সুতরাং যদি স্বপ্নে অজু সম্পন্ন করতে পারে, তবে জাগ্রত অবস্থায় বাস্তবে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। কিন্তু যদি মনে করুন! পানির অভাবে অজু করতে পারল না বা নামায জায়েয হয় না এমন কিছু দিয়ে অজু করল, তবে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। তা ছাড়া অজু ভীত ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা। অজু সওয়াব লাভ ও গুনাহ মুক্তির ইঙ্গিত।

(উমদাতুল কারি-২৪/১৫৯; ফাতহুল বারি-১২/৪১৭)

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا" فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৭১. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একসময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি একদা ঘুমিয়েছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম এবং (দেখতে পেলাম যে,) একজন নারী একটি প্রাসাদের পাশে অজু করছে। আমি বললাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে আমি ফিরে এলাম। তা শুনে উমর রাযি. কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাব?

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪১ এবং পূর্বে ৪৬০, ৫২০, ৭৮৬ ও ৭৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭২৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কাবাগৃহ তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে

قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ الطَّوَافُ يَدُلُّ عَلَى الْحَجِّ وَعَلَى التَّزْوِيجِ وَعَلَى حُصُولِ أَمْرٍ مَطْلُوبٍ مِنَ الْإِمَامِ وَعَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَعَلَى خِدْمَةِ عَالِمٍ وَالدُّخُولِ فِي أَمْرِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ الرَّائِي رَقِيقًا دَلَّ عَلَى نُصْحِهِ لِسَيِّدِهِ.

অর্থাৎ এ অধ্যায় হচ্ছে স্বপ্নে বাইতুল্লাহ তওয়াফ করা প্রসঙ্গে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, স্বপ্নে তাওয়াফ করতে দেখার ব্যাখ্যা হচ্ছে হজ করা, বিবাহ করা, শাসক থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল, পিতা-মাতার সেবা, আলেমের খেদমত করা, শাসকের কাজে শরিক হওয়া ইত্যাদি বুঝায়। আর যদি স্বপ্নদ্রষ্টা হালকা গড়নের হয়, তাহলে এটা তার আপন মনিব/ নেতাকে উপদেশ দান বুঝায়। (উমদাতুল কারি-২৪/১৫৯; ফাতহুল বারি-১২/৪১৭)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، سَبْطُ الشَّعَرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا : ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا : هٰذَا الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ " وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ.

### সহজ তরজমা

৬৫৭২. আবুল ইয়ামান রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। তখন আমি আমাকে কা'বা গৃহ তাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন সময় সোজা চুল বিশিষ্ট একজন পুরুষকে দুজন পুরুষের মাঝখানে দেখলাম, যার মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনি কে? তারা বলল, ইব্‌নে মারইয়াম। এরপর আমি ফিরে আসতে লাগলাম। এ সময় একজন লাল বর্ণের মোটাসোটা, কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট ও ডানচোখ কানা ব্যক্তিকে দেখলাম। তার চোখ যেন ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কে? তারা বলল, এ হল দাজ্জাল। তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হল ইব্‌নে কাতান। আর ইব্‌নে কাতান হল বনু মুস্তালিক গোত্রের খুজাআ বংশের একজন লোক।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪০, পূর্বে ৪৮৯, ৮৭৬ ও ১০৩৬ এবং সামনে ১০৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এ হাদিসের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেন, দাজ্জাল মক্কায় যাবে বটে; কিন্তু মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ ধারণ সঠিক নয়। বিশুদ্ধ মতে মক্কা-মদিনা দুটিই আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। সে এ হারামাইনে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে এটা দাজ্জাল নিজেকে আল্লাহ দাবি করার পরে হবে। এর পূর্বে সে হারামাইনে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লামা কিরমানি রহ.-ও তাই বলেছেন : দাজ্জাল নিজের দাপট-অহংকার প্রকাশ ও নিজেকে খোদা দাবি করার পরে আর হারামাইনে প্রবেশ করতে পারবে না। (উমদাহ)

## بَابٌ إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

## ৩৭২৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় অন্যকে দেওয়া

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ. قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الْعِلْمُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৭৩. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি একদা ঘুমিয়েছিলাম। আমি দেখলাম, দুধের একটা পেয়ালা আমাকে

দেওয়া হল। তা থেকে আমি (প্রচুর) পান করলাম। এমনকি আমাতে তৃপ্তির চিহ্ন প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর (অবশিষ্টাংশ) উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ স্বপ্নে ব্যাখ্যা কি প্রদান করলেন? তিনি বললেন, ইলম।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪০, পূর্বে ১৮, ৫২০ ও ১০৩৭ এবং সামনে ১০৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭২৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা

الرَّوْعِ : 'রা' বর্ণে যবর। و বর্ণে সাকিন। অর্থ : ভয়। (উমদাহ, ফাতহুল বারি)

قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ مَنْ رَأَى أَنَّهُ خَائِفٌ مِنْ شَيْءٍ أَمِنَ مِنْهُ وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمِنَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَخَافُ مِنْهُ : অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন : কেউ যদি স্বপ্নে কোনো জিনিস থেকে ভয় পায়, তবে সে তা থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যদি এর বিপরীত তথা কেউ কোনো জিনিস থেকে নিজেকে নিরাপদ দেখে, তবে সে তা থেকে ভয় পাবে। (ফাতহুল বারি-১২/৪১৮) আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ : إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. كَانُوْا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَيَقُصُّوْنَهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ. وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ. وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هٰؤُلَاءِ. فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا. فَبَيْنَمَا أَنَا كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ. فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ. يُقْبِلَانِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ. وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ. ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ : لَنْ تُرَاعَ. نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ. لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتّٰى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ. لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ. بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ. رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ. عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ. فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ. فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ. عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ. لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ.

## সহজ তরজমা

৬৫৭৪. উবাইদুল্লাহ ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বেশ কজন সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে স্বপ্ন দেখতেন। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাখ্যা দিতেন, যা আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক যুবক। আর বিয়ের আগে মসজিদই ছিল আমার ঘর। আমি মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, যদি তোমার মধ্যে কল্যাণ থাকত, তাহলে তুমি তাদের মতো স্বপ্ন দেখতে। আমি একরাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন, আমার মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত আছে, তবে আমাকে কোনো একটি স্বপ্ন দেখান। আমি

সে অবস্থায়ই (ঘুমিয়ে) রইলাম। দেখলাম আমার কাছে দুজন ফিরিশতা এসেছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই লোহার একটি করে হাতুড়ি। তারা আমাকে নিয়ে (জাহান্নামের দিকে) অগ্রসর হচ্ছেন। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে থেকে আল্লাহর কাছে দুয়া করছি, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নাম থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর আমাকে দেখানো হল, একজন ফিরিশতা আমার কাছে এসেছেন। তাঁর হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। সে আমাকে বলল, তোমার অবশ্যই কোনো ভয় নেই। তুমি খুবই ভালো লোক। যদি বেশি করে নামায আদায় করতে। তারা আমাকে নিয়ে চলল, অবশেষে তারা আমাকে জাহান্নামের (তীরে এনে) দাঁড় করাল, (যা দেখতে) কূপের মতো গোলাকার। আর কূপের মতো এরও রয়েছে অনেক শিং। আর দু'শিংয়ের মাঝখানে একজন ফিরিশতা, যার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। আর আমি এতে কিছু লোককে (জাহান্নামে) শিকল পরিহিত দেখলাম। তাদের মাথা ছিল নিচের দিকে। কুরাইশের কতক ব্যক্তিকে তথায় আমি চিনে ফেললাম। এরপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে ফিরল। এ ঘটনা (স্বপ্ন) আমি হাফসা রাযি.-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা রাযি. তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আব্দুল্লাহ তো সৎকর্মশীল ব্যক্তি, যদি সে (রাত্রিবেলা) নামায পড়ত! নাফি রহ. বলেন, এরপর থেকে তিনি সর্বদা বেশি করে (নফল) নামায আদায় করতেন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَنْ تُرَاعَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪০-১০৪১ এবং পূর্বে ১৫১, ১৫২, ৫২৯ ও ১০৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

**قوله : مِقْمَعَةٌ :** শব্দটির মিমে যের, কাফ সাকিন। একবচন। বহুবচন مَقَامِعُ। অর্থ, লোহার চাবুক, লোহার হাতুড়ি। এর দ্বারা তাহাজ্জুদের ফযিলত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

بَابُ الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

## ৩৭২৬. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ডানদিক গ্রহণ করতে দেখা প্রসঙ্গে

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন : অন্য বর্ণনায় عَلَى الْيَمِينِ-এর স্থলে بِالْيَمِينِ রয়েছে। সেখানে হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। আর স্বপ্নে ডানদিকে যেতে দেখা ডানপন্থি হওয়ার আলামত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي، فَانْطَلَقَا بِي، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ، إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ. فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ، أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ.

## সহজ তরজমা

৬৫৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি মসজিদেই রাত্রি যাপন করতাম। আর যারাই স্বপ্নে কিছু দেখত,

তারা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বর্ণনা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহ! যদি তোমার নিকট আমার জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে আমাকে কোনো স্বপ্ন দেখাও, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমি নিদ্রা গেলাম। তখন দেখতে পেলাম যে, দুজন ফিরিশতা আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে চলল। এরপর তাদের সাথে অপর একজন ফিরিশতার সাক্ষাৎ ঘটল। সে আমাকে বলল, তোমার কোনো ভয়ের কারণ নেই। তুমি তো একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক। এরপর তারা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলল। দেখলাম, তা কূপের মতো গোলাকার নির্মিত। আর এর মধ্যে বেশ কিছু লোক রয়েছে। এদের কতককে আমি চিনতে পারলাম। এরপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে চলল। যখন সকাল হল, আমি হাফসা রাযি.-এর নিকট সব ঘটনা উল্লেখ করলাম। পরে হাফসা রাযি. বললেন, তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোক। (তিনি আরো বলেছেন) যদি সে রাতে বেশি করে নামায আদায় করত! যুহ্‌রি রহ. বলেন, এরপর থেকে আব্দুল্লাহ (ইব্‌নে উমর) রাযি. রাতে বেশি করে নামায আদায় করতে লাগলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪১ এবং পূর্বে মসজিদে ঘুমানোর বিষয়টি ৬৩, ১৫১, ১৫৫, ৫২৯, ১০৩৯ ও ১০৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

## ৩৭২৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে পেয়ালা দেখা

أَي. هَذَا بَابٌ فِي ذكر من أعطى قدحًا فِي نومه. قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ اَلْقَدَحُ فِي النَّوْمِ امْرَأَةٌ أَوْ مَالٌ مِنْ جِهَةِ امْرَأَةٍ وَقَدَحُ الزُّجَاجِ يَدُلُّ عَلَى ظُهُورِ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَّةِ وَقَدَحُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثَنَاءٌ حسن ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَ فِي بَابِ اللَّبَنِ وَقَدْ مَضَى شرحه هُنَاكَ. (عمدة القارى :/ ؛ فتح البارى لابن حجر : ١٢ / ٤٢٠)

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি স্বপ্নে পিয়ালা দেখার বর্ণনা প্রসঙ্গে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন : স্বপ্নে পাত্র দেখার অর্থ, নারী দেখা অথবা নারীর পক্ষ থেকে সম্পদ লাভ। কাচের পাত্র দেখা গোপন বিষয় প্রকাশ আর স্বর্ণ-রুপার পাত্র স্বপ্নে দেখা উত্তম প্রশংসা বুঝায়। (উমদাতুল কারি-২৪/১৬২; ফাতহুল বারি-১২/৪২০)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اَلْعِلْمَ

## সহজ তরজমা

৬৫৭৬. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম, আমার কাছে দুধের একটা পিয়ালা আনা হল। আমি তা থেকে পানি করলাম। এরপর আমার অবশিষ্টাংশ উমর ইব্‌নে খাত্তাবকে প্রদান করলাম। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর ব্যাখ্যা কি প্রদান করেছেন। তিনি বললেন, ইলম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪১ এবং পূর্বে ১৮, ৫২০, ১০৩৭ ও ১০৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪২৫ দ্রষ্টব্য।

## بَابٌ إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭২৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কোনো কিছু উড়তে দেখা

أي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذَا طَارَ الشَّيْءُ من الرَّائِي فِي مَنَامِهِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَطِيرَ قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ مَنْ رَأَى أَنَّهُ يَطِيرُ فَإِنْ كَانَ إِلَى جِهَةِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ تعريج ناله ضَرَرٌ فَإِنْ غَابَ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَرْجِعْ مَاتَ وَإِنْ رَجَعَ أَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ يَطِيرُ عَرْضًا سَافَرَ وَنَالَ رِفْعَةً بِقَدْرِ طَيَرَانِهِ فَإِنْ كَانَ بِجَنَاحٍ فَهُوَ مَالٌ أَوْ سُلْطَانٌ يُسَافِرُ فِي كَنَفِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جَنَاحٍ دَلَّ عَلَى التَّغْرِيرِ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ وَقَالُوا أن الطيران للشرار دَلِيل ردئ. (فتح الباري: ١٢ / ٤٢٠ ؛ وهكذا في عمدة القاري: ٢٤ / ١٦٢)

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদে 'উড়তে অক্ষম বস্তু উড়ে যেতে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা' বর্ণনা করা হবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, স্বপ্নে কেউ নিজেকে আকাশ পানে নির্বিঘ্নে উড়ে যেতে দেখলে তার কোনো ধরনের ক্ষতি হবে। সুতরাং যদি আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায় ও ফিরে না আসে, তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। যদি ফিরে আসে, তবে সে তার রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে। প্রস্থে উড়ে যেতে দেখলে সফর করবে এবং তার উড়ার পরিমাণ মর্যাদা লাভ হবে। ডানায় উড়তে দেখা ধন-সম্পদ বা শাসক তার নিরাপত্তায় ভ্রমণ করার আলামত। আর ডানা ছাড়া উড়তে দেখা শাস্তির ইঙ্গিত, যাতে সে-ও শামিল থাকবে। দুষ্ট লোকের উড়তে দেখা তার হীনতার পরিচয়। (ফাত্হ ও উমদাহ)

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ. قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي ذَكَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ. رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ. فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا. فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا. فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৭৭. সাঈদ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. ... উবাইদুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস রাযি. বললেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমাকে দেখানো হল, আমার হাত দুটিতে স্বর্ণের দুটি চুড়ি রাখা হয়েছে। আমি সে দুটি কেটে ফেললাম ও অপছন্দ করলাম। এরপর আমাকে অনুমতি প্রদান করা হল, আমি উভয়টিকে ফুঁ দিলাম। ফলে উভয়টি উড়ে গেল। আমি চুড়ি দুটির ব্যাখ্যা করলাম, দুজন মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার বের হবে।

উবাইদুল্লাহ রহ. বলেন, এদের একজন আল আনসী। তাকে ইয়ামানে ফাইরুয রাযি. হত্যা করেছেন। আর অন্যজন হল মুসায়লিমা।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে। فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪১, পূর্বে ৫১১, ৬২৮, ৬২৯ এবং সামনে ১০৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

❍ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪৫২-৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন!

## بَابٌ إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

## ৩৭২৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে গরু জবাই হতে দেখা

﴿أي هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا رأى فِي الْمَنَام بقرًا تنحر . وَجَوَاب إِذا مَحْذُوف تَقْدِيره إِذا رأى أحد بقرًا تنحر يعبر بِحَسب مَا يَلِيق بِهِ. وَالنَّبِيّ لما رأى بقرًا تنحر كَانَ تَأْوِيل رُؤْيَاهُ قتل الصَّحَابَة الَّذين قتلوا بِأحد. ﴾ وَقَالَ الْمُهلب: وَفِي رُؤْيَاهُ بقرًا ضرب الْمثل لِأَنَّهُ رأى بقرًا تنحر فَكَانَت الْبَقر أَصْحَابه فعبر عَن حَال الْحَرْب بالبقر من أجل مَا لَهَا من السِّلَاح والقرون شبهت بِالرِّمَاحِ. وَلما كَانَ طبع الْبَقر المناطحة والدفاع عَن أَنْفسهَا بقرونها كَمَا يفعل رجال الْحَرْب وَشبه النَّحْر بِالْقَتْلِ. (عمدة القاري: ٢٤ / ١٦٣)

এ অনুচ্ছেদটি স্বপ্নে গাভী জবাই হতে দেখার ব্যাখ্যার বর্ণনা প্রসঙ্গে। إذا-এর জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ যদি স্বপ্নে গাভী জবাই হতে দেখে, তাহলে স্বপ্নদ্রষ্টার শান মুতাবেক এর ব্যাখ্যা হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বপ্নে গাভী জবাই হতে দেখেছিলেন, এর ব্যাখ্যা ছিল উহুদ যুদ্ধে সাহাবিদের শাহাদাত বরণ। (উমদাহ)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهِ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ. وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ.

### সহজ তরজমা

৬৫৭৮. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম : আমি মক্কা থেকে এমন এক স্থানের দিকে হিজরত করছি, যেখানে খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, সে স্থানটি 'ইয়ামামা' অথবা 'হাজার' হবে। অথচ সে স্থানটি হল মদিনা তথা ইয়াসরিব। আর আমি (স্বপ্নে) সেখানে একটি গরু দেখলাম। আল্লাহর কসম! এটা কল্যাণকরই। গরুর ব্যাখ্যা হল, উহুদেরে যুদ্ধে (শাহাদাত প্রাপ্ত) মুমিনগণ। আর কল্যাণের ব্যাখ্যা হল এটাই, যে কল্যাণ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন এবং সত্যের বিনিময় যা আল্লাহ বদর যুদ্ধের পর আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا বাক্যে।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**প্রশ্ন :** কেউ বলতে পারেন, শিরোনামে গাভী জবাইয়ের কথা রয়েছে। অথচ হাদিসে তার উল্লেখ নেই।

**জবাব :** ইমাম বুখারি রহ. স্বভাবত এখানেও অন্য বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যা হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তাতে আছে, رَأَيْتُ بَقَرًا تُنْحَرُ অর্থাৎ গাভী জবাই হতে দেখেছেন। (উমদাহ) আল্লামা নববি রহ. বলেছেন, অন্য বর্ণনায় গাভী জবাই হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। (বুখারি শরিফের টীকা)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪১-১০৪২, পূর্বে ৫১১, ৫৬৮ ও ৫৮৪ এবং সামনে ১০৪২ পৃষ্ঠায়।

## بَابُ النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

## ৩৭৩০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ফুঁক দেওয়া প্রসঙ্গে

قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ النفخ يعبر بالكلام وَقَالَ ابن بَطَّالٍ يُعَبِّرُ بِإِزَالَةِ الشَّيْءِ الْمَنْفُوخِ بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ شَدِيدٍ لِسُهُولَةِ النَّفْخِ عَلَى النَّافِخِ وَيَدُلُّ عَلَى الْكَلَامِ وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ الْكَذَّابِينَ الْمَذْكُورِينَ بِكَلَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرِهِ بِقَتْلِهِمَا

এ অনুচ্ছেদটি স্বপ্নে ফুৎকার দেওয়া দেখা প্রসঙ্গে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণ বলেন : ফুঁক দেওয়ার ব্যাখ্যা হল কথা বলা। আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, ফুঁক দেওয়া বস্তুটি অনায়েসে অপসারণ অর্থাৎ যে বস্তুতে ফুঁক দেওয়া হচ্ছে, তা তেমন কঠিন কষ্ট ব্যতীত দূর করা। কেননা ফুঁকদাতার জন্য কিছুতে ফুঁক দেওয়া একটি সহজ কাজ। এটা কথার প্রতি ইঙ্গিত। আর আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -এর কথার কারণে আলোচিত মিথ্যুককে ধ্বংস করেছেন। তাঁকে আদেশ করেছেন [নবুওয়তি দাবিদার] দুই মিথ্যুককে হত্যা করতে। (ফাতহুল বারি-১২/৪২৩ ও উমদাতুল কারি-২৪/১৬৪)

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا : صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

### সহজ তরজমা

৬৫৭৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহিম হানযালি রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা সর্বশেষ ও সর্বপ্রথম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম আমাকে ভূ-পৃষ্ঠের ভাণ্ডারসমূহ দেওয়া হয়েছে। আর আমার হাতে স্বর্ণের দুটি চুড়ি রাখা হয়, যা আমার কাছে কষ্টকর মনে হল। আর আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তখন আমাকে নির্দেশ করা হল, যেন আমি চুড়ি দুটিতে ফুঁ দিই। তাই আমি উভয়টিতে ফুঁ দিলাম [চুড়ি দুটি উড়ে গেল]। আমি চুড়ি দুটির ব্যাখ্যা এভাবে দিলাম যে, (নবুওয়তের) দুজন মিথ্যা দাবিদার রয়েছে। তাদের মাঝখানে আমি আছি। সানার বাসিন্দা ও ইয়ামামার বাসিন্দা।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪১ এবং পূর্বে ৫১১, ৬২৮ ও ৬২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

- বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪৫২ 'বনি হানিফার প্রতিনিধি দল' দ্রষ্টব্য।
- হাদিসের প্রথম অংশ نَحْنُ الْآخِرُونَ-এর ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারি-২/১৮০-১৮১ দ্রষ্টব্য।

## بَابٌ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ، فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

## ৩৭৩১. অনুচ্ছেদ : কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একস্থান থেকে কোনো কিছু বের করে অন্যত্র রেখেছে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا

## সহজ তরজমা

৬৫৮০. ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... সালিমের পিতা আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি দেখেছি, যেন এলোকেশী জনৈক কালো নারী মদিনা থেকে বের হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাহইয়াআ নামক স্থানে। আর এটিকে জুহফা বলা হয়। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, মদিনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ বাক্যে। কেননা হাদিসটির অন্য সনদে أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ শব্দ রয়েছে। এখানে মূলত সে দিকেই ইঙ্গিত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪২, সামনে ১০৪২ ও ১০৪২ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

**مَهْيَعَةَ :** মিম বর্ণে যবর, 'হা' বর্ণে সাকিন, ইয়া বর্ণে যবর, আইন বর্ণেও যবর। শেষে স্ত্রীলিঙ্গের তা।

**جُحْفَةُ :** শব্দটির মিমে পেশ, হা-সাকিন। জুহ্‌ফা। এটি مَهْيَعَةَ-এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে।

**জ্ঞাতব্য :** কেউ বলতে পারেন, শিরোনামে তো أَخْرَجَ الشَّيْءَ অর্থাৎ কোনো বস্তু বের করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদিসে আছে, خَرَجَتْ [নিজে বের হয়েছে]। আসলে এখানে ইমাম বুখারি রহ. অন্য বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কাজেই উমদাতুল কারিতে خَرَجَتْ-এর পরিবর্তে أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ শব্দ রয়েছে।

কিতাবুল মানাসিক তথা হজ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, শামবাসীদের মিকাত তথা ইহরাম বাধার জায়গা হল 'জুহফা'।

ঘটনা হল : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদিনায় তাশরিফ রাখেন, তখন মদিনা সবচেয়ে বেশি রোগ-ব্যাধির এলাকা ছিল। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুয়া করলেন। ফলে তা জুহফা এলাকায় চলে যায়। তখন সেখানে বসবাস করত ইহুদিরা। আর জুহ্‌ফা এলাকার রোগ-ব্যাধির অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, সেখানকার অধিকাংশ শিশু যুবক হওয়ার পূর্বেই মারা যেত।

بَابُ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

## ৩৭৩২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কালো নারী দেখা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ : رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ. فَتَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ. وَهِيَ الْجُحْفَةُ

## সহজ তরজমা

৬৫৮১. মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকর মুকাদ্দামি রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি মদিনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন : আমি দেখেছি এলোকেশী একজন কালো নারী মদিনা থেকে বের হয়েছে। অবশেষে মাহইয়ায়া নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, মদিনার মহামারী মাহইয়ায়া নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর এটা হল, জুহফা।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪২, পূর্বে ১০৪২ ও সামনে ১০৪২ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

## ৩৭৩৩ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে এলোকেশী নারী দেখা

حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ. حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ. وَهِيَ الْجُحْفَةُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৮২. ইবরাহিম ইব্‌নে মুনযির রহ. ... সালিমের পিতা আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি। এলোকেশী একজন কালো নারী মদিনা থেকে বের হয়ে মাহইয়া গিয়ে থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা দিলাম, মদিনার মহামারী মাহইয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আর এ স্থানের [আরেক] নাম জুহফা।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪২ ও পূর্বে ১০৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

## ৩৭৩৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজেকে তরবারি নাড়াচাড়া করতে দেখা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ. عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ. عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ فِيْ رُؤْيَايَ أَنِّيْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى. فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ. فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ. وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ.

### সহজ তরজমা

৬৫৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌নে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম একটা তরবারি নাড়াচাড়া করছি। আর এর মধ্যভাগ ভেঙে গেল। এর ব্যাখ্যা হল বিপদ, যা উহুদের যুদ্ধে মুমিনদের ভাগ্যে ঘটেছে। পুনরায় আমি তরবারিটি নাড়লাম। এতে তা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে সুন্দর অবস্থায় ফিরে আসল। এর ব্যাখ্যা হল, আল্লাহর দেওয়া বিজয় ও মুমিনদের ঐক্য।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪২ এবং পূর্বে ৫১১, ৫৬৮, ৫৮৪ ও ১০৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৪১-৪২ দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَنْ كَذَبَ فِيْ حُلُمِهٖ

## ৩৭৩৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি স্বপ্নের ব্যাপারে মিথ্যা বলার গুনাহ প্রসঙ্গে।

حُلُمٌ : হা ও লাম বর্ণে পেশ দিয়ে। অবশ্য ফাতহুল বারি ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, লামে পেশ ও সাকিন দু'ভাবেই পড়া যায়। (কাস্তালানি) অর্থাৎ حُلُمٌ শব্দটি بَاب نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। حُلُمًا , حُلْمًا অর্থ, স্বপ্ন দেখা। বহুবচন أَحْلَامٌ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ، صُبَّ فِيْ أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. قَالَ سُفْيَانُ : وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَوْلَهُ : مَنْ كَذَبَ فِيْ رُؤْيَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ : عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَوْلَهُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، وَمَنْ تَحَلَّمَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ

### সহজ তরজমা

৬৫৮৪. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি, তাকে দুটি যবের দানায় গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনো পারবে না। যে কেউ কোনো এক দলের কথার দিকে কান লাগাল, অথচ তারা এটা পছন্দ করে না অথবা বলেছেন, অথচ তারা তার থেকে পলায়নপর, কিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে কেউ কোনো প্রাণীর ছবি আঁকে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। সুফিয়ান বলেছেন, আইয়ূব এ হাদিসটি আমাদেরকে মওসুল রূপে বর্ণনা করেছেন। কুতাইবা রহ. বলেন, আবু আওয়ানা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন মিথ্যা বর্ণনা করে ...। শু'বা রহ. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে কেউ ছবি আঁকে ... যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে ... যে কেউ কান লাগায় ...।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪২ ও পূর্বে ২৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৬/১৪৯ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ. نَحْوَهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ.

### সহজ তরজমা

৬৫৮৫. ইসহাক রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে কেউ কান লাগাবে ..., যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে ... এবং যে কেউ ছবি আঁকবে ...। অবশিষ্ট হাদিস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হিশাম রহ. ইকরামা থেকে ইব্‌নে আব্বাস সূত্রে খালিদ এর অনুসরণ করেছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَمَنْ تَحَلَّمَ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ مِنْ أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ

## সহজ তরজমা

৬৫৮৬. আলী ইব্‌নে মুসলিম রহ. ... ইব্‌নে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখানো, যা চক্ষুদ্বয় দেখে নি (অর্থাৎ যা সে স্বপ্নে দেখে নি, এমন কিছু স্বপ্নে দেখেছে বলে দাবি করা অর্থাৎ একদম মিথ্যা বানোয়াট স্বপ্ন বর্ণনা করা)।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। (উমদাহ)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪২-১০৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

উমদাতুল কারি, ইরশাদুস সারি প্রভৃতির অনুলিপিতে إِنَّ مِنْ أَفْرَى الفِرَى স্থলে مِنْ أَفْرَى الفِرَى উল্লেখ আছে। أَفْرَى শব্দটি ইসমে তাফযিল। অর্থ, বড় মিথ্যা। الفِرَى শব্দটির راء বর্ণে যবর। অর্থ, বিস্ময়কর মিথ্যা।

بَابُ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

### ৩৭৩৬. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা ও আলোচনা না করা

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৮৭. সাঈদ ইব্‌নে রবি' রহ. ... আবু সালামা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি আবু কাতাদা রাযি.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমিও এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে রোগাকাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি রাসলূল সা. কে বলতে শুনলাম তিনি বলেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে, তখন এমন ব্যক্তির কাছেই বলবে : যাকে সে পছন্দ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে, তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তিনবার থু থু ফেলে আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৩, পূর্বে ৪৬৫, ৮৫৫, ১০৩৪, ১০৩৬, ১০৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. লিখেছেন, قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِالرُّؤْيَا الْحَسَنَةِ مَنْ لَا يُحِبُّ قَدْ يُفَسِّرُهَا لَهُ بِمَا لَا يُحِبُّ إِمَّا بُغْضًا وَإِمَّا حَسَدًا فَقَدْ تَقَعُ عَنْ تِلْكَ الصِّفَةِ أَوْ يَتَعَجَّلُ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ حُزْنًا وَنَكَدًا فَأُمِرَ بِتَرْكِ تَحْدِيثِ مَنْ لَا يُحِبُّ بِسَبَبِ ذَلِكَ. وَالْمُحِبُّ لَا يُعَبِّرُهَا إِلَّا بِخَيْرٍ অর্থাৎ প্রিয়জন ভিন্ন কারো কাছে স্বপ্নের কথা বলবে না। কেননা সে হয়তো ক্ষোভ, হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে কোনো অপব্যাখ্যা দিবে। আর তাতে তার অন্তরে দাগ কেটে যাবে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় নিজের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে বসবে। এজন্যই প্রিয়জন ব্যতীত কারো নিকটে স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রিয়জন নিশ্চয় তাকে ভালো ব্যাখ্যাই দিবে। (ফাত্হুল বারি-১২/৪৩১ ও উমদাতুল কারি : ২৪/১৬৮-১৬৯)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৮৮. ইবরাহিম ইব্‌নে হামযা রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যখন কেউ এমন কোনো স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করে ও তা বর্ণনা করে। আর যখন এর বিপরীত কোনো স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে না, মনে করবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৩ ও পূর্বে ১০৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

## ৩৭৩৭. অনুচ্ছেদ : ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা, যখন যে সঠিক ব্যাখ্যা না বলবে

এজন্য স্বপ্নের কথা বলতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যার-তার নিকট বলতে নেই। কেননা প্রথম ব্যাখ্যাকারী যদি সঠিক ব্যাখ্যা দেয়, তবে স্বপ্ন তেমনি হবে। কিন্তু তিনি ভুল ব্যাখ্যা দিলে তেমনটি বাস্তবে হবে না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ

وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اُعْبُرْهَا». قَالَ : أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا. قَالَ : فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ : لَا تُقْسِمْ.

## সহজ তরজমা

৬৫৮৯. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেঘ দেখতে পেলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম। তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ বেশি পরিমাণ আবার কেউ কম। আর দেখলাম, একটি রশি জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত মিলে রয়েছে। আমি দেখলাম, আপনি তা ধরে উপরে চড়ছেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি তা ধরল আর এর সাহায্যে উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবু বকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি এর ব্যাখ্যা প্রদান কর! আবু বকর রাযি. বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হল ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হল কুরআন, যার সুমিষ্টতা ঝড়ছে। কুরআন থেকে কেউ বেশি আহরণ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হচ্ছে ঐ হক (মহাসত্য) যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ আপনাকে উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে। ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমাকে বলুন, আমি ঠিক বলেছি, না ভুল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কিছু তো ঠিক বলেছ। আর কিছু ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন, যা আমি ভুল করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কসম দিও না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ শরিফে বর্ণিত হয়েছে। (কাস্তালানি)

ظُلَّةٌ : ظ বর্ণে পেশ হবে। অর্থ, মেঘমালা। যেহেতু এর সাহায্যে রোদ থেকে বাঁচা যায় তাই এর দ্বারা প্রত্যেক ছায়াময় বস্তু উদ্দেশ্য। যেমন : ছাতা, ছাউনি, ছায়াময় বৃক্ষ, মেঘমালা। (কাস্তালানি)

تَنْطُفُ : ط বর্ণে পেশ ও যের উভয়টি জায়েয। পুনঃ পুনঃ চাওয়া।

**স্বপ্ন :** 'মেঘমালা থেকে ঘি ও মধু পড়ছে'। আবু বকর রাযি. বলেন, কুরআন তা মিষ্টতা ঝরাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা মধু প্রসঙ্গে বলেছেন, شِفَاءٌ لِلنَّاسِ এটা মানুষের জন্য নিরাময়স্বরূপ। অন্যত্র আছে, তা অন্তরের জন্য নিরাময়ক।

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ : তিনি হলেন আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. আর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে সত্য নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ : তিনি হলেন হযরত উমর রাযি.।

ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ : হযরত উসমান রাযি.।

فَيَنْقَطِعُ : অর্থাৎ রশি কেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। জালেমরা হযরত উসমান রাযি.-কে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। তাকে খেলাফত থেকে সরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। তাদের পীড়াপীড়িতে তাঁর মনে খেলাফত থেকে সরে আসার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা করেন নি। তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন; তবু আমৃত্যু খেলাফতের লাগাম দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছেন। এখানে তো কেবল وَصِلَ; রয়েছে। এতে কেউ কেউ মনে করেছেন, وَصِلَ; দ্বারা হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকাল আর يَنْقَطِعُ দ্বারা হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাত উদ্দেশ্য। বিদগ্ধ গবেষকগণ বলেন, এর দ্বারা হযরত উসমান রাযি.-ই উদ্দেশ্য। কেননা অধিকাংশ সংস্করণে لَهُ শব্দ রয়েছে। কেননা হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফত ছিন্নভিন্ন হয়নি।

## بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

## ৩৭৩৮. অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া

এ অনুচ্ছেদটি ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন :

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ضُعْفِ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَن بعض عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَا تَقُصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا تُخْبِرْ بِهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ التَّعْبِيرِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا مِن بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الرَّابِعَةِ وَمِنَ الْعَصْرِ إِلَى قَبْلِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ دَالٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَعْبِيرِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ بِكَرَاهَةِ تَعْبِيرِهَا فِي أَوْقَاتِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ قَالَ الْمُهَلَّبُ تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ لِحِفْظِ صَاحِبِهَا لَهَا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِهَا وَقَبْلَ مَا يَعْرِضُ لَهُ نِسْيَانُهَا وَلِحُضُورِ ذِهْنِ الْعَابِرِ وَقِلَّةِ شُغْلِهِ بِالْفِكْرَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَاشِهِ.

(فتح الباری: ١٢ / ٤٣٩)

অর্থাৎ এখানে কতক আলেম থেকে নারীদের নিকট স্বপ্ন না বলার উক্তিটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তদ্রূপ এতে কতক ব্যাখ্যাকারকের ব্যাখ্যা খণ্ডনের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা বলেন : সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুর গড়ানো ও আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান মুস্তাহাব। কেননা হাদিস পরিষ্কার বলছে, সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্তাহাব।

মুহাল্লাব রহ. বলেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান মুস্তাহাব হওয়ার কারণ হল— তখন স্বপ্নের কথা বেশি স্মরণে থাকে। ততক্ষণে সময় বেশি ক্ষেপণ হয় না। সে-সময় কল্যাণ লাভ করা অথবা অনিষ্ট থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। ব্যাখ্যাকারীর মেধা তখন স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন থাকে। তখন মানুষ আয়-উপার্জনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে না। (ফাতহুল বারি-১২/৪৩৯ ও কাস্তালানি)

حَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا. قَالَ : فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هٰذَانِ؟ قَالَ : قَالَا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ : فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ : فَيَشُقُّ قَالَ : ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ : قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ مَا هٰذَانِ؟ قَالَ : قَالَا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ : فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ : فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ : قَالَا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ : فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَانِ؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هٰذَا؟ قَالَ : قَالَا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هٰذَا مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ : قَالَا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ : فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ : قَالَا لِي : ارْقَ فِيهَا قَالَ : فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ. قَالَ : قَالَا لَهُمْ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذٰلِكَ النَّهَرِ قَالَ : وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ. فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ. فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ : قَالَا لِي : هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ

قَالَ : فَسَمَا بَصَرِى صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ : قَالَا لِى : هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِى فَأَدْخُلَهُ. قَالَا . أَمَّا الْآنَ فَلَا . وَأَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا. فَمَا هٰذَا الَّذِى رَأَيْتُ؟ قَالَ : قَالَا لِى . أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ. أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ. فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ. يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ. وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ. وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ. فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ. فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ. فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِى. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ. فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ. الَّذِى عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِى فِى الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ. وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا. فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ

## সহজ তরজমা

৬৫৯০. মুয়াম্মাল ইব্‌নে হিশাম আবু হিশাম রহ. ... সামুরা ইব্‌নে জুন্দুব রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবিদের বলতেন, তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি? রাবী বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন : গত রাতে আমার কাছে দুজন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর তারা আমাকে বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমরা কাত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। এরপর আবার সে পাথরটি অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা পুনরায় ভালো হয়ে যায়, ঠিক যেমন পূর্বে ছিল। ফিরে এসে আবার অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল। তিনি বলেন, আমী তাদেরকে (সাথিদ্বয়কে) বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম, এরপর আমরা চিত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত ; তেমনিভাবে নাসারন্ধ্র, চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। আওফ রহ. বলেন, আবু রাজা রহ. কোনো কোনো সময় 'ইয়ুশারশিরু' শব্দের পরিবর্তে 'ইয়াশুক্কু' শব্দ বলতেন। এরপর ওই লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যায় ও প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে, তেমনি আচরণই অন্য দিকের সাথেও করে। ওই দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের মতো ভালো হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের মতো আচরণ করে। তিনি বলেন : আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন! চলুন! তিনি বলেন, আমরা চললাম। অতপর আমরা পৌছলাম চুলা সদৃশ একটি গর্তের কাছে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে উঠে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন! চলুন! তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌছলাম। রাবী বলেন, আমার

যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, এ নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্র করে রেখেছে। আর ওই সাঁতারকারী ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে ব্যক্তির কাছে এসে পৌছে, যে নিজের নিকট পাথর একত্র করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ওই ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ওই ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন! চলুন! তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে প্রজ্জ্বলিত করছে ও তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই লোকটি কে? তারা আমাকে বলল, চলুন! চলুন! তিনি বলেন, আমরা চললাম ও একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের নানা রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুষ্পার্শে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত বেশি আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, ওনি কে? এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন! চলুন! আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌছলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এর উপরে চড়ুন। আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রুপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপনীত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন তথায় আমাদের সাথে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক এমনই কুশ্রী ছিল, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী মনে হয়। তিনি বলেন, সাথিদ্বয় ওদের বলল, যাও! ওই পানিতে গিয়ে নেমে পড়ো! আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী, যার পানি ছিল দুধের মতো সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। এরপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল তাদের এ কুশ্রীতা দূর হয়ে গিয়েছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। তিন বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান। তিনি বলেন, আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের মতো একটি প্রাসাদ আছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বলেন, আমি তাদের বললাম, আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়। তিনি বলেন, আমি এ রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি :

১। ওই যে প্রথম ব্যক্তি যার কাছে আপনি পৌছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ওই ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

২। আর ওই ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন, তার মুখের একভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ওই ব্যক্তি, যে সকালে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোনো মিথ্যা বলে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩। আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ, যারা চুলা সদৃশ গর্তের মধ্যে রয়েছে, তারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল।

৪। আর ওই ব্যক্তি, যার কাছে পৌছে দেখেছিলেন, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর।

৫। ওই কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে ছিল ও আগুন জ্বালাচ্ছিল আর সে এর চতুষ্পার্শে দৌড়াচ্ছিল, তিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা মালিক ফিরিশতা।

৬। ওই দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন ইবরাহিম আ.। আর তাঁর চারপাশের বালক-বালিকারা হল সেসব শিশু, যারা স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কতিপয় মুসলমান

জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও।

৭। আর সেসব লোক যাদের দেহের সিংহভাগ নয়নাভিরাম; বাকি অর্ধেক নেহাৎ কুশ্রী। তারা হল ওই সম্প্রদায়, যারা ভালো-মন্দ সব কর্মই করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে ذَاتَ غَدَاةٍ বাক্যে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৩-১০৪৪, এবং পূর্বে সংক্ষেপে ১১৭, ১৫৩, ১৮৪ ও তাফসিরে ৬৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

### স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারের বৈশিষ্ট্য ও স্বপ্নদ্রষ্টার আদব

আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন,

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَابِرُ دَيِّنًا حَافِظًا تَقِيًّا ذَا عِلْمٍ وَصِيَانَةً كَاتِمًا لِأَسْرَارِ النَّاسِ فِي رُؤْيَاهُمْ. وَانْ يَسْتَغْرِقَ السُّؤَالَ مِنَ السَّائِلِ بِأَجْمَعِهِ. وَأَنْ يَرُدَّ الْجَوَابَ عَلَى قَدْرِ السُّؤَالِ لِلشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ. وَلَا يَعْبُرَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَلَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَلَا فِي اللَّيْلِ. وَمِنْ أَدَبِ الرَّائِي أَنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ وَأَنْ يَنَامَ عَلَى وُضُوءٍ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَأَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ نَوْمِهِ وَالشَّمْسِ وَاللَّيْلِ وَالتِّينِ وَسُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ انِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَيِّءِ الْأَحْلَامِ وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رُؤْيَا صَالِحَةً صَادِقَةً نَافِعَةً حَافِظَةً غَيْرَ مُنْسِيَةٍ اَللّٰهُمَّ أَرِنِي فِي مَنَامِي مَا أُحِبُّ وَمِنْ آدَابِهِ أَنْ لَا يَقُصَّهَا عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا عَدُوٍّ وَلَا جَاهِلٍ.

### স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারের বৈশিষ্ট্য

স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারকে দীনদার, মুত্তাকি ও আলেম[১], গুনাহ থেকে সংযত, পরহেযগার এবং মানুষের স্বপ্নের মানুষের স্বপ্নের গোপনীয়তা রক্ষাকারী হতে হবে। প্রশ্নকারীর প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে হবে। ভদ্র-অভদ্র ভেদে প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দিতে সামর্থ্যবান হতে হবে। সূর্যোদয়ের সময়, সূর্যাস্তের সময়, ঠিক দুপুরে কিংবা রাত্রি বেলায়ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলবে না।

### স্বপ্নদ্রষ্টার কয়েকটি আদব

স্বপ্নদ্রষ্টাকে সত্য বলায় অভ্যস্ত হতে হবে। ডান কাতে অজুসহ ঘুমাবে। ঘুমানোর সময় সূরা ওয়াশ্ শামসি, ওয়াল্ লাইলি, ওয়াত্ তীন, এখলাস, ফালাক ও নাস পড়বে। এরপর বলবে : হে আল্লাহ! আমি খারাপ স্বপ্ন থেকে তোমার কাছে সাহায্য চাই এবং জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় শয়তানের ধোঁকা-অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য-সুন্দর ও উপকারী স্বপ্ন দেখার, যা স্মরণে থাকবে; ভুলে যাব না। হে আল্লাহ! স্বপ্নে আমাকে প্রিয় জিনিস দেখাও। স্বপ্নের আরেকটি আদব হল : স্বপ্নের কথা কোনো নারী, শত্রু ও মূর্খ লোকের কাছে বলবে না। (কাস্তালানি-১৪/৫৬৮ ও ফাত্হুল বারি-১২/৪৩৩)

---

১ وَقَالَ الْحَافِظُ (فِى الفتح : ١٢/٤٣٨) : وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَعْبُرُ الرُّؤْيَا إِلَّا عَالِمٌ نَاصِحٌ أَمِينٌ حَبِيبٌ وَفِيهِ أَنَّ الْعَابِرَ قَدْ يُخْطِئُ وَقَدْ يُصِيبُ وَأَنَّ لِلْعَالِمِ بِالتَّعْبِيرِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا أَوْ بَعْضِهَا عِنْدَ رُجْحَانِ الْكِتْمَانِ عَلَى الذِّكْرِ قَالَ الْمُهَلَّبُ وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ عُمُومٌ فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مَخْصُوصَةً بِوَاحِدٍ مَثَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْبِرَهُ لِيُعِدَّ الصَّبْرَ وَيَكُونَ عَلَى أُهْبَةٍ مِنْ نُزُولِ الْحَادِثَةِ وَفِيهِ جَوَازُ إِظْهَارِ الْعَالِمِ مَا يَحْسُنُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا خَلَصَتْ نِيَّتُهُ وَأَمِنَ الْعُجْبَ وَكَلَامُ الْعَالِمِ بِالْعِلْمِ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ مِثْلِهِ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ وَأَنَّ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى مُعَلِّمِهِ أَنْ يُفِيدَهُ الْحُكْمَ.

২৯ তম পারা

# كِتَابُ الْفِتَنِ

# অধ্যায় : ফিতনা

**শব্দ বিশ্লেষণ**

فِتَنٌ : فاء বর্ণে যের, تاء বর্ণে যবর। শব্দটি বহুবচন। একবচন فِتْنَةٌ। যেমন, مِحَنٌ শব্দটি محنة-এর বহুবচন। فِتْنَةٌ শব্দের মূল অর্থ, পরীক্ষা। যেমন : কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, হযরত মূসা আ. মহান প্রতিপালকের দরবারে আরয করেন, [الأعراف: ١٥٥] إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ (এটা নিছক আপনার পরীক্ষা)। এতে শব্দটি পরীক্ষা অর্থেই ব্যবহৃত।

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, فِتْنَةٌ অর্থ— মেহনত, কষ্ট, শাস্তি ইত্যাদি। (উমদাহ) বস্তুত পরীক্ষার মধ্যে মেহনত, কষ্ট, লাঞ্ছনা ও কঠোরতা রয়েছে। তাই শব্দটি শাস্তি, লাঞ্ছনা ও সমস্ত অপ্রিয় বিষয়ের ব্যবহৃত হয়। আবার মানুষ কখনো ধন-সম্পদের মোহে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যায়, যাকাত প্রদান করে না, সম্পদ ও সন্তানের কারণে কখনো চুরি করে, হারাম উপার্জন করে। আর তা পরকালে শাস্তির কারণ হয়। এজন্য সম্পদ-সন্তানকেও فِتْنَةٌ বলা হয়। যেমন : কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ—জেনে রেখো! নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফেতনাস্বরূপ। (সূরা আনফাল-২৮)

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الأنفال : ٢٥]

وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

**৩৭৩৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী– তোমরা সেই ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক হও। যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই আপতিত হবে না**

এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনা সম্পর্কে উম্মতকে যে সতর্ক করতেন [তার বর্ণনা]।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ. فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي. فَأَقُولُ : أُمَّتِي. فَيُقَالُ : لَا تَدْرِي، مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا. أَوْ نُفْتَنَ.

## সহজ তরজমা

৬৫৯১. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... আসমা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আমি আমার হাউজের পাশে আগমনকারী লোকদের অপেক্ষায় থাকব। তখন আমার সম্মুখ থেকে কতিপয় লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা (আপনার পথ ছেড়ে) পিছনে চলে গিয়েছিল। (বর্ণনাকারী) ইব্‌নে আবু মুলাইকা বলেন : হে আল্লাহ! পিছনে ফিরে যাওয়া কিংবা ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ ও পূর্বে ৯৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ مُغِيرَةَ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ. حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ اُخْتُلِجُوا دُونِي. فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي. يَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

## সহজ তরজমা

৬৫৯২. মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি হাউজে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে অগ্রসর হব, তখন তাদেরকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাহাবি। তখন তিনি বলবেন : আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে, তা আপনি জানেন না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ ও পূর্বে ৯৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله: مَا أَحْدَثُوا : অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক সমস্ত কর্মকাণ্ড, বিদআতিদের যাতবীয় কার্যকলাপ, জুলুম-শোষণ ও অন্যায়-অনাচার সবই এতে শামিল। (উমদাহ)



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ. فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ. وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا. لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ. وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هٰذَا. فَقَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا. فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: إِنَّهُمْ مِنِّي. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي.

## সহজ তরজমা

৬৫৯৩. ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... সাহল ইব্‌নে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি হাউজের পাড়ে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকব। যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে কেউ একবার সে হাউয থেকে পান করবে, সে কখানো তৃষ্ণার্ত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি (আমার উম্মত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এর পরই তাদের ও আমার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

আবু হাযিম রহ. বলেন, আমি হাদিস বর্ণনা করছিলাম, এমতাবস্থায় নু'মান ইব্‌নে আবী আইয়াশ আমার কাছ থেকে এ হাদিসটি শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সাহল থেকে হাদিসটি অনুরূপ শুনেছেন। আমি বললাম, হাঁ! তখন সে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি-আমি আবু সাঈদ খুদরি রাযি.-কে এ হাদিসে অতিরিক্ত বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলবেন : এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয় জানেন না, আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। তখন আমি বলব : যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ ও পূর্বে ৯৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اِصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

**৩৭৪০. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না।**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যাবৎ না হাউজের পাড়ে আমার সঙ্গে মিলিত হও!

✪ এ হাদিসটি কিতাবুল মাগাযিতে গত হয়েছে। বুখারি : ৬২০-৬২১ ও নাসরুল বারি-৮/৩৯৮-৩৯৯ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ.

## সহজ তরজমা

৬৫৯৪. মুসাদ্দাদ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন : আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে। আর এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তাহলে আমাদের জন্য কি হুকুম করছেন? তিনি বললেন : তাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে চাইবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ ও পূর্বে ৫০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

৬৫৯৫. মুসাদ্দাদ রহ. ... ইব্নে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি আমিরের কোনো কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যুর মতো।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ এবং সামনে ১০৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: مِيتَةً : শব্দটির মিমে যের। যেমন جِلْسَةٌ। কেননা এটি অবস্থা বুঝাতে فِعْلَةٌ ওজনে আর একবার বুঝাতে فَعْلَةٌ ওজনে ব্যবহৃত শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ جَاهِلِيَّةً : তারা জাহিলি যুগের মতো মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। কাফির হয়ে যাবে না। কেননা মুসলিম শাসক ফাসিক হলেও তার সাথে বিদ্রোহ করা জায়েয নয় বরং তার অধীনস্থ হয়েই কাফির এবং মুসলমানদের শত্রুদের সাথে জিহাদ করা বৈধ। হাঁ! সরাসরি কুফরি অবলম্বন করলে তার আনুগত্য করা জায়েয নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

## সহজ তরজমা

৬৫৯৬. আবু নু'মান রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার আমিরের নিকট থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, সে যেন এতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মরবে, তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর মতো।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সূত্র।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ এবং সামনে ১০৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন : এ হাদিসগুলো দ্বারা প্রতিভাত হয়, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান জালেম-পাপিষ্ঠ হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না বরং তার আনুগত্য করতে হবে। ফকিহগণ লিখেছেন, সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান জালেম ও জবরদখলকারী হওয়া সত্ত্বেও তার আনুগত্য করা আবশ্যক। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি জায়েয নয়; যাবৎ না সে প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত হয়। প্রকাশ্য কুফরি করলে তার আনুগত্য করবে না; যথাসাধ্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। (কাস্তালানি)

**مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً :** এর ব্যাখ্যা গিয়েছে অর্থাৎ সে গুনাহগার হয়ে মৃত্যুবরণ করবে; কাফির হয়ে নয়।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

## সহজ তরজমা

৬৫৯৭. ইসমাঈল রহ. ... জুনাদা ইব্‌নে আবু উমাইয়া রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইব্‌নে সামিত রাযি.-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করুন, যা আপনাকে উপকৃত করবে এবং যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আহবান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি (উবাদা) বললেন, আমাদের থেকে যেসব অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে ছিল : আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, কষ্ট-আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যাকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণাঙ্গরূপে শ্রবণ ও মানার উপর বাইয়াত করলাম। আর (বাইয়াত করলাম) যে, আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। কিন্তু যদি এমন স্পষ্ট কুফরি দেখি, যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান [তবে ভিন্ন কথা]।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ এবং সামনে ১০৬৯ পৃষ্ঠায় ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হাদিস শরিফে আছে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ফাসিক হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করা জায়েয নয়। হাঁ! সে স্পষ্ট কুফর-শিরক প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সংগ্রাম চালাতে হবে।

অবশ্য প্রথমেই জেনে বুঝে প্রকাশ্য ফাসিকিতে লিপ্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো জায়েয নয়। ফকিহগণ লিখেছেন, ফাসিক ব্যক্তিকে নামাযের ইমাম বানানোও জায়েয নয়। কোনো দাড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তি হাফেজ-আলেম হলেও তাকে ইমাম নিযুক্ত করা জায়েয নয়। তার পিছনে তারাবিহর নামায পড়াও নাজায়েয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي.

## সহজ তরজমা

৬৫৯৮. মুহাম্মদ ইব্নে আরআরা রহ. ... উসায়দ ইব্নে হুযাইর রাযি. হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, অথচ আমাকে নিযুক্ত করলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় তোমরা আমার পরে অগ্রাধিকারের প্রবণতা দেখবে। সে-সময় তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে মিলিত হও।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫-১০৪৬, পূর্বে ৫৩৫ পৃষ্ঠায় ও তিরমিযিতে ফিতানে বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৭৫৫-৭৫৬ দ্রষ্টব্য।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ

## ৩৭৪১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে

**শব্দ বিশ্লেষণ**

أُغَيْلِمَةٍ : হামযায় পেশ, গাইনে যবর, ইয়া সাকিন, লামে যের, মিমে যবর, শেষে স্ত্রীলিঙ্গের ة। অর্থ– বালক অথবা যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীন-ধর্মে দুর্বলতম লোক, যদিও তার বালেগ হয় কতক সংস্করণে আবু যর রাযি. সূত্রে مِنْ قُرَيْشٍ বাক্য অতিরিক্ত আছে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، وَمَعَنَا مَرْوَانُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: بَنِي فُلَانٍ، وَبَنِي فُلَانٍ، لَفَعَلْتُ. فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مُلِّكُوا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا: عَسَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ.

## সহজ তরজমা

৬৫৯৯. মূসা ইব্নে ইসমাঈল রহ. ... আমর ইব্নে ইয়াহইয়া ইব্নে সাঈদ ইব্নে আমর ইব্নে সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আমাকে জানিয়েছেন, আমি আবু হুরাইরা রাযি.-এর সাথে মদিনায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে মারওয়ানও ছিল। তখন আবু হুরাইরা রাযি. বললেন, আমি আস-সাদিকুল মাসদুক ﷺ (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত)-কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশের কতিপয় বালকের হাতে। তখন মারওয়ান বলল, সেসব বালকের প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। আবু হুরাইরা রাযি. বললেন : আমি যদি বলতে চাই—তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক, তাহলে বলতে সক্ষম।

আমর ইব্‌নে ইয়াহইয়া বলেন : মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হল, তখন আমি আমার দাদার সঙ্গে তাদের ওখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের অল্পবয়স্ক বালক দেখতে পেলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন : সম্ভবত এরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আপনিই ভালো বোঝেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৬ ও পূর্বে ৫০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৬২৯ দ্রষ্টব্য।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

## ৩৭৪২. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে আরব ধ্বংস অনিবার্য

لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ : এখানে হযরত উসমান রাযি.-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মাঝে সৃষ্ট মতানৈক্য এবং হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর মধ্যকার যুদ্ধ উদ্দেশ্য। বাকি আরবদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হল, সর্বপ্রথম তাঁরাই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। এজন্য তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, ফেৎনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাদের ধ্বংস তরান্বিত হবে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ، أَنَّهَا قَالَتْ : اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ، وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً قِيلَ : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

### সহজ তরজমা

৬৬০০. মালিক ইবনে ইসমাঈল রহ. ... যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্তবর্ণ চেহারা নিয়ে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। বলতে লাগলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে আরবগণ ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াজূজ-মা'জূজের [প্রতিরোধ] প্রাচীর আর এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। সুফিয়ান নব্বই কিংবা একশতের রেখায় আঙুল রেখে গিঁট বানিয়ে সে পরিমাণটুকু দেখালেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে সৎ লোকও থাকবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হাঁ! যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৬, পূর্বে ৪৭২ ও ৫০৮ এবং সামনে ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া প্রকৃত অর্থেও হতে পারে; আবার রূপক অর্থেও হতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ✪ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারি-৭/৪৩৫ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي لَأَرَى الفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ القَطْرِ

## সহজ তরজমা

৬৬০১. আবু নুয়াইম রহ. ও মাহমূদ রহ. ... উসামা ইব্‌নে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার টিলাসমূহের একটির উপর উঠে বললেন : আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাও? উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিঃসন্দেহে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিতনা বৃষ্টিধারার মতো নিপতিত হচ্ছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৬ এবং পূর্বে ২৫২, ৩৩৪ ও ৫০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এতে মদিনার কিছু অবস্থার দিকে ইঙ্গিত। অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা তা বোধগম্য। হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার এক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেন : আমি তোমাদের ঘরে ফেৎনা দেখছি। আর এ ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে সত্য হয়েছে। যেমন, হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা মদিনায় হয়েছে। অদ্রূপ ইয়াজিদের মদিনা আক্রমণ এবং হাররার ঘটনায় ভাষায় বর্ণনাতীত কত কী ঘটেছে।

بَابُ ظُهُورِ الفِتَنِ

## ৩৭৪৩. অনুচ্ছেদ : ফিতনার বহিঃপ্রকাশ

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ العَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الفِتَنُ وَيَكْثُرُ الهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ: اَلْقَتْلُ اَلْقَتْلُ. وَقَالَ شُعَيْبٌ، وَيُونُسُ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

## সহজ তরজমা

৬৬০২. আইয়াশ ইব্‌নে ওয়ালিদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে আর আমল হ্রাস পেতে থাকবে, কার্পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ফিতনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ ব্যাপকতর হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, (হারজ) এটা কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হত্যা! হত্যা! শু'য়াইব, ইউনুস, লাইছ ও যুহ্‌রির ভ্রাতুষ্পত্র ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এটি বর্ণিত আছে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে وَتَظْهَرُ الفِتَنُ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৬, পূর্বে ১৮ ও ১৪১, সামনে ১০৫৪ পৃষ্ঠায়, মুসলিম শরিফে 'কদর' অধ্যায়ে ও ইবনে মাজাহ 'ফিতনা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ : সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে। এ হাদিসাংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যথা,

১। আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেন : 'সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে'-এর মর্ম হল—'মানুষ ভোগ-বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও উদাসীনতায় ডুবে যাবে। তাদের রাত-দিনের বরকত অনুভূত হবে না। তাদের একবছর এক মাসের মতো, একমাস এক সপ্তাহের মতো আর সপ্তাহ একদিনের মতো অতি দ্রুত কেটে যাবে। (উমদাহ)

২। রাত-দিন সমান হয়ে যাবে।
৩। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া উদ্দেশ্য।
৪। অনিষ্ট ও পাপাচারে জমিন ভরে যাবে। আল্লাহর নাম নেওয়ার কেউ থাকবে না। ইত্যাদি।

وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ : নেক আমল কমে যাবে। অন্য বর্ণনায় ইলম কমে যাওয়ার কথা এসেছে। বিজ্ঞ আলেমগণ একে একে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। সম্পদ অর্জনের মোহে মানুষ ইলম অর্জন ত্যাগ করবে। বাকি কথা সুস্পষ্ট।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا. يَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ. وَيُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ. وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ. وَالهَرْجُ: اَلْقَتْلُ.

## সহজ তরজমা

৬৬০৩. উবাইদুল্লাহ ইব্নে মূসা রহ. ... শাকিক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ও আবু মূসা রাযি.-এর সাথে ছিলাম। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই কিয়ামাতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে, যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় 'হারজ' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ' হল (মানুষ) হত্যা।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৬ এবং সামনে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় শুধু আব্দুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** 'মূর্খতা ছড়িয়ে পড়া'র দ্বারা বিজ্ঞ আলেমদের একে একে বিদায় হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১, কিতাবুল ইলম দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ : جَلَسَ عَبْدُ اللهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدَّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا. يُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ. وَالهَرْجُ اَلْقَتْلُ.

## সহজ তরজমা

৬৬০৪. উমর ইব্নে হাফস রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামাতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে, যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে আর তখন হারজ ব্যাপকতর হবে। 'হারজ' হল নরহত্যা।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি উপরিউক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. مِثْلَهُ. وَالهَرْجُ : بِلِسَانِ الحَبَشَةِ اَلْقَتْلُ.

## সহজ তরজমা

৬৬০৫. কুতাইবা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্বোক্ত হাদিসের মতো একটি হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। আর হাব্শি ভাষায় হারজ অর্থ (মানুষ) হত্যা।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি পূর্বোল্লেখিত হাদিসের আরেকটি সূত্র।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الهَرْجِ. يَزُولُ فِيهَا العِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الجَهْلُ. قَالَ أَبُو مُوسَى : وَالهَرْجُ : اَلْقَتْلُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ ﷺ : تَعْلَمُ الأَيَّامَ الَّتِيْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّامَ الهَرْجِ؟ نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ

## সহজ তরজমা

৬৬০৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। তার ব্যাপারে আমার ধারণা, তিনি হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে হারজ তথা হত্যার যুগ শুরু হবে। তখন ইলম বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আবু মূসা রাযি. বলেন, হাবশি ভাষায় 'হারজ' অর্থ (মানুষ) হত্যা। আবু আওয়ানা তাঁর বর্ণনাসূত্রে আবু মূসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : তিনি আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে যুগকে 'হারজ'-এর যুগ আখ্যায়িত করেছিলেন, সে যুগ সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? উত্তরে তিনি পূর্বোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।

ইব্নে মাসউদ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামত যাদের জীবদ্দশায় কায়েম হবে, তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটা হযরত আবু মূসা রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সূত্র।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله : مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الخ : অর্থাৎ নিকৃষ্টতম লোকদের উপর কিয়ামত ঘটবে। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, মুসলিম শরিফেও হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে মারফুরূপে পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ অর্থাৎ 'কেয়ামত কেবল সর্বনিকৃষ্ট মানুষের উপর কায়েম হবে। (কাস্তালানি)

বুঝা গেল, কিয়ামতের পূর্বেই নেককার মানুষ উঠে যাবে। অপরদিকে মুসলিম শরিফে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

﴿إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ. فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ﴾ (بَابٌ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ. تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ.)

(কাস্তালানি)

**প্রশ্ন :** হাদিসে আছে, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং এ হাদিসের মর্ম কী?

**জবাব :** এ প্রশ্নের একাধিক জবাব দেওয়া হয়েছে। যথা,

১। কিয়ামতের পূর্বে বিশেষ মৃদু বাতাস প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত থাকা উদ্দেশ্য। সে বাতাসের ছোঁয়ায় সমস্ত মুমিন মারা যাবে। এরপর শুধু কাফিরদের উপরেই কিয়ামত ও মহাপ্রলয় কায়েম হবে।

২। অধিকাংশ মুমিন মারা যাওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং অসংখ্য কাফিরের মাঝে যদি মুষ্টিমেয় মুসলমান থাকে, তবে তারাও এরূপ কষ্ট-যন্ত্রণার শিকার হবে, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর দণ্ডায়মান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابٌ: لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

**৩৭৪৪. অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক পরবর্তী যুগ পূর্বের যুগ থেকে নিকৃষ্টতর হবে**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: اِصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ

### সহজ তরজমা

৬৬০৭. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... যুবাইর ইব্‌নে আদী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি.-এর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ হতে মানুষ যে নির্যাতন ভোগ করছে, সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ করো। কেননা মহান প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (তথা মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোনো যুগ গত হবে না, যার পরবর্তী যুগ তার চেয়েও নিকৃষ্টতর নয়। তিনি বলেন, এ কথাটি আমি তোমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি শরিফে ফিতানে বর্ণিত হয়েছে।

**একটি প্রশ্নের জবাব**

**প্রশ্ন :** এখানে হাদিসের ব্যাপকতার উপর প্রশ্ন হয়, কখনো কখনো পরবর্তী যুগ পূর্বের যুগ থেকে খারাপ কম হয়। অন্তত হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর যুগের কথা না বললেই নয়। অথচ তা হাজ্জাজের পরবর্তী যুগ। সুতরাং আলোচ্য হাদিসে 'প্রত্যেক পরের যুগ পূর্বের যুগ থেকে খারাপ' বলা হল কিভাবে?

**জবাব :** হাসান বছরি রহ. এর জবাবে বলেন, সাধারণত এরূপই হয়ে থাকে। সুতরাং হাদিসটিকে তিনি অধিকাংশ সময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। আর কেউ কেউ বলেন, এতে যুগ-সময়ের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং হাজ্জাজের সময় অনেক সাহাবি জীবিত ছিলেন। অথচ উমর ইবনে আব্দুল আযিয রহ.-এর সময়ে তাঁরা ইন্তেকাল করেছেন। আর সাহাবিদের যুগ তো তৎপরবর্তী যুগ থেকে নিশ্চয় উত্তম। কেননা বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ الفِرَاسِيَّةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا، يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ.

### সহজ তরজমা

৬৬০৮. আবুল ইয়ামান রহ. ও ইসমাঈল রহ. ... নবীপত্নী উম্মে সালামা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীত অবস্থায় নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা কতই না খাযানা নাযিল করেছেন আর কতই না ফিতনা অবতীর্ণ হয়েছে। কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দিবে, যেন তরা নামায আদায় করে। এটা বলে তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, দুনিয়ার মধ্যে বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে বিবস্ত্র থাকবে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

হাদিসের মিল রয়েছে فَتَكُونُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي اسْتَيْقَظَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ أَشَرُّ مِنَ اللَّيْلَةِ (مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ (أَيِ الشُّرُورِ বাক্যে। الَّتِي قَبْلَهَا—সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাতে জাগ্রত হয়েছিলেন, সে রাতের মন্দতা তৎপূর্বের রাতের মন্দতা অপেক্ষা বেশিই হবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ এবং পূর্বে ২২, ১৫১, ৮৬৯ ও ৯১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৫০০-৫০১ দ্রষ্টব্য।

### بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

### ৩৭৪৫. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– 'যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

## সহজ তরজমা

৬৬০৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের অর্ন্তভূক্ত নয়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা শিরোনামটি হুবহু হাদিস।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭, পূর্বে ১০১৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ : যে ব্যক্তি হালাল মনে করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় বরং কাফির। কেননা সে অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞান করেছে। আর এতে ঈমান থাকে না। আবার কেউ হালাল মনে না করেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে 'আমাদের দলভুক্ত নয়'-এর মর্মার্থ হবে, সে আমাদের তরিকায় ও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নেই। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

## সহজ তরজমা

৬৬১০. মুহাম্মদ ইব্‌নে আলা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা শিরোনামটি হুবহু হাদিস।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম মানত অধ্যায়ে, তিরমিযি হুদুদ অধ্যায়ে আর ইবনে মাজাহ হুদুদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

✪ বিস্তারিত জানতে পূর্বের হাদিস দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

## সহজ তরজমা

৬৬১১. মুহাম্মদ রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোনো ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে। ফলে (এক মুসলমানকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ বাক্যে। কেননা এতে অস্ত্র ধারণের মর্ম নিহিত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হাদিসের সনদের শুরুতে মুহাম্মদ বলে কোন্ মুহাম্মদ উদ্দেশ্য? আল্লামা কিরমানি র. বলেন, তিনি হলেন জুহ্‌লি অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহ.-এর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া জুহ্‌লি রহ.। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, ওনি মুহাম্মদ ইবনে রাফে'ও হতে পারেন। মুসলিম শরিফে এ হাদিসটিই মুহাম্মদ ইবনে রাফে'—আব্দুর রায্‌যাক সূত্রে বর্ণিত আছে।

হাদিসের মর্ম হল, কোনো মুসলমানের দিকে হাতিয়ার দিয়ে ইঙ্গিত করবে না। কেননা যদি ভুলক্রমে অনিচ্ছায়ও কোনো মুসলমান আহত বা নিহত হয়, তাহলে ইঙ্গিতকারী অপরাধী, গুনাহগার ও শাস্তির যোগ্য হবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا. قَالَ: نَعَمْ.

## সহজ তরজমা

৬৬১২. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... সুফিয়ান ইব্‌নে উয়াইনা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছেন : এক ব্যক্তি মসজিদে কতক তীর নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তীরের লৌহফলাগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখ। উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ!

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا বাক্যে। কেননা তা উন্মুক্ত রাখলে হঠাৎ কারো শরীরে আঁচড় লাগতে পারে। আর এটা মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নামান্তর হতে পারে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ ও পূর্বে ৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো প্রয়োজনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে মসজিদে গমন করে, তবে ধারের অংশ যেন আগলে রাখে। যাতে কারো দেহে আঘাত না লাগে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا.

## সহজ তরজমা

৬৬১৩. আবু নু'মান রহ. ... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কতক তীর নিয়ে মসজিদে এল। সেগুলোর ফলা খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন সে তার তীরে ফলাগুলো ধরে রাখে। যাতে কোনো মুসলমানের গায়ে আঘাত না লাগে।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি জাবির রাযি.-এর হাদিসের আরেকটি সূত্র।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

نُصُوْلٌ শব্দটি বহুবচন। একবচন نَصْلٌ। অর্থ, ধারালো বস্তু। চাই তীর হোক বা তরবারি। এর আরেক বহুবচন نِصَالٌ ও ব্যবহার হয়। যেমনটি পূর্বের ও পরের হাদিসে এসেছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ : فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ.

## সহজ তরজমা

৬৬১৪. মুহাম্মদ ইব্নে আ'লা রহ. ... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা বাজারে যায়, তবে সে যেন তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, কিংবা তিনি বলেছেন : তবে সে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। যাতে সে তীর কোনো মুসলমানের গায়ে লেগে না যায়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭ ও পূর্বে ৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

### ৩৭৪৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফরির দিকে ফিরে যেও না

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

## সহজ তরজমা

৬৬১৫. উমর ইব্নে হাফস রহ. ... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকি (জঘন্য পাপ) আর কোনো মুসলমানকে হত্যা করা কুফরি।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** অর্থগত দিক দিয়ে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া যায়, তবে তা খুবই কষ্টসাধ্য।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৭-১৪৮, পূর্বে ১২ ঈমানে ও আদবে ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৩৩০ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

## সহজ তরজমা

৬৬১৬. হাজ্জাজ ইব্‌নে মিনহাল রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফরিরর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা শিরোনামটি হুবহু হাদিস।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৮ এবং পূর্বে হজে ২৩৫, ৬৩২, আদবে ৮৯২ ও হুদূদে ১০০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. وَعَنْ رَجُلٍ. آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ "أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا". قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ "أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ". قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "أَيُّ بَلَدٍ. هٰذَا أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ". قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ. وَأَمْوَالَكُمْ. وَأَعْرَاضَكُمْ. وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا. فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا. فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ". قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ "اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعٰى لَهُ فَكَانَ كَذٰلِكَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ. حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ. قَالَ أَشْرِفُوا عَلٰى أَبِي بَكْرَةَ. فَقَالُوا هٰذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ.

## সহজ তরজমা

৬৬১৭. মুসাদ্দাদ রহ. ... আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন : তোমরা কি জান না, আজ কোন্ দিন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (রাবী বলেন,) এতে আমরা মনে করলাম হয়তো তিনি অন্য কোনো নামে এ দিনটির নামকরণ করবেন। এরপর তিনি বললেন : এটি কি ইয়াওমুন নাহর (কুরবানির দিন) নয়? আমরা বললাম : হাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ। এরপর তিনি বললেন : এটা কোন্ নগরী? এটা কি 'হারাম নগরী' (সংরক্ষিত নগরী) নয়? আমরা বললাম, হাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের এ নগরে এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য যেমনি হারাম, তোমাদের রক্ত, সম্পদ, ইযযত ও চামড়া পরস্পরের জন্য তেমনি হারাম। শোনো! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি? আমরা বললাম, হাঁ! তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। সুতরাং উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত লোকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা অনেক প্রচারক এমন ব্যক্তির নিকট (আমার বাণী) পৌঁছাবে, যারা তার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। বস্তুত ব্যাপারটি তাই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার পরে একে অপরের গর্দান মেরে কুফরিরর দিকে ফিরে যেও না।

এরপর যেদিন জারিয়াহ ইব্‌নে কুদামা কর্তৃক আব্দুল্লাহ ইব্‌নে হাজরামিকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়, সেদিন জারিয়াহ তার বাহিনীকে বলেছিল : আবু বাকরার খবর নাও! তারা বলল : এই যে আবু বাকরা রাযি., আপনাকে দেখছেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমার মা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু বাকরা রাযি. বলেছেন : যদি তারা আমার গৃহে প্রবেশ করত, তবে আমি তাদেরকে একটি বাঁশের লাঠিও নিক্ষেপ করতাম না। আবু আব্দুল্লাহ বলেন, হাদিসের ব্যবহৃত بَهَشْتُ শব্দের অর্থ, আমি নিক্ষেপ করেছি।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কেননা শিরোনামটি হাদিসের অংশ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৮, পূর্বে ১৬, ২১, ২৩৪, ৪৫৩, ৬৩২, ৬৭২ ও ৮৩৩ এবং সামনে ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**জ্ঞাতব্য :** এ হাদিসে لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيْ كُفَّارًا আছে। কিন্তু কিতাবুল মাগাযিতে كُفَّارًا-এর স্থলে ضُلَّالًا শব্দ রয়েছে। এখানে অবশ্যই নাসরুল বারি-৮/৪৮৩ পড়বেন।

**ব্যাখ্যা :** এটি ৩৮ হিজরির ঘটনা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাজরামি মুয়াবিয়া রাযি.-এর পক্ষ থেকে বসরায় পৌছলেন। উদ্দেশ্য ছিল, বসরাবাসীকে উস্কানি দিয়ে হযরত আলী রাযি.-এর বিরোধী করা। এটা হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর রাজনৈতিক কৌশল ছিল। হযরত আলী রাযি. এ সংবাদ পেয়ে হযরত জারিয়া ইবনে কুদামাকে তাঁর গ্রেফতারের জন্য পাঠালেন। হযরত হাজরামি রাযি. ৪০/৭০ জন্য লোকসহ একস্থানে আত্মগোপন করলেন। জারিয়া সেখানে অগ্নিসংযোগ করলেন। ফলে হাজরামি রাযি. সাথিবর্গসহ পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য কাস্তালানি দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِيْ كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

## সহজ তরজমা

৬৬১৮. আহমদ ইব্‌নে ইশকাব রহ. ... ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফরির দিকে ফিরে যেও না।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৮ পৃষ্ঠায় এবং পূর্বে সবিস্তারে ২৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَدِّهِ، جَرِيرٍ ﷺ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ". ثُمَّ قَالَ "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيْ كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

## সহজ তরজমা

৬৬১৯. সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... জারির রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : লোকদেরকে নীরব হতে বল! তারপর তিনি বললেন : আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফরির দিকে ফিরে যেও না!

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৪ এবং পূর্বে ২৩, ৬৩৩ ও ১০১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

## ৩৭৪৭. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– এমন ফিতনা হবে, যাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سَتَكُونُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ . وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي. وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ. فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

### সহজ তরজমা.

৬৬২০. মুহাম্মদ ইব্‌নে উবাইদুল্লাহ্ রহ. ... আবু হুরাইরা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অচিরেই অনেক ফিতনা দেখা দিবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। দাঁড়ানো ব্যক্তি পদাচারী ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। পদাচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে তাকাবে, ফিতনা তাকে পেয়ে বসবে। তখন কেউ যদি কোনো আশ্রয়স্থল বা নিরাপদ জায়গা পায়, তবে সে যেন তথায় আত্মরক্ষা করে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৮ ও পূর্বে ৫০৮-৫০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سَتَكُونُ فِتَنٌ. اَلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ. وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي. وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ. فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا. فَلْيَعُذْ بِهِ.

৬৬২১. আবুল ইয়ামান রহ. ... আবু হুরাইরা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফিতনা দেখা দিবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির তুলনায় ভালো (ফিতনামুক্ত) থাকবে, দাঁড়ানো থাকবে চলমান ব্যক্তির তুলনায় ভালো থাকবে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির তুলনায় ভালো থাকবে। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে তাকাবে, ফিতনা তাকে পেয়ে বসবে। সুতরাং তখন কেউ যদি (কোথাও) কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থল কিংবা আত্মরক্ষার ঠিকানা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এটি পূর্বের হাদিসেরই আরেকটি সূত্র।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

## ৩৭৪৮. অনুচ্ছেদ : দুজন মুসলিম তরবারি নিয়ে পরস্পরে মারমুখী হলে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ رَجُلٍ، لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ : أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قِيلَ : فَهٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ، فَقَالَا : إِنَّمَا رَوٰى هٰذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

### সহজ তরজমা

৬৬২২. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহ. ... হাসান বছরি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনা কবলিত রজনীতে (জঙ্গে জামাল কিংবা জঙ্গে সিফ্‌ফিনে) আমি হাতিয়ার নিয়ে বের হলাম। হঠাৎ আবু বাকরা রাযি. আমার সামনে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চাচাতো ভাইয়ের সাহায্যার্থে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি দুজন মুসলিম তরবারি নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখি হয়, তবে উভয়েই জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হত্যাকারী তো জাহান্নামি। কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, সে-ও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইব্‌নে যায়িদ বলেন, আমি এ হাদিসটি আইয়ূব ও ইউনুস ইব্‌নে আব্দুল্লাহর কাছে পেশ করলাম। আমি চাচ্ছিলাম, তাঁরা এ হাদিসটি আমাকে বর্ণনা করবেন। তাঁরা বললেন, এ হাদিসটি হাসান বছরি রহ. আহনাফ ইব্‌নে কাইসের মধ্যস্থতায় আবু বাকরা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا বাক্যে। এর অর্থ হল, যখন তারা মিলিত হবে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৮-১০৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

অস্ত্র নিয়ে হযরত আলী রাযি.-এর সহযোগিতার জন্য গমনকারী ব্যক্তি হলেন আহনাফ ইবনে কায়েস; হাসান বছরি রহ. নয়। আমর ইবনে উবাইদ নিজের বর্ণনায় ভুলে তাঁর নাম ছেড়ে দিয়েছেন।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৭৯-২৮০ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهٰذَا. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ. وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ.

### সহজ তরজমা

৬৬২৩. সুলাইমান ইব্‌নে হারব ও মুআম্মাল রহ. ... আবু বাকরা রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া মা'মার আইয়ূব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। বাক্কার ইব্‌নে আব্দুল আজিজ আপন পিতা সূত্রে আবু বাকরা রহ. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং গুন্দার ও আবু বাকরা রাযি.-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান ছাওরি রহ. মানসূর থেকে (পূর্বের সনদে হাদিসটি বর্ণনা করার সময়) মারফূ'রূপে উল্লেখ করেন নি [বরং আবু বাকরা এর উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন]।

بَابٌ: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

### ৩৭৪৯. অনুচ্ছেদ : যখন জমাত থাকবে না (বিভেদ-বিশৃঙ্খলা থাকবে) তখন করণীয় কী?

অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদটি বিভেদ ও ফিতনার সময় মুসলমানদের কর্মপন্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ বিভেদ ও ফিতনার সময় যখন তারা এক শাসকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, তখন তারা কি করবে?

### সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

وَحَاصِلُ مَعْنَى التَّرْجَمَةِ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ اِخْتِلَافٌ وَلَمْ يَكُنْ خَلِيفَةٌ فَكَيْفَ يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقَعَ الِاجْتِمَاعُ عَلَى خَلِيفَةٍ؟ وَفِيْ حَدِيْثِ الْبَابِ بَيَّنَ ذٰلِكَ. وَهُوَ أَنَّهُ يَعْتَزِلُ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَلَوْ بِأَنْ يَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَذٰلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ دُخُوْلِهِ بَيْنَ طَائِفَةٍ لَا إِمَامَ لَهُمْ خَشْيَةً مَا يَؤُوْلُ مِنْ عَاقِبَةِ ذٰلِكَ مِنْ فَسَادِ الْأَحْوَالِ بِاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ وَبِسَبَبِ الْآرَاءِ.

শিরোনামের সারকথা হল, যদি মুসলমানদের মাঝে বিভেদ দেখা দেয় আর তাদের কোনো শাসক না থাকে, তখন তারা কোনো শাসকের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়ার পূর্বে কিভাবে কাজ করবে? অনুচ্ছেদের হাদিসে তাই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা থাকবে যদিও কোনো বৃক্ষমূল আকড়ে থাকতে হয়; যাবৎ না তার মৃত্যু আসে। আর এটাই তার জন্য নেতৃত্বশূন্য জাতির দলভুক্ত হওয়া অপেক্ষা উত্তম। যাতে এর পরিণামে তাদের বিভেদ-বিশৃঙ্খলার কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ে পাছে না চরম বিপত্তি ঘটে। (উমদাতুল কারি-২৪/১৯৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ. حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ. أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ. مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ. فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ: نَعَمْ. وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي. تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ. دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ. مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيهَا. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا. وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ. قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ. حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ. وَأَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ.

### সহজ তরজমা

৬৬২৪. মুহাম্মদ ইব্‌নে মুছান্না রহ. ... হুযাইফা ইব্‌নে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কল্যাণের বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এ আশঙ্কায় যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো জাহিলিয়ত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারো কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হাঁ! তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূমাচ্ছন্নতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, এর ধূমাচ্ছন্নতাটা কিরূপ? তিনি বললেন : এক জামাত আমার তরিকা ছেড়ে অন্য পথ গ্রহণ

করবে। তাদের থেকে ভালো কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের বলুন! তিনি বললেন, তারা আমাদেরই লোক এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, তখন মুসলমানদের কোনো [সংঘবদ্ধ] জামাত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন : তখন সকল দলমত পরিত্যাগ করে সম্ভব হলে কোনো গাছের শিকড় কামড়ে পড়ে থাকবে, যাবৎ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ الخ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৯, পূর্বে ৫০৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও ইবনে মাজাহে বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ: دَخَنٌ :** শব্দটির দাল ও খা বর্ণে যবর। অর্থ, ধোঁয়া। আল্লামা নববি রহ. বলেন : وَأَرَادَ بِهِ لَيْسَ خَيْرًا خَالِصًا بَلْ فِيهِ كُدُورَةٌ بِمَنْزِلَةِ الدُّخَانِ مِنَ النَّارِ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالدَّخَنِ الْحِقْدَ. وَقِيلَ: اَلدَّغَلُ. وَقِيلَ: فَسَادٌ فِي الْقَلْبِ. وَقِيلَ: اَلدَّخَنُ كُلُّ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: اَلْمُرَادُ مِنَ الدَّخَنِ أَنْ لَا تَصْفُوَ الْقُلُوبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ كَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّفَاءِ অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন বস্তু যাতে বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। তাতে থাকবে কষ্ট। আগুনের ধোঁয়ার মতো। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা হিংসা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেছেন বিশৃঙ্খলা। কেউ কেউ বলেছেন, সব অপ্রিয় কাজকে دَخَنٌ বলা হয়। আল্লামা নববি রহ. বলেন, এর দ্বারা 'পরস্পরে অন্তরের অসচ্ছতা' উদ্দেশ্য। (উমদাতুল কারি-২৪/১৯৪)

✪ বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারী ও কাস্তালানি দ্রষ্টব্য।

### بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

### ৩৭৫০. অনুচ্ছেদ : যে ফিতনাবাজ ও জালেমদের দল ভারি করাকে অপছন্দ করে

বিশৃঙ্খলাকারী জালেমদের দল ভারি করা ও তাদের দলে শরিক হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ. وَغَيْرُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ. قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ. فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ. فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ. فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ. يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ. أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ". (النساء: ٩٧)

## সহজ তরজমা

৬৬২৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ইয়াযিদ ও লাইস রহ. ... আবুল আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে একটি যোদ্ধাদল প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত হল। আমার নামও সে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এরপর ইকরমা রহ.-এর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। বললেন : আমাকে ইব্নে আব্বাস রাযি. অবগত করেছেন, মুসলিমদের কতিপয় লোক মুশরিকদের সাথে ছিল। এতে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারি করছিল। তখন কোনো তীর আসত, যা নিক্ষিপ্ত

হত এবং তাদের কাউকে আঘাত করে এটি তাকে হত্যা করত। অথবা কেউ তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করত। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতারা বলে।—সূরা নিসা-৯৭)

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৯ ও পূর্বে ৬৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** আবুল আসওয়াদকে বাধা প্রদানের দ্বারা হযরত ইকরিমা রাযি.-এর উদ্দেশ্য হল, মুশরিকদের দল ভারির কারণ হওয়া—চাই আন্তরিক সমর্থন থাকুক বা না থাকুক—তবু নিন্দনীয়। তাদের নিন্দায় কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ। সুতরাং হে আবুল আসওয়াদ! তুমিও এ যুদ্ধে তাদের দলভারির কারণ হয়ো না। কেননা এটা আল্লাহর পথে যুদ্ধ নয়। অর্থাৎ হাদিসে রয়েছে : 'যে কোনো সম্প্রদায়ের দল ভারি করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে'। (কাস্তালানি)

بَابٌ إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

### ৩৭৫১. অনুচ্ছেদ : যখন মানুষের আবর্জনায় কেউ অবশিষ্ট থাকবে

[অর্থাৎ যদি নিকৃষ্ট মানুষের মধ্যে কোনো মুসলমান বাকি থাকে, তাহলে কী করণীয়?]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا: أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَلَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا اليَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

## সহজ তরজমা

৬৬২৬. মুহাম্মদ ইবনে কাছির রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দুটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন। তার একটি আমি দেখেছি (বাস্তবায়িত হয়েছে) আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন : আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে। এরপর তারা সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ একসময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মতো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তখন আবার তুলে নেওয়া হবে। ফলে ফোসকার মতো তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন, একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ে ফোস্কা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা করবে বটে; কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোনো কোনো

লোক সম্পর্কে বলা হবে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। [এরপর হুযাইফা রাযি. বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ গত হয়েছে, তখন আমি তোমাদের কার সাথে লেনদেন করছি, এ সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা সে যদি মুসলিম হয়, তবে তার দীনই [হক আদায়ে] তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খ্রিষ্টান হয়, তবে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ে) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া কারো সঙ্গে বেচা-কেনা করি না।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের মর্মার্থে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৯-১০৫০, পূর্বে ৯৬১ ও সামনে ১০৮০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-১/৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১১/৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

## بَابُ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

## ৩৭৫২. অনুচ্ছেদ : ফিতনার যুগে যাযাবরের জীবন যাপন করা

[تَعَرُّب শব্দের আইন বর্ণে যবর, রা-বর্ণে পেশ ও তাশ্‌দিদ। অর্থ, গ্রামে বসবাস করা।]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا. فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ.

## সহজ তরজমা

৬৬২৭. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... সালামা ইব্‌নে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার হাজ্জাজ আমার কাছে এল। তখন সে বলল, হে ইব্‌নে আক্‌ওয়া! আপনি সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন, না-কি যাযাবর হয়ে গেলেন? তিনি বললেন, না! বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যাযাবরের জীবন যাপনের অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াযিদ ইব্‌নে আবূ উবাইদ বর্ণনা করেন : যখন উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান রাযি. নিহত হলেন, তখন সালামা ইব্‌নে আকওয়া রাযি. 'রবাযা' এলাকায় চলে যান এবং সেখানে তিনি এক নারীকে বিয়ে করেন। সে নারীর ঘরে তাঁর কয়েকজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুর ক'দিন পূর্বে তিনি মদিনায় আগমন করেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসবাসরত ছিলেন।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম মাগাযিতে ও নাসায়ি বাইয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. প্রায় দীর্ঘ ৪০ বছর রবাযা এলাকায় বাস করেন। শেষ জীবনে মদিনায় আসেন, যেখানে মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর খাস রহমত করেছেন। তিনি সমাহিত হয়েছেন মদিনায়। তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল ৭৪ হিজরি সনে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ. يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ. يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ".

### সহজ তরজমা

৬৬২৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ইউসুফ রহ. ... আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে একসময় আসবে, যখন মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে ছাগল। ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়নের জন্য তারা এগুলো নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বারিপাতের স্থানসমূহে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের শেষাংশে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫০ এবং পূর্বে ০৭, ৪৬৬, ৫০৮ ও ৯৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ শব্দ বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারি-১/২৫০ দ্রষ্টব্য।

এ হাদিস দ্বারা এতটুকু নিশ্চয় বুঝা যায়, ফেৎনার যুগে জনবিচ্ছিন্নতা ও একঘরে হয়ে বাস করা উত্তম। অন্যথায় জমহূর আলেমের মতে লোকালয়ে ও জনসমাজে বসা করা উত্তম। কেননা এতে জুমা, জামাতে নামায ও দীনি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ মিলে।

### بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

### ৩৭৫৩. অনুচ্ছেদ : ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ. فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ. فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا. فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي. فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ. إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ. قَالَ قَتَادَةُ يُذْكَرُ هٰذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ". وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّ أَنَسًا. حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ. بِهٰذَا. وَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ لَافًّا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي. وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ أَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سَوْأَى الْفِتَنِ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ قَتَادَةَ. أَنَّ أَنَسًا. حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ.

### সহজ তরজমা

৬৬২৯. মুয়ায ইব্‌নে ফাযালা রহ. ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে প্রশ্ন করত। এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন। বললেন : তোমরা (আজ) আমাকে যাই প্রশ্ন করবে, আমি তারই উত্তর প্রদান করব।

আনাস রাযি. বলেন, আমি তাকাচ্ছিলাম ডানে-বামে। দেখতে পেলাম, প্রত্যেকেই আপন বস্ত্রে মাথা গুঁজে কাঁদছে। তখন এক ব্যক্তি-পারস্পরিক বাকবিতণ্ডার সময় যাকে অন্য এক ব্যক্তির (যে প্রকৃতপক্ষে তার পিতা নয়) সন্তান বলে ডাকা হত—উঠে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা কে? তিনি বললেন, হুযাফা তোমার পিতা। এরপর উমর রাযি. সম্মুখে এলেন ও বললেন, আমরা রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসাবে ইসলামকে ও মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে মেনে পরিতুষ্ট। ফিতনার অনিষ্ট থেকে আমার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আজকের মতো এত উত্তম বস্তু এবং এত খারাপ বস্তু ইতোপূর্বে কখনো আমি প্রত্যক্ষ করি নি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নামের ছবি পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমি সে দুটিকে এ দেয়ালের পাশেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কাতাদা বলেন, উপরিউক্ত হাদিসটি উল্লেখ করা হয় এ আয়াত প্রসঙ্গে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। সূরা মায়িদা-১০১)

আর আব্বাস নারসি বলেন, ইয়াযিদ ইবনে যুরাইয়ি—সাঈদ ইবনে আরুবা—কাতাদা—আনাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস রাযি. বলেন : প্রত্যেকেই আপন বস্ত্রে মাথা গুঁজে কাঁদছে আর ফরিয়াদ করছে, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ অথবা عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ।

ইমাম বুখারি রহ. বলেন : খলিফা রহ. আমাকে বলেন, ইয়াযিদ ইবনে যুরাইয়ি ... আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ (তথা سُوءِ-এর স্থলে شَرِّ) বলেছেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫০, পূর্বে ২০, ৭৭, ৬৬৫, ৯৪১ ও ৯৬০ এবং সামনে ১০৮৩ পৃষ্ঠায়।

⊙ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-১/৪৪৩ দ্রষ্টব্য।

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : اَلْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

## ৩৭৫৪. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– ফিতনা পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ "اَلْفِتْنَةُ هَا هُنَا اَلْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ". أَوْ قَالَ "قَرْنُ الشَّمْسِ".

### সহজ তরজমা

৬৬৩০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ... সালিমের পিতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা তিনি মিম্বরের পাশে দণ্ডায়মান হয়ে বলেছেন : ফিতনা এ দিকে; ফিতনা সে-দিকে, যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়; কিংবা বলেছিলেন, সূর্যের মাথা উদিত হয়।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫০ এবং পূর্বে ৪৩৮, ৪৬৩, ৪৯৮ ও ৭৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا** : 'ফিতনা এ দিকে'। এটা বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্বদিকে ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং মুসলিম শরিফে ফুযাইল ইবনে গযাওয়ান—সালিম সূত্রে হাদিসটির ভাষ্য নিম্নরূপ :

إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ.

(بَابُ الْفِتْنَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ)

**قَرْنُ الشَّيْطَانِ-এর ব্যাখ্যা**

১। বলা হয়, বাস্তবেই তার দুটি শিং আছে।
২। তার মাথার দুই পার্শ্বই তার দুটি শিং।
৩। এটা একটি উপমা অর্থাৎ শয়তান তখন হেলে দুলে ও লাফিয়ে চলে।
৪। শয়তানের শিং মানে শয়তানের অনুসারীবৃন্দ।

قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ : 'কিংবা বলেছিলেন, সূর্যের মাথা উদিত হয়'। এটা রাবির সন্দেহ। قَرْنُ الشَّمْسِ তথা সূর্যের উপরিভাগ। বর্ণিত আছে, সূর্যোদয়ের সময় শয়তান তার মাথা সূর্যের সাথে মিলিয়ে রাখে। যাতে সূর্যপূজারিদের সূর্যপূজার সময় সাজ্দাটা তার জন্যও হয়। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ : "أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ".

## সহজ তরজমা

৬৬৩১. কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পূর্ব দিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, সাবধান! ফিতনা সে দিকে, যে দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ হাদিসটিও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. থেকে কুতাইবার সূত্রে বর্ণিত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫০ এবং পূর্বে ৪৩৮, ৩৬৩, ৪৯৮ ও ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ "اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا. اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا". قَالُوْا وَفِيْ نَجْدِنَا. قَالَ "اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا. اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا". قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَفِيْ نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : "هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ. وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ".

## সহজ তরজমা

৬৬৩২. আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ [দোয়ার একপর্যায়ে] বললেন : হে আল্লাহ্! আমাদের সিরিয়ায় আমাদের জন্য বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও (অর্থাৎ আমাদের নজদের জন্য বরকতের দোয়া করুন!)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের নজদেও। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার মনে হয়, তৃতীয়বারে তিনি বললেন, সেখানে তো কেবল ভূমিকম্প ও ফিতনা। আর তথা হতে উদিত হবে শয়তানের শিং।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ. وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ বাক্যে। এতে هُنَاكَ শব্দ বলে নজদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর নজ্‌দ এলাকাটি পূর্বদিকে অবস্থিত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫০-১০৫১, পূর্বে ১৪১ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا. قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللهُ يَقُولُ: "وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ" [البقرة: ١٩٣، الأنفال: ٣٩]. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ. إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ. وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً. وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

## সহজ তরজমা

৬৬৩৩. ইসহাক আল-ওয়াসিতি রহ. ... সাঈদ ইব্‌নে যুবাইর রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. আমাদের নিকট আসলেন। আমরা আশা করছিলাম, তিনি আমাদের একটি উত্তম হাদিস বর্ণনা করবেন। সুতরাং এক ব্যক্তি তাঁর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! ফিতনার যুগে যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন! কেননা আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন : 'তাদের সাথে যুদ্ধ করো যাবৎ না ফিতনার অবসান ঘটে'। তখন তিনি বললেন, তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক! জান কি, ফিতনা কাকে বলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তো যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। কেননা তাদের শিরকের মধ্যে থাকাটাই মূলত ফিতনা। আর তা তোমাদের রাজত্বের জন্য লড়াই করার মতো ছিল না।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– এতে উল্লেখ রয়েছে, ফিতনা পূর্বাচল থেকে আসবে। তথায় উপস্থিত জনতা হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর কাছে রহমত বিষয়ক কোনো হাদিস শ্রবণের আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বর্ণনা করেছেন ফিতনা সম্পর্কিত হাদিস।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫১ এবং পূর্বে কিতাবুত তাফসিরে ৬৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফ্‌ফিন ইত্যাদির মধ্যে নিজে অংশগ্রহণ করেন নি এবং কারো অংশগ্রহণের সমর্থক ছিলেন না বরং আলাদা থাকাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। কেননা মুমিনের হত্যা থেকে বাঁচার জোর তাগিদ আছে। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সিফ্‌ফিনের যুদ্ধকালে হযরত আলী রাযি.-এর সেনাদলে শরিকও হন নি। অধিকন্তু আপত্তিকারীর জবাব দিয়েছেন, قَاتِلُوهُمْ-এর মধ্যে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ করা হয়েছে। যাতে শিরক-কুফর মিটে যায়।

আর খুব সম্ভব এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. প্রমুখের ইজতিহাদ ছিল। অন্যথায় জমহূর আলেমের মতে

যাবৎ না হক ও সত্য প্রকাশ পায় এবং প্রবল ধারণা না হয়, কে সত্যের উপর রয়েছে, সে পর্যন্ত আলাদা থাকা জায়েয। কিন্তু কে হক পথে ও সত্যের উপর রয়েছে, তা প্রকাশ হয়ে গেলে হকপন্থিদের সমর্থন দেওয়াই কর্তব্য।

নিঃসন্দেহে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাযি. সত্যের উপর ছিলেন। তিনিই ছিলেন সত্যের প্রতিনিধি; উপযুক্ত খলিফা। আর হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর মতভেদ ছিল এক ইজতিহাদি ভুলের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

**৩৭৫৫. অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের তরঙ্গের মতো তরঙ্গায়িত ফিতনা প্রসঙ্গে**

[যদ্দরুন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাবে। মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো নির্বোধ হয়ে যাবে।]

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهٰذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ. قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ [البحر الكامل] : ﴿اَلْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً + تَسْعٰى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ ❁ حَتّٰى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا + وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلٍ ❁ شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ + مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيلِ﴾.

হযরত ইবনে উয়াইনা রহ. খালফ ইবনে হাওশাব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রবীণ মানুষ ফিতনার যুগে নিম্নোক্ত কবিতার দ্বারা উপমা পেশ করতে পছন্দ করতেন। কবি ইমরুল কাইস বলেন : (বাহরুল কামেল সূত্রে)

যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরুতে যেন ষোড়ষী যুবতী
ছুটে নিজ রূপ-জৌলুসে সব নির্বোধ পানে।
যখন জ্বলে উঠে শেষে যুদ্ধানল লেলিহান
ফুলকি যৌবনা, বিধবা বৃদ্ধা করে পলায়ন।
কেশ তার শুভ্র সফেদ, রং তার ফিকে ম্লান
বিবর্ণ সে, তার ঘ্রাণ-চুম্বন ঘৃণিত মলিন।

قَوْلُهُ : قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : হযরত আবু যর রহ. এর পাণ্ডুলিপিতে এভাবেই বর্ণিত আছে। তবে বিশুদ্ধ মতে এ কবিতাগুলো হযরত আমর ইবনে মা'দিকারাব যুবাইদি রচিত। 'আল-কামিল' গ্রন্থে মুবাররাদ রহ. এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ. قَالَ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هٰذَا أَسْأَلُكَ وَلٰكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ عُمَرُ أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ عُمَرُ إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا. قُلْتُ أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً. وَذٰلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ.

## সহজ তরজমা

৬৬৩৪. উমর ইব্‌নে হাফ্‌স ইব্‌নে গিয়াস রহ. ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একসময় আমরা উমর রাযি.-এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণে রেখেছে? হুযাইফা রাযি. বললেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন) মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়ে যে ফিতনায় নিপতিত হয়—নামায, সদকা, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মোচন করে দেয়। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নি বরং সে ফিতনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের মতো ঢেউ খেলবে। হুযাইফা রাযি.

বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! সে ফিতনায় আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। কেননা সে ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর রাযি. বললেন : দরজাটি কি ভেঙে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙে ফেলা হবে। উমর রাযি. বললেন, তবে তো তা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুযাইফা বলেন,) আমি বললাম, হাঁ! (শাকিক বলেন,) আমরা হুযাইফা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর রাযি. কি দরজাটি সর্ম্পকে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ! যেরূপ আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা আমি তাকে এরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করেছিলাম, যা ভ্রান্তিমুক্ত। (শাকিক বলেন,) দরজাটি কে? সে সর্ম্পকে হুযাইফা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমর রাযি. (নিজেই)।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫১ এবং পূর্বে ৭৫, ১৯৩, ২৫৪ ও ৫০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ. وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ. فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِي فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَضَى حَاجَتَهُ. وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ. فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ. فَوَقَفَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ "ائْذَنْ لَهُ. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ. فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ائْذَنْ لَهُ. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ. فَامْتَلأَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ. ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ائْذَنْ لَهُ. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. مَعَهَا بَلاَءٌ يُصِيبُهُ". فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا. فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ. فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ. فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخًا لِي وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَأْتِيَ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

## সহজ তরজমা

৬৬৩৫. সাঈদ ইব্‌নে আবু মারইয়াম রহ. ... আবু মূসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনবশত মদিনার (দেয়াল ঘেরা) বাগানসমূহের কোনো একটি বাগানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর পিছনে গেলাম। তিনি যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, আমি এর দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে বললাম, অদ্য আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রহরীর কাজ আঞ্জাম দিব। তিনি অবশ্য আমাকে এর নির্দেশ দেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভিতরে গেলেন এবং নিজের প্রয়োজন সেরে নিলেন। এরপর একটি কূপের পোস্তার উপরে বসে পড়লেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় তুলে নিয়ে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এমন সময় আবু বকর রাযি. এসে তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আপনি অপেক্ষা করুন! যতক্ষণ না আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসছি। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট

এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আবু বকর রাযি. আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দাও। আবু বকর রাযি. প্রবেশ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ডান পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনিও হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর উমর রাযি. আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি। (অনুমতি প্রার্থনা করলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাম দিকে বসলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এতে কূপের পোস্তা পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং সেখানে বসার আর কোনো স্থান অবশিষ্ট রইল না। এরপর উসমান রাযি. আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন! যতক্ষণ আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে না আসি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে বিপদাক্রান্ত হওয়াসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করলেন; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বসার কোনো স্থান পেলেন না। তাই তিনি বিপরীত দিকে এসে তাঁদের মুখোমুখি হয়ে কূয়ার পাড়ে বসে গেলেন এবং হাঁটুদ্বয়ের নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূয়ার অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আমার অপর এক ভাইয়ের [আগমন] কামনা করছিলাম ও আল্লাহর নিকট দুয়া করছিলাম, যেন তিনি [এক্ষুনি] আগমন করেন। ইব্‌নে মুসাইয়াব বলেন, আমি এ ঘটনার ব্যাখ্যা করেছি : এটা তাঁদের তিনজনের কবরের নমুনা, যা এখানে একসঙ্গে হয়েছে। আর উসমান রাযি. ভিন্ন স্থানে।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ الخ বাক্যে। এটা বস্তুত সমুদ্র তরঙ্গের মতো ঢেউ খেলে যাওয়া বিপদের মধ্যে গণ্য।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫১, পূর্বে ৫১৯, ৫২২, ৯১৮ এবং সামনে ১০৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ. قَالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلَا تُكَلِّمُ هٰذَا. قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا. أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ. وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ. بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ. فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ. فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ. وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ. وَأَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ".

## সহজ তরজমা

৬৬৩৬. বিশ্‌র ইব্‌নে খালিদ রহ. ... আবু ওয়ায়িল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উসামা রাযি.-কে বলা হল, আপনি কি এ বিষয়ে কিছু বলবেন না? তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে বলেছি, তবে এমন পন্থায় নয় যে, তোমার জন্য আমি একটি (ফিতনার) দ্বার উন্মোচিত করব। যাতে আমিই হব এর প্রথম উন্মোচনকারী। আর আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোনো লোক দুই ব্যক্তির আমির নিযুক্ত হওয়ার পর তার সম্পর্কে বলব, আপনি উত্তম। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, [কিয়ামতের দিন] এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর সেখানে তাকে পিষে ফেলা হবে, যেমনি গাধা দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে পিষা হয়। দোযখবাসীরা তার পাশে এসে সমবেত হবে এবং বলবে, হে অমুক! তুমিই কি আমাদের ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? তখন সে বলবে, হাঁ! আমি ভালো কাজের আদেশ করতাম, তবে আমি নিজে তা করতাম না এবং আমিই মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** আল্লামা আইনি রহ. বলেন, مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ بالتعسف من كلام أسامة وهو أنه لم يرد فتح الباب بالمجاهرة بالتنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك من كونه فتنة ربما تؤول إلى أن تموج كموج البحر অর্থাৎ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল পাওয়া কষ্টসাধ্য। তবে হযরত উসামা রাযি.-এর উক্তি 'আমি প্রকাশ্যে প্রশ্ন করে ফিতনার দরজা উন্মুক্তকারী হতে চাই না'-এর মধ্যে শিরোনামের সাথে মিল পাওয়া যায়। (উমদাহ-২৪/২০৩)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫২ ও পূর্বে ৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

### ৩৭৫৬. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً".

### সহজ তরজমা

৬৬৩৭. উসমান ইবনে হায়সাম রহ. ... আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ)-এর সময় আমাকে বড় উপকৃত করেছেন। (সে কথাটি হল) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট যখন সংবাদ পৌছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে। তখন তিনি বললেন : সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোনো নারীর হাতে অর্পণ করে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ অনুচ্ছেদটির শিরোনাম নেই। কোনো কোনো সংস্করণে এখানে باب শব্দটিও উল্লেখ নেই। আমাদের ভারতীয় সংস্করণে শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে শাখাস্বরূপ এর সম্পর্ক পূর্বের অনুচ্ছেদের সাথে হবে। আর তা এভাবে যে, উষ্ট্রীযুদ্ধ নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য একটি মস্ত বড় ফেতনা ছিল।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫২ ও পূর্বে ৬৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫১৫ কিতাবুল মাগাযি দেখুন!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ. قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ. فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ. وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ. فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ. وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ. لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ.

### সহজ তরজমা

৬৬৩৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মুহাম্মদ রহ. ... আবু মারইয়াম আব্দুল্লাহ্ ইব্নে যিয়াদ আসাদি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তালহা, যুবাইর ও আয়েশা রাযি. যখন বসরার দিকে গমন করলেন, তখন আলী রাযি. আম্মার

ইব্‌নে ইয়াসির ও হাসান ইব্‌নে আলী রাযি.-কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা আমাদের কূফায় আগমন করলেন এবং উপবেশন করলেন (মসজিদের) মিম্বরে। হাসান ইব্‌নে আলী রাযি. মিম্বরের সর্বোচ্চ ধাপে উপবিষ্ট ছিলেন আর আম্মার রাযি. হাসান রাযি.-এর নিচের ধাপে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা এসে তাঁর নিকট সমবেত হলাম। তখন আমি শোনলাম, আম্মার রাযি. বলছেন, আয়েশা রাযি. বসরা অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের (আমাদের) নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা এ কথা স্পষ্ট করে জেনে নেওয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, তোমরা কি তাঁরই (আলী) আনুগত্য কর, না তাঁর [অর্থাৎ আয়েশা রাযি.-এর] আনুগত্য কর।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসটি মর্মার্থে পূর্বের হাদিসের অনুরূপ। সুতরাং কোনো জিনিসের অনুরূপও সে জিনিসের অনুরূপ। যেমনি বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫২ পৃষ্ঠায় এবং পূর্বে সংক্ষেপে ৫৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

৩৬ হিজরির ঘটনা। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাযি.-কে মদিনায় শহিদ করে দেওয়া হল। এরপর মুসলমানদের খলিফা হলেন হযরত আলী রাযি.। সে-সময় হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন মক্কায়। আর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দুজন সাহাবি হযরত তালহা রাযি. ও হযরত যুবাইর রাযি. ছিলেন মদিনায়। তাঁরা হযরত আলী রাযি.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিলেন। এরপর তাঁরা হযরত আলী রাযি. থেকে উমরার অনুমতি নিয়ে মক্কায় চলে গেলেন। তারা মক্কায় পৌছে হযরত আয়েশো রাযি.-কে বললেন, হযরত উসমান রাযি.-কে ঘরে ঢুকে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় জালেমরা শহিদ করে দিয়েছে। আর ঘাতকরা হযরত আলী রাযি.-এর দলে মিশে গেছে। তাই হযরত উসমান রাযি. এর হত্যার কিসাস হযরত আলী রাযি.-এর কাছে তলব করা এবং ঘাতকদের শাস্তি দেওয়ানো উচিত। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. সমর্থন জানালেন। এরপর তাঁরা অর্থাৎ হযরত হাকাম ও হযরত যুবাইর রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-কে নিয়ে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে একটি জলাশয়ের কাছে পৌছালে একটি কুকুর খুব ঘেউ ঘেউ শুরু করে। এ জলাশয়ের নাম حواب (হাউআব) ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এ জলাশয়ের নাম কি? তারা বললেন, হাউআব। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তিনি স্ত্রীদের লক্ষ্য করে বলতেন—তোমাদের একজনের তখন কি অবস্থা হবে, যখন হাউআবের কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করবে!?

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কোন্ সে নারী উটে আরোহণ করে গমন করবে আর হাউআব তটের কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করবে!? তার চারপাশে অনেক লোক মারা যাবে। এটাই জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রীযুদ্ধ) নামে প্রসিদ্ধ। কেননা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. উটে আরোহণ করে গিয়েছিলেন। সে উটের নাম ছিল 'আস্‌কার'।

✪ উষ্ট্রীযুদ্ধ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৮/৫১৫ কিতাবুল মাগাযি দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ.

## সহজ তরজমা

৬৬৩৯. আবু নুয়াইম রহ. ... আবু ওয়ায়িল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার রাযি. কূফার (মসজিদের) মিম্বরে দণ্ডায়মান হলেন এবং তিনি আয়েশা রাযি. ও তাঁর সফরের কথা উল্লেখ করলেন। এরপর তিনি বললেন, তিনি [আয়েশা রাযি.] ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের নবী ﷺ এর পত্নী হবেন। কিন্তু বর্তমানে তোমরা তাঁকে নিয়ে ভীষণ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছ।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** উমদাতুল কারি, ইরশাদুস সারি ইত্যাদি প্রায় সংস্করণে এখানে শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ রয়েছে; আমদের ভারতীয় সংস্করণে নেই। এক্ষেত্রে মিল হবে পূর্বের হাদিসের মতো। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫২ ও পূর্বে ৫৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالَا مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ. فَقَالَ عَمَّارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ

## সহজ তরজমা

৬৬৪০. বাদাল ইব্‌নে মুহাব্বার রহ. ... আবু ওয়ায়িল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযি. যখন আম্মার রাযি.-কে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবান জানাতে কূফাবাসীর নিকট প্রেরণ করলেন, তখন আবু মূসা ও আবু মাসউদ রাযি. তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : তোমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমাদের জানামতে বর্তমান বিষয়ে (যুদ্ধের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করণে) দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের চেয়ে গর্হিত কোনো কাজ করতে আমরা তোমাকে দেখি নি। তখন আম্মার রাযি. বললেন : যখন থেকে আপনারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমি আপনাদের কোনো কাজ দেখি নি, যা আমার কাছে অপছন্দনীয় বিবেচিত হয়েছে; বর্তমানের এ কাজে দেরি করা ব্যতীত। তখন আবু মাসউদ রাযি. তাদের উভয়কে এক এক জোড়া করে পোশাক পরিধান করালেন। এরপর সকলেই (জুমার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) মসজিদের দিকে রওনা হলেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনাম ছাড়া অধ্যায়। আর মূল অনুচ্ছেদ بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ الخ-এর সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫২ এবং সামনে ১০৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হযরত আলী রাযি.-এর কাছে যখন সংবাদ পৌছল, হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর রাযি. মক্কায় গিয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-কে সাথে নিয়ে বসরায় সৈন্যদল একত্র করছেন, যাতে হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেন, তখন আম্মার ও তার বড় পুত্র ইমাম হাসানকে কূফায় পাঠালেন। হযরত আলী রাযি. ওই সময় মদিনায় ছিলেন। এরপর জঙ্গে জামাল দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ: وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً الخ : হযরত আম্মার রাযি. অনেক দূর থেকে মক্কায় এসেছিলেন। তার কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে গিয়েছিল। আর হযরত আবু মাসউদ ছিলেন একজন ধনী দানশীল মানুষ। তিনি এভাবে ময়লা কাপড়ে তার মসজিদে যাওয়া ঠিক মনে করলেন না। তাই তাকে একজোড়া কাপড় পরালেন। এরপর তিনি উচিত মনে করলেন না যে, তাকে দিবেন আর আবু মূসা আশয়ারিকে দিবেন না। এজন্য দুজনকেই জামা জোড়া দিলেন।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ. كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ. وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ ﷺ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ. قَالَ عَمَّارٌ يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ

صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ ﷺ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هٰذَا الأَمْرِ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا يَا غُلَامُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ. فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالأُخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ رُوحَا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

### সহজ তরজমা

৬৬৪১. আবদান রহ. ... শাকিক ইব্‌নে সালামা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ রাযি., আবু মূসা রাযি. ও আম্মার রাযি.-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আবু মাসউদ রাযি. বললেন, তুমি ব্যতীত তোমার সঙ্গীদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার সম্পর্কে আমি ইচ্ছা করলে কিছু না কিছু বলতে না পারি। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সংশ্রব লাভ করার পর থেকে এ বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার চাইতে আমার দৃষ্টিতে দোষণীয় কোনো কাজ তোমার কাছ থেকে দেখি নি। তখন আম্মার রাযি. বললেন, হে আবু মাসউদ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে তোমাদের সংশ্রব লাভ করার পর থেকে এ বিষয়ে গড়িমসি করার চেয়ে আমার দৃষ্টিতে অধিক দোষণীয় কোনো কাজ তোমার এবং তোমার এ সঙ্গী থেকে দেখিনি। আবু মাসউদ রাযি. ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি (তার চাকরকে) বললেন, হে বৎস! দু'জোড়া পোশাক নিয়ে এসো! এরপর তিনি তার একটি আবু মূসা রাযি.-কে ও অপরটি আম্মার রাযি.-কে দিলেন এবং বললেন, এগুলো পরিধান করে জুমার নামাযে যাও।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল একদম সুস্পষ্ট। উষ্ট্রীযুদ্ধ একটি মস্ত বড় ফিতনা ছিল। এতে দুই পক্ষের প্রায় দশ হাজার কিংবা তার চেয়ে বেশি মুসলমান শহিদ হয়েছেন।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫২-১০৫৩ ও পূর্বে ১০৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## بَابٌ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

## ৩৭৫৭. অনুচ্ছেদ : যখন আল্লাহ্ কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব নাযিল করেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا. أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ. ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ"

### সহজ তরজমা

৬৬৪২. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উসমান রহ. ... ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ্ তায়ালা কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব নাযিল করেন, তখন সেখানে বসবাসরত সকলের উপরই সে আজাব পতিত হয়। অবশ্য পরে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উঠানো হবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৩ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম صِفَةُ النَّارِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ : অর্থাৎ দুনিয়ায় কোনো জাতি-গোষ্ঠীর উপর কখনো আল্লাহর আজাব-গজব নাযিল হলে সেখানে বিদ্যমান ভালো-মন্দ সবাই সে আজাবে আক্রান্ত হয়। কিন্তু কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তির হাশর হবে তার নিজের পাপ-পুণ্য আমলের ওপর। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হবে, তার হাশর সৎকর্মশীলদের

সাথেই হবে। কেননা সেটা ইনসাফের দিন। সেদিন প্রত্যেকেই নিজের পাপ-পুণ্য কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পাবে। কাজেই সুনানে আরবায়ার হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন :

«إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ». (رَوَاهُ إِبْنُ ماجه وفى رواية أبي داود : «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ». وزاد الترمذيُّ فِي اٰخرهٖ: لفظ «مِنْهُ»).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا السَّيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

**৩৭৫৮. অনুচ্ছেদ : হাসান ইবনে আলী রাযি. সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– অবশ্যই আমার এ দৌহিত্র নেতা। আর সম্ভবত আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলমানদের (বিবাদমান) দু'দলের মধ্যে আপস করবেন**

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُوْ مُوْسٰى وَلَقِيتُهُ، بِالْكُوفَةِ جَاءَ إِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَدْخِلْنِيْ عَلٰى عِيسٰى فَأَعِظَهُ. فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ. قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ أَرٰى كَتِيبَةً لَا تُوَلِّيْ حَتّٰى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا. قَالَ مُعَاوِيَةُ مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِيْنَ. فَقَالَ أَنَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ نَلْقَاهُ فَنَقُوْلُ لَهُ الصُّلْحَ. قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اِبْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ".

## সহজ তরজমা

৬৬৪৩. হযরত আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... হযরত হাসান বছরি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত হাসান ইব্‌নে আলী রাযি. সেনাবাহিনী নিয়ে মুয়াবিয়া রাযি.-এর মুকাবিলায় রওনা হলেন, তখন আমর ইব্‌নে আস রাযি. মুয়াবিয়া রাযি.-কে বললেন : আমি এরূপ এক সেনাদল দেখছি, যারা বিপক্ষকে না ফিরিয়ে পিছু হবে না। মুয়াবিয়া রাযি. বললেন, তবে মুসলমানদের সন্তানদের তত্ত্বাবধান করবে কে? আমর ইব্‌নে আস রাযি. বললেন, আমি। সে-সময় আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আমির রাযি. ও আব্দুর রহমান ইব্‌নে সামুরা রাযি. বললেন : আমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব ও তাঁকে সন্ধির কথা বলব। হযরত হাসান বছরি রহ. বলেন, আমি আবু বাকরা রাযি. থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত হাসান রাযি. আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখে বললেন : আমার এ পৌত্র সরদার, আর সম্ভবত মহান আল্লাহ্ তায়ালা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি (বিবাদমান) দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৩ এবং পূর্বে ৩৭২ সবিস্তারে, ৫১২ ও ৫৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**قَوْلُهُ فَقَالَ أَنَا :** হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন, فَظَاهِرُهُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُجِيبَ بِذٰلِكَ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَلَمْ أَرَ فِي طُرُقِ الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَلَعَلَّهَا كَانَتْ فَقَالَ أَنَّى بِتَشْدِيدِ النُّونِ الْمَفْتُوحَةِ قَالَهَا عَمْرٌو عَلٰى سَبِيلِ الْإِسْتِبْعَادِ। (ফাতহুল বারি-১৩/৬৪)

**ব্যাখ্যা :** হাদিসটি প্রমাণ করে—'যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ হবে, সে ব্যক্তিই নেতৃত্বের যোগ্য। কেননা নেতৃত্বকে কল্যাণ-পরিশুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়তের আলামত এবং হযরত হাসান রাযি.-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত হাসান রাযি. খেলাফতের ন্যায্য অধিকার একমাত্র তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর পুরস্কার লাভের আশায়ই ত্যাগ করেছেন। এর পিছনে অন্য কোনো কারণ, সংখ্যাসল্পতা, দুর্বলতা কিছুই ছিল না। তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর সাথে দীন ইসলামের স্বার্থে, ফিতনার অবসান ও মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করতেই আপস করেছেন। বর্ণিত আছে, এজন্য হযরত হাসান রাযি.-এর সমর্থক সাথিগণ কটাক্ষ করে তাঁকে বলত, يَا عَارَ الْمُؤْمِنِينَ। প্রত্যুত্তরে হযরত শুধু বলেছেন, اَلْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ। বাকি টীকা দেখুন![১]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. أَنَّ حَرْمَلَةَ. مَوْلَى أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ. وَلَكِنَّ هٰذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ. فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا. فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي.

## সহজ তরজমা

৬৬৪৪. হযরত আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ রহ. ... হযরত উসামা রাযি.-এর গোলাম হারমালা রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা রাযি. আমাকে হযরত আলী রাযি.-এর কাছে পাঠালেন। আর তিনি বলে দিলেন, সেখানে যাওয়ার পরই তিনি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার সঙ্গীকে (আমার সহায়তা থেকে) কিসে পিছনে (বিরত) রেখেছে? তুমি তাঁকে বলবে, তিনি আমাকে আপনার কাছে বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি সিংহের মুখে পতিত হন, তবু আমি আপনার সঙ্গে সেখানে থাকাকে ভালো মনে করব। তবে এ বিষয়টি (মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ) আমি ভালো মনে করছি না। হারমালা বলেন, তিনি (আলী রাযি.) আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি হাসান, হুসাইন ও আব্দুল্লাহ ইব্‌নে জাফর রাযি.-এর কাছে গেলাম। তাঁরা আমার বাহন (মাল দিয়ে) বোঝাই করে দিলেন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল রয়েছে فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ الخ বাক্যে। (উমদাহ)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হযরত উসামা রাযি. জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে কোনো পক্ষে ছিলেন না। যদিও হযরত আলী রাযি. তাকে খুব মহব্বত করতেন। তাঁর গোলাম হারমালাকে হযরত আলী রাযি.-এর খেদমতে পাঠালেন। হযরত

---

[১] الْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ السِّيَادَةَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ لِكَوْنِهِ عَلَّقَ السِّيَادَةَ بِالْإِصْلَاحِ وَفِيهِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ نَبِيِّنَا ﷺ وَمَنْقَبَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ تَرَكَ الْمُلْكَ لَا لِقِلَّةٍ وَلَا لِذِلَّةٍ وَلَا لِعِلَّةٍ بَلْ لِرَغْبَتِهِ فِيمَا عِنْدَ اللهِ لِمَا رَآهُ مِنْ حَقْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ. أَصْحَابُ الْحَسَنِ يَقُولُونَ لَهُ يَا عَارَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ. وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِينَ كَانُوا يُكَفِّرُونَ عَلِيًّا وَمَنْ مَعَهُ وَمُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلطَّائِفَتَيْنِ بِأَنَّهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (فتح الباری لابن حجر: ١٣) وَفِيهِ: وِلَايَةُ الْمَفْضُولِ الْخِلَافَةَ مَعَ وجود الْأَفْضَل لِأَن الحسن وَمُعَاوِيَة ولي كل مِنْهُمَا الْخِلَافَة. وَسعد بن أَبِي وَقاص وَسَعِيد بن زيد فِي الْحَيَاة، وهما بدريان. قَالَه ابْن التِّين. وَفِيه: جَوَاز خلع الْخَلِيفَة نَفسه إِذا رأى فِي ذَلِك صلاحاً لِلْمُسلمين. وَجَوَاز أَخذ المَال على ذَلِك وإعطائه بعد اسْتِيفَاء شَرَائِطه بِأَن يكون المنزول لَهُ أولى من النَّازِل. وَأَن يكون المبذول من مَال الْبَاذِل. (عمدة القاری: ٢٤ / ٢٠٨)

উসামা রাযি. ছিলেন বিচক্ষণ লোক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হযরত আলী রাযি. হারমালাকে অবশ্যই তাঁর সমর্থন না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করবে। তাই তিনি হারমালাকে কি বলবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

যার সারকথা হল, আমি আপনাকে প্রাণাধিক ভালবাসি। কিন্তু এ যুদ্ধ মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে হচ্ছে। তাই আমি এতে শরিক হই নি। কেননা একবার কোনো এক যুদ্ধে একজন কাফির মুসলমান হওয়ার কথা বলেছিল। আমি ভেবেছিলাম, সে প্রাণভয়ে এ কথা বলেছে। বিধায় আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তুমি তার অন্তর চিড়ে কেন দেখলে না!? এরপর থেকে আমি অঙ্গীকার করেছি, মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদে আমি কোনো পক্ষাবলম্বন করব না।

بَابُ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

## ৩৭৫৯. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে

অর্থাৎ ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাইয়াত ভঙ্গ এবং তার সামনে যা বলেছিল, তা থেকে মদিনাবাসীর প্রত্যাবর্তন। আর তারা তার সামনে যা বলেছিল, পিছনে তার বিপরীত বলেছিল।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هٰذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ، وَلَا بَايَعَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ، إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

### সহজ তরজমা

৬৬৪৫. হযরত সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... হযরত নাফি' রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনার লোকেরা যখন ইয়াযিদ ইব্‌নে মুয়াবিয়া-র বাইয়াত ভঙ্গ করল, তখন ইব্‌নে উমর রাযি. তাঁর বিশেষ ভক্তবৃন্দ ও সন্তানদের সমবেত করলেন। বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে। আর আমরা এ লোকটির (ইয়াযিদের) প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বর্ণিত শর্তানুযায়ী বাইয়াত গ্রহণ করেছি। বস্তুত কোনো একজন লোকের প্রতি মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বর্ণিত শর্তানুযায়ী বাইয়াত গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের চেয়ে বড় কোনো বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলে আমি জানি না। আমি যেন কারো সম্পর্কে ইয়াযিদের বাইয়াত ভঙ্গ করেছে, কিংবা সে আনুগত্য করছে না জানতে না পাই। অন্যথায় তার ও আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, কারো সামনে এক কথা; পিছনে আরেক কথা বলা একধরনের গাদ্দারি।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৩, পূর্বে ৪৫২, ৯১২ ও ১০৩০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম-২/৮৩ রয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর ইন্তেকালের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া-কে পত্র মারফত বাইয়াত হওয়ার কথা জানালেন। তিনি খুব খুশি হলেন। পরবর্তীসময়ে তিনি তার সমস্ত অনিষ্ট থেকে রক্ষা পান। তাঁর জানা ছিল, সে ফাসিক। কিন্তু ফিসকের কারণে নেতৃত্ব বাতিল হয় না।[১]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ أَلاَ تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ . إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا.

## সহজ তরজমা

৬৬৪৬. হযরত আহমদ ইব্‌নে ইউনুস রহ. ... হযরত আবুল মিনহাল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নে যিয়াদ ও মারওয়ান যখন সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং ইব্‌নে যুবাইর রাযি. মক্কার শাসনক্ষমতা দখল করে নিলেন, আর কারী নামধারীরা (খারিজিরা) বসরায় ক্ষমতায় চেপে বসল, তখন একদিন আমি আমার পিতার সঙ্গে আবু বারযা আসলামি রাযি.-এর উদ্দেশ্যে রওনা করে আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি তাঁর বাঁশের তৈরি কুঠরির ছায়াতলে বসা ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বসলাম। আমার পিতা তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদিস শুনতে চাইলেন। পিতা বললেন, হে আবু বারযা! লোকেরা কি ভীষণ সংকটে পতিত হয়েছে, তা কি আপনি লক্ষ্য করছেন না? সর্বপ্রথম যে কথাটি আমি তাঁকে বলতে শুনলাম—'আমি যে কুরাইশের গোত্রসমূহের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করি, এজন্য আল্লাহর কাছে নিশ্চয় ছওয়াবের প্রত্যাশা করি'। হে আরবগণ! তোমরা যে কেমন গোমরাহী, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থায় ছিলে, তা তোমরা জান। মহান আল্লাহ্ ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

---

[১] فَلَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ كتب بن عُمَرَ إِلَى يَزِيدَ بِبَيْعَتِهِ فَلَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَهُ قُلْتُ وَكَانَ السَّبَبُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ مُسْنَدًا أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمر على الْمَدِينَة بن عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأَوْفَدَ إِلَى يَزِيدَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ فِي آخَرِينَ فَأَكْرَمَهُمْ وَأَجَازَهُمْ فَرَجَعُوا فَأَظْهَرُوا عَيْبَهُ وَنَسَبُوهُ إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ وَثَبُوا عَلَى عُثْمَانَ فَأَخْرَجُوهُ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدَ فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا مَعَ مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ الْمُرِّيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ ثَلَاثًا فَإِنْ رَجَعُوا وَإِلَّا فَقَاتِلْهُمْ فَإِذَا ظَهَرْتَ فَأَبِحْهَا لِلْجَيْشِ ثَلَاثًا ثُمَّ اكْفُفْ عَنْهُمْ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ فَوَصَلَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ فَحَارَبُوهُ وَكَانَ الْأَمِيرُ عَلَى الْأَنْصَارِ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ وَعَلَى قُرَيْشٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُطِيعٍ وَعَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْقَبَائِلِ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيَّ وَكَانُوا اتَّخَذُوا خَنْدَقًا فَلَمَّا وَقَعَتِ الْوَقْعَةُ انْهَزَمَ أهل الْمَدِينَة فَقتل بن حَنْظَلَة وفر بن مُطِيعٍ وَأَبَاحَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثًا فَقُتِلَ جَمَاعَةٌ صَبْرًا مِنْهُمْ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ وَبَايَعَ الْبَاقِينَ عَلَى أَنَّهُمْ خَوَلٌ لِيَزِيدَ وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ سَمِعْتُ أَشْيَاخَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا احْتُضِرَ دَعَا يَزِيدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لَكَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمًا فَإِنْ فَعَلُوا فَارْمِهِمْ بِمُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ فَإِنِّي عَرَفْتُ نَصِيحَتَهُ فَلَمَّا وَلِيَ يَزِيدُ وَفَدَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ وَجَمَاعَةٌ فَأَكْرَمَهُمْ وَأَجَازَهُمْ فَرَجَعَ فَحَرَّضَ النَّاسَ عَلَى يَزِيدَ وَعَابَهُ وَدَعَاهُمْ إِلَى خلع يَزِيدَ فَأَجَابُوهُ فَبَلَغَ يَزِيدَ فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ فَاسْتَقْبَلَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بجموع كَثِيرَة

(فتح الباري لابن حجر: ٧٠/١٣)

এর মাধ্যমে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়েছেন, যা তোমরা দেখছ। আর এ পার্থিব দুনিয়াই তোমাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। ওই যে লোকটা সিরিয়ায় (ক্ষমতা দখল করে) আছে, আল্লাহর কসম! একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সে লড়াই করেনি।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– হযরত আবু বারযা আসলামি রাযি. যাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তারা প্রকাশ করত যে, তারা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ও সত্যের সাহায্যে যুদ্ধ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা যুদ্ধ করত দুনিয়ার মোহে। তাদের ভিতর-বাইর এক ছিল না। ভিতরে ছিল দুনিয়া আর বাইরে লোকদেখানো ধার্মিকতা।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৩, ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

উক্ত হাদিসের মধ্যে ধারাবহিকতা নেই। মূল ঘটনা হল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. ৬১ হিজরিতে দুষ্ট ইয়াজিদের শাসনামলে মক্কায় গিয়ে নিজের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর মারওয়ান সিরিয়া গিয়ে নিজ খেলাফতের দাবি তোলেন। মারওয়ানের পক্ষে ইবনে যিয়াদের সহযোগিতা ছিল। হযরত আবু বারযা রাযি. নিজের জ্ঞানানুসারে বক্তব্য পেশ করেছেন। অন্যথায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর খেলাফত সঠিক ছিল আর মারওয়ান ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী, ডাকু।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ.

## সহজ তরজমা

৬৬৪৭. হযরত আদম ইব্‌নে আবু ইয়াস রহ. ... হযরত হুযাইফা ইব্‌নে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগের মুনাফিকদের চেয়েও জঘন্য। কেননা সে যুগে তারা (মুনাফিকি) করত গোপনে আর আজ করে প্রকাশ্যে।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :**

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল– আজ মুনাফিকি ও মানুষের উপর অস্ত্র উত্তোলন চলে প্রকাশ্যে। অথচ সেকালে প্রকাশ্যে আনুগত্য দেখাত; পিছনে করত তার বিপরীত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৪৫ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ি তাফসিরে বর্ণিত হয়েছে। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا خَلَّادٌ. حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ. عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ. عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ.

## সহজ তরজমা

৬৬৪৮. হযরত খাল্লাদ ইব্‌নে ইয়াহ্‌ইয়া রহ. ... হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ছিল। আর এখন হল তা ঈমান গ্রহণের পর কুফরি।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** হাদিসের মিল প্রসঙ্গে আল্লামা আইনি রহ. লিখেছেন,

مطابقته للترجمة من حيث إن المنافق في هذا اليوم قال بكلمة الإسلام بعد أن ولد فيه وعلى فطرته. ثم أظهر كفرا فصار مرتدا فدخل في الترجمة من جهة قوليه المختلفين.

অর্থাৎ নব্য মুনাফিকরা স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণের পর কুফরি প্রকাশ করে মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং তার বিভিন্ন উক্তি বিবেচনায় এটি শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০54 পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

হাদিসের মর্মার্থ হল, কাউকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিক বলার অবকাশ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র যুগে। কেননা নিফাকের সংজ্ঞা হল, অন্তরে কুফরি গোপন রেখে ঈমান প্রকাশ করা। আর ওহী মারফত রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের অন্তরের অবস্থা জেনে যেতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর কারো অন্তরের অবস্থা নিশ্চিতভাবে জানা অসম্ভব। তাই আজ কাউকে অকাট্য ও প্রকৃত মুনাফিক বলা যাবে না। এখন মানুষকে কেবল মুমিন বা কাফির বলা যায়।

✪ মুনাফিক সংক্রান্ত আলোচনা নাসরুল বারি (উর্দূ)-১/২৮৬ দ্রষ্টব্য।

بَابٌ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

## ৩৭৬০. অনুচ্ছেদ : কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

## সহজ তরজমা

৬৬৪৯. হযরত ইসমাঈল রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না, যাবৎ না এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে—হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০54 পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এ অবস্থা কিয়ামতের নিকটতম সময়ে হবে। যখন চতুর্দিকে ফেৎনার ছড়াছড়ি হবে। দীন ও ঈমান নিয়ে মানুষ শঙ্কায় থাকবে। চারদিকে ভ্রান্তদলের উত্থান ঘটবে। তখন ঈমানদারগণ এ আশঙ্কা করবে। যেমন মুসলিম শরিফে আবু হাজিম সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ. (بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلَاءِ)

অর্থাৎ দুনিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না, যাবৎ না মানুষ কবরের কাছে গিয়ে গড়াগড়ি করে বলবে, হায়! যদি আমি কবরদেশী হতাম।

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَوْ وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيهِ الْمَوْتَ يُبَاعُ لَاشْتَرَاهُ. (عمدة القاري: ٢٤ / ٢١١)

অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে, যখন মৃত্যুকে কিনতে পাওয়া গেলে মানুষ তা খরিদ করত।

জনৈক কবি বলেছেন : وَهٰذَا الْعَيْشُ مَا لَاخَيْرَ فِيْهِ + الا موت يُبَاعُ فَاَشْتَرِيْهِ (قس) অর্থাৎ এ কি জীবন! এতে কোনো শান্তি নেই। যদি মৃত্যু খরিদ করা যেত! তাহলে তা-ই করতাম।

## بَابُ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتّٰى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ

## ৩৭৬১. অনুচ্ছেদ : যুগের বিবর্তন এবং মূর্তিপূজা চলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلٰى ذِي الْخَلَصَةِ". وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

### সহজ তরজমা

৬৬৫০. হযরত আবুল ইয়ামান রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ 'যুল-খালাসার' পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। 'যুল-খালাসা' হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলি যুগে তারা এর উপাসনা করত।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৪ ও পূর্বে ৪৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** কিয়ামতের পূর্বে শিরিকের প্রসার ঘটবে। حَتّٰى تَضْطَرِبَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দাউস গোত্রের নারীরা জুল খুলাসার আশে পাশে বিচরণ করে। নিতম্ব হেলানোর দ্বারা বিচরণ করা উদ্দেশ্য।

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, এ হাদিস এবং এ ধরনের হাদিসসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দীন পরিপূর্ণভাবে শেষ হবে না বরং কিয়ামত অবদি ইসলাম অবশিষ্ট থাকবে। তবে দুর্বল থাকবে। যেমনি শুরুতে ছিল। (কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ".

### সহজ তরজমা

৬৬৫১. হযরত আব্দুল আজিজ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যাবৎ না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নিবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, কাহতানি লোকের মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া কালের বিবর্তন ও ইসলামিক অবস্থা-পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরিচায়ক। কেননা লোকটি কুরাইশি হবে না, যাদের হাতে থাকত খেলাফত। সুতরাং এটা হবে ফিতনার যুগে ও বিধান বিকৃতির যুগে। (কাস্তালানি)

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৪ ও পূর্বে ৪৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** লাঠি দিয়ে তাড়ানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের নেতা হবে। অন্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, قحطان ইমাম মাহ্‌দির পরে আসবে এবং তার অনুসারী হবে।

✪ বিস্তারিত জানার জন্য ইরশাদুস সারি দ্রষ্টব্য।

## بَابُ خُرُوجِ النَّارِ

## ৩৭৬২. অনুচ্ছেদ : আগুন বের হওয়া প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَنَسٌ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হবে আগুন, যা মানুষকে পূর্ব থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে সমবেত করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى".

### সহজ তরজমা

৬৬৫২. হযরত আবুল ইয়ামান রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যাবৎ না হিজাযের জমি থেকে আগুন বের হবে, যা বুসরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দিবে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** আল্লামা কুরতুবি রহ. 'তাজকিরা' গ্রন্থে বলেন, ৩রা জুমাদাল উখরা ৬৫৪ হিজরিতে বুধবার দিন ইশার পরে মদিনা থেকে একটি আগুন বের হয়েছে। হাদীসে বর্নিত আগুন দ্বারা সেটিও উদ্দেশ্য হতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بُصْرَى : 'বা' বর্ণে পেশ 'রা' বর্ণে খারা যবর। শামের প্রসিদ্ধ একটি শহর। اعناق শব্দটি تضيئ ফেয়েলের মাফউল। এর ফায়েল হচ্ছে النار।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَدِّهِ، حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا". قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ".

### সহজ তরজমা

৬৬৫৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাঈদ কিন্দি রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের করে দিবে। সে-সময় যারা উপস্থিত থাকবে, তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। উকবা রহ. ... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে كَنْزٍ (খনি)-এর স্থলে جَبَلٍ (পাহাড়) উল্লেখ আছে।

### সহজ তাহ্কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল হল, হাদিসটি পূর্বের হাদিসে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ দুটির মধ্যে মিল হচ্ছে, দুটি হাদিসেই কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। এতটুকু মিলই যথেষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৪ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরিফে ফিতান অধ্যায়ে, আবু দাউদে মালাহিম অধ্যায়ে ও তিরমিযিতে صِفَةُ الْجَنَّةِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। (কাস্তালানি)

بَابٌ

### ৩৭৬৩. অনুচ্ছেদ : শিরোনামহীন

[بَابٌ শব্দটি তানবিনসহ। এটি শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ; পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের শাখাস্বরূপ।]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيٰى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا مَعْبَدٌ، سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا. قَالَ مُسَدَّدٌ: حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ

৬৬৫৪. হযরত মুসাদ্দাদ রহ. ... হযরত হারিসা ইব্‌নে ওয়াহাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমরা সদকা করো। কেননা অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যে, মানুষ সদকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে; কিন্তু সদকা গ্রহণ করে—এমন কাউকে পাবে না। মুসাদ্দাদ রহ. বলেন, হারিসা উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাযি.-এর বৈপিত্রেয় ভাই। قَالَ مُسَدَّدٌ الخ এ উক্তিটি ইমাম বুখারী রহ. এর।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন এবং পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের শাখাস্বরূপ বিধায় এতে বর্ণিত হাদিসগুলো পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর এ দু' অনুচ্ছেদের মধ্যে মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৪, পূর্বে ১৯০ ও ১৯১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ৩২৫ পৃষ্ঠায় الزكاة অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتّٰى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ. وَحَتّٰى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذٰلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلٰى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا"

### সহজ তরজমা

৬৬৫৫. হযরত আবুল ইয়ামান রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ দুটি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবি হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাবাদী দাজ্জালের প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইলম তুলে নেওয়া না হবে। আর ভূমিকম্প অধিক হারে না হবে। আর যামানা (কাল) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং (ব্যাপক হারে) ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতর হবে। হারজ

হলো হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন সয়লাব শুরু হবে, সম্পদের মালিক তার সদকা কে গ্রহণ করবে—এ নিয়ে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়বে। এমনকি যার নিকটই সে সম্পদ পেশ করবে সে বলবে : আমার এ মালের কোনোই প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে ও সকল লোক তা দেখবে আর সেদিন সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি, কিংবা ইতোপূর্বে যারা ঈমান আনেনি কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি (সূরা মায়িদা-১৫৮) আর অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'ব্যক্তি (পরস্পরে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে) কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। কিয়ামত এমন অবস্থায় হবে, এক ব্যক্তি তার হাউজ আস্তর করছে, কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন (অতর্কিত) অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোকমা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে মিল পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৪-১০৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়ার পর ঈমান আনয়ন কোনো কাজে আসবে না এবং তওবাও কবুল হবে না। তবে যারা পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বেই ঈমান এনেছে ও আমালে সালিহা করেছে, নিঃসন্দেহে তাদের ঈমান ও আমল উপকারী হবে।

## بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

## ৩৭৬৪. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা

اَلدَّجَّال দাজ্জাল শব্দটি فَعَّالٌ ওজনে, دجلٌ (মিথ্যা) থেকে মুবালাগার ছিগাহ। اَلدَّجَّال অর্থ, চরম মিথ্যুক। অধিক মিথ্যাবাদী। সত্য-মিথ্যায় সংমিশ্রণকারী।

**মাসিহ দাজ্জাল**

দাজ্জালকে 'মাসিহ' বলা হয়। এর দুটি কারণ রয়েছে। যথা,

(১) দাজ্জালের একটি চোখ সম্পূর্ণ মিটানো থাকবে। সেই চোখে কিছুই দেখতে পারে না।

(২) مَسَاحَةٌ শব্দটি سِيَاحَةٌ হতে গৃহীত। দাজ্জাল ক'দিনেই হারামাইন শরিফ ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করবে। তাই তাকে মাসিহ বলা হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন :** এখন প্রশ্ন হয়, মাসিহ তো আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ.-কেও বলা হয়। তাহলে এতে পার্থক্য কী?

**জবাব :**

(১) হযরত ঈসা আ.-এর ক্ষেত্রে মাসিহ শব্দ সাধারণভাবেই প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু দাজ্জালের ক্ষেত্রে 'দাজ্জাল' শব্দের সাথে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ শুধু মাসিহ বললে হযরত ঈসা আ.-কে বুঝায়, দাজ্জালকে বুঝায় না।

(২) এতে শব্দগত পার্থক্য আছে। অর্থাৎ হযরত আ.-এর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে مَسِيْحٌ শব্দটির মিমে যবর, সিনে তাশ্দিদ না দিয়ে এবং শেষে حاء দিয়ে। কিন্তু দাজ্জালের ক্ষেত্রে কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী مِسِّيْخٌ শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। অর্থাৎ ميم বর্ণে যের ও سين বর্ণে তাশ্দিদ দিয়ে এবং শেষে خاء দিয়ে।

(৩) হযরত ঈসা আ.-কে মাসিহে ছিদ্দিকও বলা হয়; কিন্তু দাজ্জালকে তা বলা হয় না।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ. قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي "مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ". قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ. قَالَ "هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ"

## সহজ তরজমা

৬৬৫৬. হযরত মুসাদ্দাদ রহ. ... হযরত মুগিরা ইব্‌নে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত বেশি প্রশ্ন করতাম, সেরূপ আর কেউ করে নি। তিনি আমাকে বললেন : তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও ইবনে মাজায় الفتن অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ الخ আর মুসলিম শরিফের একটি বর্ণনায় مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ. وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ রয়েছে। (মুসলিম-২/৪০৩)

এখানে দাজ্জাল দ্বারা ওই বড় দাজ্জাল উদ্দেশ্য, যে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হবে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে দাজ্জাল পরীক্ষাস্বরূপ হবে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তাকে অলৌকিক শক্তি-ক্ষমতা দান করা হবে। এমনকি সে একজনকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে ফেলবে। বৃষ্টি বর্ষণ করবে। ফসল-উদ্ভিদ উৎপন্ন করবে। এমন বহু আশ্চর্যজনক ঘটনার জন্ম দিবে। সে খোদায়ী দাবি করবে। ফলে কিছুসংখ্যক ঈমানদারও তার উপর ঈমান আনবে। তবে এ দাজ্জালের সাথে তার মিথ্যাবাদী হওয়ার সুস্পষ্ট কিছু আলামত থাকবে। যেমন– একচোখ কানা, তার কপালে ك.ف.ر লিখা থাকবে ইত্যাদি। যদি সেই দুর্ভাগা দাজ্জালের শক্তি থাকত, তবে নিজের কপাল হতে كفر লিখা মিটিয়ে দিত এবং নিজের চোখ ভালো করে ফেলত।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى. كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

## সহজ তরজমা

৬৬৫৭. হযরত মূসা ইব্‌নে ইসমাঈল রহ. ... হযরত ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আমার মনে হয়, তিনি হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : দাজ্জালের ডান চক্ষুটি কানা হবে, যেন তা ফোলা আঙ্গুরের মতো।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫, পূর্বে ৪৭০ ও ৪৮৯ এবং সামনে ১১০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى : কুফার আলেমদের মতে এখানে مَوْصُوْف এর ইযাফত صِفَتْ-এর দিকে হয়েছে কিংবা শব্দ উহ্য রয়েছে। এর মূল ইবারত হল : أَعْوَرُ عَيْنِ الْجِهَةِ الْيُمْنٰى. كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ। কিন্তু কোনো কোনো সংস্করণে أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى বাক্য রয়েছে। যেমন, উমদাতুল কারি।

قَوْلُهُ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : এটা ইমাম বুখারি রহ. এর উক্তি। কোনো কোনো সংস্করণে এ ইবারতটি উল্লেখ নেই। তখন এ সূরতে হাদিসটি মওকুফ হয়ে যাবে। মূলত হাদিসটি মারফূ। যেমনটা মুসলিম শরিফে রয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ. ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ".

### সহজ তরজমা

৬৬৫৮. হযরত সাদ ইব্‌নে হাফস রহ. ... হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল আসবে। অবশেষে মদিনার একপার্শ্বে অবতরণ করবে। (এ সময় মদিনা) তিনবার প্রকম্পিত হবে। তখন সকল কাফির ও মুনাফিক বের হয়ে তার কাছে চলে আসবে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫, পূর্বে ২৫৩ এবং সামনে ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** এর দ্বারা জানা গেল, পরিপূর্ণ মুমিনগণ মদিনা মুনাওয়ারায় থেকে যাবে। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, কানা দাজ্জাল সকল শহর-এলাকায় প্রবেশ করবে; কিন্তু হাজার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেও মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা ফিরিশতাগণ এ শহর পরিবেষ্টন করে রাখবেন। আল্লামা কাস্তালানি রহ. বলেন, কোনো কোনো আলেমের মতে এ হাদিসে كُفَّارٌ বা কাফির দ্বারা কট্টর রাফিজিরা উদ্দেশ্য। আর সুস্পষ্টত মদিনায় রাফিজি ও মুনাফিকদের উপস্থিতি রয়েছে। যদিও ওরা খুব গোপনেই বাস করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

### সহজ তরজমা

৬৬৫৯. হযরত আব্দুল আজিজ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... হযরত আবু বাকরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মদিনায় মাসিহ্ দাজ্জালের ভয় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদিনায় সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশ পথে দুজন করে ফিরিশতা নিয়োজিত থাকবেন।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. قَالَ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.

### সহজ তরজমা

৬৬৬০. হযরত আলী ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... হযরত আবু বাকরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মদিনায় মাসিহ দাজ্জালের প্রভাব পড়বে না। সে সময় মদিনায় সাতটি প্রবেশদ্বার

থাকবে। প্রতি প্রবেশদ্বারে দুজন ফিরিশতা নিয়োজিত থাকবেন। ইব্‌নে ইসহাক ... ইবরাহিম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যখন বসরায় আগমন করলাম, তখন আবু বাকরা রাযি. আমাকে বললেন : এ হাদিসটি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** হাদিসটি তাবরানিতে পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। সুতরাং ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন,

فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ قَرْيَةٍ يَدْخُلُهَا فَزَعُ الدَّجَّالِ إِلَّا الْمَدِينَةَ يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَهَا فَيَجِدُ عَلَى بَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا بِالسَّيْفِ فَيَرُدُّهُ عَنْهَا

অর্থাৎ সেখানে فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ-এর পরে উল্লেখ রয়েছে, তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল প্রতিটি শহর-গ্রামে প্রবেশ করবে। তবে মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করার জন্য আসবে; কিন্তু মদিনার প্রতিটি দরজায় তরবারি সমেত ফিরিশতা দেখতে পাবে। তারা তাকে প্রতিহত করবে। (ফাতহুল বারি-১৩/৯৫; কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

## সহজ তরজমা

৬৬৬১. হযরত আব্দুল আজিজ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাযি. বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে কথা বললেন : তার সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি। এমন কোনো নবী নেই, যিনি তাঁর জাতিকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব, যা কোনো নবীই তাঁর জাতিকে বলেন নি। তা হল, সে কানা হবে আর আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই কানা নন।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫ এবং পূর্বে ৪২৯-৪৩০, ৪৮৯, ৬৩২ ও ৯১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قوله: وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ. : এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে খাস হওয়ার কারণ হল, দাজ্জাল তাঁর উম্মতের মাঝেই আত্মপ্রকাশ করবে; অন্যান্য উম্মতের মাঝে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেনি। إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ হতে পারে আমাদের নবী ব্যতীত অন্য কোনো নবী দাজ্জাল কানা হওয়ার সংবাদ দেননি কিংবা দিতে পারতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মানের কারণে সংবাদ দেননি। যাতে আমাদের নবী দাজ্জালের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত সুসংবাদ দেন। এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। ফলে মূর্খ-জ্ঞানী সবাই জানতে পারবে।

(কাস্তালানি)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا هٰذَا الدَّجَّالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ". رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ.

## সহজ তরজমা

৬৬৬২. হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌নে বুকাইর রহ. ... হযরত ইব্‌নে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বার তওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধুসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে বা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনি কে? লোকেরা বলল, ওনি মারইয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্থূলকায় লাল বর্ণের কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙ্গুরের মতো। লোকজন বলল, এ হল দাজ্জাল! তার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল, ইব্‌নে কাতান; বনি খুযায়ার এক ব্যক্তি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫ এবং পূর্বে ৪৮৯, ৮৭৬, ১০৩৬ ও ১০৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

## সহজ তরজমা

৬৬৬৩. হযরত আব্দুল আজিজ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ রহ. ... হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নামাযের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৫-১০৫৬ এবং পূর্বে ১১৫, ৩২২, ৯৪২ ও ৯৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الدَّجَّالِ: "إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارٌ". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## সহজ তরজমা

৬৬৬৪. হযরত আবদান রহ. ... হযরত হুযাইফা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন : তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। বস্তুত তার আগুনই হবে শীতল পানি আর তার পানি হবে আগুন। আবু মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, আমিও এ হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

## সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৬ এবং পূর্বে ৪৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ". فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### সহজ তরজমা

৬৬৬৫. হযরত সুলাইমান ইব্‌নে হারব রহ. ... হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনো নবী প্রেরিত হন নি, যিনি তার উম্মতকে এ কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো! সে কিন্তু কানা; আর তোমাদের রব কানা নন। আর তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির (ك. ف. ر) শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে। এ বিষয়ে হযরত আবু হুরাইরা ও ইব্‌নে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।

### সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৬, সামনে ১১০১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম ও তিরমিযিতে الفِتَن অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝখানে ك. ف. ر লিখা থাকবে।

**الخ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ :** হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদিসটি ৪৭০ পৃষ্ঠায় أَحَادِيثُ الأَنْبِيَاءِ-এর মধ্যে গত হয়েছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদিসটি ৪৫৯ পৃষ্ঠায় بَابُ الْمَلَائِكَةِ-এর মধ্যে গত হয়েছে।

### بَابٌ : لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

### ৩৭৬৫. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করবে না

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ : "يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ. فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ".

### সহজ তরজমা

৬৬৬৬. হযরত আবুল ইয়ামান রহ. ... হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করলেন। তিনি তার সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন, তার মাঝে এটাও বলেছেন : দাজ্জাল আসবে, তবে মদিনার প্রবেশপথে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে। মদিনার সংলগ্ন বালুময় একটি স্থানে সে অবস্থান করবে। সে-সময় তার দিকে এক ব্যক্তি গমন করবে, যে মানুষের মাঝে উত্তম, বা উত্তম ব্যক্তিদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি : তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখো! আমি যদি একে হত্যা করে আবার জীবিত করে দিই, তাহলে কি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে?

লোকেরা বলবে, না! এরপর সে তাকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। তখন সে লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম! তোর সম্পর্কে আজকের মতো দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদিসের মিল রয়েছে وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ বাক্যে।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৬ এবং পূর্বে ২৫২-২৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**শব্দ বিশ্লেষণ**

نِقَابٌ : শব্দটির نون বর্ণে যের দিয়ে। এটি نَقْب (নূনে যবর, কাফ সাকিন)-এর বহুবচন। যেমন, حَبْل এর বহুবচন حِبَالٌ এবং كَلْبٌ এর বহুবচন كِلَابٌ। অর্থ : ঘাঁটি, গিরিপথ। (কাস্তালানি)

اَلسِّبَاخُ : শব্দটির সিনে যের, باء তাশদিদ ছাড়া, এরপর الف ও خاء। এটি سَبْخَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ : যে ভূমিতে কোনো উদ্ভিদ জন্মে না, নোনা ভূমি। (কাস্তালানি)

হাদিসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, দুর্ভাগা দাজ্জাল হারামাইন শরিফাইন তথা মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য ফাতহুল বারি দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ".

## সহজ তরজমা

৬৬৬৭. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদিনার প্রবেশ পথসমূহে ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৬ এবং পূর্বে ২৫২ ও ৮৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

✪ اَلطَّاعُونُ-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার জন্য নাসরুল বারি-১০/৫৮৫ দেখুন।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ قَالَ وَلَا الطَّاعُونُ، إِنْ شَاءَ اللهُ".

## সহজ তরজমা

৬৬৬৮. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ. ... হযরত আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মদিনার দিকে দাজ্জাল আসবে। সে ফিরিশতাদেরকে মদিনা পাহারা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। অতএব দাজ্জাল ও প্লেগ এর (মদিনার) নিকটস্থ হবে না ইনশা আল্লাহ্।

## সহজ তাহকিক ও তাশরিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৬ এবং সামনে ১১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** মদিনা মুনাওয়ারা এসব বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ থাকবে। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুয়ার বরকত।

## بَابُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

## ৩৭৬৬. অনুচ্ছেদ : ইয়াজুজ ও মা'জুজ

**শব্দ বিশ্লেষণ**

يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ هُمَا اسْمَانِ أَعْجَمِيَّانِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مُنِعَا مِنَ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমের মতে يَأْجُوجُ ও مَأْجُوجُ শব্দ দুটি عُجْمَة ও عَلَم (অনারব ও নাম) হওয়ার কারণে গাইরে মুনসারিফ। অবশ্য কারো কারো মতে শব্দ দুটি আরবি। সেক্ষেত্রে শব্দটি تَأْنِيث ও عَلَم হওয়ায় গাইরে মুনসারিফ। মোটকথা, শব্দ দুটি গাইরে মুনসারিফ।

**ইয়াজুজ ও মাজুজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**

কুরআন-হাদিসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরা হযরত নূহ আ.-এর বংশধর। যেমন : কুরআন মাজিদে রয়েছে, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ—'আমি তার বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছিলাম'। (সূরা সাফফাত-৭৭)

অর্থাৎ হযরত নূহ আ.-এর মহাপ্লাবনের পরে দুনিয়ার বুকে যারা জিবীত ছিল, সবাই তাঁর বংশধর ইয়াফিস ইবনে নূহ আ.-এর বংশধর, যারা যুলকারনাইনের যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন জনবসতি ও গোত্রে বিক্ষিপ্ত ছিল।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের জন্য তাদের সবাই হযরত যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের পিছনে বন্দি থাকা জরুরি নয়। হাঁ! এদের মধ্যে হিংস্র-বিদ্রোহীদেরকে ওই প্রাচীর দ্বারা আটক করে রাখা হয়েছে। ইয়াজুজ ও মাজুজ কেবল সে-সকল হিংস, রক্তপিপাসু ও জালেমদের নাম। বাকি যারা হযরত যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের বাইরে রয়ে গিয়েছিল, তারা সভ্য হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা এ ইয়াজুজ-মাজুজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইয়াজুজ-মাজুরের সংখ্যা পুরো পৃথিবীর মানবজাতির সংখ্যার চেয়ে বেশি। তারা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত বন্দি অবস্থায় থাকবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দি আ. অবতরণ এবং দাজ্জাল বের হওয়ার পর ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে। যখন হযরত ঈসা আ. আকাশ হতে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি তখন ভূমিস্মাৎ হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। তখন ইয়াজুজ-মাজুজের অসংখ্য অগণিত লোকজন একসঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়বে; পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া হতে নিচে অবতরণের চেয়ে আরো দ্রুত গতিতে। দেখে মনে হবে, তারা উপর হতে নিচে পিছলে পড়ছে। মানবজাতির কেউ তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর রাসূল হযরত ঈসা আ. আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাঁর সহচরবৃন্দ নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয়গ্রহণ করবেন। অবশেষে হযরত ঈসা আ. ও তাঁর সাথিদের দোয়ার বরকতে এরা সবাই মারা যাবে। এরপর হযরত ঈসা আ. তুর পাহাড় হতে নেমে আসবেন। তারা জমিনে এসে দেখতে পাবেন, পুরো জমিনের এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও তাদের লাশমুক্ত নয়। তাদের লাশের পঁচা দুর্গন্ধে জমিনে বসবাস করাই খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এরপর হযরত ঈসা আ. ও তাঁর সাথিদের দোয়ায় ওইসব পঁচা গলিত লাশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে কিংবা অদৃশ্য করে দেওয়া হবে এবং ভারি বর্ষণের মাধ্যেমে পুরো জমিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত করে দেওয়া হবে। পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি- নিরাপত্তা। জমিন তার উদরস্থ সমস্ত ধনভাণ্ডার উগলে দিবে। কেউ অসহায়-মুখাপেক্ষী থাকবে না। সেই নিষ্কলুষ- নিরাপদ যুগেও হজ-উমরা চালু থাকবে। হযরত ঈসা আ. হজ বা উমরার জন্য হেজায সফর করবেন। এরপর মদিনা মুনাওয়ারায় তাঁর ওফাত হবে। অবশেষে তিনি রওজায়ে আকদাসের পাশে সমাহিত হবেন।

✪ ইয়াজুজ-মা'জুজ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য বিশেষত 'রুহুল মায়ানি' ইত্যাদি তাফসির দেখুন!

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ،

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ". وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَ الَّتِيْ تَلِيْهَا. قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ "نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ".

## সহজ তরজমা

৬৬৬৯. হযরত আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল রহ. ... হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্বিগ্ন অবস্থায় এরূপ বলতে বলতে আমার গৃহে প্রবেশ করলেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই। আক্ষেপ আরবের জন্য মন্দ থেকে যা অতি নিকটবর্তী। বৃদ্ধাঙুলি ও তৎসংলগ্ন আঙুল গোলাকৃতি করে তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : আজ ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? উত্তরে তিনি বললেন : হাঁ! যদি পাপাচার বেড়ে যায়।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৬ এবং পূর্বে ৪৭২, ৫০৮, ১০৪৬ ও ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هٰذِهٖ". وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ.

## সহজ তরজমা

৬৬৭০. হযরত মূসা ইব্নে ইসমাঈল রহ. ... হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরটি এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। রাবী ওহাইব রহ. নব্বই সংখ্যা নির্দেশক গোলাকৃতি তৈরি করে দেখালেন।

## সহজ তাহ্কিক ও তাশ্রিহ

**শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :** শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

**হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে ১০৫৬ এবং পূর্বে ৪৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :**

عَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ : এর শাব্দিক অর্থ, উহাইব নব্বইটি গিরা লাগালেন। আর ৪৭২ পৃষ্ঠায় عَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِينَ বাক্য রয়েছে অর্থাৎ নিজের আঙুল দ্বারা নব্বইটি গিরা লাগালেন। অন্য এক বর্ণনা। عَقَدَ عَشَرًا উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা, উদ্দেশ্য কাছাকছি।

✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারি-৭/৪৩৯ দেখুন!

**সমাপ্ত**